তুলনামূলক পর্যালোচনা

ইমামের পিছনে সূরা ফাতিহা পাঠ ও মাসায়েলে সাক্‌তা

মূল:

মাস'উদ আহমাদ (রহ.)

আবূ মুহাম্মাদ বাদীউদ্দীন শাহ্ আর-রাশেদী (রহ.)

শায়েখ যুবায়ের আলী ঝাই (হাফি.)

ইমাম নাসিরুদ্দিনী আলবানী (রহ.)

ইমাম বুখারী (রহ.)

শায়েখ ইরশাদুল হক্ব আসরী (হাফি.)

অনুবাদ ও সঙ্কলন

কামাল আহমাদ

mnxn `Av I whwKi + Bmjvgx eB

ইমামের পিছনে সূরা ফাতিহা পাঠ
ও
মাসায়েলে সাক্‌তা

["রুকু' পেলে কি রাক'আত পাওয়া হবে?" প্রশ্নের উত্তর এবং
"ইমামের ক্বিরাআত মুক্তাদীর ক্বিরাআত" –হাদীসের বিশ্লেষণসহ]

মুল

মাস'উদ আহমাদ رحمه الله

বদীউদ্দীন শাহ আর–রাশেদী رحمه الله

শায়েখ যুবায়ের আলী যাই حفظه الله

শায়েখ নাসিরুদ্দীন আলবানী رحمه الله

ইমাম বুখারী رحمه الله

ইরশাদুল হক্ব আসরী حفظه الله

অনুবাদ ও সঙ্কলন

কামাল আহমাদ

mnxn `Av I whwKi + Bmjvgx eB

প্রকাশক
আতিফা পাবলিকেশন্স
৩৮/২-খ, তাজমহল মার্কেট
বাংলাবাজার, ঢাকা
☎ ১৭ ৪৫৬ ৩৯৫ ৮৮

অনুবাদক ও সঙ্কলক কর্তৃক সর্বসত্ত্ব সংরক্ষিত

পরিবেশনায়
হুসাইন আল-মাদানী প্রকাশনী
৩৮, নর্থ-সাউথ রোড, বংশাল, ঢাকা
ফোন: ৭১১৪২৩৮, ০১৯১১-৭২৫-৯২০

মাহিয়া প্রিন্ট মিডিয়া
সুরিটোলা, ঢাকা
ফোন: ০১৫৫-৭২৩-৫৮-০০

প্রকাশকাল
প্রথম প্রকাশ
জিলক্বদ ১৪৩২ হিজরী
অক্টোবর ২০১১ ঈসায়ী

বিনিময় ঃ ১০০/- (একশত টাকা মাত্র)

ISBN No. 978-954-892-902-5

mnxn `Av I whwKi + Bmjvgx eB

সূচিপত্র

নং	বিষয়	পৃষ্ঠা
	ভূমিকা	৫
ক.	**ইমামের পিছনে সূরা ফাতিহা পাঠ -মাস'উদ আহমাদ (র)**	
১	ইমামের পিছনে সূরা ফাতিহা পাঠ	৭
২	মুক্তাদীর সূরা ফাতিহা পাঠ না করার দলীলসমূহের বিশ্লেষণ	৯
৩	ইমামের চুপ থাকা ও মুক্তাদীর ক্বিরাআত পাঠ করা	১১
৪	সাহাবীদের (রা) আমল	১৩
৫	রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর দু'টি সাক্তা	১৭
৬	সাক্তা সম্পর্কীত হাদীসসমূহের মতনসহ সনদের তালিকা	১৮
৭	সনদগুলোর ব্যাখ্যা	১৯
৮	সহীহ হাদীসসমূহের মধ্যে কোন বিরোধ নেই, সবগুলোই গ্রহণযোগ্য	২০
খ.	**ইমামের সাক্তাতে মুক্তাদীর সূরা ফাতিহা পাঠ** -আবূ মুহাম্মাদ বাদীউদ্দীন শাহ আর-রাশিদী (র)	২৫
গ.	**মুহাদ্দিস ও রিজাল শাস্ত্রবিদ শায়েখ যুবায়ের আলী যাঈ (র)** (ফাতিহা ও সাক্তা বিষয়ক হাদীসের তাহক্বীক্ব)	৩২
৯	'আমর বিন শু'আয়েব 'আন আবিহি 'আন জাদ্দিহি	৩৩
১০	'আব্দুল হামীদ বিন জা'ফরের হাদীস	৩৪
ঘ.	**ড. আসাদুল্লাহ আল-গালিবের (হা) উপস্থাপনা**	৩৬
ঙ.	**শায়েখ মুহাম্মাদ নাসিরুদ্দীন আলবানী (র)** (ফাতিহা ও সাক্তা বিষয়ক তাঁর তাহক্বীক্বের পূণঃতাহক্বীক্ব)	৩৮
চ.	**ইমামের সাক্তাতে মুক্তাদীর ক্বিরাআত পাঠ-ইমাম বুখারী (র)** তাহক্বীক্ব ঃ মুহাদ্দিস যুবায়ের আলী যাঈ (র)	৫১
ছ.	**সালাতে ইমামের দু'টি সাক্তা (চুপ থাকা)** [সাক্তার হাদীসসমূহের প্রতি অভিযোগের জবাব] -মূল (উর্দূ) ঃ মাস'উদ আহমাদ (র)	৬৩
১১	তাদলীসের অহেতুক অপবাদ	৬৬
১২	ইমাম হাসান বসরী (র)-এর মর্যাদা	৬৭
১৩	ইমাম বুখারী (র) ও দুই সাক্তার হাদীস	৬৮
১৪	ইমাম বায়হাক্বী ও দুই সাক্তার হাদীস	৬৯
১৫	সামুরা (রা)-এর দুই সাক্তা	৬৯
১৬	ইমাম বুখারী-মুসলিম ও হাসান বসরী (র)	৭০
১৭	যাঁরা দুই সাক্তার হাদীসকে সহীহ গণ্য করেছেন	৭৩
১৮	আলবানী (র) কর্তৃক দুই সাক্তার হাদীসকে য'য়ীফ বলা	৭৪
১৯	আলবানী (র) ও হাসান বসরীর (র) 'আন'আনাহ হাদীস	৭৫

mnxn `Av I whwKi + Bmjvgx eB

২০	কুরআন ও হাদীস বিরোধী আমল	৭৬
২১	দুই সাক্তার হাদীসের সাক্ষ্যমূলক হাদীস	৭৯
২২	ইমাম বায়হাক্বীর (র) মন্তব্য	৮০
২৩	আলবানীর (র) অদ্ভুত ও দূর্বল চাতুরতা	৮০
২৪	আলবানীর (র) চাতুরতার রহস্য	৮০
২৫	আব্দুল্লাহ বিন 'আমর (রা)-এর হাদীসটি কি মওকুফ	৮২
২৬	সাক্তা নবী (স) করতেন না সাহাবীরা (রা) করতেন?	৮২
২৭	'আব্দুল্লাহ বিন 'আমর (রা)–এর হাদীসের প্রতি অভিযোগ	৮৩
২৮	সার–সংক্ষেপ	৮৯
জ.	**পরিশিষ্টাংশ- ১ ঃ সূরা ফাতিহা সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন 'আমল**	৯০
২৯	মাসিক আত–তাহরীক ও মাসায়েলে সাক্তা –কামাল আহমাদ	৯৬
৩০	মাসায়েলে সাকতা ও সালফে–সালেহীন –ইরশাদুল হক্ব আসরী (হা)	১০৯
	ক) ওয়াক্বফসমূহ ছাড়াও সাক্তা করা প্রমাণিত	১১০
	খ) হাসান বসরী (র) কি সামুরাহ (রা) থেকে হাদীস শুনেছিলেন?	১১২
	গ) আব্দুল হাই লাক্ষ্ণৌভী হানাফী (র)–এর রায়	১১৯
	ঘ) ইমাম ইবনে আব্দুল বার (র)–এর বক্তব্য	১১৯
	ঙ) ইমাম ইবনে হাযমের (র) বক্তব্য	১১৯
	চ) ইমাম ইবনে কুদামাহ (র)–এর মন্তব্য	১২০
	ছ) ইমাম আহমাদের (র) বক্তব্য	১২১
	জ) ইমাম ইবনে তাইমিয়ার (র) বক্তব্য	১২২
ঝ.	**পরিশিষ্টাংশ- ২ ঃ সংক্ষেপে তাদলীস ও মুদাল্লিস পরিচিতি**	১২৪
৩১	তাদলীস দুইভাগে বিভক্ত	১২৪
৩২	আল-'আন'আন ও আল-মু'আন'আন	১২৬
৩৩	তাদলীস ও তার হুকুম	১২৭
৩৪	সহীহাইন (বুখারী-মুসলিম) ও মুদাল্লিসীন	১৩০
৩৫	শায়েখ আলবানী ও মুদাল্লিসদের স্তরবিন্যাস	১৩৩
ঞ.	**পরিশিষ্টাংশ- ৩ ঃ রুকূ' পেলে কি রাক'আত পাওয়া গণ্য করা যাবে?**	১৩৪
৩৬	ক) শায়েখ যুবায়ের আলী ঝাই (হা)	১৩৪
৩৭	খ) মাস'উদ আহমাদ (র)	১৪৩
ট.	**পরিশিষ্টাংশ - ৪** **"ইমামের ক্বিরাআত মুক্তাদীর ক্বিরাআত"– হাদীসের তাহক্বীক্ব**	১৪৮
৩৮	ক) মুহাম্মাদ ইশতিয়াক (হা)	১৪৮
৩৯	খ) শায়েখ যুবায়ের আলী ঝাই (হা)	১৫৪
ঠ	**শেষ কথা**	১৫৯

mnxn `Av I whwKi + Bmjvgx eB

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

ভূমিকা

আল্লাহ ﷻ'র ঘোষণানুযায়ী ইসলাম পরিপূর্ণ।[১] তিনি তাঁর নাযিলকৃত বিধানে কোন বৈপরীত্য বা ইখতিলাফ রাখেন নি।[২] ইখতিলাফ বা বিতর্ক নিরসনের জন্যেই নবী ﷺ-গণের প্রতি সত্যনিষ্ঠ কিতাব নাযিল করা হয়।[৩] এমনকি এ উম্মাতের জন্যে দ্বীনি বিষয়ে ইখতিলাফ হারাম ঘোষণা করা হয়েছে।[৪] তাছাড়া ইখতিলাফ করা এবং এর মাধ্যমে বিভিন্ন দল বা ফিরক্বায় বিভক্ত হওয়াকে মহাআযাবে নিমজ্জিত হওয়ার কারণ হিসাবে উল্লেখ করা হয়েছে । এ মর্মে আল্লাহ ﷻ বলেন,

وَلاَ تَكُوْنُوْا كَالَّذِيْنَ تَفَرَّقُوْا وَاخْتَلَفُوْا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَيِّنٰتُ ، وَأُولٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيْمٌ —

"তোমরা তাদের মতো হয়ো না, যারা তাদের কাছে স্পষ্ট দলিল-প্রমাণ আসার পরও ফিরক্বা (দল/উপদল) সৃষ্টি করেছে ও ইখতিলাফ করেছে। তাদের জন্য রয়েছে মহাআযাব।"[৫]

নবী ﷺ তাঁর উম্মাতকে কিতাবের মধ্যকার ইখতিলাফ নিরসনের পদ্ধতি বলে গেছেন। 'আমর ইবনে শু'আয়িব তাঁর পিতা থেকে, তিনি তাঁর দাদা থেকে বর্ণনা করেন :

১. এ মর্মে বর্ণিত হয়েছে ঃ اَلْيَوْمَ اَكْمَلْتُ لَكُمْ دِيْنَكُمْ "আজকের দিনে আমি দ্বীন (ইসলাম)কে পরিপূর্ণ করে দিলাম।" [সূরা মায়িদাহ, ৩ আয়াত]

২. এ মর্মে বর্ণিত হয়েছে ঃ اَفَلاَ يَتَدَبَّرُوْنَ الْقُرْاٰنَ ، وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللهِ لَوَجَدُوْا فِيْهِ اخْتِلاَفًا كَثِيْرًا "তারা কি কুরআন নিয়ে চিন্তাভাবনা করে না? এটা যদি আল্লাহ ছাড়া অন্য কারো পক্ষ থেকে নাযিল হত, তাহলে অবশ্যই এতে বৈপরীত্য (ইখতিলাফ) দেখতে পেত।" [সূরা নিসা, ৮২ আয়াত]

৩. এ মর্মে বর্ণিত হয়েছে ঃ وَاَنْزَلَ مَعَهُمُ الْكِتٰبَ بِالْحَقِّ لِيَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ فِيْمَا اخْتَلَفُوْا فِيْهِ "আর তাদের (নবীদের) সাথে হক্বসহ কিতাব নাযিল করেছি, যেন মানুষের মধ্যকার ইখতিলাফ (মতপার্থক্য)গুলো নিরসন হয়।" [সূরা বাক্বারাহ, ২১৩ আয়াত]

৪. এ মর্মে নবী ﷺ বলেছেন ঃ لاَ تَخْتَلِفُوْا فَاِنَّ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمُ اخْتَلَفُوْا فَهَلَكُوْا "ইখতিলাফ করো না। কেননা তোমাদের পূর্বে যারা ছিল, তারা ইখতিলাফ করত। এ কারণে তারা ধ্বংস হয়ে গেছে।" [সহীহ বুখারী, কিতাবুল আহাদিসুল আম্বিয়া] অন্যত্র বর্ণিত হয়েছে ঃ اِنَّمَا هَلَكَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ بِاخْتِلاَفِهِمْ فِي الْكِتَابِ "তোমাদের পূর্বে যারা ছিল, তারা (আল্লাহর) কিতাবে ইখতিলাফ করেছিল। এ কারণে তারা ধ্বংস হয়েছিল।" [সহীহ মুসলিম, কিতাবুল ইলম]

৫. সূরা আলে-ইমরান, ১০৫ আয়াত।

mnxn `Av I whwKi + Bmjvgx eB

سمع النَبيُّ ﷺ قَوْمًا يَتَدارَؤُنَ في الْقُرْانِ فَقَالَ انَّمَا هَلَكَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ بِهذَا ضَرَبُوْا كِتَابَ اللهِ بَعْضَهُ بِبَعْضٍ وَّ انَّمَا نَزَلَ كِتَابُ اللهِ يُصَدِّقُ بَعْضُهُ بَعْضًا فَلاَ تُكَذِّبُوْا بَعْضَهُ بِبَعْضٍ فَمَا عَلِمْتُمْ مِّنْهُ فَقُوْلُوْا وَمَا جَهِلْتُمْ فَكِلُوْهُ اِلٰى عَالِمِه

"নবী ﷺ একদল লোককে কুরআনের বিষয়ে বিতর্ক করতে শুনলেন। তখন তিনি ﷺ বললেন ঃ তোমাদের পূর্বে যারা ছিল তারা এ কারণেই হালাক (ধ্বংস) হয়েছে। তারা আল্লাহর কিতাবের এক অংশকে অপর অংশ দ্বারা বাতিল করার চেষ্টা করেছিল। অথচ কিতাবুল্লাহ নাযিল হয়েছে এর এক অংশ অপর অংশের সমর্থক হিসাবে। সুতরাং তোমরা এর এক অংশকে অপর অংশ দ্বারা মিথ্যা প্রতিপন্ন করার চেষ্টা করবে না। বরং যা তোমরা জান কেবল তা-ই বলবে। আর যা জান না তা যে জানে তার কাছে সপর্দ করবে।"[৬]

হাদীসটি থেকে সুস্পষ্ট হল, দ্বীনি বিষয়ে বিতর্ক নিষিদ্ধ। শরি'য়াতে বর্ণিত বিষয়গুলো কখনই স্ববিরোধী হতে পারে না। কখনো এমনটি পরিদৃষ্ট হলে যোগ্য ব্যক্তিদের মাধ্যমে তার সমাধান নিতে হবে। কিন্তু ইখতিলাফ বা বিতর্ক স্থায়ী রাখা যাবে না।

উম্মাতের মধ্যে এমন বহু বিতর্ক আছে – যা মনগড়া, দুর্বল ও অসম্পূর্ণ দলীল উপস্থাপনা, বিভিন্ন দলীলের মধ্যে সঠিক পন্থায় সমন্বয়ের অভাব, সুনির্দিষ্ট ইমাম-মুজতাহিদ বা সংগঠকের অসম্পূর্ণ গবেষণা ও তাক্বলীদের উপর প্রতিষ্ঠিত রয়েছে। এমনই একটি বিষয় 'ইমামের পিছনে সূরা ফাতিহা পাঠ'। আমরা এক্ষেত্রে বিভিন্ন ইমাম ও গবেষকদের বিশ্লেষণ অনুবাদ ও সংকলনের মাধ্যমে উপস্থাপন করলাম, যেন জনগণ দলীলগুলোর প্রকৃত স্বরূপ ও বিধান জানতে পারে। আলোচ্য উপস্থাপনায় প্রমাণ করতে সচেষ্ট হব – শরী'য়াতে এ সম্পর্কে সুস্পষ্ট ও সরল বিধান রয়েছে। যা সঠিক উপস্থাপনা ও সমন্বয়ের অভাবে এ ব্যাপারে উম্মাত দ্বিধাবিভক্ত। বইটি পাঠের শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত ভূমিকাতে উল্লিখিত শর্তটি সবাইকে স্মরণ রাখতে হবে এবং অহীর বিরোধীতায় ব্যক্তি বিশেষের মতামত ও অন্ধ অনুসরণকে (তাক্বলীদ) প্রত্যাখ্যান করতে হবে। আর তাহলেই সমস্যাটির সমাধান সুস্পষ্ট হবে, ইনশাআল্লাহ।

নিবেদক,
কামাল আহমাদ
কাজীপাড়া, যশোর-৭৪০০।
ই-মেইল ঃ kahmed_islam05@yahoo.com

৬. **হাসান ঃ** আহমাদ, মিশকাত [ঢাকা ঃ এমদাদিয়া লাইব্রেরী] ২য় খণ্ড হা/২২১। নাসিরুদ্দীন আলবানী হাদীসটিকে 'হাসান' বলেছেন – আলবানীর তাহক্বীক্বকৃত মিশকাত ১/২৩৮ পৃঃ।

mnxn `Av I whwKi + Bmjvgx eB

ইমামের পিছনে সূরা ফাতিহা পাঠ

মূল (উর্দূ) ঃ মাস'উদ আহমাদ
[সাবেক আমীর ও প্রতিষ্ঠাতা, জামা'আতুল মুসলিমীন পাকিস্তান]

রসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন ঃ

لاَ صَلٰوةَ لِمَنْ لَمْ يَقْرَأْ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ ــ

"যে ব্যক্তি সূরা ফাতিহা পাঠ করে নাই, তার সালাত নাই।" (সহীহ বুখারী, সহীহ মুসলিম, উবাদাহ ইবনে সামিত)

এটি একটি 'আম (ব্যাপক অর্থোবোধক) হাদীস। এর মধ্যে মুনফারেদ,[৭] ইমাম, মুক্তাদী[৮], নারী, পুরুষ সবাইকে গণ্য করা হয়েছে, কাউকেই আলাদা করা হয় নি।

কিছুলোক এই হাদীস (এর উপর 'আমল করা) থেকে মুক্তাদীকে পৃথক করে থাকেন। অথচ যদি হাদীসের শানে-নুযূল পর্যালোচনা করা হয় তবে প্রমাণিত হবে যে, এই হাদীসের সম্পর্ক মুক্তাদীর সাথেই। তাহলে এটা কিভাবে সম্ভব যে, এ বিষয়টিই যার সম্পর্কে তাকেই এর থেকে আলাদা করা হবে! হাদীসে বর্ণিত শানে-নুযূল নিচে বর্ণনা করা হল। এর বর্ণনাকারী উবাদাহ বিন সামিত ﷺ ঃ

عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ ﷺ قَالَ كُنَّا خَلْفَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فِيْ صَلاَةِ الْفَجْرِ فَقَرَأَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فَثَقُلَتْ عَلَيْهِ الْقِرَاءَةُ فَلَمَّا فَرَغَ قَالَ لَعَلَّكُمْ تَقْرَءُوْنَ خَلْفَ إِمَامِكُمْ قُلْنَا نَعَمْ هٰذَا يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ. قَالَ لاَ تَفْعَلُوْا إِلاَّ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ فَإِنَّهُ لاَ صَلاَةَ لِمَنْ لَمْ يَقْرَأْ بِهَا ــ

"উবাদাহ ইবনে সামিত ﷺ বলেন, আমরা একবার রসূলুল্লাহ ﷺএর পিছনে ফজরের সালাত আদায় করছিলাম। রসূলুল্লাহ ﷺ ক্বিরাআত করছিলেন। তখন তাঁর ﷺ কাছে ক্বিরাআত ভারী বোধ হচ্ছিল। তিনি যখন সালাত শেষ করলেন তখন বললেন ঃ "সম্ভবত! তোমরা ইমামের পিছনেও কিরাআত পাঠ কর।" আমরা বললাম ঃ হাঁ, ইয়া রসূলাল্লাহ ﷺ! তাড়াতাড়ি পাঠ করে থাকি। রসূলুল্লাহ ﷺ বললেন ঃ "সূরা ফাতিহা ছাড়া কিছুই পাঠ করো না। কেননা, সূরা ফাতিহা ছাড়া

৭. মুনফারেদ – একাকী সালাত আদায়কারী।
৮. মুক্তাদী – জামা'আতে সালাত আদায়কারী।

mnxn `Av I whwKi + Bmjvgx eB

সালাত আদায় হয় না।" [আবূ দাউদ: মুনযিরী চুপ থেকেছেন, তিরমিযী হাদীসটিকে হাসান বলেছেন। আর সহীহ বলেছেন – আবূ দাউদ, দারা কুতনী, ইবনে হিব্বান, হাকিম, আহমাদ মুহাম্মাদ শাকির (তা'লিকাত আহমাদ মুহাম্মাদ শাকির 'আলাত তিরমিযী)। তাছাড়া বায়হাক্বী এই হাদীসের সনদকে সহীহ এবং বর্ণনাকারীদেরকে সিক্বাহ বলেছেন। (বায়হাক্বীর কিতাবুল ক্বিরাআত, পৃ: ৪৩)]

وَفِيْ رِوَايَةٍ هَلْ تَقْرَءُونَ إِذَا جَهَرْتُ بِالْقِرَاءَةِ». فَقَالَ بَعْضُنَا إِنَّا نَصْنَعُ ذَلِكَ. قَالَ فَلاَ وَأَنَا أَقُولُ مَا لِى يُنَازَعُنِى الْقُرْآنُ فَلاَ تَقْرَءُوْا بِشَىْءٍ مِنَ الْقُرْآنِ إِذَا جَهَرْتُ إِلاَّ بِأُمِّ الْقُرْآنِ ــ

অন্য বর্ণনায় ঃ রসূলুল্লাহ ﷺ জিজ্ঞাসা করলেন, যখন আমি জেহরী (প্রকাশ্য) ক্বিরাআত করছিলাম, তখন তোমাদের মধ্যে হতে কে ক্বিরাআত করছিলো? আমাদের মধ্যে থেকে একজন বলল, "আমি ক্বিরাআত করছিলাম।" রসলুল্লাহ ﷺ বললেন ঃ আমার মনে হচ্ছিল, কে যেন আমার সাথে কুরআন নিয়ে টানা হেঁচড়া করছে। যখন আমি জেহরী ক্বিরাআত পাঠ করি তখন কুরআনের কিছুই পাঠ করবে না, সূরা ফাতিহা ছাড়া।" [আবূ দাউদ, দারা কুতনী; দারা কুতনী বলেন ঃ এর সূত্র হাসান এবং প্রত্যেক ব্যক্তিই সিকাহ। (দারাকুতনী ১/১২১পৃ:)]

[নোট ঃ নাফি' বিন মুহাম্মাদকে ইমাম বায়হাক্বীও সিকাহ বলেছেন। (কিতাবুল ক্বিরাআত, পৃ:৪৩) ইমাম বুখারী رحمه الله এর সনদে নাফি' বিন মুহাম্মাদ নেই, এর সনদ হাসান। (জুঝউল ক্বিরাআত পৃ:১৮)]

এই শানে–নুযূল শুধুমাত্র উবাদাহ رضي الله عنه থেকেই নয়, বরং নিম্নবর্ণিত সাহাবাগণ رضي الله عنهم থেকেও বর্ণিত হয়েছে ঃ

১. "আনাস رضي الله عنه থেকে" – [বায়হাক্বীর কিতাবুল ক্বিরাআত পৃ: ৪৮, ৪৯। আবূ ইয়ালা বর্ণনাকারীগণ সিকাহ (তা'লিকাত আহমাদ মুহাম্মাদ শাকির 'আলাত তিরমিযী) বুখারীর জুঝউল ক্বিরাআত– সনদ সহীহ।]

২. "নবী ﷺ-এর জনৈক সাহাবী رضي الله عنه থেকে" – [বায়হাক্বীর কিতাবুল ক্বিরাআত পৃ: ৫১। তিনি হাদীসটিকে সহীহ বলেছেন পৃ: ৫২। তাছাড়া আহমাদও বর্ণনা করেছেন, এর বর্ণনাকারীগণ সহীহ (তা'লিকাতে আহমাদ মুহাম্মাদ শাকির 'আলাত তিরমিযী) বুখারীর জুঝউল ক্বিরাআত, সনদ সহীহ।]

৩. "আব্দুল্লাহ ইবনে 'আমর ইবনুল 'আস رضي الله عنه থেকে" – [বায়হাক্বীর কিতাবুল ক্বিরাআত পৃ: ১৭, সিকাহ বর্ণনাকারী ও এর সনদ সহীহ।]

উপরে বর্ণিত শানে–নুযূল থেকে প্রমাণিত হল যে, সহীহাইনে বর্ণিত হাদীসের সম্পর্ক মুক্তাদীদের সাথে। সুতরাং মুক্তাদীদের জন্যেও সূরা ফাতিহা পাঠ করা ফরয এবং সূরা ফাতিহা ব্যতীত সালাত হবে না।

mnxn `Av I whwKi + Bmjvgx eB

মুক্তাদীর সূরা ফাতিহা পাঠ না করার দলীলসমূহের বিশ্লেষণ

প্রথম দলীল ঃ আল্লাহ ﷻ বলেন ঃ

وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوْا لَهُ وَأَنْصِتُوْا ــ

"যখন কুরআন পাঠ করা হয়, তখন তোমরা মনোযোগের সাথে শোন ও চুপ থাক।" (সূরা আ'রাফ, ২০৪ আয়াত)

এ আয়াতটি থেকে প্রমাণিত হল যে, যখন ইমাম কুরআন মাজীদ তিলাওয়াত করবেন তখন মুক্তাদীগণ শুনবে এবং চুপ থাকবে।

[**সংযোজন :** রসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন :

إِنَّمَا جُعِلَ الْإِمَامُ لِيُؤْتَمَّ بِهِ فَإِذَا كَبَّرَ فَكَبِّرُوْا وَإِذَا قَرَأَ فَأَنْصِتُوْا وَإِذَا قَالَ غَيْرِ الْمَغْضُوْبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّيْنَ فَقُوْلُوْا آمِيْنَ وَإِذَا رَكَعَ فَارْكَعُوا

"অনুসরণ করার জন্যই তো ইমাম নিযুক্ত করা হয়। সুতরাং যখন তিনি তাকবীর বলেন, তখন তোমরা তাকবীর বলবে। আর যখন তিনি ক্বিরাআত পাঠ করবেন তখন তোমরা চুপ থাকবে। আর যখন তিনি বলবেন : "গায়রুল মাগদূবি 'আলাইহিম ওয়ালাদ্ব দ্বা-ল্লী-ন", তখন তোমরা বলবে : "আমীন"। আর যখন তিনি রুকু করেন, তখন তোমরা রুকু করবে।....."[১]

শেষোক্ত হাদীসটি সুস্পষ্ট করে সূরা ফাতিহা পাঠের সময় মুক্তাদী চুপ থাকবে।- **অনুবাদক**]

জবাব ঃ (পরবর্তী পৃষ্ঠাতে) "ইমামের চুপ থাকা ও মুক্তাদীর ক্বিরাআত পাঠ করা" সম্পর্কীত আলোচনায় (ইনশা-আল্লাহ) প্রমাণিত হবে যে, মুক্তাদীদেরকে ইমামের সাক্তা বা চুপ থাকার স্থানে ক্বিরাআত পাঠ করতে হবে (যখন ইমাম কিরাআত করবে তখন নয়)। এভাবে সূরা ফাতিহা পাঠ করা হলে, না কুরআন মাজীদের আয়াতের বিরোধীতা করা হবে, না হাদীসের বিরোধীতা করা হবে।

দ্বিতীয় দলীল ঃ রসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন ঃ

مَنْ صَلَّى خَلْفَ الْإِمَامِ ، فَإِنَّ قِرَاءَةَ الْإِمَامِ لَهُ قِرَاءَةٌ ــ

১. **সহীহ ঃ** সূনানে ইবনে মাজাহ – কিতাবুস সালাত باب اذا قرأ الامام فانصتوا ; আলবানী হাদীসটিকে হাসান সহীহ বলেছেন (তাহক্বীক্বকৃত ইবনে মাজাহ হা/৮৪৬)

mnxn `Av I whwKi + Bmjvgx eB

"যে ব্যক্তি ইমামের পিছনে সালাত আদায় করে, তখন ইমামের ক্বিরাআতই মুক্তাদীর ক্বিরাআত হিসাবে গণ্য হবে।" [বায়হাক্বী প্রভৃতি][১০]

জবাব ঃ এ হাদীসটি য'য়ীফ। যদি একে সহীহ হিসাবেও গণ্য করা হয় (তর্কের খাতিরে), তবুও এর মধ্যে সূরা ফাতিহা সম্পর্কীত হাদীসের বিরোধীতা নেই। এই হাদীসটি 'আম[১১], আর সূরা ফাতিহা পাঠ সম্পর্কীত হাদীস খাস[১২]। 'আম ও খাসের মধ্যে কোন বৈপরিত্য নেই। দু'টি হাদীসকে একত্রিত করে একথা বলা যায় যে – মুক্তাদীর জন্য সূরা ফাতিহা পাঠ করা সব সময় জরুরী, অবশ্য অন্যান্য সূরা পাঠ করা মুক্তাদীর জন্য জরুরী নয়। এ ক্ষেত্রে ইমামের ক্বিরাআত মুক্তাদীর কিরাআত হিসাবে গণ্য হবে এবং মুক্তাদীর সালাতের কোন ক্ষতি হবে না।

সুতরাং সুস্পষ্ট হল, মুক্তাদীর জন্য ইমামের চুপ থাকার স্থানে সূরা ফাতিহা পাঠ করা উচিত। ফলে কুরআনের (সূরা আ'রাফ, ২০৪)আয়াত ঃ

وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوْا لَهُ وَأَنْصِتُوْا

–এর বিরোধী হবে না এবং অবশ্যই পাঠ করা সম্পর্কীত উবাদাহ ﷺ বর্ণিত হাদীসেরও বিরোধী হবে না। আয়াত ও হাদীস দু'টিই এক সাথে আমল হয়ে যাচ্ছে। যখন ইমাম অন্য সূরা জেহরী (সরবে) পাঠ করবে তখন মুক্তাদী চুপ করে শুনবে। দ্বিতীয় সূরাটি ইমামের চুপ থাকার স্থানেও পাঠ করবে না। এ ক্ষেত্রে ইমামের ক্বিরাআতই মুক্তাদীর ক্বিরাআত হিসাবে গণ্য হবে। তবে যখন ইমাম সির্রী (চুপের) সালাতে ক্বিরাআত করে তখন মুক্তাদীর জন্যে দ্বিতীয় সূরাটি পাঠ করার বৈধতা এসে যায়। কিন্তু খুবই চুপে চুপে পাঠ করবে যেন ইমামের সাথে বিরোধ না বাধে। যেমন হাদীসে বর্ণিত হয়েছে ঃ أَنْ يَخَالِجَنِيهَا بَعْضُكُمْ –"তোমাদের কেউ যেন আমার পাঠে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করছে।" [সহীহ মুসলিম, অনুচ্ছেদ ঃ ইমামের পিছনে মুকতাদীর জোরে ক্বিরাআত পাঠ নিষেধ] থেকে প্রমাণিত আছে।

১০. বিস্তারিত তাহক্বীক্ব পরিশিষ্টাংশ-৪ এ সংযোজিত হল –(অনু:)।

১১. 'আম–ব্যাপকার্থক ।

১২. খাস– সুনির্দিষ্ট অর্থবোধক।

mnxn `Av I whwKi + Bmjvgx eB

ইমামের চুপ থাকা ও মুক্তাদীর ক্বিরাআত পাঠ করা

রসূলুল্লাহ ﷺ মুক্তাদীদেরকে বলেছেন ঃ

لاَ تَقْرَءُوْا بِشَيْءٍ مِنَ الْقُرْآنِ إِذَا جَهَرْتُ إِلاَّ بِأُمِّ الْقُرْآنِ فَإِنَّهُ لا صَلٰوةَ لِمَنْ لَمْ يَقْرَأْ بِهَا

"যখন আমি জেহরী ক্বিরাআত করি তখন কুরআনের কিছুই পড়ো না, তবে সূরা ফাতিহা ছাড়া। কেননা যে ব্যক্তি সূরা ফাতিহা পড়ে না তার সালাত হবে না।" [আবূ দাউদ, দারা কুতনী; এর সনদ হাসান (দারা কুতনী ১/১২১পৃঃ)। তাছাড়া ইমাম বুখারী তাঁর জুঝউল কিরাআতে (পৃ:১৮) হাদীসটি বর্ণনা করেছেন। এর সনদ হাসান।]

এ হাদীসটি থেকে প্রমাণিত হল, মুক্তাদী অবশ্যই সূরা ফাতিহা পাঠ করবে।

আল্লাহ ﷻ বলেন ঃ وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوْا لَهُ وَأَنْصِتُوْا

"যখন কুরআন তিলাওয়াত করা হয় তখন মনোযোগের সাথে শোন এবং চুপ থাক।" (সূরা আ'রাফ, ২০৪ আয়াত)

আয়াতটি থেকে প্রমাণিত হল, যখন ইমাম ক্বিরাআত করেন তখন মুক্তাদীদেরকে চুপ থাকতে হবে। হাদীসে বিষয়টি বিস্তারিতভাবে বর্ণিত হয়েছে। রসূলুল্লাহ ﷺ বলেন ঃ إِذَا قَرَأَ فَأَنْصِتُوْا [صحيح مسلم عن ابي موسي الاشعري] "যখন ইমাম ক্বিরাআত করেন তখন চুপ থাক।" [সহীহ মুসলিম, আবূ মূসা আল-আশ'আরী]

উক্ত আয়াত ও হাদীসগুলোর দাবী হল, মুক্তাদীকে অবশ্যই সূরা ফাতিহা পাঠ করতে হবে, কিন্তু যখন ইমাম সরবে পাঠ করেন তখন পড়া যাবে না। যখন ইমাম সরবে ক্বিরাআত করেন সে মুহূর্তে মুক্তাদী অবশ্যই চুপ করে শুনবে এবং কিছুই পড়বে না। তখন যদি মুক্তাদী পড়ে তাহলে সেক্ষেত্রে চুপ থাকা ও শোনা সম্পর্কীত হুকুমের বিরোধীতা করা হয়। আর যদি কোন মুহূর্তেই না পড়ে, সেক্ষেত্রে পড়ার হুকুমের বিরোধীতা করা হয়। আলোচ্য দু'টি হুকুমের দাবী হল, ইমামকে ঐ মুহূর্তে এতটা সময় চুপ থাকতে হবে যেন মুক্তাদী সূরা ফাতিহা পাঠ করে নিতে পারে। ফলে কোন হুকুমেরই বিরোধীতা হবে না। কিন্তু এ চুপ থাকা নির্ধারণ করা আমাদের কাজ না। এ জন্যে দলীল জরুরী। আল-হামদুলিল্লাহ, এর দলীলও রয়েছে। যেমন, সামুরাহ বিন জুনদুব ﷺ বলেন ঃ

أَنَّهُ كَانَ يَسْكُتُ سَكْتَتَيْنِ إِذَا اسْتَفْتَحَ وَإِذَا فَرَغَ مِنَ الْقِرَاءَةِ كُلِّهَا (وواقفه ابي بن كعب)

"নিশ্চয় রসূলুল্লাহ ﷺ দুটি স্থানে সাক্তা (চুপ) করতেন। একটি হল, যখন সালাত শুরু করতেন আর অপরটি ঐ সময় যখন ক্বিরাআত সম্পূর্ণ শেষ করতেন। (উবাই ইবনে কা'আব সামুরার কথার সত্যতা স্বীকার করলেন।)"– [আবূ দাউদ[১৩],

১৩. নাসিরুদ্দীন আল-বানী লিখেছেন ঃ "নবী ﷺ কিরা'আত শেষে একটু বিরাম নিতেন।" [আবূ দাউদ, হাকিম – তিনি একে সহীহ বলেছেন এবং যাহাবী তাতে একমত পোষণ করেছেন। [আল-বানীর 'নবী ﷺ–এর সালাত সম্পাদনের পদ্ধতি (ঢাকা ঃ তাওহীদ প্রেস, অক্টো-

mnxn `Av I whwKi + Bmjvgx eB

তিরমিযী, আহমাদ মুহাম্মাদ শাকির তাঁর তা'লিকাত 'আলাত তিরমিযীতে হাদীসটিকে সহীহ বলেছেন; হাকিম বলেছেন ঃ সামুরার হাদীসটি সম্পর্কে কোন সন্দেহ পোষণকারীর সন্দেহ পোষণ করার অবকাশ নেই যে, হাসান বসরী ﷺ সামুরা ﷺ থেকে হাদীস শোনেন নি। কেননা এটা নিশ্চিত যে, হাসান সামুরার থেকে হাদীস শুনেছে। (মুস্তাদরাক ১/২১৫পৃঃ)]

এ পর্যায়ে একটি প্রশ্ন জাগে যে, এই সাক্তা কি মুক্তাদীদের ক্বিরাআত করার জন্য ছিল, না কি এর অন্য কোন উদ্দেশ্য ছিল?[১৪] আল-হামদুলিল্লাহ, এর সমাধানও হাদীসে আছে ঃ 'আব্দুল্লাহ ইবনে 'আমর ﷺ বলেছেন ঃ

كَانُوْا يَقْرَؤُنَ خَلْفَ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ إِذَا اَنْصَتَ فَإِذَا قَرَأَ لَمْ يَقْرَءُوْا وَإِذَا اَنْصَتَ قَرَءُوْا ـ

"সাহাবাগণ ﷺ রসূলুল্লাহ ﷺ-এর পিছনে ঐ সময় ক্বিরাআত করতেন যখন তিনি চুপ থাকতেন, পুণরায় যখন নবী ﷺ ক্বিরাআত পাঠ করতেন তখন সাহাবাগণ ﷺ কিছুই ক্বিরাআত করতেন না। আবার যখন তিনি ﷺ চুপ থাকতেন তখন তাঁরা পাঠ করতেন।" [বায়হাক্বীর, কিতাবুল ক্বিরাআত পৃঃ ৬৯; তিনি একে সহীহ বলেছেন পৃঃ ৫৫]

এ হাদীসে ঐ বিষয়টি সম্পূর্ণরূপে উপস্থাপিত হয়েছে, যে অবস্থায় রসূলুল্লাহ ﷺ সাহাবা ﷺ-কে সূরা ফাতিহা পড়ার নির্দেশ দিয়েছিলেন। এটাও প্রমাণিত হয়েছে যে, রসূলুল্লাহ ﷺ দু'টি সাক্তা করতেন। একটি সাক্তা ক্বিরাআতের পূর্বে অপর সাক্তাটি দ্বিতীয় ক্বিরাআতের পরে। সাহাবা ﷺ ঐ সাক্তার মধ্যে সূরা ফাতিহা পড়ে নিতেন। যারা প্রথম সাক্তা পেতেন তারা প্রথম সাক্তাতেই পাঠ করতেন। আর যারা প্রথম সাক্তা পেতেন না তারা পরের সাক্তাতে পাঠ করতেন। ফলে সূরা ফাতিহা পাঠ করার হুকুম পালন হল এবং চুপ থাকার হুকুমও পালন হল। না কোন বৈপরীত্য থাকল, না কোন মতপার্থক্য থাকল।

বর্ণিত আলোচনার মাধ্যমে সম্পূর্ণ মাসআলা সুস্পষ্ট হল। এখন আমি এ মাসআলার সাক্ষ্যস্বরূপ অন্যান্য হাদীস ও আসার বর্ণনা করলাম ঃ

২০০২) পৃঃ ১১৭। রসূলুল্লাহর নামায (ঢাকা ঃ শতাব্দী প্রকাশনী , ফেব্রু-১৯৯৮) পৃঃ ৮০, টিকা নংঃ ২৪৫।}। আবূ বকর জাবির আল-জাযায়েরী লিখেছেন ঃ অতঃপর (ক্বিরাআত) পড়া শেষ করে অল্পক্ষণ চুপ থাকাও সহীহ হাদীস দ্বারা প্রমাণিত। (আল-জাযায়েরীর ' পবিত্রতা অর্জন ও নামায আদায়ের পদ্ধতি (ঢাকা ঃ হুসাইন আল-মাদানী প্রকাঃ, মে-২০০০) পৃঃ ২৫।] (অনুবাদক)

১৪. আল-বানী ﷺ লিখেছেন ঃ "ইবনুল ক্বাইয়িম সহ অন্যান্যরা ঐ অপেক্ষার পরিমাণ সম্পর্কে বলেছেন, তা শ্বাস নেয়ার সমতুল্য।" (রসূলুল্লাহর নামায পৃঃ ৮০ এর টিকা । আরো দ্রঃ নবী ﷺ এর সালাত সম্পাদনের পদ্ধতি পৃঃ১১৭ এর টিকা।) এ সম্পর্কে "মাসিক আত-তাহরীক ও মাসায়েলে সাক্তা" অনুচ্ছেদে আলোচনা আসবে, ইনশাআল্লাহ। তাছাড়া আবূ বকর জাবের আল-জাযায়েরীও ﷺ অন্যত্র লিখেছেন ঃ " হাঁ, যে সালাতে ইমাম উচ্চৈঃস্বরে পাঠ করে না তাতে ক্বিরাআত করাই বিধান, আর উচ্চৈঃস্বরের সালাতেও ইমামের সাক্তার (চুপ থাকার) স্থানে সূরা ফাতিহা পাঠ করাই উত্তম।" [আল-জাযায়েরী-র (মিনহাজুল মুসলিমীনের উর্দূ অনুবাদ) 'ইসলামী তরঝ যিন্দেগী' (রিয়াদ ঃ দারুস সালাম, তাবি) পৃঃ ৩২১।] (অনুবাদক)

mnxn `Av I whwKi + Bmjvgx eB

১. রসূলুল্লাহ ﷺ খুতবার মধ্যে বলেছেন ঃ

مَنْ كَانَ مَعَ الْإِمَامِ فَلْيَقْرَأْ بِأُمِّ الْقُرْآنِ قَبْلَهُ إِذَا سَكَتَ ـ

"যে ইমামের সাথে সালাত আদায় করে তার উচিত ইমাম যখন সাক্তা করে তখন প্রথমেই সূরা ফাতিহা পাঠ করবে।" (বায়হাক্বীর কিতাবুল ক্বিরাআত, পৃ:৫৪)[১৫]

২. অন্য সনদে রসূলুল্লাহ ﷺ খুতবার মধ্যে বলেছেন ঃ

مَنْ كَانَ مَعَ الْإِمَامِ فَلْيَقْرَأْ قَبْلَهُ إِذَا سَكَتَ ـ

"যে ব্যক্তি ইমামের সাথে সালাত আদায় করে তার উচিত যখন ইমাম সাক্তা (চুপ) করে তখন সে ইমামের পূর্বে সূরা ফাতিহা পাঠ করবে।" (বায়হাক্বীর কিতাবুল ক্বিরাআত, পৃ: ৫৪)

[সংযোজন ঃ ইমাম সূয়ূতী رحمه الله তাঁর "জামে'উল জাওয়ামে'" ১/৩০৯৬/২৭৫৫ নং-এ লিখেছেন

قَالَ ابْنُ عَبْدِ الْبَرِّ : هٰذَا الْحَدِيْثُ يَصِحُّ بِهٰذَا اللَّفْظِ مَرْفُوْعًا وَالْمُثَنَّى بْنُ الصَّبَاحِ ضَعِيْفٌ وَمِنْهُمْ مَنْ يُوَقِّفُ هٰذَا الْحَدِيْثَ عَلَى عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو

"ইবনে আব্দুল বার رحمه الله বলেন: এই হাদীসটি উক্ত শব্দে মারফু' হিসাবে সহীহ। তবে আল-মুসান্না বিন সাবাহ য'য়ীফ। এ সম্পর্কীত আলোচ্য হাদীসটি 'আব্দুল্লাহ বিন 'আমরের মওকুফ হাদীস হিসাবে গণ্য। – **অনুবাদক**]

এ দু'টি সনদের প্রথম সনদটির মধ্যে 'আমর বিন শু'আয়িব থেকে হাদীস বর্ণনাকারী মুসান্না বিন্ আস্সাবাহ রয়েছেন। দ্বিতীয় সনদে 'আমর বিন শু'আয়িব থেকে হাদীস বর্ণনাকারী ইবনে লাহি'আহ আছেন। মুসান্না বিন আস্সাবাহ ও ইবনে লাহি'আহকে শুধুমাত্র স্মৃতিশক্তির দুর্বলতার কারণে য়য়ীফ গণ্য করা হয়। কিন্তু দু'জনই সত্যবাদী। কেননা, দু'জনই 'আমর বিন শু'আয়িব থেকে একইভাবে একই কথা বর্ণনা করেছেন। যার কারণে ভুল হবার সন্দেহ দূর হয়ে গেল। এটা হতে পারে না যে, দু'জনই ভুল করে একই কথা বলবে। সুতরাং দুর্বলতা দূর হয়ে গেল, আর হাদীস গ্রহণযোগ্য হল।[১৬]

[১৫]. **সহীহ মওকুফ ঃ** জালালুদ্দীন সুয়ূতী, জামে'উল হাদীস (মাকতাবাহ শামেলা সংস্করণ) হা/৩৯৯০, ইমাম সুয়ূতী رحمه الله বলেন (২৭/১৮ পৃ:): "বায়হাক্বী তাঁর 'ক্বিরআতে' বর্ণনা করেছেন, তিনি رحمه الله একে সহীহ বলেছেন।" আলবানী رحمه الله হাদীসটিকে য'য়ীফ বলার পর লিখেছেন : "বায়হাক্বী যে সব শাহেদ (সাক্ষ্য)গুলোর কথা উল্লেখ করেছেন, সেগুলো যদি সহীহ হিসাবে ধরেও নিই তবুও সেগুলো মওকুফ। মারফু' হিসাবে সহীহ মনে করে সেগুলোকে শাহেদ হিসাবে নেয়া সঠিক হবে না। এ অধ্যায়ে সাহাবাদের বিপরীত মতও এসেছে।" (আয-য'য়ীফাহ হা/৯৯২) এ সম্পর্কীত পর্যালোচনা ".....পুণঃতাহক্বীক্" অনুচ্ছেদে আলোচনা করেছি। (অনু:)

[১৬]. এ ধরণের হাদীসকে হাসান লি-গয়রিহী বলে। এর বিস্তারিত সঙ্গা হল – "যে হাদীসের সনদে এরকম ধারাবাহিক বর্ণনাকারী আছে যার যোগ্যতা বা অযোগ্যতা সম্পর্কে কোন কিছু জানা যায় না। অথচ তার মধ্যে গাফিল হবার স্বভাব, ব্যাপক ত্রুটি ও মিথ্যাবাদী হবার

mnxn `Av I whwKi + Bmjvgx eB

সাহাবীদের ﷺ আমল

সাহাবা ﷺ যখন মুক্তাদী হতেন তখন কিভাবে সূরা ফাতিহা পাঠ করতেন, এ সম্পর্কে পূর্বে আলোচনা করা হয়েছে।

সাহাবাদের মধ্যে থেকে যখন কেউ ইমামতি করতেন তখন তিনি মুক্তাদীদেরকে ক্বিরাআতের সুযোগ দিতেন। এর বর্ণনা নিম্নলিখিত হাদীসে পাওয়া যায় ঃ 'আব্দুল্লাহ বিন উসমান বিন খাসীম رحمه الله সাঈদ বিন জুবাইর رحمه الله তাবিঈকে জিজ্ঞাসা করলেন ঃ আমি কি ইমামের পিছনে ক্বিরাআত করব?

সাঈদ رحمه الله বললেন ঃ

نَعَمْ وَان سَمِعْتَ قِرَاءَتَهُ أَنَّهُمْ قَدْ أَحْدَثُوْا مَا لَمْ يَكُوْنُوْا يَصْنَعُوْنَهُ إِنَّ السَّلَفَ كَانَ إِذَا أَمَّ أَحَدُهُمُ النَّاسَ كَبَّرَ ثُمَّ أَنْصَتَ حَتّٰى يَظُنَّ إِنَّ مَنْ خَلْفَهُ قَرَأَ فَاتِحَةَ الْكِتَابِ ثُمَّ قَرَأَ

"হাঁ, যদিও তুমি ইমামের ক্বিরাআত শুনতে পাও। নিশ্চয় ঐসব লোক বিদ'আত করছে (যারা সাক্তা করে না), সালাফগণ এ কাজ করতেন না। অবশ্যই সালাফদের (সাহাবীদের) মধ্যে থেকে কেউ যখন লোকদের ইমামতি করতেন তখন 'আল্লাহু আকবার' বলে চুপ থাকতেন। ততক্ষণ পর্যন্ত যখন তিনি নিশ্চিত হয়ে যেতেন যে, সব মুক্তাদী সূরা ফাতিহা পাঠ করে নিয়েছেন। এরপর ইমাম ক্বিরাআত শুরু করতেন, তখন মুক্তাদীগণ চুপ থাকতেন।"

(বুখারীর জুঝউল ক্বিরাআত পৃঃ ৬২; সিকাহ বর্ণনাকারী ও এর সনদ হাসান। আর আব্দুর রাজ্জাক সহীহ সনদে বর্ণনা করেছেন – মুসান্নাফে আব্দুর রাজ্জাক ২য় খণ্ড, পৃঃ ১৩৪)

আবূ হুরায়রা ﷺ বলেন ঃ

إِقْرَؤُا إِذَا سَكَتُوْا وَاسْكُتُوْا إِذَا اقْرَؤُا ـ

"যখন ইমাম চুপ থাকেন তখন তোমরা ক্বিরাআত কর, আর যখন ইমাম ক্বিরাআত করে তখন তোমরা চুপ থাক।" (বায়হাক্বীর কিতাবুল ক্বিরাআত পৃঃ ৬৬, এর সনদ হাসান)

অভিযোগ নেই এবং এই প্রকারের হাদীসের সমর্থনে অন্য হাদীসও আছে, তাকে হাসান লি-গায়রিহী হাদীস বলে। (এ হাদীসের) সমর্থনকারী দলকে (হাদীসকে) মুতাবি' বা শাহিদ (সাক্ষ্যদাতা) বলা হয়।" [সুবহি সালিহ, উলূমুল হাদীস (লাহোর ঃ ইসলামী একাডেমী, পাকিস্তান, অক্টো-১৯৮৯) পৃঃ১৮৫-৮৬। উল্লেখ্য যে – "সহীহ লি-যাতিহী, সহীহ লি-গয়রিহী, হাসান লি-যাতিহী ও হাসান লি-গয়রিহী এই চার প্রকারের হাদীস গ্রহণযোগ্য এবং এর উপর আমল করতে হবে।" [মাস'উদ আহমাদ, উসূলে হাদীস (করাচী ঃ জামা'আতুল মুসলিমীন, পাকিস্তান ১৪১৪ হিঃ/১৯৯৩ ঈঃ) পৃঃ ১৯।] (অনুবাদক)

mnxn `Av I whwKi + Bmjvgx eB

তিনি ﷺ আরো বলেন ঃ

لِلْإِمَامِ سَكْتَتَانِ فَاغْتَنِمُوا الْقِرَاءَةَ فِيهِمَا بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ ـ

"ইমামের দু টি সাক্তা রয়েছে, তোমরা ঐ সাক্তার মধ্যে সূরা ফাতিহা পাঠ করে নাও (গনিমাত মনে করো)।" (বুখারীর জুঝউল কিরাআত পৃ: ৬২, এর সনদ হাসান)

'আব্দুল্লাহ ইবনে 'আমর ﷺ সম্পৃক্ত বর্ণনা হল ঃ

كَانَ يَقْرَأُ خَلْفَ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ إِذَا انْصَتَ فَإِذَا اَقْرَأَ لَمْ يَقْرَأْ فَإِذَا انْصَتَ قَرَأَ ـ

"তিনি রসূলুল্লাহ ﷺ-এর পিছনে ক্বিরাআত করতেন, যখন তিনি ﷺ চুপ থাকতেন। কিন্তু যখন তিনি ﷺ ক্বিরাআত করতেন তখন কিছুই পাঠ করতেন না। আবার যখন ﷺ চুপ থাকতেন তখন ক্বিরাআত করতেন।" (বায়হাক্বীর কিতাবুল ক্বিরাআত পৃ:৮৬, সনদ হাসান)

আবূ হুরায়রা ﷺ বলেন ঃ

إِذَا قَرَأَ الْإِمَامُ بِأُمِّ الْقُرْآنِ فَاقْرَأْ بِهَا وَاسْبِقْهُ ـ

"যখন ইমাম সূরা ফাতিহা পাঠ করেন তখন তোমরাও সূরা ফাতিহা পাঠ করো বরং তার পূর্বে পাঠ কর।" (বুখারীর জুঝউল ক্বিরআত পৃ: ৫৫ ও ৬৪; এর সনদ সহীহ)

আবূ সালামাহ তাবে'য়ী رحمه الله আবূ হুরায়রা ﷺ থেকে বর্ণনা করেছেন ঃ

لِلْإِمَامِ سَكْتَتَانِ فَاغْتَنِمُوْهُمَا ـ

"ইমামের দু'টি সাক্তা রয়েছে, এ দু'টিকে ব্যবহার কর।" (বায়হাক্বীর কিতাবুল ক্বিরাআত পৃ: ৮৬)। অর্থাৎ –"এই দু'টির মধ্যে সূরা ফাতিহা পাঠ কর।" (বুখারীর জুঝউল ক্বিরাআত পৃ: ৬২, এর সনদ সহীহ।)

ইমাম উরওয়াহ তাবে'য়ী رحمه الله বলেছেন ঃ

إِقْرَءُوْا فِيمَا يَسْكُتُ الْإِمَامُ وَ اسْكُتُوْا فِيمَا جَهَرَ ـ

"ইমামের সাক্তার সময় পড়ো। আর ইমাম যখন সরবে ক্বিরাআত করে তখন চুপ থাক।" (বুখারীর জুঝউল ক্বিরাআত পৃ: ৬২, সনদ হাসান; বায়হাক্বীর কিতাবুল কিরাআত পৃ: ৭০)

মায়মুন বিন মিহরান رحمه الله, আবূ সালামাহ رحمه الله, সাঈদ বিন জুবাইর رحمه الله ও অন্যান্যদের সম্পর্কে ইমাম বুখারী رحمه الله বলেছেন ঃ

كَانَ يَرَوْنَ الْقِرَاءَةَ عِنْدَ سَكْوَتِ الْإِمَامِ ـ

"এরা সবাই ইমামের সাক্তার মধ্যে ক্বিরাআত করা জরুরী মনে করতেন।"
(জুঝউল ক্বিরাআত পৃষ্ঠা ১১)

mnxn `Av I whwKi + Bmjvgx eB

মাশহুর তাবে'য়ী ইমাম 'আতা رحمه الله বলেন ঃ

إِذَا كَانَ الْإِمَامُ يُجْهِرُ فَلْيُبَادِرْ بِقِرَاءَةِ أُمِّ الْقُرْآنِ أَوْ لِيَقْرَأْ بَعْدَ مَا يَسْكُتُ فَإِذَا قَرَأَ فَلْيَنْصُتْ كَمَا قَالَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ ـ

"যখন ইমাম জেহরী (সরবে) ক্বিরাআত করেন তখন মুক্তাদীর জন্য (ইমামের পূর্বে) তাড়াতাড়ি সূরা ফাতিহা পাঠ করে নেয়া উচিত, অথবা মুক্তাদী ঐ সময় সূরা ফাতিহা পাঠ করবে যখন ক্বিরাআতের পরে (রুকুর পূর্বে) সাক্তা (চুপ) করে। অবশ্য যখন ইমাম ক্বিরাআত করবে তখন মুক্তাদীর চুপ থাকা উচিত, যেভাবে আল্লাহ ﷻ বলেছেন (সূরা আ'রাফ, ২০৪ আয়াত)।" (বুখারীর জুঝউল ক্বিরাআত পৃঃ ৩১, মুসান্নাফে আব্দুর রাজ্জাক ২/১৩৩ পৃঃ, এর সনদ সহীহ)

ইমাম বুখারী رحمه الله বলেন ঃ

نَقُوْلُ يَقْرَأُ خَلْفَ الْإِمَامِ عِنْدَ السَّكَتَاتِ ـ

"আমি বলি, (মুক্তাদী) ইমামের সাক্তার মধ্যে ক্বিরাআত করবে।"

(জুঝউল ক্বিরাআত পৃঃ ১১)

শুধুমাত্র আলোচ্য আয়িম্মায়ে কিরামই নয়, বরং মুহাদ্দিসগণও এটার প্রতি গুরুত্ব দিতেন যে, মুক্তাদীগণ ইমামের সাক্তার সময় (সূরা ফাতিহা) পাঠ করবে। ইমাম তিরমিযী رحمه الله লিখেছেন ঃ

وَاخْتَارَ اَصْحَابُ الْحَدِيْثِ اَنْ لَّا يَقْرَأَ الرَّجُلُ اِذَا جَهَرَ الْإِمَامُ بِالْقِرَاءَةِ وَقَالُوْا يَتَّبِعُ سَكَتَاتِ الْإِمَامِ ـ

"মুহাদ্দিসগণ এ কথা গ্রহণ করেছেন যে, যখন ইমাম উচ্চ আওয়াজে ক্বিরাআত করেন তখন মুক্তাদীগণ কিছুই পাঠ করবে না। মুহাদ্দিসগণ বলেনঃ ইমামের সাক্তার মধ্যে (পাঠ) করবে।" (তিরমিযী- بَابُ مَا جَاءَ فِيْ تَرْكِ الْقِرَاءَةِ خَلْفَ الامام ১/১০১ পৃঃ)

সার-সংক্ষেপঃ উল্লিখিত আলোচনার সারাংশ হল ঃ

১. রসূলুল্লাহ ﷺ দু'টি সাক্তা করতেন।
২. রসূলুল্লাহ ﷺ সাক্তার মধ্যে সূরা ফাতিহা পাঠ করার হুকুম দিতেন।
৩. সাহাবগণ ﷺ সাক্তা দু'টির মধ্যে সূরা ফাতিহা পাঠ করতেন।
৪. সাহাবাগণ ﷺ যখন ইমামতি করতেন তখন ক্বিরাআত শুরু করার পূর্বে মুক্তাদীদের জন্য সূরা ফাতিহা পাঠ করার জন্য প্রয়োজনীয় ওয়াক্ফ (বিরতি) দিতেন।
৫. ইমাম কর্তৃক তাকবীরে তাহরীমার পর খুব তাড়াতাড়ি ক্বিরাআত শুরু করা বিদ'আত।

নোটঃ সাহাবা ও তাবে'য়ীগণের এ আমল ধারাবাহিকভাবেই ছিল, একথা প্রমাণের উদ্দেশ্যে তা পেশ করা হল। মূল দলীলের মধ্যে তা গণ্য হবে না।[১৭]

[১৭]. কেননা মূল দলীলের বিরোধী না হয়ে পরিপূরক হলে, তাকে মূল দলীলের সাক্ষ্য হিসাবে গণ্য করা যায়। (অনুবাদক)

mnxn `Av I whwKi + Bmjvgx eB

রসূলুল্লাহ ﷺ-এর দু'টি সাক্‌তা

সামুরাহ বিন জুনদুব ﷺ বলেন ঃ

أَنَّهُ كَانَ يَسْكُتُ سَكْتَتَيْنِ إِذَا اسْتَفْتَحَ وَإِذَا فَرَغَ مِنَ الْقِرَاءَةِ كُلِّهَا ــ (رواه ابو داؤد والترمذي وصححه احمد محمد شاكر في تعلقاته علي الترمذي) وفي رواية ابي داؤد : سَكْتَةٌ إِذَا اَكْبَرُ الْإِمَامُ حَتَّى يَقْرَأَ وَسَكْتَةٌ إِذَا فَرَغَ مِنْ فَاتِحَةِ الْكِتَابِ وَ سُوْرَةِ عِنْدِ الرُّكُوْعِ ــ

"নিশ্চয় রসূলুল্লাহ ﷺ দু'টি সাক্‌তা করতেন, প্রথমটি ঐ সময় যখন সালাত শুরু করতেন, দ্বিতীয়টি যখন তিনি সম্পূর্ণ ক্বিরাআত শেষ করতেন অর্থাৎ সূরা ফাতিহা ও অন্য সূরা শেষে রুকু করার পূর্বে সাক্‌তা করতেন।" (আবূ দাউদ, তিরমিযী; হাদীসটিকে আহমাদ মুহাম্মাদ শাকির তাঁর তা'লিকাতে 'আলাত তিরমিযীতে সহীহ বলেছেন)

এ মাসআলার বিস্তারিত বিশ্লেষণ "ইমামের চুপ থাকা ও মুক্তাদীদের ক্বিরাআত পাঠ" সম্পর্কীত আলোচনায় বর্ণনা করা হয়েছে। যেখানে প্রমাণিত হয়েছে, উভয় সাক্‌তাই সুন্নাত। এটা ঐ সাক্‌তা যেখানে মুক্তাদী সূরা ফাতিহা পাঠ করবে। কিন্তু আফসোস, আজকাল এই সাক্‌তা পরিত্যক্ত হয়েছে। প্রথম সাক্‌তা অনেক ইমাম আজও করে থাকেন কিন্তু তা নামমাত্র। দ্বিতীয় সাক্‌তাতো প্রায় সম্পূর্ণই বিলুপ্ত।

সামুরাহ ﷺ বর্ণিত হাদীসটির কোন কোন সনদে দ্বিতীয় সাক্‌তা সূরা ফাতিহার পরে বর্ণিত হয়েছে। কিন্তু এটা সহীহ নয়। পরবর্তীতে ঐ মতনের বিশ্লেষণ করা হবে। এর ফলে এটা সুস্পষ্ট হবে যে, দ্বিতীয় সাক্‌তাটি রূকুর পূর্বেই ছিল।

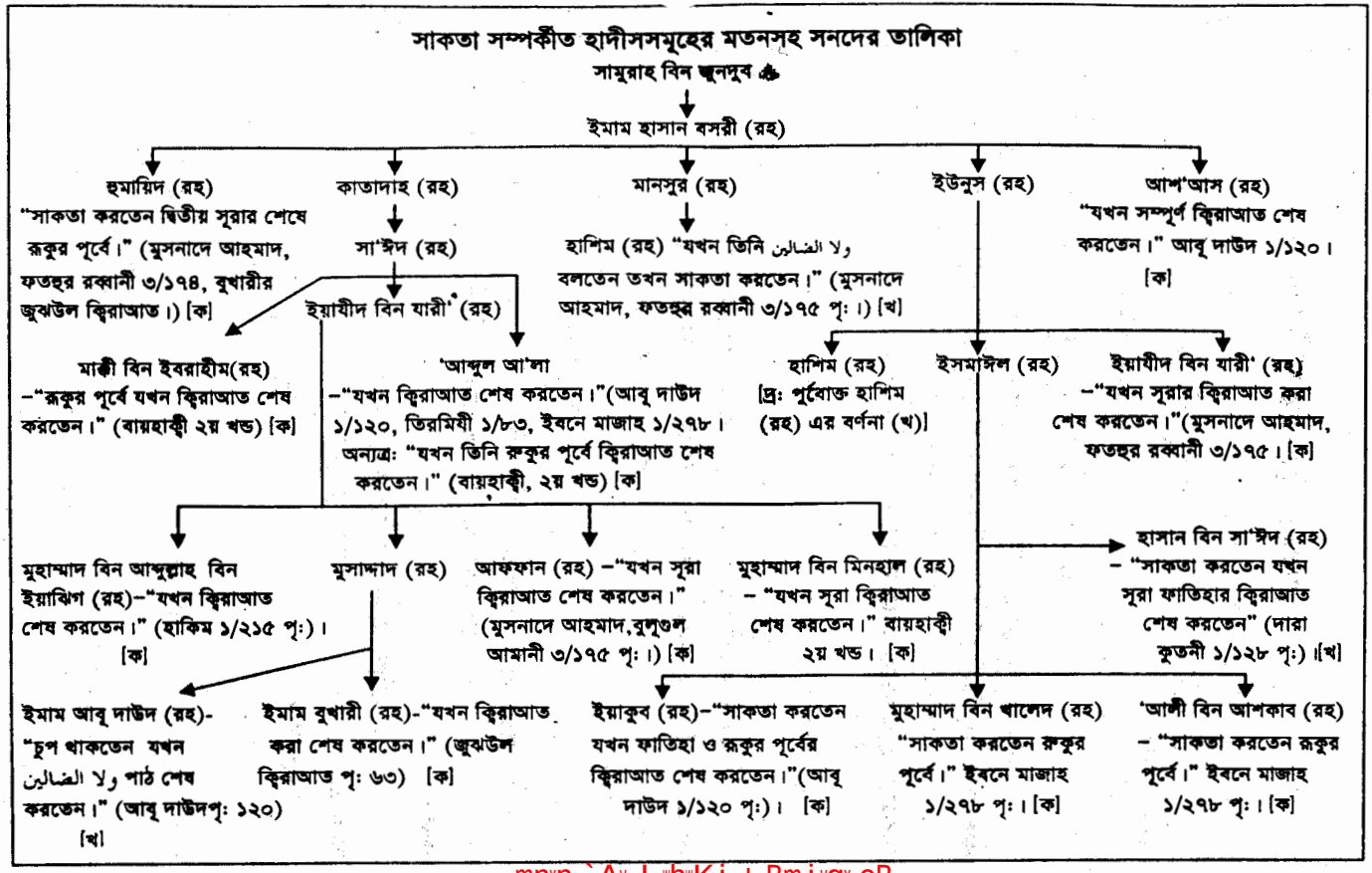
নোট ঃ বর্ণিত দু'টি সাক্‌তা প্রথম রাক'আতের সাথে সম্পৃক্ত। অন্যান্য রাক'আতে (সম্পূর্ণ) ক্বিরাআতের পূর্বে কোন সাক্‌তা নেই।[১৮]

[পরবর্তী পৃষ্ঠাতে এ হাদীসটির সনদগুলোর সারণী ও তার ব্যাখ্যা দেয়া হল]

১৮. كَانَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ إِذَا نَهَضَ مِنَ (وَ فِيْ رِوَايَةِ اَبِيْ عَوَانَهَ "في") الرَّكْعَةِ الثَّانِيَةِ اِسْتَفْتَحَ الْقِرَاءَةَ بِالْحَمْدِ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ ــ[صحيح مسلم]

"যখন রসূলুল্লাহ ﷺ দ্বিতীয় রাক'আতের জন্য দাড়াতেন তখন ক্বিরাআত শুরু করতেন 'আল-হামদু লিল্লাহি রব্বিল 'আলামনি' দ্বারা এবং চুপ থাকতেন না।"(সহীহ মুসলিম) -লেখক।

mnxn `Av I whwKi + Bmjvgx eB



mnxn `Av I whwKi + Bmjvgx eB

সনদগুলোর ব্যাখ্যা

'ক' – এর অর্থ = সম্পূর্ণ সূরা/ ক্বিরাআতের শেষে।
'খ' – এর অর্থ = সূরা ফাতিহার শেষে।
'ক' – এর মোট সংখ্যা = ১২। 'খ' – এর মোট সংখ্যা = ৪।

১. ইসমা'ঈল রহ. – এর চার জন শিষ্যের মধ্যে ৩ (তিন) জন শিষ্য দ্বিতীয় সাক্তাটি সম্পূর্ণ সূরা শেষে বর্ণনা করেছেন। আর শুধুমাত্র একজন সূরা ফাতিহার পরে বর্ণনা করেছেন। সুতরাং (বর্ণনাকারীর সংখ্যাধিক্যের কারণে) সম্পূর্ণ সূরার শেষের বর্ণনাই সহীহ এবং ইসমা'ঈল রহ. থেকে এটাই প্রমাণিত হল।

২. ইউনুস রহ. – এর শিষ্যদের মধ্যে ইসমা'ঈল রহ. ও ইয়াযীদ রহ. দ্বিতীয় সাক্তাটি সম্পূর্ণ সূরা শেষে বর্ণনা করেছেন। সুতরাং ইউনুস রহ. থেকে দ্বিতীয় সাক্তা সম্পূর্ণ ক্বিরাআতের শেষে প্রমাণিত হল।

৩. ইয়াযীদ বিন যারী' রহ. – এর ধারাবাহিক সনদে 'আফফান রহ., মুহাম্মাদ বিন মিনহাল রহ., মুহাম্মাদ বিন আব্দুল্লাহ রহ. ও ইমাম বুখারী রহ. দ্বিতীয় সাক্তাটি সম্পূর্ণ ক্বিরাআত শেষে বর্ণনা করেছেন। কেবলমাত্র একজন শিষ্য সূরা ফাতিহার পর বর্ণনা করেছেন। সুতরাং প্রমাণিত হল, দ্বিতীয় সাক্তাটি সম্পূর্ণ ক্বিরাআতের শেষে।

৪. সা'ঈদ রহ. – এর ৩ (তিন) জন শিষ্য ইয়াযীদ বিন যারী' রহ., আব্দুল আ'লা রহ. ও মাক্কী বিন ইবরাহীম রহ. সম্পূর্ণ ক্বিরাআত শেষে সাক্তা করার ব্যাপারে একমত হয়েছেন। যার কারণে সা'ঈদ রহ. থেকে এবং চূড়ান্ত পর্যায়ে কাতাদাহ রহ. থেকে দ্বিতীয় সাক্তা সম্পূর্ণ ক্বিরাআত শেষে প্রমাণিত হল।

৫. ইমাম হাসান বসরী রহ. – এর ৫ (পাঁচ) জন শিষ্যের মধ্যে আশ'আস রহ., ইউনুস রহ., হুমায়িদ রহ. ও কাতাদাহ রহ. অর্থাৎ ৪ জন শিষ্য থেকে সম্পূর্ণ ক্বিরাআত শেষে সাক্তা করার বর্ণনা এসেছে। আর একমাত্র শিষ্য মানসুর রহ. সূরা ফাতিহার শেষে বর্ণনা করেছেন। সম্ভবত এ ভুল মানসুরের নয়, বরং হাশীমের রহ.। যিনি ইউনুস রহ. থেকেও ঐ একই ভুলসহ বর্ণনা করেছেন। অথচ ইউনুস রহ. এর অন্য দু জন শিষ্যের বর্ণনা তার বিপরীত (অর্থাৎ সম্পূর্ণ ক্বিরাআত শেষে)। সুতরাং প্রমাণিত হল, ইমাম হাসান বসরী রহ. এর সমস্ত শিষ্য সম্পূর্ণ ক্বিরাআতের শেষে সাক্তা করার ব্যাপারে একমত ছিলেন।

ফলাফল ঃ উপরের আলোচনার মাধ্যমে এ কথা প্রমাণিত হল যে, ঐ হাদীসে দ্বিতীয় সাক্তাটির স্থান ক্বিরাআতের শেষে, সূরা ফাতিহার পরে নয়।

mnxn `Av I whwKi + Bmjvgx eB

সহীহ হাদীসসমূহের মধ্যে কোন বিরোধ নেই, সবগুলোই গ্রহণযোগ্য

(প্রশ্ন ও উত্তর)

প্রশ্ন ঃ ১ আলোচ্য সূরা ফাতিহা সম্পর্কীত ৭ (সাত)টি হাদীস পরস্পর বিরোধী?

উত্তর ঃ এটা সম্পূর্ণ ভুল, কোনই বিরোধ নেই।

প্রশ্ন ঃ ২ আপনারা একটি হাদীসের উপর আমল করছেন আর ছয়টি হাদীসকে ছেড়ে দিচ্ছেন?

উত্তর ঃ সাতটি হাদীসের মধ্যে কোন বিরোধ নেই। তাই আমাদের আমল সব কয়টির ওপরেই আছে। আমাদের উসূল (নীতি) এটা না যে, আয়াত ও হাদীসে সংঘর্ষ হলে ঐ আয়াতটি হাদীসকে বাতিল করে দেয়, কোনভাবেই (হাদীসের উপর) আমল করা যাবে না। "إِذَا تَعَارَضَا تَسَاقَطَا" –এটা হানাফীদের উসূল।

প্রশ্ন ঃ ৩ একটি হাদীসে[১৯] সূরা ফাতিহা পাঠের পর আরো কিছু বেশী পাঠ করার হুকুম আছে।

উত্তর ঃ আমরা অতিরিক্ত পাঠ করার বর্ণনাও গ্রহণ করেছি। পার্থক্য এতটুকু যে, ফাতিহা সব সময় প্রত্যেকের জন্যেই জরুরী। এটা ছাড়া সালাত আদায় হবে না। অতিরিক্ত পাঠ করা মুক্তাদীর জন্য জরুরী নয়।[২০] মুক্তাদীদের জন্য কেবল সূরা ফাতিহাই যথেষ্ট। অতিরিক্তের প্রয়োজন নেই। বরং জেহরী (প্রকাশ্য) ক্বিরাআতের সময় নিষেধ করা হয়েছে।[২১]

১৯. হাদীসটি হল ঃ لَا صَلٰوةَ لِمَنْ لَمْ يَقْرَأْ بِأُمِّ الْقُرْاٰنِ فَصَاعِدًا "(তার সালাত নেই) যে উম্মুল কুরআন (সূরা ফাতিহা) এবং অতিরিক্ত কিছু পড়ে নি।" (সহীহ বুখারী, সহীহ মুসলিম,মিশকাত ২/৭৬৫) [অনুবাদক]

২০. আবূ হুরায়রা ﷺ–কে এক ব্যক্তি জিজ্ঞাসা করল ঃ إِنْ لَمْ اَزِدْ عَلٰى أُمِّ الْقُرْاٰنِ –"আমি যদি উম্মুল কুরআনের চেয়ে বেশী কিছু না পড়ি?" আবূ হুরায়রা ﷺ বললেন ঃ إِنْ زِدْتَ عَلَيْهَا فَهُوَ خَيْرٌ وَ انْتَهَيْتَ إِلَيْهَا اَجْزَاَتْ عَنْكَ –"তুমি যদি বেশী পড় তবে তা উত্তম। আর যদি শুধু উম্মুল কুরআনই পড় তাহলে তা হবে তোমার জন্য যথেষ্ট।" (সহীহ মুসলিম, কিতাবুস সালাত بَابُ وُجُوْبِ قِرَاءَةِ الْفَاتِحَةِ فِيْ كُلِّ رَكْعَةٍ....–)

২১. নবী ﷺ বলেছেন ঃ اَنَا اَقُوْلُ مَالِيْ يُنَازَعُنِي الْقُرْاٰنُ فَلَاتَقْرَءُوْا بِشَيْءٍ مِنَ الْقُرْاٰنِ إِذَا جَهَرْتُ اِلَّا بِاُمِّ الْقُرْاٰنِ –"যখন আমি জেহরী ক্বিরাআত করি তখন তোমরা সূরা ফাতিহা ছাড়া অন্য কিছু পড়ো না।" (আবূ দাউদ, মিশকাত ২য় খণ্ড হা/৭৯৪)। অন্য বর্ণনায় ঃ "যখন লোকেরা রসূলুল্লাহ ﷺ–এর মুখে এটা শুনল, তখন হতে তারা জেহরী সালাতে ক্বিরাআত করা থেকে বিরত হয়ে গেল।" (মালেক, আহমাদ, আবূ দাউদ, তিরমিযী, নাসায়ী, ইবনে মাজাহ, মিশকাত ২য় খণ্ড হা/ ৭৯৫) ইমরান ইবনে হুসায়ন ﷺ বলেন, রসূলুল্লাহ ﷺ (একবার) আমাদেরকে নিয়ে যোহর অথবা আসরের সালাত আদায় করলেন। (সালাত শেষে) তিনি

mnxn `Av I whwKi + Bmjvgx eB

প্রশ্ন ঃ ৪ আবূ হুরায়রা ﷺএর হাদীসে মনে মনে[২২] পাঠ করতে বলা হয়েছে।

উত্তর ঃ আবূ হুরায়রা ﷺ-এর হাদীসে মুক্তাদীর কথা স্পষ্ট রয়েছে। তাই মনে মনে পাঠ করা উচিত। সরবে পাঠ করার কথা কে বলেছে, আর কোন হাদীসে সরবে পাঠ করতে বলা হয়েছে? যা এ হাদীসের বিপরীত। বরং হাদীসে মুক্তাদীকে সরবে পাঠ করতে নিষেধ করা হয়েছে।[২৩] সুতরাং সমস্ত হাদীস পরস্পরের পরিপূরক। অন্ধভাবে বিরোধীতা করা এক ধরণের পুজা বৈকী।

প্রশ্ন ঃ ৫ সামুরাহ ﷺ-এর হাদীসে সাক্তার মধ্যে পাঠ করার হুকুম দেয়া হয়েছে।

উত্তর ঃ এটাই সঠিক, মুক্তাদীদের উচিত ইমামের সাক্তার মধ্যে ক্বিরাআত করা। আর যখন ইমাম পাঠ করেন তখন তা শোনা উচিত। এর উপরই আমাদের আমল।

প্রশ্ন ঃ ৬ আলী ﷺ-এর হাদীস ইমামের পিছনে সির্রী (চুপের) সালাতে দুটি সূরা পাঠের কথা বর্ণিত আছে।

উত্তর ঃ নিঃসন্দেহে ঠিক। মুক্তাদীগণ সির্রী রাক'আতে ফাতিহা ছাড়া অন্য সূরাও পাঠ করতে পারে। আলী ﷺ-এর বর্ণনাটি হল –"যখন ইমাম সরবে ক্বিরাআত করেন না, তখন প্রথম দু রাক'আতের মধ্যে সূরা ফাতিহা ও অন্য সূরা পাঠ কর এবং শেষ রাক'আতে কেবল ফাতিহা পাঠ কর।"[২৪]

প্রশ্ন ঃ ৭ এখন এই হাদীগুলো ভিন্ন ভিন্ন হুকুম দিচ্ছে, আপনাদের আমল কোন হাদীসের ওপরে?

উত্তর ঃ আমাদের আমল আলোচ্য সব কয়টি হাদীসের ওপরেই। প্রতিটি হাদীসকে আমল করার স্বতন্ত্র স্থান রয়েছে–

বললেন ঃ তোমাদের কেউ কি আমার পিছনে سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى সূরাটি পড়েছিলে? এক ব্যক্তি বলল ঃ আমি। এর দ্বারা মঙ্গল লাভ ছাড়া আমার ভিন্ন কোন উদ্দেশ্য ছিল না। তিনি বললেন ঃ আমার মনে হল, তোমরা কেউ এ নিয়ে আমার পাঠে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করছ।" (সহীহ মুসলিম, কিতাবুস সালাত بَابُ نَهْيِ الْمَأْمُومِ عَنْ جَهْرِهِ بِالْقِرَاءَةِ خَلْفَ إِمَامِهِ) [অনুবাদক]

২২. সহীহ মুসলিম, মিশকাত ২য় খণ্ড হা/৭৬৬।

২৩. সহীহ মুসলিম, কিতাবুস সালাত –بَاب نَهْيِ الْمَأْمُومِ عَنْ جَهْرِهِ بِالْقِرَاءَةِ خَلْفَ إِمَامِهِ –"ইমামের পিছনে মুকতাদীর জোড়ে কিরাআত পাঠ নিষিদ্ধ।" (আরো দ্র ঃ ১২ ও ১৩ নং টিকা) [অনুবাদক]

২৪. উক্ত হাদীসের পরিপূরক দলীল হল ঃ আবূ কাতাদাহ ﷺ বলেন, রসূলুল্লাহ ﷺ যোহরের সালাতের প্রথম দু' রাক'আতে সূরা ফাতিহা এবং অপর দু'টি সূরা পড়তেন এবং শেষ দু রাক'আতে কেবলই সূরা ফাতিহা পাঠ করতেন।" (সহীহ বুখারী, সহীহ মুসলিম,মিশকাত ২য় খণ্ড হা/৭৭০)। নবী ﷺ বলেছেন ঃ –"যখন আমি জেহরী ক্বিরাআত করি তখন তোমরা সূরা ফাতিহা ছাড়া অন্য কিছু পড়ো না।" (আবূ দাউদ, মিশকাত ২য় খণ্ড হা/৭৯৪)। অন্য বর্ণনায় ঃ "যখন লোকেরা রসূলুল্লাহ ﷺ-এর মুখে এটা শুনল, তখন হতে তারা জেহরী সালাতে ক্বিরাআত করা থেকে বিরত হয়ে গেল।" (মালেক, আহমাদ, আবূ দাউদ, তিরমিযী, নাসায়ী, ইবনে মাজাহ, মিশকাত ২য় খণ্ড হা/ ৭৯৫) [অনুবাদক]

mnxn `Av I whwKi + Bmjvgx eB

১. সূরা ফাতিহা প্রত্যেক ব্যক্তির জন্য জরুরী -উবাদাহ বিন সামিত ﷺ ও অন্যান্য।
২. ইমাম ও একাকী সালাত আদায়কারীর জন্য ফাতিহা ছাড়া আরও অতিরিক্ত আয়াত পাঠ করতে হবে – আবূ সা'ঈদ ও আবূ হুরায়রা ﷺ।
৩. মুক্তাদীগণ জেহরী সালাতে সূরা ফাতিহার বেশী পাঠ করবে না – 'উবাদাহ ﷺ ও অন্যান্য।
৪. মুক্তাদীগণ সরবে পাঠ করবে না, বরং মনে মনে পাঠ করবে – আবূ হুরায়রা ﷺ ও অন্যান্য।
৫. মুক্তাদীগণ সিরী (চুপের) সালাতে সূরা ফাতিহার সাথে অতিরিক্ত আয়াত পাঠ করবে – আলী ﷺ।
৬. মুক্তাদীগণ জেহরী সালাতেও সূরা ফাতিহা পাঠ করবে – উবাদাহ ﷺ ও অন্যান্য।
৭. কিন্তু ইমামের সাথে সাথে নয় বরং ইমামের সাক্তার (চুপের) স্থানে – সামুরাহ বিন জুনদুব ﷺ।[২৫]

প্রশ্ন ঃ ৮ উবাদাহ ﷺ-এর হাদীসে মুক্তাদীদের কথা নেই।

উত্তর ঃ 'উবাদাহ ﷺ সম্পর্কীত হাদীসে মুক্তাদীদের বর্ণনাও আছে। রসূলুল্লাহ ﷺ এর বর্ণনাটি হল –"যখন আমি প্রকাশ্য ক্বিরাআত করি তখন কুরআন থেকে কিছু পাঠ করো না, সূরা ফাতিহা ব্যতীত। কেননা, সূরা ফাতিহা ছাড়া সালাত হয় না।" (আবূ দাউদ)

প্রশ্ন ঃ ৯ উবাদাহ ﷺ-এর হাদীসকে তো আপনারা তিন জনকেই (ইমাম, মুক্তাদী, মুনফারিদ) গণ্য করেছেন। কেননা, আপনাদের তাঁর বর্ণনা প্রয়োজন আছে। আর 'আমর বিন শু'আইব ﷺ-এর হাদীসে মুক্তাদীকে আলাদা করেছেন। কেননা আপনাদের তাঁর হাদীস প্রয়োজন ছিল না।

উত্তর ঃ উবাদাহ ﷺ-এর হুকুম 'আম (সবার সাথে) কিন্তু সম্পর্ক খাস (মুক্তাদীদের সাথে)। যার কারণে স্বয়ং রসূলুল্লাহ ﷺ মুক্তাদীদেরকে এবং যারা একাকী সালাত আদায় করে এদের সবাইকে গণ্য করেছেন। এতে আমাদের কি ভুল হল? 'আমর বিন শু'আইব ﷺ-এর হাদীসে যদিও হুকুম 'আম কিন্তু উবাদাহ ﷺ-এর হাদীস যা পূর্বে বর্ণিত হয়েছে, সেই হাদীসইতো মুক্তাদীদেরকে পৃথক করে দিয়েছে। এ কারণে রসূলুল্লাহ ﷺ এর হাদীস খাস হল। আমরা তো কিছুই করি নি, যা আপনারা আমাদের সম্পর্কে বলেছেন যে – আমরা (ক্বিয়াস) প্রয়োগ করেছি। আমরা ক্বিয়াসী সিদ্ধান্ত দিই নি। হাদীস থেকে হাদীসকে সুনির্দিষ্ট করেছি। নিজের রায় থেকে নয়। 'আমর বিন শু'আইব ﷺ-এর হাদীসের মধ্যে দু' ভাবে বর্ণনা কোথায়। এর মধ্যে শুধুমাত্র সূরা ফাতিহার বর্ণনা এসেছে। অর্থাৎ

২৫. লেখক তাঁর অপর একটি বই 'তালাশে হক্ব' এর অংশ বিশেষ সংযোজন করেছেন এবং দলীলের জন্য উক্ত বইটি দেখে নিতে বলেছেন। আমরা দলীলগুলোর পরিপূরক দলীল টিকায় সংযোজন করেছি। যা আলোচ্য দলীলগুলোর শাহীদ বা সাক্ষ্য। (অনুবাদক)

mnxn `Av I whwKi + Bmjvgx eB

এর মধ্যে 'উবাদাহ ﷺ বর্ণিত হাদীসের সাথে কোন পার্থক্য নেই। সম্ভবত এর ইঙ্গিত আবূ সাঈদ ﷺ-এর হাদীসে যা (তালাশে হক্বের) ৬নং এ বর্ণিত হয়েছে। এর জবাব তাই, যা পূর্বে বর্ণিত হয়েছে। অর্থাৎ মুক্তাদীগণকে এ আমলের মধ্যে স্বয়ং রসূলুল্লাহ ﷺ খাস করে দিয়েছেন, আর ঐ মুক্তাদীই অনেক সময়ে সূরা ফাতিহা পাঠ করতে পারে (যেমন সিরী সালাতে ও সাক্তার সময়)। আবার অনেক সময় পারে না (যেমন –ইমামের সরবে ক্বিরাআত পাঠের সময়)।[২৬].....

প্রশ্ন ঃ ১০ আমাদের ইমাম তোমাদের মত মুক্তাদীদের অনুসরণ করে না।

উত্তর ঃ আপনাদের ইমামও মুক্তাদীর অনুসরণ করে। আপনারা তো পূর্বে[২৭] লিখেছেন যে, জামা'আতে কমজোর, দূর্বল সবাই থাকে। সেজন্য ইমাম হালকাভাবে সালাত আদায় করেন। এটা কি মুক্তাদীদের অনুসরণ নয়? আপনারা বলে থাকেন যে, ইমামের জন্য মুস্তাহাব হল পাঁচবার তাসবীহ পাঠ করা যাতে করে মুক্তাদীরা সহজে তিনবার তাসবীহ পাঠ করতে পারে। স্বয়ং নবী ﷺ মহিলা মুক্তাদীর ব্যাপারেও লক্ষ্য রাখতেন। তিনি বলেন ঃ "আমি সালাতকে দীর্ঘ করতে চাই। কিন্তু বাচ্চাদের কান্নার আওয়াজ আমার কানে আসায় সালাতকে সংক্ষিপ্ত করি। কেননা, সম্ভবত তারা পেরেশানির মধ্যে পতিত হবে" (বুখারী)। সুতরাং ইমামুল আয়িম্মা ইমামে 'আযম (মুহাম্মাদ) ﷺ তো মুক্তাদীদের অনুসরণ করতে আপত্তি করেন নি। কিন্তু হানাফী ইমামগণের আপত্তি আছে। নবী ﷺ-এর যোহরের প্রথম রাক'আত এতটা দীর্ঘ হত যে, ইক্বামাতের পর যে ব্যক্তি পেশাব-পায়খানায় গিয়েছে এবং ফিরে এসে অযু করছে। সে প্রথম রাক'আতে শরীক হতে পারত (বুখারী)। এটা কি ধরণের অনুসরণ ছিল? আবার ঈশার সালাতে লোকজনের জন্য অপেক্ষা করতেন। যদি কম হতো তবে দেরী করতেন। এভাবে সাক্তার মধ্যে সূরা ফাতিহা পাঠের হুকুম স্বয়ং নবী ﷺ দিয়েছেন। তাই ইমামের জন্য জরুরী হল, সে যেন সাক্তা করে। এখন এটাকে আপনারা মুক্তাদীর অনুসরণ বা রসূলুল্লাহ ﷺ-এর অনুসরণ বলতে পারেন। আমি এ অভিযোগকে ভয় পাই না। স্বয়ং নবী ﷺ সাক্তা করতেন, বিরতি দিতেন। আর তাঁর সাক্তার ও বিরতির মধ্যে সাহাবাগণ ﷺ সূরা ফাতিহা পাঠ করতেন। ['আমর বিন শু'আইব ﷺ-এর বর্ণনা বায়হাক্বীর 'কিতাবুল ক্বিরাআত' ও সামুরাহ বিন জুনদুব ﷺ-এর বর্ণনা আবূ দাউদ প্রভৃতি]। সুতরাং মুক্তাদীদের জন্য সাক্তা করার সুযোগ দেয়া আল্লাহর রসূলের সুন্নাত। আমরা এর উপর আমল করতে গর্ববোধ করি। আর যারা মুক্তাদীকে সুযোগ দেয় না, মুক্তাদীর ক্বিরাআতের জন্য সাক্তা করে না – তাদেরকে বিদ'আতী মনে করি। [সাঈদ বিন জুবাইর ﷺ-এর বর্ণনা, বুখারীর জুঝউল ক্বিরাআত পৃঃ ৬২; সিকাহ বর্ণনাকারী, সনদ হাসান – পূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে।]

২৬. এ পর্যায়ে কয়েকটি অসামঞ্জস্য প্রশ্ন বাদ দেয়া হল। (অনুবাদক)

২৭. মূলতঃ আলোচনাটি ব্যাপক ছিল। আমরা কেবল জরুরী বিষয়গুলো উল্লেখ করলাম। (অনুবাদক)

mnxn `Av I whwKi + Bmjvgx eB

সাহাবাগণ ﷺ-ও মুক্তাদীদের অনুসরণ করতেন তাদের ক্বিরাআত **করার** সুযোগ দানের জন্য দীর্ঘ সাক্তা করতেন। কেননা, মুক্তাদীদের ক্বিরাআতের **জন্য** সাক্তা করা রসূলুল্লাহ ﷺ-এর সুন্নাত, তাঁর সাহাবাদের ﷺ সুন্নাত। **এখন যে এর** উপর আমল করবে সে ভাগ্যবান। আর যে আমল করবে না সে **সাঈদ বিন** জুবাইর رحمه الله বর্ণনানুযায়ী বিদ'আতী। আর যে বিদ্রুপ করে সে অন্তর দিয়ে **একটু** চিন্তা করুক যে, কোন দিক থেকে (তার ভিতরে) ঈমানের কোন অংশ **বাকী** আছে, না নেই?

প্রশ্ন ঃ ১১ আপনারা বলেছেন, যখন ইমাম রুকুতে যাবেন তখন মাসবুক (যে পরে সালাতে শরীক হয়েছে) রুকুতে যাবে না, বরং তাড়াতাড়ি ফাতিহা পাঠ করে রুকুতে যাবে।

উত্তর ঃ ভুল, ইমাম রুকুতে গেলে তৎক্ষণাৎ রুকুতে যাবে। হাঁ, আপনারাই এটা বলেন যে, ইমাম সালাত আদায় করছেতো আদায় করতে দাও, বরং নিজের সালাত শুরু করে দাও। যেমন– ফজরের সুন্নাতের ক্ষেত্রে। আচ্ছা এর জবাব তো দিন, ইমাম সালাম ফিরানোর পর মাসবুক কি ইমামের অনুসরণ করে, নাকি করে না? যদি না করে তাহলে আপনাদের সমস্ত নিয়ম কোথায় গেল?[২৮]

প্রশ্ন ঃ ১২ সাহাবাগণ ﷺ সূরা ফাতিহা পাঠ করতেন কিন্তু যখন এই আয়াত নাযিল হল –"যখন কুরআন পাঠ করা হয় তখন চুপ থাক।"[২৯] তখন তারা ছেড়ে দিলেন।

উত্তর ঃ সম্পূর্ণ মিথ্যা ও সূত্রবিহীন দাবী। সাহাবাগণ ﷺ তো সাঈদ বিন জুবাইর رحمه الله-এর যামানাতেও সূরা ফাতিহা পাঠ করতেন। তাদের ইমাম মুক্তাদীদের জন্য দীর্ঘ সাক্তা করতেন, যা পূর্বে বর্ণিত হয়েছে।

প্রশ্ন ঃ ১৩ 'কাশফুল আবরার' বইটির মধ্যে দশজন সাহাবা ﷺ যেমন- চার খলীফা ও অন্যান্যরা ইমামের পিছনে সূরা ফাতিহা পাঠ নিষেধ করছেন।

উত্তর ঃ মিথ্যা, কোন হাদীসের কিতাবে এর বর্ণনা নেই। 'কাশফুল আবরার' সম্পর্কে বানোয়াট কথা লিখে ধোঁকা দেয়া হয়। অথবা মিথ্যা সূত্র বর্ণনার মাধ্যমে সমস্ত মানুষকে ধোঁকা দেয়া হয়।

আপনাদের প্রশ্ন শেষ হয়ে গেছে। প্রথম পর্যায়ে কয়েকবার আমিও এ জাতীয় কিতাব দ্বারা ধোঁকা খেয়েছিলাম। কিন্তু এখনতো সমস্ত বিষয় আল্লাহ ﷻ'র ফযল ও করমে দিনের আলোর মত পরিষ্কার। এখন এটা সহজেই বুঝতে পারি যে, কিভাবে ধোঁকা দেয়া হয়। কিন্তু মূর্খদের হাশরে কি হবে! তাদের কি অবস্থা হবে? তারাতো 'কাশফুল আবরার' বইটির নাম শুনে ভীত–সন্ত্রস্থ হয়ে পড়ে। এ সমস্ত মূর্খদের সতর্ক করা আপনার আমার উপর ফরয। আল্লাহ সকল বিষয়ের মালিক।

[২৮]. সম্মানিত লেখক এ জাতীয় দলীলের মাধ্যমে প্রমাণ করতে চেয়েছেন যে, স্বয়ং হাদীসে রসূলেই ﷺ অনেক ক্ষেত্রে ব্যতিক্রম হুকুম রাখা হয়েছে। ইমামের সাক্তা করা এবং সাক্তার মধ্যে মুক্তাদীর জন্যে প্রথমে সূরা ফাতিহা পাঠের সুযোগ এরকম একটি ব্যতিক্রমধর্মী হুকুম। (অনুবাদক)

[২৯]. সূরা আ'রাফ ঃ ২০৪ আয়াত।

mnxn `Av I whwKi + Bmjvgx eB

ইমামের সাক্তাতে মুক্তাদীর সূরা ফাতিহা পাঠ

-আবূ মুহাম্মাদ বাদীউদ্দীন শাহ আর-রাশিদী

[পাকিস্তানের সুবিখ্যাত মুহাদ্দিস আবূ মুহাম্মাদ বাদীউদ্দীন শাহ আর-রাশিদী رحمه الله এর فَاتِحَةُ خَلْفَ الْإِمَامِ (بشمول دو فتوے سکتات اور آمین) ["ইমামের পিছনে সূরা ফাতিহা পাঠ – সাক্তা ও আমীন বলা সম্পর্কীত দু'টি ফতোয়াসহ" (প্রকাশক : জামি'ঈয়াতে আহলে হাদীস সিন্ধ)] বইটির শেষাংশে জেহরী সালাতে ইমামের সাক্তার সময় মুক্তাদীর সূরা ফাতিহা পাঠ সম্পর্কে যে আলোচনা করেছেন, আমরা এখানে অনুসন্ধিৎসু পাঠকের জ্ঞাতার্থে কেবল সেই অংশটুকুই উপস্থাপন করছি। (অনুবাদ ঃ কামাল আহমাদ)]

লেখক পরিচিতি

এই আহলে হাদীস ইমাম শায়েখ বাদীউদ্দীন আস-সিন্ধী হালা অঞ্চলের সায়েদাবাদ শহরের অন্তর্গত পির চান্দু-তে জন্মগ্রহণ করেছিলেন। যা পাকিস্তানের হায়দারাবাদ শহর থেকে ৭০ কি.মি. দূরে অবস্থিত।

তাঁর ওস্তাদদের মধ্যে তৎকালীন মুহাদ্দিসদের মধ্যে ছিলেন : আশ-শায়েখ 'আব্দুল হক্ব বাহাওয়ালপূরী আল-মুহাজির আল-মাক্কী এবং আশ-শায়েখ শারফুদ্দীন দেহলাভী। শায়েখ শারফুদ্দীন দেহলাভী থেকে শায়েখ বাদীউদ্দীন ইজাযাহ ও হাদীসের সনদ লাভ করেন। শায়েখ বাদীউদ্দীনের সমস্ত মাশায়েখই শায়খুলকুল মিয়াঁ নাজীর হুসাইন দেহলভীর সান্নিধ্যপ্রাপ্ত। এ সূত্রে শায়েখ বাদীউদ্দীন-ও মিয়াঁ নাজীর হুসাইন দেহলাভীর ছাত্র। আর শায়খুলকুল মিয়াঁ নাজীর হুসাইন দেহলভীর সনদটি খুবই প্রসিদ্ধ, যা বিভিন্ন পুস্তকে উল্লিখিত আছে। এই সনদ ইমাম বুখারী'র সাথে সতেরটি স্তরে যুক্ত হয়েছে। যদি ইমাম বুখারী থেকে এর যে কোন একটি সনদ নেয়া হয়, যা মক্কার ইমাম থেকে প্রাপ্ত – সেক্ষেত্রে শায়েখ বাদীউদ্দীন শাহ এর সনদ নবী ﷺ পর্যন্ত ২০ টি স্তরে যুক্ত হয়েছে।

শায়েখ মক্কা মুকরারমার হারাম শরীফে প্রায় ৫ বছর দারস প্রদান করেছেন। তাঁর দারস ছিল তাফসীরে ইবনে কাসির ও সহীহুল বুখারী। একই সময় তিনি মক্কার দারুল হাদীস আল-খয়রিয়্যাহতে দারস প্রদান করতেন। সেখানে ২ বছর অধ্যাপনার পর মাহাদ-উল-হারাম আল-মাক্কী'র শায়েখ 'আব্দুল্লাহ ইবনে হুমাইদ সেখানে দারস দেয়ার জন্য তাঁকে বিশেষভাবে অনুরোধ করেন। তিনি একথা উল্লেখ করতেন যে, উটের পিঠে আরোহিত অবস্থায় তিনি সূরা নূর মুখস্থ করেছিলেন।

তাঁর অসংখ্য শিষ্যদের অন্যতম হলেন : আশ-শায়েখ আল-ইমাম মুক্বিল ইবনে হাদী আল-ওয়াদী আল-ইয়ামানী, আশ-শায়েখ আল-মুহাদ্দিস রাবী' ইবনে হাদী আল-মাদখালী, আশ-শায়েখ সালীম ইবনে 'ঈদ আল-হিলালী, আশ-শায়েখ 'আলী হাসান আল-হালাবী, আশ-শায়েখ ওয়াসী উল্লাহ ইবনে মুহাম্মাদ 'আব্বাস প্রমুখ।

mnxn `Av I whwKi + Bmjvgx eB

ইমামের সাক্তাতে মুক্তাদীর সূরা ফাতিহা পাঠ

এ সম্পর্কীত প্রথম হাদীসটি নিম্নরূপ :

১) আবূ দাউদ ১/১১৩ পৃ: بَابُ السَّكْتَةِ عِنْدَ الْإِفْتِتَاحِ বর্ণিত হয়েছে :

"সামুরা ﷺ রসূলুল্লাহ ﷺ'র দু'টি সাক্তা স্মরণ রেখেছিলেন। একটি হল, যখন তিনি ﷺ তাকবীর (আল্লাহু আকবার) বলে সালাত শুরু করতেন। অপরটি হল, যখন তিনি ﷺ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ পাঠ সম্পন্ন করতেন।"[৩০]

অপর একটি হাদীসে এসেছে :

সামুরা ﷺ বলেছেন : "আমি সালাতে দু'টি সাক্তা স্মরণে রেখেছি। একটি হল, যখন ইমাম তাকবীরে তাহরীমা বলার পর ক্বিরাআত শুরু করতেন। অপরটি হল, রুকুর সময় যখন সূরা ফাতিহা ও অন্য সূরা পাঠ সম্পন্ন করতেন।"[৩১]

২) ইবনে মাজাহ ৬১ পৃ: بَابُ فِيْ سَكْتَاتَيْ اِمَام -এ বর্ণিত হয়েছে :

"সামুরা বিন জুনদুব ﷺ বলেছেন : আমি রসূলুল্লাহ ﷺ'র দু'টি সাক্তা স্মরণে রেখেছি যা ইমরান বিন হুসাইন ﷺ অস্বীকার করেন। বর্ণনাকারী বলেন, আমি উবায় ইবনে কা'ব ﷺ-কে লিখলাম। তখন তিনি জবাব দিলেন : সামুরা ঘটনাটি স্মরণ রেখেছেন। বর্ণনাকারী সাঈদ বলেন : আবূ ক্বাতাদাকে জিজ্ঞাসা করলাম এই দু'টি সাক্তা কখন কখন? তিনি বললেন : যখন সালাত শুরু করা হয় এবং যখন ক্বিরাআত শেষ হয়। অতঃপর বললেন : যখন غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ বলে। (বর্ণনাকারী বলেন) তাদের কাছে অবাক হওয়ার বিষয় ছিল, যখন ক্বিরাআত সম্পন্ন হয় তখন কিছুক্ষণ চুপ থাকতেন শ্বাস-প্রশ্বাস স্বাভাবিক হয়ে আসা পর্যন্ত।"[৩২]

৩) ইমাম বুখারীর رحمه الله'র 'জুঝউল ক্বিরাআত'-এর ২৯ পৃষ্ঠায় বর্ণিত হয়েছে : "আব্দুল্লাহ বিন 'উসমান বিন খায়সাম থেকে বর্ণিত হয়েছে : আমি সাঈদ বিন যুবায়েরকে জিজ্ঞাসা করলাম : আমি কি ইমামের পিছনে ক্বিরাআত করব? তিনি বললেন : হাঁ, যদিওবা ইমামের ক্বিরাআত শোনা যায়। তারা বিদ'আত

৩০. পূর্ববর্তী আলোচনাতে প্রমাণ হয়েছে, সূরা ফাতিহার পর সাক্তা করার বর্ণনাটি য'ঈফ। (অনুবাদক)

৩১. আবূ দাউদ, হাকিম – তিনি একে সহীহ বলেছেন এবং যাহাবী তাতে একমতও হয়েছে। এই বিরামের পরিমাণ সম্পর্কে ইবনুল ক্বাইয়েম ও অন্যান্যরা বলেছেন : এটা শ্বাস নেয়ার সমপরিমাণ। [মুহাম্মাদ নাসিরুদ্দীন আলবানী, নবী ﷺ-এর সালাত সম্পাদনের পদ্ধতি, পৃষ্ঠা ১১৭] শেষোক্ত মন্তব্যের পর্যালোচনা পরবর্তীতে আসবে, ইনশাআল্লাহ। (অনু:)

৩২. **য'ঈফ ঃ** ইবনে মাজাহ হা/৮৪৪। আলবানী হাদীসটিকে য'ঈফ বলেছেন। [য'ঈফ ইবনে মাজাহ হা/৮৩৫, তাহক্বীক্বকৃত ইবনে মাজাহ হা/৮৪৪। (অনুবাদক)

mnxn `Av I whwKi + Bmjvgx eB

করছে যা সালাফগণ করেন নি। তাদের পদ্ধতি ছিল, তাদের ভিতরে যে ইমামতি করত সে তাক্বীর দিয়ে চুপ থাকত, যতক্ষণ পর্যন্ত না সূরা ফাতিহা পাঠ শেষ হয়েছে বলে অনুমান হত। অতঃপর ইমাম পড়ত এবং তারা চুপ থাকত।"[৩৩]

৪) ইমাম বায়হাক্বী ﵀এর জুঝউল ক্বিরাআত পৃঃ ৭০-এ বর্ণিত হয়েছে :

আবূ হুরায়রা ﵁ বর্ণনা করেছেন : যে সালাতে সূরা ফাতিহা পাঠ করা হয় না তা অসম্পূর্ণ ও ত্রুটিযুক্ত। তখন ক্বওমের কেউ জিজ্ঞাসা করল : যখন ইমাম পাঠ করেন তখন কি করব? তখন আবূ সালামাহ জবাব দিলেন : ইমামের দু'টি সাক্তা রয়েছে, তা দ্বারা তোমরা সুযোগটি (গনীমাত) গ্রহণ কর। একটি হল যখন তাক্বীরে তাহরীমা (আল্লাহু আকবার) বলা হয়, অপরটি হল যখন غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ বলা হয়।"[৩৪]

ফায়েদা ঃ উক্ত জবাবটি আবূ হুরায়রা ﵁'র সামনেই দেয়া হয়েছিল। তিনি তা অস্বীকার করেন নি। সুতরাং তাঁর ﵁ ফায়সালাও এটাই ছিল।

৫) মুস্তাদরাক হাকিমে (২/২৩২ পৃঃ) বর্ণিত হয়েছে :

উম্মুল মু'মিনীন উম্মে সালামাহ ﵂ বলেন, "রসূলুল্লাহ ﷺ ক্বিরাআতের সময় আয়াতগুলোকে পৃথক পৃথক করে পড়তেন। الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ বলে থামতেন, الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ বলে থামতেন।"[৩৫]

এই হাদীসটি থেকে প্রমাণিত হল, একাধিক সাক্তা করাটাই বিধান। প্রথম রাকআতে তাকবীরে তাহরীমার পরে, সূরা ফাতিহার পর এবং সম্পূর্ণ ক্বিরাআত শেষ করার পর অর্থাৎ রুকুর পূর্বে। এছাড়াও রয়েছে প্রত্যেক আয়াতের মধ্যবর্তী

৩৩. হাসান ঃ শায়েখ যুবায়ের আলী যাই, "নাসরুল বারী ফি তাহক্বীক্বে জুঝউল ক্বিরাআত লিলবুখারী"(পাকিস্তানঃ মাকতাবাহ ইসলামীয়াহ) হা/৩৪ ও ২৭৩ এর তাহক্বীক্ব দ্রঃ। (অনুবাদক)

৩৪. এই বর্ণনাটি থেকে সূরা ফাতিহার পর সাক্তার প্রমাণ পাওয়া গেলেও, নবী ﷺ থেকে দ্বিতীয় সাক্তাটি সম্পূর্ণ ক্বিরাআত শেষে (তথা রুকুর পূর্বে) প্রমাণিত। আর এটিই প্রাধান্যপ্রাপ্ত। অন্যথা তিনটি সাক্তা হয়। যা দু'টি সাক্তা সম্পর্কীত বর্ণনার বিরোধী। তাছাড়া সূরা ফাতিহার পর সাক্তাটি নবী ﷺ থেকে সহীহ হিসাবে প্রমাণিত নয়।(অনুবাদক)

৩৫. ইমাম হাকিম হাদীসটিকে শায়খাইনের শর্তে সহীহ বলেছেন। ইমাম যাহাবী ﵀ এটাকে সমর্থন করেছেন। [মুস্তাদরাকে হাকিম (শামেলা সংস্করণ) ২/২৫২পৃঃ, হা/২৯১০] আরো দ্রঃ সুনানে তিরমিযী, মিশকাত (এমদা) ৫/২১০১, আলবানী হাদীসটিকে সহীহ বলেছেন (তাহক্বীক্বকৃত তিরমিযী হা/২৯২৭)। লক্ষণীয় হাদীসটিতে নবী ﷺ কর্তৃক প্রতিটি আয়াত বিরতিসহ পড়ার কথা উল্লেখ থাকলেও, মুক্তাদী ঐ মুহূর্তে পাঠ করবে – এমন কোন নির্দেশ আসে নি। পক্ষান্তরে সাক্তার মধ্যে মুক্তাদীর ক্বিরাআত করার স্পষ্ট বর্ণনা আছে। তাছাড়া সাক্তা সর্বমোট দু'টি। অথচ ওয়াক্বফাসহ সূরা ফাতিহা পড়তে সাত আয়াতে সাতটি ওয়াক্বফাহ হয়। আল্লাহ সত্য বুঝার তাওফিক্ব দিন। (অনুবাদক)

mnxn `Av I whwKi + Bmjvgx eB

ওয়াক্বফাহ (বিরতি)। এ সমস্ত (প্রতিটি) স্থানে যখন ইচ্ছা মুক্তাদী সম্পূর্ণ সূরা ফাতিহা আয়াত ভাগ করে পড়তে পারে। তাবেঈনগণ رحمهم الله–ও সাহাবাদের ﷺ আমলের এই অর্থই করেছেন, যা পূর্বে বর্ণিত সাঈদ বিন যুবায়ের ও আবূ সালামাহ'র উক্তিতে প্রমাণিত হয়েছে। আবূ সালামাহ'র বক্তব্য সাহাবী আবূ হুরায়রা ﷺ থেকেও সমর্থিত হয়েছে। এমনকি উরওয়ার বক্তব্যও রয়েছে। তাছাড়া আবূ দাউদ ১/১৬০ পৃষ্ঠায় বর্ণিত হয়েছে :

قَالَ مَكْحُولٌ اقْرَأْ بِهَا فِيْمَا جَهَرَ بِهِ الْإِمَامُ إِذَا قَرَأَ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ وَسَكَتَ سِرًّا فَإِنْ لَمْ يَسْكُتْ اقْرَأْ بِهَا قَبْلَهُ وَمَعَهُ وَبَعْدَهُ لاَ تَتْرُكْهَا عَلَى حَالٍ

মাকহুল رحمه الله বলেছেন: "ইমাম জেহরী সালাতে যখন সূরা ফাতিহা পাঠ করে চুপ থাকেন তখন তোমরা চুপে পড়ে নাও। যদি চুপ না থাকেন তবে তার পূর্বে বা পরে কিংবা তার সাথে পড়ে নাও। আর কোন অবস্থাতেই তা ছেড়ে না।"[৩৬]

'জুঝউল ক্বিরাআতে' সাহাবাদের আমল বর্ণিত হয়েছে। যখন রসূলুল্লাহ ﷺ চুপ থাকতেন তখন তারা তাঁর পিছনে পড়তেন এবং যখন তিনি ﷺ পড়তেন তখন তারা চুপ থাকতেন। এ থেকে প্রমাণিত হয় যে, ইমাম সাক্তা করতেন। ফলে মুক্তাদী সহজেই সূরা ফাতিহা পড়ে নিতে পারতেন। আর আহলে হাদীসগণ, হাদীসকে কুরআনের উপরে প্রাধান্য দেন না, বরং হাদীসকে কুরআনের তাফসীর মনে করেন। এভাবেই কুরআনকে বোঝেন – আর এটাই সাহাবাদের ﷺ আমল ছিল। কেননা সহীহ মুসলিমে (নববী সহ) ১/৩৯৫ পৃষ্ঠায় জাবির ﷺ থেকে বর্ণিত হজ্জের সফর সংক্রান্ত হাদীসে নিম্নোক্ত শব্দে বর্ণিত হয়েছে :

وَرَسُوْلُ اللهِ ﷺ بَيْنَ أَظْهُرِنَا وَعَلَيْهِ يَنْزِلُ الْقُرْآنُ وَهُوَ يَعْرِفُ تَأْوِيْلَهُ وَمَا عَمِلَ بِهِ مِنْ شَيْءٍ عَمِلْنَا بِهِ

৩৬. এ উক্তিগুলোকে মেনে নিলে নবী ﷺ–এর হাদীসের সরাসরি অনুসরণ করা হয় না। বরং নবী ﷺ–এর হাদীস থাকা সত্ত্বেও ব্যক্তি বিশেষের ফাতাওয়ার অনুসরণ হয়। যখন নবী ﷺ থেকে সহীহ বর্ণনা আমাদেরকে বিষয়টির সুস্পষ্ট সমাধান দেয়, তখন অন্যদের সুচিন্তিত মতামতের প্রয়োজন বাকী থাকে না। তাছাড়া বর্ণনাগুলো নবী ﷺ–এর দু'টি সাক্তার মধ্যে সীমাবদ্ধতার বিরোধীতা করে। অবশ্য সমস্ত বর্ণনাগুলোর মাঝে এভাবে সমন্বয় করা যায় যে, (১) ইমাম যদি ভুলে বা না জানার কারণে কিংবা নিজস্ব ইজতিহাদের জন্য সাক্তা না করেন, সেক্ষেত্রে উক্তিটিকে মেনে নেয়া যায়। কেননা, এ সম্পর্কে সাহাবা ﷺ ও তাবে'য়ী رحمهم الله দের উক্তি রয়েছে। যা বিশেষ অবস্থার সাথে সুনির্দিষ্ট ও শর্তযুক্ত। (২) যখন মত পার্থক্য দেখা দেবে তখন কুরআন ও রসূলের ﷺ (সুন্নাতের) দিকেই ফেরার হুকুম আছে । (সূরা নিসা ঃ ৫৯ আয়াত) (অনুঃ)

mnxn `Av I whwKi + Bmjvgx eB

"রসূলুল্লাহ ﷺ আমাদের মাঝে ছিলেন এবং তাঁর প্রতি কুরআন নাযিল হচ্ছিল। তিনি সেগুলোর তাফসীর জানতেন এবং যা তিনি ﷺ আমল করতেন আমরাও তা-ই করতাম।"[৩৭]

সুতরাং রসূলুল্লাহ ﷺ-এর এই হুকুম "সূরা ফাতিহা ছাড়া সালাত নেই" কুরআনের বিরোধী নয়। কুরআনের আয়াত وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوْا لَهُ وَأَنْصِتُوْا "যখন কুরআন পাঠ করা হয়, তখন শোন এবং চুপ থাক" (সূরা আ'রাফ ঃ ২০৪) আয়াতটিতেও সূরা ফাতিহা পাঠের ব্যাপারে কোন নিষেধাজ্ঞা নেই। আয়াতটি মুত্বলাক (ব্যাপকার্থক), আর হাদীসটিতে সূরা ফাতিহাকে খাস (সুনির্দিষ্ট অর্থবোধক) ভাবে বর্ণিত হয়েছে। সুতরাং উভয়ের ব্যাপারে ঈমানের দাবী হল, সূরা ফাতিহার হুকুম এ ব্যাপারে স্বতন্ত্র। যদি আয়াতটিতে সূরা ফাতিহা পাঠের নিষেধাজ্ঞা থাকত, তবে রসূলুল্লাহ ﷺ কখনই তা পাঠের হুকুম দিতেন না। বরং সাহাবাগণ ﷺ – যাঁরা আমাদের থেকে অনেক বেশী ইলম সম্পন্ন বা জ্ঞানী ছিলেন, তাঁরা যখন রসূলুল্লাহ ﷺ-এর কাছে মুক্তাদী সম্পর্কে এই হুকুম শুনলেন "যখন (সালাতে) জেহরী (আওয়াজে) কুরআন পড়া হয়, তখন কুরআন মাজীদের কিছুই পড়ো না – কেবল সূরা ফাতিহা পড়। কেননা যে সালাতে সূরা ফাতিহা পড়ে না তার সালাত হয় না।"

যখন তিনি এটা বললেন, তখন কোন সাহাবী ﷺ এ কথা জিজ্ঞেস করেন নি যে, আল্লাহ ﷻ তো হুকুম দিয়েছেন : "যখন কুরআন পাঠ করা হয়, তখন শোন ও চুপ থাক।" এখন আমরা কুরআনের দু'টি হুকুমের (শোনা ও চুপ থাকা) কিভাবে বিরোধীতা করব। অর্থাৎ শুনবোনা এবং চুপও থাকব না। কেউই এই আপত্তি উত্থাপন করেন নি। কেননা, তাঁরা এটাই বুঝেছিলেন – কুরআনের হুকুম সূরা ফাতিহা পাঠ নিষিদ্ধ করে না। অন্যথায় রসূলুল্লাহ ﷺ হুকুম দিতেন না। এর অপর একটি উদাহরণ দেখুন, সহীহ বুখারী ২/৭৪৯ পৃষ্ঠায় আবূ সাঈদ বিন মু'আল্লা ﷺ থেকে বর্ণিত হয়েছে :

"আমি সালাত পড়ছিলাম। নবী ﷺ আমাকে ডাকলেন। আমি কোন জবাব দিলাম না। অতঃপর আমি ওজর পেশ করে বললাম : ইয়া রসূলাল্লাহ ﷺ! আমি সালাত পড়ছিলাম। তিনি ﷺ বললেন : আল্লাহ ﷻ কি বলেন নি, اسْتَجِيبُوا لِلّٰهِ وَلِلرَّسُوْلِ إِذَا دَعَاكُمْ "আল্লাহ ও রসূলের আহবানে সাড়া দাও যখন তোমাদেরকে ডাকা হয়।" (সূরা আনফাল ঃ ২৪)

৩৭. সহীহ মুসলিম – بَابُ حَجَّةِ النَّبِيِّ –صلى الله عليه وسلم ।

mnxn `Av I whwKi + Bmjvgx eB

তাছাড়া সুনানে তিরমিযী ২/১১১ পৃষ্ঠা بَوَابُ فَضَائِلِ الْقُرْآنِ بَابُ مَاجَاءَ فِيْ فَضْلِ فَاتِحَةِ الْكِتَابِ – এ উবায় ইবনে কা'ব ﷺ থেকে নিম্নোক্ত ঘটনা বর্ণিত হয়েছে:

আবূ হুরায়রা ﷺ থেকে বর্ণিত হয়েছে, রসূলুল্লাহ ﷺ উবায় ইবনে কা'ব ﷺ-এর কাছে গেলেন ও তাঁকে ডাকলেন। তিনি তখন সালাত পড়ছিলেন, ফলে কোন জবাব দিলেন না। তিনি সালাত সংক্ষেপ করলেন। অতঃপর নবী ﷺ-এর কাছে গিয়ে সালাম দিলেন। তখন নবী ﷺ জিজ্ঞাসা করলেন : যখন আমি তোমাকে ডেকেছিলাম তখন কোন জিনিস তোমাকে আমার ডাকের জবাব দেয়া থেকে বিরত রেখেছিল? তিনি ﷺ বললেন : আমি সালাতে ছিলাম। তিনি ﷺ বললেন : আমার কাছে যে অহী এসেছে তার মধ্যে কি তুমি এটা পাওনি : اسْتَجِيبُوا لِلّٰهِ وَلِلرَّسُوْلِ إِذَا دَعَاكُمْ لِمَا يُحْيِيْكُمْ "আল্লাহ ও রসূলের আহবানে সাড়া দাও যখন তোমাদেরকে ডাকা হয়, যা তোমাদেরকে উজ্জীবিত করে" (সূরা আনফাল ঃ ২৪)। তিনি ﷺ বললেন : আমি ভবিষ্যতে এমনটি করব না।"

সুস্পষ্ট হল, আলোচ্য (সূরা আনফাল ঃ ২৪) আয়াতটিতে সালাতের কোন বর্ণনা নেই। কিন্তু যেহেতু তাদের আক্বীদা ছিল – নবী ﷺ-ই কুরআন জানেন এবং তাঁরই শিক্ষার আলোকে সেগুলো বুঝতে হবে। সুতরাং যদিওবা তারা জানতেন যে, সালাতে কথা ও জবাব দেয়া নিষেধ। তদুপরি নিজের বুঝকে ভুল মনে করলেন এবং ভবিষ্যতে এরকম না হওয়ার ওয়াদা দিলেন। হাদীসে এরকম অনেক উদাহরণ পাওয়া যায়। যদি কুরআনুল কারীমে সুস্পষ্ট ও সুনির্দিষ্টভাবে ফাতিহা নিষেধ হত, তাহলে কুরআন ও হাদীসের মাঝে সংঘর্ষ সৃষ্টি হত معاذ الله। কিন্তু বাস্তবতা হল, এটি মুত্বলাক্ব (ব্যাপকার্থক) হুকুম। আর হাদীসটিতে সুস্পষ্ট ও খাস (সুনির্দিষ্ট) হুকুম। সুতরাং এটা কুরআনের ব্যাখ্যা এবং কখনোই সাংঘর্ষিক নয় বা বিপরীত নয়।

"فَوَائِدِ سِتَارِيَه" –এ বর্ণিত হয়েছে: "প্রথমে সালাতরত অবস্থায় কথাবার্তা বলা হত।" এ দলীলটি নিজেই প্রমাণ যে, যদি আয়াতটিকে সালাত সম্পর্কীত বলে গণ্য করা হয়, তবে তা (সালাতে) ক্বিরাআত সম্পর্কীত নয় বরং কথাবার্তা সম্পর্কীত – সুতরাং বৈপরীত্যের কোন কিছুই থাকল না। তাছাড়া فَوَائِدِ سِتَارِيَه এর ২৮০ পৃষ্ঠার নিজস্ব বর্ণনাটি হল : "সালাতে লোকেরা কথাবার্তা বলত। তখন আলোচ্য (সূরা আ'রাফ ঃ ২০৪) আয়াতটি নাযিলের মাধ্যমে কথা বলা নিষিদ্ধ হয়।" সুতরাং এই উদ্ধৃতি দ্বারা সুস্পষ্ট হল, আয়াতটিতে বর্ণিত নিষেধাজ্ঞা সালাতে কথাবার্তা বলা সম্পর্কে ছিল, সূরা ফাতিহা পড়া সম্পর্কে ছিল না। আর হাদীসে সালাতে সূরা ফাতিহা পড়ার হুকুম দেয়া হয়েছে, কথা বলার হুকুম দেয়া হয় নি।

mnxn `Av I whwKi + Bmjvgx eB

এ পর্যায়ে (আয়াত ও হাদীসে) কোন সংঘর্ষ থাকল না। সুতরাং আহলে হাদীসদের প্রতি এই অভিযোগ সহীহ নয় যে, তারা নিজেদের বুঝ মোতাবেক হাদীসকে কুরআনের উপর প্রাধান্য দেয়। মোটকথা, সাক্তার মধ্যে সূরা ফাতিহা পাঠের হুকুম ঐ হুকুমের مُتَضَمِّنْ (অন্তর্ভূক্ত) যার দাবী হল, ইমামের জন্য সাক্তা করা জরুরী وَمَا لَا يُتِمُّ الْوَاجِبُ اِلَّا بِهٖ وَاجِبٌ "যা ছাড়া ওয়াজিব কাজটি সম্পন্ন হয় না, তাও (পালন করা) ওয়াজিব।" অর্থাৎ মুক্তাদী ইমামের সাক্তার মধ্যে, এর পূর্বে অথবা মধ্যে, কিংবা শেষে – সম্পূর্ণ ক্বিয়াম অবস্থায় রুকুর পূর্ব পর্যন্ত সম্পূর্ণ সূরা ফাতিহা পাঠ করবে।

তাছাড়া অপর একটি মাসআলা হল, জেহরী সালাতে ইমামের পিছনে ফাতিহা ছাড়া আরো কিছু পাঠ করা নিষিদ্ধ, কিন্তু ফাতিহা নয়। কেননা আবূ দাউদ ও দারে কুতনীর সূত্রে উদ্ধৃত শব্দগুলো হল :

"কোন কিছুই কুরআন থেকে পাঠ করো না যখন ইমাম আওয়াজ করে পড়েন, তবে উম্মুল কুরআন (সূরা ফাতিহা) ছাড়া। কেননা, তার সালাত নেই যে তাতে এটা (সূরা ফাতিহা) পড়ে না।"

اِذَا جَهَرْتُ (যখন ইমাম আওয়াজ করে পড়ে) দ্বারা বিষয়টি সুস্পষ্ট হয়েছে। তাছাড়া দারে কুতনী ১/৩১৯ পৃষ্ঠার শব্দগুলো হলো : "(নবী ﷺ) জিজ্ঞাসা করলেন: তোমরা সালাতে আমার সাথে কি কিছু পাঠ করো? আমরা বললাম : হাঁ! তিনি ﷺ বললেন: এমনটি করো না, তবে ফাতিহাতুল কিতাব ছাড়া।"

অর্থাৎ নবী ﷺ জিজ্ঞাসা করলেন, তোমরা সালাতে আমার সাথে সাথে কি পাঠ করো? আমরা বললাম : হাঁ। তিনি বললেন : সূরা ফাতিহা ছাড়া কিছু পড়ো না। সুতরাং প্রমাণিত হল, সূরা ফাতিহা পাঠের ব্যাপারে কোন আপত্তি নেই। তবে হুকুম হল সাক্তার মধ্যে পাঠ করা। যদি সুযোগ না পাওয়া যায় তবুও সূরা ফাতিহা ছাড়া যাবে না, সর্বাবস্থায়ই পড়তে হবে।[৩৮] যেভাবে তাবেয়ী মাকহুল رحمه الله-এর উক্তি পূর্বে বর্ণিত হয়েছে। আর এটাই হাদীসের দাবী– وَمَا لَا يُدْرِيْكَ كُلَّه لَا يَتْرُكُ كُلَّه।

وَاللّٰهُ يَقُوْلُ الْحَقَّ وَهُوَ يَهْدِى السَّبِيْلَ

৩৮. কোন ইমাম না জানলে, কিংবা ভুলবশতঃ বা নিজের ভুল ইজতিহাদের কারণে সাক্তা না করলে – জরুরী দাবী মেটানোর শর্তে এই সিদ্ধান্তটিকে মেনে নেয়া যায়। আল্লাহই সর্বজ্ঞ। (অনুবাদক)

mnxn `Av I whwKi + Bmjvgx eB

মুহাদ্দিস ও রিজাল শাস্ত্রবিদ শায়েখ যুবায়ের আলী ঝাই ﷺ

লেখক পরিচিতিঃ হাফেয যুবায়ের আলী ঝাই ২৫ জুন, ১৯৫৭ হাযরো, যালি' আটক পাকিস্তানে জন্ম গ্রহণ করেন। তাঁর পিতা মুহতারাম হাজী মুজাদ্দিদ খান নিজের এলাকার একজন সুপরিচিত ধর্মীয় ও সামাজিক ব্যক্তিত্ব। শায়েখ এফ, এ, পর্যন্ত দ্বীনি তালিম হাসিল করেন। অতঃপর প্রাইভেট ভাবে বি,এ, এবং ১৯৮৩ সালে এম, এ, (ইসলামিয়্যাত) ও ১৯৯৪ সালে আরবীতে এম, এ, পাশ করেন। ১৯৯০ সালে জামে'আহ মুহাম্মাদিয়াহ জি, টি, রোড গুজরানওয়ালা থেকে দাওরায়ে হাদীস সমাপ্ত করেন। আল্লাহর ফযলে তিনি জামে'আহর মধ্যে প্রথম স্থান অধিকার করেন। ওয়াফাকুল মাদারিসুস সালাফিয়্যাহ, ফয়সালাবাদের পরীক্ষাতেও পাশ করেন।

১৯৭২ সালে সহীহ বুখারীর প্রথম খণ্ড পড়ার পর তার অন্তর পরিবর্তন হয়। তিনি তখন থেকে হাদীসের অনুসারী ও মুবাল্লিগে পরিণত হন। তিনি যে সমস্ত শায়খুল হাদীসের কাছ থেকে হাদীসের দারস নিয়েছেন তাঁরা হলেন : বাদীউদ্দীন শাহ রাশিদী ﷺ (মৃতঃ ১৯৯৬ ইং), 'আতাউল্লাহ হানীফ ভাওয়ালপুরী ﷺ (মৃতঃ ১৯৮৭), হাফেয আব্দুল মান্নান নূরপুরী ﷺ, হাফেয আব্দুস সালাম ভাট্টবী ﷺ প্রমুখ। শায়েখ পোশতু, হিন্দি, উর্দূ, ইংরেজী, ইউনানী (গ্রীক) ও আরবী ভাষা পূর্ণাঙ্গভাবে পড়তে, লিখতে ও বলতে পারেন। তাছাড়া ফার্সী ভাষা পড়তে ও বুঝতে পারেন।

পাকিস্তানের এই আহলে হাদীস মুহাদ্দিস ও রিজাল শাস্ত্রবিদ শায়েখ যুবায়ের আলী ঝাই তাঁর বিভিন্ন পুস্তিকা ও বক্তৃতাই ইমামের সাক্তাতে সূরা ফাতিহা পাঠের বৈধতার স্বীকৃতি দিয়েছেন। এ ব্যাপারে প্রমাণ তাঁর লিখিত ও তাহক্বীক্বকৃত "মাসআলাহ ফাতিহা খলফুল ইমাম" (লাহোর ঃ মাকতাবাহ ইসলামিয়াহ, জুন'২০০৭)-এও রয়েছে। আমরা সংক্ষেপে কেবল প্রয়োজনীয় উদ্ধৃতিই এখানে উল্লেখ করছি। লেখক যুবায়ের আলী ঝাই অনেক হাদীসগ্রন্থের মুহাক্বিক্ব। তাঁর তাহক্বীক্বকৃত আবূ দাউদ, তিরমিযী, নাসায়ী ও ইবনে মাজাহ - দারুস সালাম পাবলিকেশান্স, (রিয়াদ, সৌদি আরব/লাহোর,পাকিস্তান) থেকে ইংরেজি ও উর্দূ ভাষায় প্রকাশিত হয়েছে। তাছাড়া তিনি আসমাউর রিজালেরও তাহক্বীক্ব করেছেন। যার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল "আল-ফাতহুল মুবীন ফি তাবাক্বাতুল মুদ্দাল্লিসীন"। তাঁর সম্পাদনায় "আল-হাদীস" নামক মাসিক পত্রিকা পাকিস্তানে প্রকাশিত হয়ে আসছে। যেখানে তিনি বিভিন্ন সহীহ ও য'য়ীফ হাদীসের তাহক্বীক্ব, ইসলামের নামে সমাজে প্রচলিত বিভিন্ন ভুলের নিরসণ প্রভৃতি মুহাদ্দিসগণের দৃষ্টিভঙ্গির আলোকে সমাধান করে আসছেন। এছাড়া আরবী ও উর্দূ ভাষাতে তাঁর লিখিত, অনূদিত ও তাহক্বীক্বকৃত বিভিন্ন গ্রন্থ রয়েছে। আমরা তাঁর আলোচ্য গ্রন্থের উল্লেখযোগ্য অংশই কেবল এখানে উল্লেখ করলাম। [সংকলন ও অনুবাদ ঃ কামাল আহমাদ]

শায়েখ যুবায়ের আলী ঝাই লিখিত "মাসআলাহ ফাতিহা খলফুল ইমাম" বইয়ের ২৪ পৃষ্ঠা ঃ

হাদীস নং ৭ ঃ "আব্দুল্লাহ বিন 'আমর ইবনুল 'আস ﷺ থেকে বর্ণিত একটি হাদীসের দাবী হল : যখন রসূলুল্লাহ ﷺ (সাক্তার মধ্যে) চুপ থাকতেন তখন তারা তাঁর পিছে (ফাতিহা) পড়তেন। আর যখন তিনি পড়তেন তখন তারা ক্বিরাআত করতেন না।" [বায়হাক্বীর - কিতাবুল ক্বিরাআত ১২৬। এর সনদ হাসান (আল-কাওয়াকিবুদ দারিয়াহ ৪৮ পৃঃ) মূল আরবী মতন পূর্বে উল্লিখিত হয়েছে]

mnxn `Av I whwKi + Bmjvgx eB

আলোচ্য বইয়ের ৩৬ পৃষ্ঠা :

[আবূ হুরায়রা ﷺ থেকে] অপর একটি বর্ণনাতে আছে : إِذَا قَرَأَ الْإِمَامُ بِأُمِّ الْقُرْآنِ فَاقْرَأْ بِهَا وَاسْبِقْهُ "যখন ইমাম সূরা ফাতিহা পড়ে তখন তোমরাও পড়ো এবং তার পূর্বে শেষ করো।" [ইমাম বুখারীর – জুঝউল ক্বিরাআত ২৬ পৃ:]

মুহাম্মাদ বিন 'আলী নিমভী হানাফী رحمه الله এই আসারটির সনদ সম্পর্কে লিখেছেন : "এর সনদ হাসান।" [আসারুস সুনান, ৮৩ পৃষ্ঠা]

মাশহুর আহলে হাদীস আলেম ইরশাদুল হক্ব আসরী সাহেব বলেছেন : "এই আসারটি ঐ কথার ব্যাপারে সুস্পষ্ট দলীল যে, আবু হুরায়রা ﷺ জেহরী সালাতে মুক্তাদীকে সূরা ফাতিহা পড়ার হুকুম দিতেন।"

আলোচ্য বইয়ের ৫৫-৫৮ পৃষ্ঠার উদ্ধৃতি ঃ

হাদীস নং ৪ ঃ 'আমর বিন শু'আয়েব 'আন আবীহি 'আন জাদ্দিহি হাদীস

ইমাম বুখারী رحمه الله বলেন :

حَدَّثَنَا شُجَاعُ بْنُ الْوَلِيْدِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا النَّضْرُ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عِكْرِمَةُ ، قَالَ : حَدَّثَنِي عَمْرُو بْنُ سَعْدٍ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ ، عَنْ جَدِّهِ ، قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ : « تَقْرَؤُوْنَ خَلْفِيْ ؟ » قَالُوْا : نَعَمْ إِنَّا لَنَهُذُّ هذَا قَالَ : « فَلَا تَفْعَلُوْا إِلَّا بِأُمِّ الْقُرْآنِ »

".....আব্দুল্লাহ ইবনে 'আমর ইবনুল 'আস ﷺ থেকে বর্ণিত হয়েছে, রসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : তোমরা আমার পিছনে কি পাঠ কর? তারা জবাব দিলেন : জি হাঁ! আমরা তাড়াতাড়ি পড়ি। তিনি ﷺ বললেন : তোমরা কিছুই পড়ো না সূরা ফাতিহা ছাড়া।" [জুঝউল ক্বিরাআত পৃ: ১৮, ৭১]

হাদীসটি ইমাম বায়হাক্বী কিতাবুল ক্বিরাআতে (পৃ: ৭৯) বর্ণনা করেছেন। এই হাদীসের সমস্ত রাবী (বর্ণনাকারী) সিক্বাহ। জমহুর (অধিকাংশ) মুহাদ্দিসগণের মতে এর সনদ সহীহ বা হাসান। 'আমর বিন শু'আয়েব رحمه الله সিক্বাহ তাবেয়ী হওয়ার ব্যাপারে ইজমা' আছে। তাঁর বর্ণিত عَنْ أَبِيْهِ عَنْ جَدِّهِ সনদের হাদীসটি হাসান বা সহীহ। শায়খল ইসলাম ইবনে তাইমিয়াহ رحمه الله বলেছেন :

وَأَمَّا أَئِمَّةُ الْإِسْلَامِ وَجُمْهُوْرُ الْعُلَمَاءِ فَيَحْتَجُّوْنَ بِحَدِيْثِ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيْهِ عَنْ جَدِّهِ إِذَا صَحَّ النَّقْلُ إِلَيْهِ

"আয়িম্মায়ে ইসলাম ও জমহুর আলেমগণের কাছে যদি 'আমর বিন শু'আয়েব পর্যন্ত সহীহ হয়, তাহলে তাঁর عَنْ أَبِيْهِ عَنْ جَدِّهِ সম্পর্কীত বর্ণনাও দলীল হিসাবে গ্রহণযোগ্য।" (মুজমা'উ ফাতাওয়া ৮/১৮)

হাফিয ইবনে ক্বাইয়েম رحمه الله লিখেছেন : وَالْجُمْهُوْرُ يَحْتَجُّوْا بِهِ "জমহুর তাঁকে হুজ্জাত গণ্য করেছেন। (তাহযীবুস সুনান ৬/৩৭৪)

mnxn `Av I whwKi + Bmjvgx eB

ইমাম মুনযিরী ...–এর ফায়সালা হল :

فِيْهِ كَلَامٌ طَوِيْلٌ فَالْجُمْهُوْرُ عَلٰى تَوْثِيْقِهٖ وَعَلَى الْإِحْتِجَاجِ بِرِوَايَتِهٖ عَنْ أَبِيْهِ عَنْ جَدِّهٖ

"এ সম্পর্কীত আলোচনা অতিদীর্ঘ। জমহুর তাঁকে সিক্বাহ বলেছেন এবং তাঁর عَنْ أَبِيْهِ عَنْ جَدِّهٖ সম্পর্কীত বর্ণনাকে হুজ্জাত (দলীল) গণ্য করেন।" [আত-তারগীব ওয়াত তারহীব ৪/৫৭৬]

হাফেয যায়লায়ী বলেছেন : وَاَكْثَرُ النَّاسِ يَحْتَجُّوْنَ بِحَدِيْثِ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ

"লোকদের (আলেমদের) অধিকাংশই 'আমর বিন শু'আয়েব এর হাদীসকে হুজ্জাত গণ্য করেন।" [নাসবুর রায়াহ ১/৫৮]

মুহাম্মাদ ইউসূফ বানুরী দেওবন্দী সাক্ষ্য দিচ্ছেন ঃ

وَذَهَبَ أَكْثَرُ الْمُحَدِّثِيْنَ إِلٰى صِحَّةِ الْإِحْتِجَاجِ بِهٖ وَهُوَ الصَّحِيْحُ الْمُخْتَارُ

"অধিকাংশ মুহাদ্দিসদের মাযহাব হল, عَمْرُو بْنُ شُعَيْبٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ جَدِّهٖ সম্পর্কীত বর্ণনা হুজ্জাত। আর এটাই সহীহ, আমরা এটাই গ্রহণ করেছি।"

[মা'আরেফুস সুনান ৩/৩১৫]

আব্দুর রশীদ নু'মানী দেওবন্দী সাহেব লিখেছেন : "অধিকাংশ মুহাদ্দীস 'আমর বিন শু'আয়েব –এর হাদীসগুলোকে হুজ্জাত গণ্য করেন এবং সহীহ মনে করেন।" [ইবনে মাজাহ আওর ইলমে হাদীস, ১৪১ পৃঃ]

শায়খুল ইসলাম আল-বালক্বীনী رحمه الله عَمْرُو بْنُ شُعَيْبٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ جَدِّهٖ সনদের হুজ্জাত সম্পর্কীত একটি কিতাব লিখেছেন। যার নাম : بَذْلُ النَّافِدِ بَعْضَ جَهْدِهٖ فِي الْإِحْتِجَاجِ بِعَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيْهِ عَنْ جَدِّهٖ ; গ্রন্থটিতে তিনি বলেছেন : وَالصَّوَابُ الَّذِىْ عَلَيْهِ جُمْهُوْرُ الْمُحَدِّثِيْنَ الْإِحْتِجَاجُ بِهٖ "সহীহ কথা সেটাই যা জমহুর মুহাদ্দিস বলেছেন যে, এই বর্ণনা عَنْ أَبِيْهِ عَنْ جَدِّهٖ হুজ্জাত।"

বিস্তারিত জানার জন্য 'তাওযিহুল কালাম' (১/৪৩৮-৪৫৩) পাঠ করুন।

সার-সংক্ষেপ হল, অধিকাংশ আলেমদের কাছে عَمْرُو بْنُ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيْهِ عَنْ جَدِّهٖ সম্পর্কীত বর্ণিত হাদীস সহীহ ও হুজ্জাত। হাদীসের সনদের অন্যান্যরাও সহীহ। সুতরাং হাদীসটি সহীহ হওয়ার ব্যাপারে কি সংশয় থাকতে পারে?

আলোচ্য বইয়ের ৬৭ পৃষ্ঠায় মুহাদ্দিস যুবায়ের আলী ঝাই লিখেছেন :

হাদীস নং ৯ ঃ 'আব্দুল হামীদ বিন জা'ফরের হাদীস।

أَخْبَرَنَا الْإِمَامُ أَبُوْ عُثْمَانَ ﷺ أَنَا أَبُوْ طَاهِرٍ مُحَمَّد بن الْفَضْلِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ بْنِ خُزَيْمَةَ أَنَا جَدِّيْ ، نَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِيْ صَفْوَانَ الثَّقَفِيْ ، نَا أَبُوْ بَكْرٍ يَعْنِي الْحَنَفِيْ ، نَا

mnxn `Av I whwKi + Bmjvgx eB

عَبْدُ الْحَمِيْدِ بْنِ جَعْفَرَ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ ، عَنْ أَبِيْهِ ، عَنْ جَدِّهِ ، أَنَّهُ كَانَ يَقْرَأُ خَلْفَ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ إِذَا أَنْصَتَ فَإِذَا قَرَأَ لَمْ يَقْرَأْ ، فَإِذَا أَنْصَتَ قَرَأَ وَكَانَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ يَقُوْلُ : « كُلُّ صَلَاةٍ لَا يَقْرَأُ فِيْهَا بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ فَهِيَ خِدَاجٌ » وَأَنْبَأَنِيْ أَبُوْ عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ ، إِجَازَةً أَنَّ أَبَا عَلِي الْحُسَيْنِ بْنِ عَلِيٍّ الْحَافِظَ ، أَخْبَرَهُمْ نَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ خُزَيْمَةَ ، فَذَكَرَهُ بِإِسْنَادِهِ نَحْوَهُ

ইমাম বায়হাক্বী رحمه الله বলেছেন: আমাদেরকে খবর দিয়েছেন ইমাম আবূ উসমান...(ধারাবাহিক সূত্রে) 'আমর বিন শু'আবে 'আন আবীহি 'আন জাদ্দিহী ('আব্দুল্লাহ ইবনে 'আমর ইবনুল আস رضي الله عنه) থেকে বর্ণনা করেছেন : তারা নবী ﷺ–এর পিছনে ক্বিরাআত করতেন, যখন তিনি ﷺ চুপ থাকতেন। আর যখন তিনি পড়তেন তখন তারা ক্বিরাআত করতেন না। আবার যখন তিনি চুপ থাকতেন তখন তারা ক্বিরাআত করতেন। আর রসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : সমস্ত সালাত যাতে সূরা ফাতিহা পড়া হয় না তা ত্রুটিযুক্ত।"[কিতাবুল ক্বিরাআত১০৫,অন্য সংস্করণে ১২৬পৃ:]

এর সনদের সমস্ত রাবী সিক্বাহ। 'আমর বিন শু'আয়েব 'আন আবিহী সম্পর্কে দেখুন (পূর্বের পৃষ্ঠাগুলো দ্র:)। আব্দুল হামীদ বিন জা'ফর অধিকাংশ মুহাদ্দিসদের কাছেই সিক্বাহ। [নাসবুর রায়াহ ১/৩৪৪, আরো দেখুন লেখক যুবায়ের আলী ঝাই'র তাহক্বীক্বকৃত "নুরুল 'আইনাইন ফি মাসআলাতুর রফ'উল ইয়াদাঈন" পৃ: ৮৫]

(অতঃপর) আবূ বকর আব্দুল কাবীর বিন আব্দুল মাজীদ আল–হানাফী – সিক্বাহ বর্ণনাকারী। [আত–তাক্বরীব : ৪১৭৫]

(অতঃপর) মুহাম্মাদ বিন আবী সফওয়ান আস–সাক্বাফী – তিনিও একজন সিক্বাহ বর্ণনাকারী। [আত–তাক্বরীব : ৬১৭১]

(অতঃপর) ইমাম ইবনে খুযায়মাহ, তাঁর পরিচয় দেয়ার প্রয়োজন নেই। তিনি সিক্বাহ'র চেয়েও অধিক। আবূ 'আলাল হাফিয ও ইমাম হাকিমের বর্ণনা ৪৫ পৃষ্ঠায় দেয়া হয়েছে।[৩৯] আবূ তাহের ইবনুল ফযল সহীহ ইবনে খুযায়মার রাবী। আবূ 'আলাল নিসাপুরী رحمه الله তাঁর অনুসারী ছিলেন। (অতঃপর) আবূ উসমান ইসমাঈল বিন আব্দুর রহমান আস–সাবূনী অনেক বড় সিক্বাহ ইমাম ছিলেন। (দেখুন : সিয়ারে আ'লাম আন–নুবালা ১৮/৪০)।

সুস্পষ্ট হল, বর্তমান যামানার অন্যতম মুহাদ্দিস ও মুহাক্কিক্ব যুবায়ের আলী ঝাই حفظه الله–এর নিকট সাক্তা করা সম্পর্কীত হাদীস সহীহ ও আমলযোগ্য।

৩৯. উক্ত (৪৫ মূলত ৬৬) পৃষ্ঠার বর্ণনাটি হল ঃ (১) "আবূ 'আব্দুল্লাহিল হাফিয (মুস্তাদরাকে হাকেমের লেখক) – তিনি সিক্বাহ। (তারীখে বাগদাদ ৫/৪৭৩), আরো দ্রঃ আহসানুল কালাম ১/১০৪, তাযকিরাতুল হুফফায ৩/১০৪৯:৯৬২) প্রভৃতি। (২) আবূ 'আলাল হাফিয – الحافظ الإمام العلامة الثبت (সিরা আ'লামুল নুবালা, আরো দ্রঃ আহসানুল কালাম ১/১০৪)

mnxn `Av I whwKi + Bmjvgx eB

ডঃ মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব ﷺ-এর উপস্থাপনা

[বাংলাদেশের প্রখ্যাত আহলে হাদীস আলেম, সংগঠক, গবেষক ও লেখক ডঃ মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব ﷺ তাঁর প্রকাশিত (সংক্ষিপ্ত) সালাতুর রসূল ﷺ [প্রকাশকাল : ১৯৯৮] এবং সালাতুর রসূল ﷺ [প্রকাশকাল : ২০০১] এ সম্পর্কে নিম্নোক্ত সিদ্ধান্ত দিয়েছেন।]

[সংক্ষিপ্ত] সালাতুর রসূল ﷺ [১৯৯৮]	সালাতুর রসূল ﷺ [২০০১]
১) যদি কেউ 'আমীন' বলার সময় জামা'আতে যোগদান করেন, তবে তিনি প্রথমে 'আমীন' বলে নিবেন ও পরে চুপে চুপে সূরায়ে ফাতিহা পড়বেন। এ কারণে ইমামেরও ঐ সময় ক্বিরাআত শুরু করা থেকে কিছু সময় বিরতি দেওয়া উচিত। [৪১ পৃ:, ৬-৯ লাইন]	১) যদি কেউ 'আমীন' বলার সময় জামা'আতে যোগদান করেন, তবে তিনি প্রথমে 'আমীন' বলে নিবেন ও পরে চুপে চুপে সূরায়ে ফাতিহা পড়বেন। ইমামের ঐ সময় পরবর্তী ক্বিরাআত শুরু করা থেকে কিছু সময় বিরতি দেওয়া বা 'সাক্তা' করা সুন্নাত। [৬১ পৃ:, ৮-১১ লাইন]
২) অমনিভাবে ক্বিরাআতের শুরুতে ও শেষে 'সাক্তা' করা অর্থাৎ সামান্য বিরতি দেয়া উচিত। [৪২ পৃ:, ৮-১০ লাইন]	২) অমনিভাবে ক্বিরাআতের শুরুতে ও শেষে 'সাক্তা' করা অর্থাৎ সামান্য বিরতি দেয়া সুন্নাত। [৫৯ পৃ:, ১৩-১৪ লাইন]

উল্লেখ্য, মুহতারাম লেখক তাঁর 'সালাতুর রসূল (স)' নতুন সংস্করণের (প্রকাশকাল ঃ ১৪৩২ হিঃ/২০১০ ইং) ৮৪ পৃষ্ঠার ৩১১ নং টিকার শেষাংশে নিজের সিদ্ধান্ত পরিবর্তন করে লিখেছেন : "দুই সাক্তা সম্পর্কে বর্ণিত হাদীসটি য'য়ীফ।" যদি তিনি এ ব্যাপারে নতুনভাবে শায়েখ নাসিরুদ্দীন আলবানীর رحمه الله অনুসরণ করে থাকেন, তবে এর জবাব পরবর্তী অনুচ্ছেদে আলোচিত হল। উল্লেখ্য শায়েখ নাসিরুদ্দীন আলবানী رحمه الله সূরা ফাতিহার পরের সাক্তাকে য'য়ীফ বললেও সম্পূর্ণ ক্বিরাআত শেষে বা রুকু'র পূর্বের সাক্তাকে মেনে নিয়েছেন। (আলবানী, সিফাতে স্যালাত-রুকু' অনুচ্ছেদ। আলোচনা সম'নে দ্রঃ) তাছাড়া মুহতারামের পত্রিকা মাসিক আত-তাহরীক মে-২০০৪ সংখ্যা ২৫/৩০৫ নং প্রশ্নের উত্তরে বলা হয়েছে, "মোট তিনটি স্থানে সাক্তার কথা জানা যায়। (১) তাকবীরে তাহরীমার পর (২) সূরায়ে ফাতিহা শেষ করার পর (৩) রুকুর পূর্বে

mnxn `Av I whwKi + Bmjvgx eB

সকল ক্বিরাআত শেষ করার পর। এর মধ্যে ১ম ও ৩য় সুরতগুলি সহীহ হাদীস দ্বারা প্রমাণিত *(মুসলিম, মিশকাত হা/৮১২ : আবূদাউদ, মিশকাত হা/৮১৮ এর টীকা দ্রষ্টব্য)*। এক্ষণে সূরায়ে ফাতিহা শেষ করার পর সাক্তা করা সম্পর্কে আবূদাউদ, তিরমিযী, ইবনু মাজাহ প্রভৃতি বর্ণিত রেওয়ায়াতটি সম্পর্কে ইমাম তিরমিযী 'হাসান' বলেছেন *(মির'আত ৩/১০১)*। তবে শায়খ আলবানী এটিকে 'য'য়ীফ' বলেছেন *(ঐ, মিশকাত হা/৮১৮: ইরওয়া হা/৫০৫)*।"

অর্থাৎ মাসিক আত-তাহরীকের উক্ত সংখ্যায় রুকুর পূর্বের সাক্তাকে সহীহ বলা হয়েছে এবং সূরা ফাতিহার পরের সাক্তাকে য'য়ীফ বলা হয়েছে।

মুহতারাম ﷺ তাঁর 'সালাতুর রসূল (স)'-এর ২০১০ সংস্করণের ৮৭ পৃষ্ঠাতে লিখেছেন : "যদি কেউ জেহরী সালাতে 'আমীন' বলার সময় জামা'আতে যোগদান করেন, তবে তিনি প্রথমে সরবে 'আমীন' বলে নিবেন ও পরে নীরবে সূরায়ে ফাতিহা পড়বেন। ইমাম ঐ সময় পরবর্তী ক্বিরাআত শুরু করা থেকে কিছু সময় বিরতি[৪০] দিবেন। যাতে সূরা ফাতিহা ও পরবর্তী আমীন ও ক্বিরাআতের মধ্যে পার্থক্য বুঝা যায়। উল্লেখ্য যে, এ সময় মুক্তাদীর সূরা ফাতিহা পাঠ করা এবং সে সময় পরিমাণ ইমামের চুপ[৪১] থাকার কোন দলীল নেই।"

আমরা পূর্বেই জেনেছি, সূরা ফাতিহার পরে সাক্তা বা চুপ থাকার হাদীস বা দলীল আছে, তবে হাদীসটি য'য়ীফ। সম্মানিত পাঠক! য'য়ীফ হাদীসের উপরে আমল করা যাবে না – এটাই সঠিক। কিন্তু দুঃখজনক হলেও সত্য – দাগ দেয়া অংশটির দলীল লেখক উল্লেখ করেননি – অথচ আমল করতে বলেছেন। মুহতারামের এ ধরণের উপস্থাপনা ও সিদ্ধান্তে তাঁর বইটির "সালাতুর রসূল (স)" নামকরণকে প্রশ্নবিদ্ধ করে। অবশ্য এ সম্পর্কে সালাফদের থেকে বহু মতামত উপস্থাপন করা যায়। তদুপরি ঐ সমস্ত মতামতের পক্ষে দলীল অনুসন্ধান করলে যা পাওয়া যাবে – তাও কেবল ঐ য'য়ীফ হাদীসটিই। আল্লাহ সত্য বুঝার তাওফিক্ব দিন।

৪০. বাংলাতে আমরা একে 'বিরতি' বলে, আরবীতে তাকে 'সাক্তা' বলে। সম্মানিত লেখকের পূর্ববর্তী সংস্করণ যা আমরা ছোট আকারে পূর্ববর্তী পৃষ্ঠাতে উল্লেখ করেছি সেখানেও 'সাক্তা' ও 'বিরতি' শব্দ দুটি পরিপূরক হিসাবে ব্যবহৃত হয়েছে।

৪১. লেখক ইমামের বিরতি দেয়াকে জায়েয করেছেন, আবার ঐ সময় ইমামের চুপ থাকা তথা সাক্তা করাকে নিষেধ করেছেন। নিঃসন্দেহে শব্দগুলো স্ববিরোধী। তবে সম্ভবত লেখকের উদ্দেশ্য হল, সূরা ফাতিহার পর মুক্তাদীকে সূরা ফাতিহা পাঠের সুযোগ দেয়ার জন্য ইমাম চুপ থাকা দলীলহীন। আমরা বলব, দলীল আছে তবে হাদীসটি য'য়ীফ। সুতরাং তা আমলযোগ্য নয়।

mnxn `Av I whwKi + Bmjvgx eB

বর্তমান শতাব্দীর শ্রেষ্ঠতম মুহাদ্দিস ও মুহাক্কিক্ব

মুহাম্মাদ নাসিরুদ্দীন আলবানী رحمه الله-এর (তাহক্বীক্বের পুণঃতাহক্বীক্ব)

পুণঃতাহক্বীক্ব ঃ কামাল আহমাদ

বর্তমান শতাব্দীর শ্রেষ্ঠতম মুহাদ্দিস ও মুহাক্কিক্ব মুহাম্মাদ নাসিরুদ্দীন আলবানী رحمه الله সির্রি বা চুপে চুপে ক্বিরাআতের সালাতে মুক্তাদীর সূরা ফাতিহা পাঠের সমর্থক হলেও জেহরী বা সরব ক্বিরাআতের সালাতে মুক্তাদীর সূরা ফাতিহা পাঠের দলীলকে মানসুখ হিসাবে গণ্য করেছেন।[৪২]

তাঁর স্বপক্ষের দলীল হল :

১) রসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন :

إِنَّمَا جُعِلَ الْإِمَامُ لِيُؤْتَمَّ بِهِ فَإِذَا كَبَّرَ فَكَبِّرُوْا وَإِذَا قَرَأَ فَأَنْصِتُوْا

"ইমাম এজন্যই নির্ধারিত হয়েছেন, যেন তাঁর অনুসরণ করা হয়। যখন ইমাম 'আল্লাহু আকবার' বলবে, তোমরাও 'আল্লাহু আকবার' বলবে। আর যখন তিনি কুরআন পড়বেন তখন তোমরা চুপ থাকবে।"[৪৩] অন্যত্র অতিরিক্ত এ শব্দও বর্ণিত হয়েছে : وَإِذَا قَالَ غَيْرِ الْمَغْضُوْبِ عَلَيْهِمْ وَلَاالضَّآلِّيْنَ فَقُوْلُوْا آمِيْنَ "আর যখন ইমাম غَيْرِ الْمَغْضُوْبِ عَلَيْهِمْ وَلَاالضَّآلِّيْنَ বলবে, তখন তোমরা বলবে 'আ-মীন'।"[৪৪]

২) রসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন :

إِنَّمَا جُعِلَ الْإِمَامُ لِيُؤْتَمَّ بِهِ فَإِذَا كَبَّرَ فَكَبِّرُوا وَإِذَا قَرَأَ فَأَنْصِتُوا وَإِذَا قَالَ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّيْنَ فَقُولُوا آمِيْنَ وَإِذَا رَكَعَ فَارْكَعُوْا

৪২. মুহাম্মাদ নাসিরুদ্দীন আলবানী, সিফাতে সালাতুন্ন নাবী ﷺ (অনুবাদ ঃ "নবী ﷺ-এর সালাত সম্পাদনের পদ্ধতি, অনুবাদক ঃ আকরামুজ্জামান বিন আব্দুস সালাম, আবূ রাশাদ আজমাল বিন আব্দুন নূর) পৃঃ ৮৩।

৪৩. **হাসান ঃ** আবূ দাউদ, নাসায়ী, ইবনে মাজাহ, মিশকাত [এমদা] ২/৭৯৭ নং। আলবানী হাদীসটিকে হাসান বলেছেন [তাহক্বীক্বকৃত মিশকাত ১/২৭১ পৃঃ]। ইমাম মুসলিম رحمه الله হাদীসের শেষাংশ وَإِذَا قَرَأَ فَأَنْصِتُوْا "আর যখন তিনি (কুরআন) পড়বেন তখন তোমরা চুপ থাকবে" বর্ণনা করেছেন [সহীহ মুসলিম, মিশকাত (এমদা) ২/৭৬৯ নং এর শেষাংশে বর্ণিত আবূ হুরায়রা رضي الله عنه এর বর্ণনা]। ইমাম আবূ দাউদ رحمه الله তাঁর বর্ণনাটির উপর যে অভিযোগ করেছেন, ইমাম শওকানী رحمه الله তাঁর জবাব দিয়েছেন [দ্রঃ নায়লুল আওতার ২/৫৭১ পৃঃ]।

৪৪. **সহীহ ঃ** সহীহ মুসলিম, মিশকাত [এমদা] ২/৭৬৯ নং।

mnxn `Av I whwKi + Bmjvgx eB

"অনুসরণ করার জন্যই তো ইমাম নিযুক্ত করা হয়। সুতরাং যখন তিনি তাকবীর বলেন, তখন তোমরা তাকবীর বলবে। আর যখন তিনি ক্বিরাআত পাঠ করবেন তখন তোমরা চুপ থাকবে। আর যখন তিনি বলবেন : "গায়রুল মাগদূবি 'আলাইহিম ওয়ালাদ্ব দ্বাল্লী–ন", তখন তোমরা বলবে : "আমীন"। আর যখন তিনি রুকু করেন, তখন তোমরা রুকু করবে।....." [সুনানে ইবনে মাজাহ – কিতাবুস সালাত بَابُ إِذَا قَرَأَ الْإِمَامُ فَأَنْصِتُوْا : আলবানী হাদীসটিকে হাসান সহীহ বলেছেন (তাহক্বীক্বকৃত ইবনে মাজাহ হা/৮৪৬)]

বিশ্লেষণ ঃ হাদীসগুলোর ধারাবাহিকতা থেকে সুস্পষ্ট হয়, জেহরী সালাতে ইমাম সূরা ফাতিহা পাঠ করার সময় তা পাঠ করা নিষিদ্ধ। যেভাবে আল্লাহ ﷻ বলেছেন :

وَاِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوْا لَهُ وَاَنْصِتُوْا

"যখন কুরআন পড়া হয় তখন মনোযোগের সাথে শোন এবং চুপ থাক।"[৪৫]

কিন্তু এই আয়াত ও হাদীসগুলো দ্বারা সাক্তার সময় সূরা ফাতিহা পড়ার বিরোধীতা নেই। উক্ত আয়াত ও হাদীসগুলো তাদের বিপক্ষে দলীল যারা ইমামের সাক্তার অপেক্ষা না করে এবং ইমামের সূরা ফাতিহার তিলাওয়াত মনোযোগের সাথে না শুনে ঐ সময় নিজেকে সূরা ফাতিহা পাঠে মনোনিবেশ করে।

ইমাম আলবানী ও সাক্তা ঃ ইমাম আলবানী رحمه الله তাঁর সালাতের বইতে সাক্তা করা সম্পর্কে লিখেছেন : [সিফাতে সালাতুন্নাবী অনুচ্ছেদ ঃ اَلرُّكُوْعُ "রুকূ প্রসঙ্গ"]

ثُمَّ كَانَ ﷺ إِذَا فَرَغَ مِنَ الْقِرَاءَةِ سَكَتَ سَكْتَةً ثُمَّ رَفَعَ يَدَيْهِ عَلَى الْوُجُوْهِ الْمُتَقَدِّمَةِ فِيْ (تَكْبِيْرَةِ الْإِفْتِتَاحِ) وَكَبَّرَ وَرَكَعَ

"অতঃপর নবী ﷺ যখন ক্বিরাআত শেষ করতেন তখন সাক্তা করতেন।[৪৬] অতঃপর হাত উত্তোলন করতেন যেভাবে সালাতের শুরুতে (প্রথম তাকবীরের সময়) করতেন। অতঃপর আল্লাহু আকবার বলতেন ও রুকু করতেন।"

সুতরাং সুস্পষ্ট হল, ইমাম আলবানী رحمه الله'র কাছেও রুকুর পূর্বে সম্পূর্ণ ক্বিরাআত শেষে সাক্তা করার হাদীসটি সহীহ। এখন এই সাক্তাতে করণীয় কি, তার স্বপক্ষে হাদীসে রসূল ﷺ, সাহাবা ও তাবেয়ীদের একাধিক সাক্ষ্য রয়েছে।

৪৫. সূরা আ'রাফ ঃ ২০৪ আয়াত।

৪৬. আবূ দাউদ, হাকিম – তিনি একে সহীহ বলেছেন এবং যাহাবী তাতে একমতও হয়েছেন। এই বিরামের পরিমাণ সম্পর্কে ইবনুল ক্বাইয়েম ও অন্যান্যরা বলেছেন : এটা শ্বাস নেয়ার সমপরিমাণ। [মুহাম্মাদ নাসিরুদ্দীন আলবানী, নবী ﷺ–এর সালাত সম্পাদনের পদ্ধতি, পৃষ্ঠা ১১৭] এ সম্পর্কে "মাসিক আত–তাহরীক ও মাসায়েলে সাক্তা" অনুচ্ছেদে আলোচনা আসবে, ইনশাআল্লাহ।

mnxn `Av I whwKi + Bmjvgx eB

আবার সূরা ফাতিহার শেষে সাক্তা করা সম্পর্কীত সামুরা বিন জুনদুব ﷺ বর্ণিত হাদীসটিকে ইমাম আলবানী رحمه الله যয়ীফ বলেছেন। আর সহীহ কথা এটাই যে, সামুরা বিন জুনদুব ﷺ-এর সূরা ফাতিহা শেষে সাক্তা করার বর্ণনাটি য'য়ীফ। পক্ষান্তরে রুকুর পূর্বে সম্পূর্ণ ক্বিরাআত শেষে সাক্তা করার হাদীসটি সহীহ।[৪৭]

শায়েখ আলবানী তাঁর মিশকাতের তাহক্বীকে (১/৮১৮ নং হাদীস :, টিকা ৪) লিখেছেন :

وَقَالَ : حَدِيْثٌ حَسَنٌ. قُلْتُ : وَاِسْنَادُهُ عِنْدَنَا ضَعِيْفٌ , لِأَنَّهُ مِنْ رِوَايَةِ الْحَسَنِ عَنْ سَمُرَةَ , وَلَيْسَ ذٰلِكَ مِنَ الْاِخْتِلَافِ الْمَعْرُوْفِ فِى سَمَاعِ الْحَسَنِ مِنْ سَمُرَةَ , فَاِنَّ الرَّاجِحَ اَنَّهُ سَمِعَ مِنْهُ بَعْضَ الْأَحَادِيْثِ وَاِنَّمَا مِنْ أَجَلِ أَنَّ الْحَسَنَ ــ عَلٰى جَلَالَةِ قَدْرِهِ ــ مُدَلِّسٌ وَ قَدْ عَنْعَنَهُ

"তিরমিযী বলেছেন : হাদীসটি হাসান। আমি (আলবানী) বলছি : আমাদের কাছে এর সনদ য'য়ীফ। কেননা এ হাদীসটি হাসান বসরী رحمه الله সামুরা ﷺ থেকে বর্ণনা করেছেন। আর এ কারণে হাসান কর্তৃক সামুরার কাছ থেকে না শোনার বিতর্কটি প্রসিদ্ধ। তবে প্রাধান্যপ্রাপ্ত মত হল, তিনি কিছু হাদীস শুনেছিলেন, আর অধিকাংশ ক্ষেত্রেই তা সংঘটিত হয় নি। যদিও হাসান বসরী প্রসিদ্ধ, মর্যাদাবান মুদাল্লিস ও 'আন'আনাহ সমৃদ্ধ ছিলেন।"

জবাব ঃ আলবানী رحمه الله সবক্ষেত্রে হাসান বসরী رحمه الله এর 'আন'আনাহ হাদীসকে য'য়ীফ গণ্য করেন নি। যেমন ঃ আবূ দাউদ, কিতাবুত তাহারাত – بَابٌ فِيْ رُخْصَةٍ فِيْ تَرْكِ الْغُسْلِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ এর একটি হাদীস যেখানে ইমাম হাসান বসরী رحمه الله এর 'আন'আনাহ সুস্পষ্ট; অথচ তিনি হাদীসটিকে গ্রহণ করেছেন। [দ্রঃ আলবানী-র, সহীহ আবূ দাউদ ১/৭২পৃঃ, হা/ ৩৪১, সুনানে আবূ দাউদ হা/৩৫৪]। সুস্পষ্ট হল, আলবানী رحمه الله কর্তৃক দুই সাক্তার হাদীসকে য'য়ীফ বলার কারণ হল – এটা তাঁর মাযহাবের বিরোধী। অথচ জুম'আর দিন গোসল সম্পর্কীত হাদীসকে হাসান বলেছেন।[৪৮] কেননা, এটা তাঁর মাযহাব মোতাবেক্ব। মোটকথা আলবানী رحمه الله হাসান বসরী رحمه الله এর হাদীসে 'আন'আনাহ থাকা সত্ত্বেও তাকে হাসান (উত্তম) হিসাবেও গণ্য করেছেন। সুতরাং তাঁর কাছেও দুই সাক্তার হাদীস য'য়ীফ নয়, বরং হাসান।[৪৯]

৪৭. বিস্তারিত দেখুন – মাস'উদ আহমাদ ঃ সাকতে আওর ক্বিরাআত খলফুল ইমাম । এই বইয়ের প্রথমে এর অনুবাদ সংযুক্ত হয়েছে।

৪৮. আলবানী, তাহক্বীক্বকৃত তিরমিযী হা/৪৯৭।

৪৯. আলবানী رحمه الله আরো কয়েকটি স্থানে হাসান বসরী رحمه الله থেকে সামুরা বিন জুনদুব ﷺ-এর হাদীসকে সহীহ বা হাসান বলেছেন। যেমন – তাহক্বীক্বকৃত আবূ দাউদ হা/২৬১৯,

mnxn `Av I whwKi + Bmjvgx eB

অতঃপর তিনি رحمه الله লিখেছেন ঃ[মিশকাতের তাহক্বীকে (১/৮১৮নং হাদীস, টিকা ৪)]

ثُمَّ إِنَّ الرِّوَايَةَ اِضْطَرَبُوْا فِيْ مَتْنِهِ عَلَيْهِ , فَبَعْضُهُمْ جُعِلَ السَّكْتَةُ الثَّانِيَةُ بَعْدَ (... وَلاَ الضَّالِّيْنَ) كَمَا فِيْ هٰذِهِ الرِّوَايَةِ , وَبَعْضُهُمْ جَعَلَهَا بَعْدَ الْفَرَاغِ مِنَ الْقِرَاءَةِ كُلِّهَا قَبْلَ الرُّكُوْعِ. كَمَا فِيْ رِوَايَةٍ لِأَبِيْ دَاوُدَ , وَهِيَ الْأَرْجَحُ عِنْدَنَا , وَهُوَ الَّذِيْ صَحَّحَهُ اِبْنُ تَيْمِيَّةَ وَابْنُ الْقَيِّمِ رَحِمَهُمَا اللهُ تَعَالَى

"তাছাড়া বর্ণনাটির মতনে ইযতিরাব (স্ব-বিরোধীতার আপত্তি) আছে। কোন কোন ক্ষেত্রে দ্বিতীয় সাকতাটি বলা হয়েছে "ওয়ালাদ্ব দ্বাল্লীন"-এর পর, যেমন আলোচ্য (মিশকাতের হা/৮১৮) বর্ণনাটি। আবার কোন কোন ক্ষেত্রে বলা হয়েছে সম্পূর্ণ ক্বিরাআত শেষে তথা রুকুর পূর্বে। যেভাবে আবূ দাউদ বর্ণনা করেছেন। আমাদের কাছে এটিই প্রাধান্যপ্রাপ্ত। ইবনে তাইমিয়াহ ও ইবনে ক্বাইয়েম رحمهما الله-এর নিকট এটি সহীহ।"

লক্ষণীয় ঃ স্বয়ং আলবানী رحمه الله-ও তাঁর সালাতের বইটিতে এটি আমল করার জন্যে উল্লেখ করেছেন ও সহীহ হিসাবে আখ্যায়িত করেছেন। যা আমরা পূর্বেই উল্লেখ করেছি। অতঃপর তিনি رحمه الله লিখেছেন ঃ

وَمِنْهُ أَنَّهُ لَادَلِيْلَ فِيْهِ عَلَى مَشْرُوْعِيَةِ سَكْوْتِ الْإِمَامِ بَعْدَ الْفَاتِحَةِ قدر ما يقرأها المؤتم ، كما يقوله بعض المتأخرين

"এর দ্বারা শরিয়াতের এমন কোন দলীল সাব্যস্ত হয় না যার ফলে ইমাম নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত সাক্তা করবেন এবং মুক্তাদী তাতে পাঠ করবেন। যেভাবে পরবর্তী আলেমগণ বলেছেন।" [মিশকাতের তাহক্বীকে (১/৮১৮ নং হাদীস, টিকা ৪)]

লক্ষণীয় ঃ যেহেতু সূরা ফাতিহা পাঠের পর সাক্তা সম্পর্কীত হাদীসটি য'য়ীফ সুতরাং অবশ্যই তা আমলের যোগ্য নয়। কিন্তু আলবানী رحمه الله রুকুর পূর্বের সাক্তা সম্পর্কে এখানে কিছু বললেন না। পক্ষান্তরে তাঁর সালাত গ্রন্থে রুকুর পূর্বে সাক্তা করার কথা উল্লেখ করেছেন এবং ইবনে ক্বাইয়েমের সূত্রে বলেছেন তা শ্বাস নেয়ার সময় পর্যন্ত। অথচ রুকুর পূর্বে সাক্তা সম্পর্কীত হাদীস যদি নাও থাকতো - সেক্ষেত্রেও স্বাভাবিক মানবিক প্রয়োজনেই শ্বাস নিতে হত। সুতরাং বিশেষভাবে সাক্তার উল্লেখ যে বিশেষ কোন আমলের দাবী করছে তা সুস্পষ্ট হল। ইতোপূর্বে এ সম্পর্কে সাহাবী, তাবেয়ী ও মুহাদ্দিসদের আমল ও রায় উল্লেখ করা হয়েছে। আল্লাহ সত্য বুঝার তাওফিক্ব দিন, আমীন!!

৪৯০৬, তাহক্বীক্বকৃত তিরমিযী হা/১৮২, ১২৯৬, ১৫২২, ১৯৭৬, তাহক্বীক্বকৃত নাসায়ী হা/৩২১৪, ৪২২০, তাহক্বীক্বকৃত ইবনে মাজাহ হা/১০৯৩, ২২৭০।

mnxn `Av I whwKi + Bmjvgx eB

তাছাড়া ইমাম আলবানী ﵀ আবূ হুরায়রা ﵁ থেকে সাক্তা করা সম্পর্কীত হাদীসটি মওকুফ হিসাবে হাসান বলে স্বীকার করেছেন। তিনি তাঁর সিলসিলাতুল আহাদীসুয য'য়ীফাহ ওয়াল মাওযু'আত ২য় খণ্ডের ৫৪৬ নং হাদীসে নিম্নোক্ত মন্তব্য করেন :

٥٤٦- " لِلإِمَامِ سَكْتَتَانِ ، فَاغْتَنِمُوا الْقِرَاءَةَ فِيهِمَا بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ " .
لاَ أَصْلَ لَهُ مَرْفُوْعًا . وَإِنَّمَا رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ فِيْ " جُزْءِ الْقِرَاءَةِ " (ص ٣٣) عَنْ أَبِيْ سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ عَوْفٍ قَالَ : فَذَكَرَهُ مَوْقُوْفًا عَلَيْهِ . قُلْتُ : وَإِسْنَادُهُ حَسَنٌ ثُمَّ رَوَاهُ عَنْ أَبِيْ سَلَمَةَ عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ مَوْقُوْفًا عَلَيْهِ ، وَسَنَدُهُ حَسَنٌ أَيْضًا . (١)[٥٠]

৫৪৬ – **"ইমামের জন্য দু'টি সাক্তা রয়েছে। সুতরাং তোমরা দুই সাক্তার সময় সূরা ফাতিহা পাঠের সুযোগ নাও।"**

হাদীসটির মারফু' হিসাবে কোন ভিত্তি নেই। এটি বুখারী বর্ণনা করেছেন "জুঝউল ক্বিরাআত" (পৃ: ৩৩)–এ আবূ সালামা ইবনে আব্দির রহমান ইবনে 'আউফ হতে। তিনি বলেছেন : বর্ণনাটি মওকূফ। আমি (আলবানী) বলছি : এর সনদ হাসান। অতঃপর তিনি আবূ সালামাহ হতে তিনি আবূ হুরায়রা ﵁ থেকে মওকূফ হিসাবে বর্ণনা করেছেন। এর সনদটিও পূর্বের ন্যায় হাসান।"

অতঃপর আলবানী ﵀ লিখেছেন : [আয-য'য়ীফাহ ২য় খণ্ড, হা/৫৪৬]

قَالَ الْحَافِظُ : دَلِيْلُ اِسْتِحْبَابِ تَطْوِيْلِ هٰذِهِ السَّكْتَةُ حَدِيْثُ أَبِيْ سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ أَنَّ لِلإِمَامِ سَكْتَتَيْنِ

"হাফিয ইবনে হাজার ﵀ বলেছেন : দীর্ঘক্ষণ চুপ থাকা মুস্তাহাব হওয়ার দলীল হচ্ছে আবূ সালামা ইবনু আব্দির রহমানের হাদীসে – ইমামের জন্য দু'টি সাক্তা।"

(١) قُلْتُ : فِيهِ دَلِيْلٌ عَلَى أَبِيْ هُرَيْرَةَ فِي " مُسْلِمٍ " : " اِقْرَأْ بِهَا فِيْ نَفْسِكَ يَا فَارِسِيُّ " إِنَّمَا يَعْنِيْ قِرَاءَتَهَا فِيْ سَكْتَاتِ الإِمَامِ إِنْ وَجَدْتَ . وَهٰذِهِ فَائِدَةٌ هَامَّةٌ . فَخُذْهَا شَاكِرًا لِلّٰهِ تَعَالَى .[٥٠]

"আমি (আলবানী) বলছি ঃ এর স্বপক্ষে দলীল হল, আবূ হুরায়রা ﵁-এর সহীহ মুসলিমের বর্ণনা: "হে পারস্যবাসী! মনে মনে পাঠ কর" – নিঃসন্দেহে এই পাঠটি হবে ইমামের সাক্তা'র সময়, যদি তুমি সুযোগ পাও। এটা খুবই উপকারী ফায়দা। সুতরাং আল্লাহর শুকরিয়া আদায়ের জন্য তা গ্রহণ কর।" [সিলসিলাতুল আহাদীসুয য'য়ীফাহ ওয়াল মাওযু'আহ (রিয়াদ ঃ মাকতাবাতুল মা'আরিফ, ১১৯২/১৪১২) ২/২৪ পৃষ্ঠা, হা/৫৪৬ এর টিকা দ্রষ্টব্য]

অত্যন্ত দুঃখের সাথে বলতে হচ্ছে – বাংলা ভাষায় এই কিতাবটির অনুবাদক ইমাম আলবানী ﵀'র টিকায় সংযুক্ত উক্ত উপকারী কথাটি উল্লেখ করেন নি!!!

mnxn `Av I whwKi + Bmjvgx eB

সুতরাং ইমাম আলবানী رحمه الله এর মিশকাতের (হা/৮১৮, টিকা ঃ ৪) উদ্ধৃতি: وَمِنْهُ أَنَّهُ لاَدَلِيْلَ فِيْهِ عَلَى مَشْرُوْعِيَةِ سُكُوْتِ الْإِمَامِ بَعْدَ الْفَاتِحَةِ قَدْرَ مَا يَقْرَأُهَا الْمُؤْتَمُّ ، كَمَا يَقُوْلُهُ بَعْضُ الْمُتَأَخِّرِيْنَ "এর দ্বারা শরিয়াতের এমন কোন দলীল সাব্যস্ত হয় না যার ফলে ইমাম নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত সাকতা করবেন এবং মুক্তাদী তাতে পাঠ করবেন। যেভাবে পরবর্তী আলেমগণ বলেছেন।" – এর জবাব তাঁর লিখিত কিতাব থেকেই হয়ে গেল।

অতঃপর আলবানী رحمه الله ৯৯১ নং হাদীসটির আলোচনা প্রসঙ্গে লিখেছেন :

٩٩١ – " مَنْ صَلَّى صَلاَةً مَكْتُوْبَةً مَعَ الْإِمَامِ فَلْيَقْرَأْ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ فِيْ سَكَتَاتِهِ ، وَمَنِ انْتَهَى إِلَى أُمِّ الْقُرْآنِ فَقَدْ أَجْزَأَهُ " . ضَعِيْفٌ جِدًّا .

৯৯১ – "যে ব্যক্তি ইমামের সাথে ফরয সালাত আদায় করবে সে সূরা ফাতিহা' তার চুপ থাকার সময়ে পড়ে নিবে। যে ব্যক্তি উম্মুল কুরআন (সূরা ফাতিহা) দ্বারা শেষ করবে তাই তার জন্য যথেষ্ট হবে।"

হাদীসটি অত্যন্ত য'য়ীফ।

লক্ষণীয় ঃ ইমাম বায়হাক্বী رحمه الله হাদীসটি তাঁর 'কিতাবুল ক্বিরাআতে উল্লেখ করার পর লিখেছেন: لاَ يُحْتَجُّ بِهِ "এর দ্বারা দলীল নেয়া যায় না।" প্রকৃতপক্ষে ইমাম বায়হাক্বী এ ধরণের হাদীসগুলো য'য়ীফ হওয়া সত্ত্বেও সাকতা সম্পর্কীত অন্যান্য সহীহ হাদীসের সাক্ষ্যমূলক হাদীস হিসাবে উল্লেখ করেছেন। যেমন স্বয়ং আলবানী رحمه الله তাঁর ৯৯২নং হাদীসের আলোচনা প্রসঙ্গে লিখেছেন:

وَأَمَّا الشَّوَاهِدُ الَّتِيْ أَشَارَ إِلَيْهَا الْبَيْهَقِيُّ فَعَلَى فَرْضِ التَّسْلِيْمِ بِصِحَّتِهَا فَهُوَ مَوْقُوْفٌ ـ

"আর যদি সাক্ষ্যমূলক হাদীস যার প্রতি ইমাম বায়হাক্বী ইঙ্গিত দিয়েছেন – সহীহ হিসাবে মেনে নিই, তাহলে তাকে মাওকুফ[৫১] বলতে হবে।" [সিলসিলাতুল আহাদীসুয য'য়ীফাহ ওয়াল মাওযু'য়াহ ২/৪২০ পৃ:, হা/৯৯২ এর আলোচনা দ্র:]

অতঃপর তিনি رحمه الله লিখেছেন ঃ

قُلْتُ : وَهٰذَا الْحَدِيْثُ يُخَالِفُ الْمَعْرُوْفَ مِنْ مَذْهَبِ أَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ ، وَذٰلِكَ أَنَّ مَفْهُوْمَهُ أَنَّ الْقِرَاءَةَ فِيْ غَيْرِ سَكَتَاتِ الْإِمَامِ – أَعْنِيْ حَالَةَ جَهْرِهِ – لاَ تُشْرَعُ ، وَالثَّابِتُ عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ مَشْرُوْعِيَّةُ الْقِرَاءَةِ إِطْلاَقًا ، وَهُوَ مَا أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ (

[৫১]. যে সনদ সূত্রে কোন সাহাবীর কথা, কাজ বা অনুরূপ কিছুর উদ্ধৃতি বর্ণিত হয়েছে – তাকে মাওকুফ হাদীস বলে।

mnxn `Av I whwKi + Bmjvgx eB

(٢/٩٩) وَعَنْهُ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ مَرْفُوْعًا : " مَنْ صَلَّى صَلاَةً لَمْ يَقْرَأْ فِيْهَا بِأُمِّ الْقُرْآنِ فَهِيَ خِدَاجٌ (ثَلاَثًا) غَيْرُ تَمَامٍ " . فَقِيْلَ لِأَبِيْ هُرَيْرَةَ : إِنَّا نَكُوْنُ وَرَاءَ الْإِمَامِ ؟ فَقَالَ : اِقْرَأْ بِهَا فِيْ نَفْسِكَ ، فَهٰذَا كَالنَّصِّ عَنْهُ فِيْ أَنَّهُ أَمْرُ الْمُؤْتَمِّ بِالْقِرَاءَةِ وَرَاءَ الْإِمَامِ وَلَوْ كَانَ يَجْهَرُ ، لٰكِنْ قَدْ يُقَالُ : أَنَّ لاَ مُخَالَفَةَ ، وَذٰلِكَ بِحَمْلِ الْمُطْلَقِ عَلَى الْقِرَاءَةِ فِيْ سَكَتَاتِ الْإِمَامِ ، فَإِنَّهُ ثَبَتَ عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ أَمْرُهُ بِهَا كَمَا تَقَدَّمَ تَحْتَ الْحَدِيْثِ (٥٤٦) وَذٰلِكَ مِنَ الْأَدِلَّةِ عَلَى خَطَإِ رَفْعِ حَدِيْثِ التَّرْجَمَةِ . ثُمَّ إِنْ مَا ذَهَبَ إِلَيْهِ أَبُوْهُرَيْرَةَ مِنَ الْقِرَاءَةِ فِي الْجَهْرِيَّةِ وَرَاءَ الْإِمَامِ ، لَهُ فِي الصَّحَابَةِ مُوَافِقُوْنَ وَمُخَالِفُوْنَ

"আমি (আলবানী) বলছি : আলোচ্য হাদীসটি আবূ হুরায়রা ﷺ-এর মাযহাব বিরোধী। কেননা হাদীসটির দাবী হল, ইমামের গায়ের সাক্তা'র সময় (যখন সাক্তা করা হয় না) – তথা জেহরী (ক্বিরাআতের) সময় ক্বিরাআত করা শরীয়াতসম্মত নয়। অথচ আবূ হুরায়রা ﷺ থেকে সব সময় সূরা ফাতিহা পাঠ করা প্রমাণিত হয়েছে। যেমনটি ইমাম মুসলিম ﷺ ও অন্যান্যরা তাঁর থেকে মারফু' সূত্রে বর্ণনা করেছেন :

"যে ব্যক্তি সালাত আদায় করল অথচ তাতে উম্মুল কুরআন (সূরা ফাতিহা) পাঠ করল না – তার সালাত অসম্পূর্ণ, অসম্পূর্ণ, অসম্পূর্ণ – পূর্ণাঙ্গ নয়। আবূ হুরায়রা ﷺ-কে জিজ্ঞাসা করা হল : আমরা তো ইমামের পিছনে থাকি (তখন কি করব)? তিনি বললেন : তুমি তখন মনে মনে পড়বে।"

এই দলীলটি মুক্তাদীর জন্য ইমামের পিছনে জেহরী সালাতে সূরা ফাতিহা পাঠের সুস্পষ্ট দলীল। অবশ্য এভাবে বলা যায় যে : (তখন) এটা বিরোধী নয় – যখন উক্ত সর্বাবস্থায় ক্বিরাআতের বিষয়টি ইমামের সাক্তা'র মধ্যে হবে। আর এটি আবূ হুরায়রা ﷺ ৫৪৬ নং হাদীস দ্বারা পূর্বেই প্রমাণিত হয়েছে। আর এটিই পূর্বোক্ত (৯৯১ নং) হাদীসটির ত্রুটি। যেহেতু আবূ হুরায়রা ﷺ মাযহাব হিসাবে জেহরী সালাতেও ইমামের পিছনে ক্বিরাআত করার কথা বর্ণিত হয়েছে। সাহাবাদের মধ্যে হতে তাঁর সাথে ঐকমত্য পোষণকারী ও দ্বিমত পোষণকারীও রয়েছেন।"

লক্ষণীয় ঃ প্রকৃতপক্ষে আবূ হুরায়রা ﷺ-এর নির্দেশনা ছিল ইমামের পিছনে জেহরী ক্বিরাআতে সূরা ফাতিহা মনে মনে পড়বে। কিন্তু হাদীসটিতে সাক্তা'র সময় পড়বে , নাকি জেহরী সালাতে ইমামের ক্বিরাআত না শুনেই পড়তে থাকবে – সেটা সুনির্দিষ্ট করে না। যদিও যারা ইমামের সাথে সাথে পড়ার পক্ষপাতি তারা এই অর্থটিই নেন। এক্ষেত্রে উসূলে হাদীসের নীতি অনুযায়ী আমরা ঐ অর্থই গ্রহণ

mnxn `Av I whwKi + Bmjvgx eB

করব যার ফলে আবূ হুরায়রা ﷺ থেকে বর্ণিত সমস্ত সহীহ ও হাসান হাদীসের মধ্যে সমন্বয় হয়। এ পর্যায়ে গ্রহণযোগ্য হাদীসগুলোর দাবী হবে – আবূ হুরায়রা ﷺ–এর কর্তৃক মনে মনে পড়ার নির্দেশনা তাঁর বর্ণিত সাক্তার সময়েই পড়তে হবে। ফলে সবগুলো হাদীসের মধ্যে সমন্বয় হবে। আলবানী ﷺ–ও সেটাই বুঝেছেন (পূর্বোক্ত দাগ দেয়া উদ্ধৃতি)। আল্লাহ সত্য বুঝার তাওফিক্ব দিন।

আবূ হুরায়রা ﷺ সম্পর্কে আলবানী ﷺ'র উক্তি ঃ لَهُ فِي الصَّحَابَةِ مُوَافِقُوْنَ وَمُخَالِفُوْنَ "সাহাবাদের মধ্যে হতে তার সাথে ঐকমত্য পোষণকারী ও দ্বিমত পোষণকারীও রয়েছেন।" দ্বিমত পোষণকারী দ্বারা তিনি ঐ সমস্ত সাহাবীদের উক্তিকে দলীল হিসাবে ইঙ্গিত দিয়েছেন যারা বলেছেন : مَنْ صَلَّى خَلْفَ الْإِمَامِ فَإِنَّ قِرَاءَةَ الْإِمَامِ لَهُ قِرَاءَةٌ "যে ব্যক্তি ইমামের পিছনে সালাত আদায় করে, তখন ইমামের ক্বিরাআতই মুক্তাদীর ক্বিরাআত হিসাবে গণ্য হবে।" (বায়হাক্বী প্রভৃতি।)[৫২]

আলবানীর কাছে হাদীসটি সহীহ বা হাসান স্তরের হলেও মুহাদ্দিসগণ এ ব্যাপারে একমত নন। তাছাড়া উক্ত মর্মে প্রতিটি হাদীসই মওকূফ, মারফূ' নয় এবং এর দাবী কুরআনের আয়াত : وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوْا لَهُ وَأَنْصِتُوْا – (আ'রাফ, ২০৪ আয়াত) এর ন্যায়। কিন্তু এর মধ্যে সূরা ফাতিহা পাঠ করা সম্পর্কীত হাদীসের বিরোধীতা হয় না। কেননা, এই আয়াত ও হাদীস 'আম[৫৩], আর সূরা ফাতিহা পাঠ সম্পর্কীত হাদীস খাস[৫৪]। 'আম ও খাসের মধ্যে কোন বিরোধ নেই। দু'টি হাদীসকে একত্রিত করে একথা বলা যায় যে – মুক্তাদীর জন্য সূরা ফাতিহা পাঠ করা সবসময় জরুরী, অবশ্য অন্যান্য সূরা ক্বিরাআত করার ক্ষেত্রে ইমামের ক্বিরাআতই যথেষ্ট। এ ক্ষেত্রে ইমামের ক্বিরাআত মুক্তাদীর কিরাআত হিসাবে গণ্য হবে। সুতরাং প্রমাণিত হল, আবূ হুরায়রা ﷺ–এর বর্ণিত মারফূ' ও মওকূফ হাদীসের সাথে অন্যান্য সাহাবীদের বর্ণিত হাদীসের মূলগত কোন বৈপরিত্য নেই।

অতঃপর ইমাম আলবানী ﷺ বর্ণিত ৯৯২ নং হাদীসটি হল :

٩٩٢ – "إِذَا كُنْتَ مَعَ الْإِمَامِ فَاقْرَأْ بِأُمِّ الْقُرْآنِ قَبْلَهُ إِذَا سَكَتَ" ضَعِيْفٌ .

৯৯২ – "তুমি যদি ইমামের সাথে থাক, তখন উম্মুল কুরআন পাঠ কর তার পূর্বে যখন সে সাক্তা করে।" –হাদীসটি য'য়ীফ।

[৫২]. হাদীসটির তাহক্বীক্বের জন্য এই বইয়ের পরিশিষ্টাংশ – ৪ দ্রঃ।

[৫৩]. 'আম–ব্যাপকার্থক ।

[৫৪]. খাস– সুনির্দিষ্ট অর্থবোধক।

mnxn `Av. I whwKi + Bmjvgx eB

পর্যালোচনাঃ ইমাম আলবানী ﵀ তাঁর আলোচ্য বইয়ের ২য় খণ্ডের উক্ত ৯৯২ নং হাদীসটির পর্যালোচনায় লিখেছেন ঃ اِبْنُ عُمَيْرٍ هٰذَا مَتْرُوْكٌ شَدِيْدُ الضَّعْفِ "ইবনে 'উমায়ির মাতরুক এবং অত্যন্ত য'য়ীফ। [আয-য'য়ীফাহ ওয়াল মাওযু'য়াহ ২/৪২০]

অতঃপর লিখেছেন ঃ نَحْوَهُ اَلْمُثَنِّي ابْنُ الصَّبَاحِ فَقَدْ ضَعَّفَهُ الْجُمْهُوْرُ مِنَ الْاَئِمَّةِ

"একই অবস্থা মাসনা ইবনুস সাবাহ এর। অধিকাংশ আয়িম্মাদের কাছে তিনি য'য়ীফ হিসাবে বিবেচিত।" [আয-য'য়ীফাহ ওয়াল মাওযু'য়াহ ২/৪২০]

অতঃপর লিখেছেন ঃ وَاَمَّا اِبْنُ لَهِيْعَةَ فَهُوَ مَعْرُوْفٌ بِالضَّعْفِ

"আর ইবনে লাহিয়ার য'য়ীফ হওয়াটা প্রসিদ্ধ।" [আয-য'য়ীফাহ ওয়াল মাওযু'য়াহ ২/৪২০]

লক্ষ্যণীয় ঃ আলবানী ﵀ ইবনে 'উমায়ির, মাসনা এবং ইবনে লিহইয়াহর প্রতি আপত্তি উত্থাপন করেছেন। অথচ ইমাম বায়হাক্বী স্বয়ং এ তিনজন বর্ণনাকারীকে য'য়ীফ গণ্য করেছেন। তিনি ﵀ লিখেছেন ঃ

مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَيْرٍ وَاِنْ كَانَ غَيْرُ مُحْتَجٍّ بِهِ وَكَذٰلِكَ بَعْضُ مَنْ تَقَدَّمَ مِمَّنْ رَوَاهُ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ فَلِقِرَاءَةُ الْمَامُوْمِ فَاتِحَةُ الْكِتَابِ فِيْ سَكْتَةِ الْاِمَامِ شَوَاهِدُ صَحِيْحَةٌ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ جَدِّهِ

"যদি মুহাম্মাদ বিন আব্দুল্লাহ বিন 'উমায়ির থেকে দলীল না নেয়া হয়। এভাবে কিছু সংখ্যক বর্ণনাকারী যারা 'আমর বিন শু'আয়িব থেকে বর্ণনা করেছেন, যাদের অবস্থা পূর্বে বর্ণিত হয়েছে। তাদের থেকে দলীল গ্রহণ করা না হলেও ইমামের সাক্তার স্থানে মুক্তাদীদের সূরা ফাতিহা পড়ার সম্পর্কে 'আমর বিন শু'আয়িবের সহীহ বর্ণনা আছে।" [বায়হাক্বী, কিতাবুল ক্বিরাআত পৃঃ ৫৫]

স্বয়ং ইমাম বায়হাক্বী ﵀ উক্ত তিন বর্ণনাকরীর প্রতি অভিযোগ করেছেন এবং তাদের মাধ্যমে দলীল প্রতিষ্ঠা করেন নি। ইমাম আলবানী ﵀-এর লেখনী থেকে এটা সুস্পষ্ট হয় যে, ইমাম বায়হাক্বী ﵀ উক্ত তিন বর্ণনাকারীকে সহীহ গণ্য করেছেন। কিন্তু আলবানী ﵀ তাদেরকে য'য়ীফ গণ্য করেছেন। আসল কথা হল, ইমাম বায়হাক্বী উক্ত তিন বর্ণনাকারীকে য'য়ীফ গণ্য করার পর লিখেছেন ঃ এটা অন্যগুলোর সাক্ষ্যস্বরূপ সহীহ। অর্থাৎ ইমাম বায়হাক্বী ﵀ ঐ তিন বর্ণনাকারীর বর্ণনাকে সহীহ বলেন নি। তিনি ﵀ কেবল ঐ বর্ণনাকে সহীহ বলেছেন যার মধ্যে উক্ত তিন জন বর্ণনাকারী নেই, যা আমি পূর্বে "দুই সাক্তার হাদীসের সাক্ষীমূলক হাদীস" অনুচ্ছেদে বর্ণনা করেছি, যা নিঃসন্দেহে সহীহ। [দেখুন ঃ মাস'উদ আহমাদ "সালাতে ইমামের দু'টি সাক্তা ঃ অভিযোগের জবাবসহ" (অনুবাদ ঃ কামাল আহমাদ)][৫৫]

৫৫. এই পুস্তকের পরবর্তী অংশে সংযোজিত হল।

mnxn `Av I whwKi + Bmjvgx eB

মাস'উদ আহমাদ সাহেব লিখেছেন ঃ আলবানী ঐ সমস্ত হাদীসকে য'য়ীফ গণ্য করেছেন যা আমরা উপস্থাপন করি নি। যে সমস্ত বর্ণনা আমরা উপস্থাপন করেছি সেগুলোর সহীহ বা য'য়ীফ নির্ণয় করা থেকে তিনি বিরত থেকেছেন। আর কিভাবে তিনি য'য়ীফ গণ্য করবেন যখন ইমাম বায়হাক্বী তাকে সহীহ বলেছেন। আলবানী লিখেছেন ঃ

وَاَمَّا الشَّوَاهِدُ الَّتِيْ اَشَارَ اِلَيْهَا الْبَيْهَقِيُّ فَعَلٰى فَرْضِ التَّسْلِيْمِ بِصِحَّتِهَا فَهُوَ مَوْقُوْفٌ ــ

"আর যদি সাক্ষ্যমূলক হাদীস যার প্রতি ইমাম বায়হাক্বী ইঙ্গিত দিয়েছেন – সহীহ হিসাবে মেনে নিই, তাহলে তাকে মাওকুফ[৫৬] বলতে হবে।" [আয-য'য়ীফাহ ওয়াল মাওযু'য়াহ ২/৪২০]

যে সাক্ষ্যগুলোর প্রতি ইমাম বায়হাক্বী ইঙ্গিত দিয়েছেন, তিনি সেগুলোকে সনদসহ নিজের কিতাবে বর্ণনা করেছেন। আলবানী সেগুলোকে য'য়ীফ হিসাবে কেন গণ্য করলেন না? যে সমস্ত বর্ণনাকে স্বয়ং ইমাম বায়হাক্বী য'য়ীফ বলেছেন, আলবানী কেবল সে বর্ণনাগুলোকেই য'য়ীফ বলেছেন। অবশেষে কি হল? তাঁর উদ্দেশ্যই বা কি? যে সমস্ত বর্ণনাকে ইমাম বায়হাক্বী সহীহ বলেছেন, সেগুলোকে কেন তিনি য'য়ীফ প্রমাণ করলেন না? মোটকথা তিনি আলোচ্য বর্ণনাগুলো সহীহ হিসাবে গ্রহণ করার বিষয়ে যা কিছু লিখেছেন, সেগুলো তাঁর দুর্বলতা এবং আত্মপক্ষ সমর্থনে। সুতরাং হাদীসগুলো সম্পূর্ণরূপে সহীহ। সহীহকে ফরয করার ব্যাপারটি কিভাবে জরুরী হতে পারে? অবশ্য আলবানীর কাছে সেটা জরুরী। আর সে জরুরী বিষয়টি হল, পাঠকগণ তাঁকে দুর্বলমনা ভাববেন। কিন্তু আলবানী সহীহ হিসাবে মেনে নিয়ে তার জবাব দিয়েছেন।

আলবানী এটি সহীহ বিলফরয হিসাবে মেনে নিয়েছেন। তিনি এর য'য়ীফ প্রমাণ করতে পারেন নি, সুতরাং একে মওকুফ বলে এড়িয়ে গেছেন।

'আব্দুল্লাহ ইবনে আমর এর হাদীসটি কি মওকুফ ঃ একটি হাদীসে 'আব্দুল্লাহ বিন 'আমর এর বর্ণনা হল, "আমি রসূলুল্লাহ এর সাক্তার মধ্যে পড়তাম।" অর্থাৎ এ পড়াটা 'আব্দুল্লাহ ইবনে 'আমর এর আমল, রসূলুল্লাহ এর আমল নয়। এ কারণে আলবানী এর বক্তব্য অনুযায়ী এটা মওকুফ হাদীস। আমরা এটা মেনে নিচ্ছি যে, সাহাবীর আমল। কিন্তু আমরা হাদীসটিকে মওকুফ মানতে রাজী নই।

অন্য হাদীসে সাহাবাগণ নবী এর সাক্তার মধ্যে পড়তেন বলে বর্ণিত হয়েছে। অর্থাৎ এটা সাহাবাদের আমল, রসূলুল্লাহ এর আমল নয়। এ

৫৬. যে সনদ সূত্রে কোন সাহাবীর কথা, কাজ বা অনুরূপ কিছুর উদ্ধৃতি বর্ণিত হয়েছে – তাকে মাওকুফ হাদীস বলে।

mnxn `Av I whwKi + Bmjvgx eB

কারণে আলবানী ﵀ এর বক্তব্য অনুযায়ী এটা মওকুফ হাদীস। আমরা এটা মেনে নিচ্ছি যে, সাহাবাদের আমল। কিন্তু আমরা হাদীসটিকে মওকুফ মানতে রাজী নই।

বিস্ময়ের ব্যাপার হল, সাহাবা ﵃ নবী ﷺএর পিছনে সাক্তার মধ্যে ক্বিরাআত করতেন। কিন্তু আলবানী ﵀ মতে, সাহাবাগণ ﵃ এর আমল যা তাঁরা রসূলুল্লাহ ﷺ এর জীবদ্দশায় তাঁর ﷺ ইমামতিতে আমল করতেন, সে আমল দলীল হিসাবে গ্রহণযোগ্য নয়। আফসোস! এ হাদীসটি কি কমপক্ষে তাক্বরীরি মারফু' হাদীসের সত্যায়ন করে না? যদি সাহাবাগণ ﵃এর পড়াটা নাজায়িয হত, তাহলে রসূলুল্লাহ ﷺ কেন তাঁদেরকে নিষেধ করলেন না? যদি মেনে নেয়া হয় যে, নবী ﷺ খবরটি জানতেন না, তাহলে এ বিষয়টি উপস্থাপন হবে নিরর্থক। আচ্ছা যদি ধরে নেয়া হয় যে, রসূলুল্লাহ ﷺ খবরটি জানতেন না, কিন্তু আল্লাহ ﷻ 'আলিমুল গায়েব কি সেটা জানতেন না?

আশ্চর্যের বিষয় হল! সাহাবাদের ﵃ আমল যা রসূলুল্লাহ ﷺ-এর জীবদ্দশায় জারি ছিল তাকে না মারফু' হিসাবে গণ্য করা হচ্ছে, না দলীল হিসাবে গ্রহণ করা হচ্ছে। আফসোস!!

সাক্তা নবী ﷺ করতেন না সাহাবী ﵃ করতেন? যদি মেনে নেয়া হয় যে, সাহাবা ﵃এর আমলটি মওকুফ, সুতরাং এটা দলীল নয়। সেক্ষেত্রে বলব, আমরা সাহাবা ﵃এর আমল কোথায় পেশ করলাম? আমাদের আলোচনার মূল বিষয়তো রসূলুল্লাহ ﷺএর দু'টি সাক্তা। এটাও কি মওকুফ? সাক্তা করাটাও কি সাহাবাদের ﵃ আমল ছিল? পড়াটা যদিও সাহাবাদের ﵃ আমল ধরে নেয়া হয়, কিন্তু সাক্তা করাটাতো তাদের ﵃ আমল নয়। সাক্তা করাটা রসূলুল্লাহ ﷺ-এর আমল, সুতরাং এটা নিঃসন্দেহে মারফু' হাদীস। এখনোও কি রসূলের অনুসারী দাবীদারগণ তাঁর ﷺ সুন্নাতটি জীবিত করবেন না? এরফলে হাদীসের বাতিল ব্যাখ্যা খন্ডিত হবে। হাশরের ময়দানে নিজেদের কৃত্রিমতা কোন কাজে আসবে না, তেমনি নিজেদের মাযহাবও কোন কাজে আসবে না। সেখানে কেবলমাত্র রসূলের অনুসরণই কাজে আসবে। রসূল ﷺএর অনুসরণই প্রকৃতপক্ষে ইসলাম।

মোটকথা দু'টি সাক্তা সম্বলিত হাদীসকে আলবানী য'য়ীফ সাব্যস্ত করতে পারেন নি। সুতরাং ঐ দু'টি সাক্তাতে সাহাবাদের ﵃ আমলকে বিরোধী হিসাবে গণ্য করা সুস্পষ্ট বাতিল। এক্ষেত্রে তিনি ঐ উসূলকে ত্যাগ করেছেন যা স্বয়ং তাঁর কাছেই গ্রহণযোগ্য। তাছাড়া ঐ সমস্ত আসার যা আলবানী ﵀ বর্ণনা করেছেন, তাতে সাক্তার বর্ণনা নেই। তাহলে সেগুলোকে কিভাবে সাংঘর্ষিক বলা যাবে?

mnxn `Av I whwKi + Bmjvgx eB

আর যদি সাংঘর্ষিক হয়েই থাকে তবুও সেগুলো মারফু' হাদীসের মোকাবেলায় উপস্থাপন করা যায় না। ঐ সমস্ত আসারের বর্ণনা হল, 'ইমামের পিছনে পড়ো না' – এগুলো কি আলবানী ও তাঁর প্রশংসাকারী সাথীদের নিকট পছন্দনীয়? তাছাড়া জাবির ﷺ ছাড়া কোন সাহাবীর আসারে সূরা ফাতিহা শব্দটি নেই। আবার জাবির ﷺ নিজেই সূরা ফাতিহা পড়তেন। সুতরাং তাঁর ক্বওল[৫৭] ও ফে'ল[৫৮] সাংঘর্ষিক। তাঁর ﷺ ক্বওল হাদীসে মারফু'[৫৯]এর মোকাবেলায় উপস্থাপন করা যাবে না।

[বিস্তারিত দেখুন ঃ মাসউদ আহমাদ "সালাতে ইমামের দু'টি সাক্তা ঃ অভিযোগের জবাবসহ"][৬০]

এ ব্যাপারে ইমাম আলবানী رحمه الله'র চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত হল ঃ

وَالَّذِيْ نَرَاهُ أَقْرَبُ إِلَى الصَّوَابِ فِيْ هٰذِهِ الْمَسْأَلَةِ مَشْرُوْعِيَّةُ الْقِرَاءَةِ وَرَاءَ الْإِمَامِ فِي السِّرِّيَةِ دُوْنَ الْجَهْرِيَةِ ، إِلَّا إِنْ وُجِدَ سَكَتَاتُ الْإِمَامِ ، وَلَيْسَ هُنَاكَ حَدِيْثٌ صَرِيْحٌ لَمْ يَدْخُلْهُ التَّخْصِيْصُ يُوْجِبُ الْقِرَاءَةَ فِي الْجَهْرِيَةِ ، وَلَيْسَ هٰذَا مَوْضِعُ تَفْصِيْلِ الْقَوْلِ فِيْ ذٰلِكَ فَاكْتَفَيْنَا بِالْإِشَارَةِ

"এ মাসআলার ব্যাপারে আমাদের কাছে সর্বাধিক গ্রহণযোগ্য সিদ্ধান্ত হল, ইমামের পিছে সির্রী সালাতে ক্বিরাআত করবে এবং জেহরী সালাতে নয় – এটাই শরিয়াতসম্মত। তবে যদি ইমাম কর্তৃক সাক্তার সুযোগ পাওয়া যায়। সুতরাং ঐ সমস্ত সুস্পষ্ট হাদীস জেহরী সালাতে ক্বিরাআত ওয়াজিব হওয়াকে খাস (সুনির্দিষ্ট) গণ্য করে না। এখানে বিস্তারিত আলোচনার সুযোগ নেই, তাই আমরা এখানে কেবল সাধ্যমত ইঙ্গিত দিলাম।" [সিলসিলাতুল আহাদীসুয য'য়ীফাহ ওয়াল মাওযু'আহ (রিয়াদ ঃ মাকতাবাতুল মা'আরিফ, ১১৯২/১৪১২) ২/৪২০ পৃষ্ঠা, হা/৯৯২]

পূর্বোক্ত আলোচনা থেকে প্রমাণিত হয়,

১) ইমাম আলবানী رحمه الله জেহরী সালাতে ইমামের পিছনে পিছনে ক্বিরাআত পাঠের বিপক্ষে রায় দিয়েছে।

২) তবে ইমাম সাক্তা করলে সেই সুযোগে সূরা ফাতিহা পাঠ করাকে স্বীকৃতি দিয়েছেন।

৫৭. যে হাদীসে কারো কথা দ্বারা আদেশ, নিষেধ ও উপদেশ বুঝা যায় তাকে ক্বওলী হাদীস বলে।

৫৮. যে হাদীস দ্বারা কারো কাজকে প্রকাশ করে তাকে ফে'লী হাদীস বলে।

৫৯. যে হাদীসের সম্পর্ক নবী ﷺ এর প্রতি করা হয় এবং যার সম্পর্ক অন্য কারো প্রতি অবিচ্ছিন্ন কিংবা বিচ্ছিন্ন কোন সূত্রই আরোপিত হয় নি, তাকে মারফু' হাদীস বলে।

৬০. এই পুস্তকের পরবর্তী অংশে সংযোজিত হল।

mnxn `Av I whwKi + Bmjvgx eB

৩) ইমাম আলবানী رحمه الله যে সমস্ত মওকুফ হাদীস দ্বারা ইমামের ক্বিরাআত মুক্তাদীর ক্বিরাআত হিসাবে গণ্য করেছেন – তা সূরা ফাতিহা পাঠকে নয় বরং অন্য ক্বিরাআতকেই নির্দিষ্ট করে। কেননা নবী ﷺ এর বাণী :

فَلَا تَقْرَءُوْا بِشَيْءٍ مِنَ الْقُرْآنِ إِذَا جَهَرْتُ إِلَّا بِأُمِّ الْقُرْآنِ

" যখন আমি জেহরী ক্বিরাআত করি তখন কুরআনের কিছুই পাঠ করবে না, সূরা ফাতিহা ছাড়া।" [আবূ দাউদ, দারা কুতনী; দারা কুতনী বলেন ঃ এর সূত্র হাসান এবং প্রত্যেক ব্যক্তিই সিকাহ। (দারা কুতনী ১/১২১পৃঃ)]

৪) ইমাম আলবানী رحمه الله'র এই সিদ্ধান্ত সঠিক যে, ইমামের সূরা ফাতিহা পাঠ না শুনে সাথে সাথে তা পড়া পরবর্তীতে হাদীস দ্বারা নিষিদ্ধ হয়। কেননা রসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন :

إِنَّمَا جُعِلَ الْإِمَامُ لِيُؤْتَمَّ بِهِ فَإِذَا كَبَّرَ فَكَبِّرُوْا وَإِذَا قَرَأَ فَأَنْصِتُوْا وَإِذَا قَالَ غَيْرِ الْمَغْضُوْبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّيْنَ فَقُوْلُوْا آمِيْنَ وَإِذَا رَكَعَ فَارْكَعُوْا

"অনুসরণ করার জন্যই তো ইমাম নিযুক্ত করা হয়। সুতরাং যখন তিনি তাকবীর বলেন, তখন তোমরা তাকবীর বলবে। আর যখন তিনি ক্বিরাআত পাঠ করবেন তখন তোমরা চুপ থাকবে। আর যখন তিনি বলবেন : "গায়রুল মাগদূবি 'আলাইহিম ওয়ালাদ্ব দ্বাল্লী–ন", তখন তোমরা বলবে : "আমীন"। আর যখন তিনি রুকু করেন, তখন তোমরা রুকু করবে।....." [সূনানে ইবনে মাজাহ – কিতাবুস সালাত بَابُ إِذَا قَرَأَ الْإِمَامُ فَانْصِتُوْا ; আলবানী হাদীসটিকে হাসান সহীহ বলেছেন (তাহক্বীক্বকৃত ইবনে মাজাহ হা/৮৪৬)]

তবে অনেক মুহাদ্দিস বলেছেন : যদি ইমামের পক্ষ থেকে সাক্তার সুযোগ না পাওয়া যায় তবে সেক্ষেত্রে রুকুর পূর্বে যে কোন সময়েই পড়ে নেয়া জরুরী। এ মর্মে মুহাদ্দিস বাদীউদ্দীন শাহ আর–রাশেদী رحمه الله–এর মন্তব্য পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে।

৫) ইমাম আলবানী رحمه الله রুকুর পূর্বে সাক্তা সম্পর্কীত হাদীসটিকে তাঁর 'সিফাতে সালাতুন্নাবীয়্যিন" গ্রন্থে উল্লেখ করে সহীহ হওয়াটা নিশ্চিত করেছেন।

আল্লাহ সত্য বুঝার তাওফিক্ব দিন। আমিন!!!

mnxn `Av I whwKi + Bmjvgx eB

তাহক্বীক্ব ঃ হাদীসটি হাসান, বিস্তারিত পূর্বে (হা/৩৪) বর্ণিত হয়েছে।[৬১]

এই সনদটি হাসান লিযাতিহি। সাঈদ বিন জাবির ﷺ জলীল ক্বদর তাবে'য়ী ছিলেন। তিনি সমস্ত সালফে সালেহীন থেকে এভাবেই বর্ণনা করতেন যে, তারা জেহরী সালাতের ক্ষেত্রে ইমামের সাক্তাতে (ফাতিহা) পড়ে নিতেন।

রশীদ আহমাদ গাঙ্গুহী দেওবন্দী লিখেছেন : "যদি সাক্তাতে পড়া হয় তবে কোন দোষ নেই। [সাবেলুর রাশাদ পৃ: ১৬, তালিফাতে রশীদিয়াহ পৃ: ১১৫]

গাঙ্গুহী সাহেব আরো লিখেছেন : "যখন সালাত এ ধরণের বৈশিষ্ট্যের হবে, তখন যদি সাক্তার মধ্যে পড়া হয় তবে তা রুখসাত (ছাড়)। আর এই স্বল্প পরিমাণ আয়াত সানার সময়ে শেষ হওয়া সম্ভব। এ পর্যায়ে ইমামের সাথে ক্বিরাআতের দ্বন্দ হওয়ার বিষয়টিও থাকে না।" [তালিফাতে রশীদিয়াহ পৃ: ১১৬]

• সুস্পষ্ট হল, সাক্তার দাবীদারদের বিদ'আতী বলা বাতিল ও মারদুদ (প্রত্যাখাত)। এ সম্পর্কে ইজমা'র আলোচনা হা/২২৬-এ বর্ণিত হয়েছে। (আলোচনাটি নিবরূপঃ - অনুবাদক)

ইমাম বায়হাক্বী رحمه الله বলেন :

أَخْبَرَنَا أَبُو سَعِيدِ بْنِ أَبِي عَمْرٍو قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ قَالَ : أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ قَالَ : قَالَ الشَّافِعِيُّ رَحِمَهُ اللهُ : « لاَ تَجْزِئُ صَلاَةُ الْمَرْءِ ، حَتَّى يَقْرَأَ بِأُمِّ الْقُرْآنِ فِي كُلِّ رَكْعَةٍ إِمَامًا ، كَانَ أَوْ مَأْمُومًا ، كَانَ الإِمَامُ يَجْهَرُ ، أَوْ يُخَافِتُ، فَعَلَى الْمَأْمُومِ ، أَنْ يَقْرَأَ بِأُمِّ الْقُرْآنِ ، فِيمَا خَافَتَ الإِمَامُ ، أَوْ جَهَرَ » قَالَ الإِمَامُ الرَّبِيعُ : وَهٰذَا آخِرُ قَوْلِ الشَّافِعِيِّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ سَمَاعًا مِنْهُ

"আমাদেরকে আবূ সাঈদ বিন আবী 'আমর খবর দিয়েছেন, আমাদেরকে আবূল 'আব্বাস (আল-'আসিম) হাদীস বলেছেন, আমাদেরকে রাবী' (ইবন সুলায়মান) খবর দিয়েছেন, তিনি বলেন : ইমাম শাফে'য়ী رحمه الله বলেছেন : কোন ব্যক্তির সালাত জায়েয হবে না, যতক্ষণ না সে প্রত্যেক রাক'আতে সূরা ফাতিহা না পড়ে। হোক সে ইমাম বা মুক্তাদী, ইমাম জেহরী ক্বিরাআত করুক বা সির্রি ক্বিরাআত - মুক্তাদীর জন্য জরুরী হল, সে সির্রি বা জেহরী (উভয়) সালাতে সূরা ফাতিহা পড়বে। রাবী' (বিন সুলায়মান) বলেছেন : এটা ইমাম শাফে'য়ীর رحمه الله সর্বশেষ উক্তি - যা তাঁর থেকে শোনা হয়েছে।"[৬২]

৬১. শায়েখ যুবাইর আলী যাঈ আলোচ্য গ্রন্থের ৩৪ নং হাদীসে যা লিখেছেন তা নিচে উল্লেখ করা হল ঃ ইমাম বায়হাক্বীর 'কিতাবুল ক্বিরাআতে' (পৃ: ১০৩, হা/২৩৭) এর একটি সাক্ষ্যমূলক বর্ণনা রয়েছে। ইমাম ইবনে খুযায়মাহ رحمه الله এমনি একটি বর্ণনা عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَلِيمٍ عَنِ ابْنِ خُثَيْمٍ থেকে উল্লেখ করেছেন। [নাসরুল বারী ফি তাহক্বীক্বে জুঝউল ক্বিরাআত লিলবুখারী হা/ ৩৪]

৬২. ইমাম বায়হাক্বী, মা'রেফাতুস সুনান ওয়াল আসার ২/৫৮ পৃ:, হা/৯২৮। এর সনদটি সহীহ। আবূ সাঈদ বিন মূসা বিন আল-ফাযল নিশাপুরী رحمه الله ছিলেন, শায়েখ সিক্বাহ মা'মুন। (সিরাতে আ'লামুন নুবালা ১৭/৩৫০) আবূল 'আব্বাস (মুহাম্মাদ বিন ইয়া'কুব আল-'আসিম) - সিক্বাহ ইমাম ও মাশরিক্বের মুহাদ্দিস। (তাযকিরাতুল হুফফায ৩/৮৬০,

mnxn `Av I whwKi + Bmjvgx eB

ইমাম তিরমিযী ﵀ বলেছেন :

وَهُوَ قَوْلُ مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ وَ ابْنِ الْمُبَارَكِ وَ الشَّافِعِيِّ وَ أَحْمَدَ وَ إِسْحٰقَ يَرَوْنَ الْقِرَاءَةَ خَلْفَ الْإِمَامِ

"আর এটা ইমাম মালেক বিন আনাস, ইবনুল মুবারক, শাফে'য়ী, আহমাদ (বিন হাম্বল) ও ইসহাক্ব (বিন রাহ্ওয়িয়াহ)-এর উক্তি : তাঁরা ইমামের পিছনে সূরা ফাতিহা পাঠের কথা বলেছেন।"[৬৩]

উক্ত উক্তির মোকাবেলায় অনেকে ইমাম আহমাদ ﵀ থেকে বর্ণনা করেছেন, তিনি ﵀ বলেন : اَجْمَعَ النَّاسُ اِنَّ هٰذِهِ فِي الصَّلٰوةِ "লোকদের এ ব্যাপারে ইজমা' হয়েছে, এটি সালাত সম্পর্কে?" (মাসায়েলে আবী দাউদ পৃ: ১৩)

এটি একটি না-বোধক প্রশ্ন। কেননা, স্বয়ং ইমাম আহমাদ ইবনে হাম্বলের ﵀ ইমামের পিছনে সূরা ফাতিহা পাঠের স্বপক্ষে উক্তি আছে। আর ইসহাক্ব বিন মানসুর আল-মারুযীর বর্ণনানুযায়ী, তিনি ﵀ জেহরী সালাতে ক্বিরাআতের পূর্বের সাক্তাতে ইমামের পিছনে সূরা ফাতিহা পাঠের অনুমতি দিতেন। (মাসায়েলে আবী দাউদ পৃ: ১৩)

'ফাতিহা খলফুল ইমাম' (ইমামের পিছনে সূরা ফাতিহা পাঠ) এর স্বপক্ষে সাহাবা ﵃, তাবে'য়ী ﵀, ইমাম শাফে'য়ী ﵀ প্রমুখের উক্তি রয়েছে। সুতরাং এর বিরোধীতায় ইজমা'র দাবীই বাতিল।....

٢٧٤ - حَدَّثَنَا مَحْمُوْدٌ قَالَ : حَدَّثَنَا الْبُخَارِيُّ قَالَ : حَدَّثَنَا مُوْسٰى ، قَالَ : حَدَّثَنَا حَمَّادٌ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو ، عَنْ أَبِيْ سَلَمَةَ ، قَالَ : لِلْإِمَامِ سَكْتَتَانِ فَاغْتَنِمُوا الْقِرَاءَةَ فِيْهِمَا بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ

হাদীস নং ২৭৪ ঃ আমাদেরকে মাহমুদ (বিন ইসহাক্ব) হাদীস বর্ণনা করেছেন, আমাদেরকে বুখারী হাদীস বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেন : আমাদেরকে মূসা (বিন ইসমা'ঈল) হাদীস বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেন : আমাদেরকে হাম্মাদ (বিন সালামাহ) হাদীস বর্ণনা করেছেন, তিনি মুহাম্মাদ বিন 'আমর (বিন 'আলক্বামাহ আল-লাইসি) থেকে, তিনি আবূ সালামাহ (বিন 'আব্দুর রহমান) থেকে বর্ণনা করেছেন, তিনি ﵁ বলেছেন : ইমামের দু'টি সাক্তা রয়েছে, সুতরাং তাতে সূরা ফাতিহা পাঠ করাকে গনিমাত মনে কর।"

৮৩৫) রাবী' বিন সুলায়মান - ইমাম শাফে'য়ীর ﵀ ছেলে। তিনি সিক্বাহ রাবী। (তাক্বরীবুত তাহযীব ১৮৯৪)

৬৩. তিরমিযী হা/৩১১ (بَابُ مَا جَاءَ فِي الْقِرَاءَةِ خَلْفَ الْإِمَامِ)। আরো দ্রঃ ইলাল লিত-তিরমিযী পৃ: ৮৮৯]

mnxn `Av I whwKi + Bmjvgx eB

তাহক্বীক্ব ঃ বর্ণনাটি সহীহ। এটি বায়হাক্বী তাঁর 'কিতাবুল ক্বিরাআতে' (পৃঃ ১০৪, হা/২৩৮) হাম্মাদ বিন সালামাহ থেকে বিস্তারিত বর্ণনা করেছেন। এর সনদটি হাসান লিযাতিহী। বায়হাক্বীর 'কিতাবুল ক্বিরাআতে' (পৃঃ ১০৪, হা/২৩৯) এর একটি সাক্ষ্যমূলক হাসান বর্ণনাও আছে। সুতরাং আসারটি সহীহ।

٢٧٥- وَزَادَ هَارُوْنُ حَدَّثَنَا أَبُوْ سَعِيْدٍ ، مَوْلَى بَنِيْ هَاشِمٍ قَالَ : حَدَّثَنَا حَمَّادٌ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُمَرَ ، عَنْ أَبِيْ سَلَمَةَ ، عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ ﷺ

হাদীস নং ২৭৫ ঃ "হারুন (ইবনুল ইশ'আত আল-হামদানী আবূ 'ইমরান আল-বুখারী) অতিরিক্ত বর্ণনা করেছেন, (তিনি বলেন :) আমাদেরকে আবূ সাঈদ মাওলা বানী হাশেম (আব্দুর রহমান বিন 'আব্দুল্লাহ বিন উবায়দুল বাসরী) হাদীস বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেন : আমাদেরকে হাম্মাদ (বিন সালামাহ) হাদীস বর্ণনা করেছেন, তিনি মুহাম্মাদ বিন 'আমর (আল-লায়সী) থেকে, তিনি আবূ সালামাহ (বিন 'আব্দুর রহমান) থেকে, তিনি আবূ হুরায়রা ﷺ থেকে (২৭৪ নং হাদীসটির ন্যায়) বর্ণনা করেছেন।

তাহক্বীক্ব ঃ বর্ণনাটির সনদ হাসান।

হারুন ইবনুল ইশ'আত ﷺ ইমাম বুখারীর ﷺ উস্তাদ। তাহযীবুল কামাল লিলমিযীতে (১৯/১৮৮) হারুন বিন ইসহাক্ব আল-হামদানীর বর্ণনাও আছে। তাঁর থেকে ইমাম মিযীর উক্তি অনুযায়ী, ইমাম বুখারী 'জুঝউল ক্বিরাআত খলফুল ইমাম'-এ বর্ণনা করেছেন।

অনেকে লিখেছেন ঃ এ ব্যাপারে মদীনাতে কোন 'আমলের প্রমাণ নেই। জবাব হল, আবূ হুরায়রা ﷺ মাদানী, আবূ সালামাহ আব্দুর রহমান আত-তাবে'য়ী ﷺ আল-মাদানী - এঁরা কি এই 'আমলটি মদীনা থেকে বাইরে গিয়ে করতেন!!??

٢٧٦- حَدَّثَنَا مَحْمُوْدٌ قَالَ : حَدَّثَنَا الْبُخَارِيُّ قَالَ : حَدَّثَنَا مُوْسَى ، قَالَ : حَدَّثَنَا حَمَّادٌ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنْ أَبِيْهِ ، قَالَ : « يَا بُنَيَّ اقْرَءُوْا فِيْمَا يَسْكُتُ الْإِمَامُ وَاسْكُتُوْا فِيْمَا جَهَرَ وَلَا تَتِمَّ صَلَاةٌ لَا يُقْرَأُ فِيْهَا بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ فَصَاعِدًا ، مَكْتُوْبَةً وَمُسْتَحَبَّةً »

হাদীস নং ২৭৬ ঃ আমাদেরকে মাহমুদ (বিন ইসহাক্ব) হাদীস বর্ণনা করেছেন, আমাদেরকে বুখারী হাদীস বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেন : আমাদেরকে মূসা (বিন ইসমাঈল) হাদীস বর্ণনা করেছেন. তিনি বলেন : আমাদেরকে হাম্মাদ (বিন সুলায়মান) হাদীস বর্ণনা করেছেন, তিনি হিশাম (বিন উরওয়াহ) থেকে, তিনি তাঁর পিতা (উরইয়া বিন যুবায়ের থেকে) বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেন : হে পুত্র! যখন ইমাম সাক্তা করে তখন (ফাতিহা) ক্বিরাআত কর, আর যখন সে জেহরীভাবে পড়ে তখন চুপ থাক। আর সূরা ফাতিহা ও অতিরিক্ত কিছু ছাড়া

mnxn `Av I whwKi + Bmjvgx eB

সালাতটি পূর্ণতা পায় না, সেই সালাতটি ফরয সালাত হোক বা মুস্তাহাব (নফল) হোক।

তাহক্বীক্ব ঃ (সহীহ) – হাদীসটি বায়হাক্বী رحمه الله ইমাম বুখারীর সনদে বর্ণনা করেছেন। (কিতাবুল ক্বিরাআত পৃঃ ১২৭, হা/৩০৩) এর সনদ সহীহ।

তাছাড়া ... কিতাবুল ক্বিরাআতে (পৃঃ ১০৪, হা/২৩৮) ভিন্ন সনদে হাম্মাদ বিন সালামাহ 'আন হিশাম 'আন আবীহি থেকে বর্ণিত হয়েছে।

٢٧٧– حَدَّثَنَا مَحْمُوْدٌ قَالَ : حَدَّثَنَا الْبُخَارِيُّ قَالَ : حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا يَزِيْدُ بْنُ زُرَيْعٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا سَعِيْدٌ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ : تَذَاكَرَ سَمُرَةُ وَعِمْرَانُ فَحَدَّثَ سَمُرَةُ : أَنَّهُ حَفِظَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ سَكْتَتَيْنِ : سَكْتَةً إِذَا كَبَّرَ وَسَكْتَةً إِذَا فَرَغَ مِنْ قِرَاءَتِهِ فَأَنْكَرَ عِمْرَانُ فَكَتَبَا إِلَى أُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ وَكَانَ فِيْ كِتَابِهِ أَوْ فِيْ رَدَّهِ إِلَيْهِمَا حَفِظَ سَمُرَةُ

হাদীস নং ২৭৭ ঃ "আমাদেরকে মাহমুদ (বিন ইসহাক্ব) হাদীস বর্ণনা করেছেন, আমাদেরকে বুখারী হাদীস বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেন : আমাদেরকে মুসাদ্দাদ (বিন মুসারহাদ) হাদীস বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেন : আমাদেরকে ইয়াযীদ বিন যুরাই হাদীস বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেন : আমাদেরকে সাঈদ (বিন আবী উরওয়াবাহ) হাদীস বর্ণনা করেছেন, তিনি ক্বাতাদাহ (বিন দা'আমাহ) থেকে, তিনি হাসান (বসরী) থেকে বর্ণনা করেছেন যে – সামুরাহ (বিন জুনদুব) ও ইমরান (বিন হুসাইন) ﷺ আলোচনা করছিলেন। তখন সামুরা ﷺ হাদীস বর্ণনা করলেন : তিনি নবী ﷺ থেকে দু'টি সাক্তা স্মরণ রেখেছেন। (একটি সাক্তা হল) তাকবীরে (তাহরীমার) সময়, অপর সাক্তাটি যখন ক্বিরাআত থেকে অবসর নিতেন। তখন ইমরান তা অস্বীকার করলেন। তখন তাঁরা উভয়ে উবায় ইবনে কা'বের ﷺ কাছে (তাহক্বীক্বের জন্য) পত্র লিখলেন। উবায় ইবনে কা'ব ﷺ জবাব দিলেন, সামুরা স্মরণ রেখেছে।"

তাহক্বীক্ব ঃ (সহীহ) – হাদীসটি সাঈদ বিন আবী উরওয়াবাহর সনদে আবূ দাউদ (৭৭৯ মুসাদ্দাদ থেকে, ৭৮০), ইবনে মাজাহ (৮৪৪), তিরমিযী (২৫১) এবং ইয়াযীদ যুরাই'–এর সনদে সহীহ ইবনে খুযায়মাহ (১৫৭৮)[৬৪] বর্ণনা করেছেন।

৬৪. মুহাক্কেক্ব শু'আয়েব আরনাউত বলেন : বর্ণনাকারীগণ সিক্বাহ এবং শায়খাইনের রাবী। [তাহক্বীক্বকৃত সহীহ ইবনে খুযায়মাহ (শামেল সংস্করণ) ৫/১১২/১৮০৭]

mnxn `Av I whwKi + Bmjvgx eB

এটি ইউনুস বিন উবায়েদ, মানসুর ইবনুল মু'আম্মার, হামীদুত তাওয়ীল এবং আশ'আস বিন 'আব্দুল মালিক ﷺ হাসান বসরী ﷺ থেকে বর্ণনা করেছেন। আরো দেখুন পূর্বের হা/৩৩।

এই মুহাক্কেক্ব (যুবায়ের আলী যাই) তাঁর 'নায়লুল মাক্বসুদ' গ্রন্থে বেশকিছু পর্যালোচনায় প্রমাণ করেছেন যে, হাসান বসরী ﷺ এর সামুরাহ ﷺ থেকে রেওয়ায়াত সহীহ। কেননা, তিনি সামুরাহ ﷺ-এর কিতাব থেকে বর্ণনা করতেন। সুতরাং 'সামুরাহ থেকে হাসান' সনদের ধারাবাহিকতায় 'আন'আনাহ থাকাটা ত্রুটি নয়। দ্রঃ নায়লুল মাক্বসুদ হা/৩৫৪।

(আলোচ্য হাদীস এবং) পূর্ববর্তী হা/২৭৪ এর আলোকে উক্ত দুই সাক্তাতে সূরা ফাতিহা পড়ে নিতে হবে।

٢٧٨ - حَدَّثَنَا مَحْمُوْدٌ قَالَ : حَدَّثَنَا الْبُخَارِيُّ قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُوْ الْوَلِيْدِ ، وَمُوْسٰى ، قَالاَ : حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ ، عَنْ حُمَيْدٍ ، عَنِ الْحَسَنِ ، عَنْ سَمُرَةَ ﷺ عَنْهُ ، قَالَ : كَانَ لِلنَّبِيِّ ﷺ سَكْتَتَانِ : سَكْتَةٌ حِيْنَ يُكَبِّرُ ، وَسَكْتَةٌ حِيْنَ يَفْرُغُ مِنْ قِرَاءَتِهِ زَادَ مُوْسٰى فَأَنْكَرَ عِمْرَانُ بْنُ حُصَيْنٍ فَكَتَبُوْا إِلَى أُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ فَكَتَبَ : أَنْ صَدَقَ سَمُرَةُ

হাদীস নং ২৭৮ ঃ "আমাদেরকে মাহমুদ (বিন ইসহাক্ব) হাদীস বর্ণনা করেছেন, আমাদেরকে বুখারী হাদীস বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেন : আমাদেরকে আবূল ওয়ালীদ (হিশাম বিন 'আব্দুল মালিক আত-তায়ালিসী) ও মূসা (বিন ইসমাঈল) হাদীস বর্ণনা করেছেন, তাঁরা উভয়ে বলেছেন : আমাদেরকে হাম্মাদ বিন সালামাহ হাদীস বর্ণনা করেছেন, তিনি হুমায়িদ (আত-তাওযিল) থেকে, তিনি হাসান (বসরী) থেকে, তিনি সামুরাহ (বিন জুনদুব ﷺ) থেকে বর্ণনা করেছেন : নবী ﷺ দু'টি সাক্তা করতেন। একটি সাক্তা হল, যখন তিনি (শুরুর) তাকবীর বলতেন। (অপর) সাক্তা হল, যখন ক্বিরা'আত থেকে ফারেগ হতেন। মূসা বিন ইসমাঈল ﷺ নিজের বর্ণনাতে অতিরিক্ত উল্লেখ করেছেন : তখন ইমরান বিন হুসাইন উক্ত কথা অস্বীকার করলেন। অতঃপর তারা উবায় বিন কা'বের কাছে পত্র লিখলেন। তিনি জবাব দিলেন, সামুরাহ ﷺ সত্য বলেছেন।

তাহক্বীক্ব ঃ (সহীহ) – দ্রঃ পূর্ববর্তী হা/২৭৭। এটি আহমাদ (৫/১৫,২০,২১) ও দারেমী (১২৪৬) – হাম্মাদ বিন সালামাহর সনদে বর্ণনা করেছেন।

٢٧٩ - حَدَّثَنَا مَحْمُوْدٌ قَالَ : حَدَّثَنَا الْبُخَارِيُّ قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُوْ عَاصِمٍ ، قَالَ : أَنْبَأَنَا ابْنُ أَبِيْ ذِئْبٍ ، عَنْ سَعِيْدِ بْنِ سَمْعَانَ ، عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ ، : ثَلاَثٌ قَدْ تَرَكَهُنَّ

mnxn `Av I whwKi + Bmjvgx eB

النَّاسُ مَا فَعَلَهُنَّ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ : « كَانَ يُكَبِّرُ إِذَا قَامَ إِلَى الصَّلاَةِ ، وَيَسْكُتُ بَيْنَ التَّكْبِيرِ وَالْقِرَاءَةِ ، وَيَسْأَلُ اللهَ مِنْ فَضْلِهِ ، وَكَانَ يُكَبِّرُ فِيْ خَفْضٍ وَرَفْعٍ »

হাদীস নং ২৭৯ ঃ "আমাদেরকে মাহমুদ (বিন ইসহাক্ব) হাদীস বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেন : আমাদেরকে বুখারী হাদীস বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেন : আমাদেরকে আবূ 'আসিম (আয-হাক বিন মুখাল্লিদ আন-নাবিল) হাদীস বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেন : আমাদেরকে (মুহাম্মাদ বিন 'আব্দুর রহমান) বিন আবী যায়েব খবর দিয়েছেন, তিনি সাঈদ বিন সাম'আন থেকে, তিনি আবূ হুরায়রা ﷺ থেকে বর্ণনা করেছেন : রসূলুল্লাহ ﷺ তিনটি 'আমল করতেন, যা লোকেরা তরক করেছে। (১) তিনি যখন সালাতের জন্য দাঁড়াতেন তখন তাকবীর বলতেন। (২) তাকবীর ও ক্বিরাআতের মাঝে তিনি সাক্তা করতেন এবং আল্লাহ ﷻ কাছে ফযল (অনুগ্রহ) চাইতেন, আর (৩) প্রত্যেক নিচু ও উঁচু হওয়াতে তাক্বীর দিতেন।

তাহক্বীক্ব ঃ (হাসান) –হাদীসটি [আংশিক/মূলমর্মে (অনু:)] আবূ দাউদ (৭৫৩), তিরমিযী (২৪০), নাসায়ী (২/১২৪, হা/৮৮৪) আহমাদ (২/৪৩৪, ৫০০), সহীহ ইবনে খুযায়মাহ (৪৫৯, ৪৬০, ৪৭৩) ইবনে আবী যাইবের সনদে বর্ণনা করেছেন। সহীহ বলেছেন – ইবনে হিব্বান (আলবানীর তাহক্বীক্ব আল-হিসান হা/১৭৭৪, [কিছু পার্থক্য ছাড়া মূল বর্ণনাটির অনুরূপ বর্ণনা করেছেন (অনু:)],[৬৫] হাকিম (১/১৩৪), যাহাবী চুপ থেকেছেন। এর সনদটি হাসান লি-যাতিহি।

٢٨٠ – حَدَّثَنَا مَحْمُوْدٌ قَالَ : حَدَّثَنَا الْبُخَارِيُّ قَالَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ عُمَارَةَ بْنِ الْقَعْقَاعِ ، عَنْ أَبِيْ زُرْعَةَ ، عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ « كَانَ يَسْكُتُ إِسْكَاتَةً عِنْدَ تَكْبِيْرَةِ افْتِتَاحِ الصَّلاَةِ »

হাদীস নং ২৮০ ঃ "আমাদেরকে মাহমুদ (বিন ইসহাক্ব) হাদীস বর্ণনা করেছেন, আমাদেরকে বুখারী হাদীস বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেন : আমাদেরকে মুহাম্মাদ (বিন মুক্বাতিল আল-মারুযী) হাদীস বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেন : আমাদেরকে আব্দুল্লাহ (বিন মুবারক) খবর দিয়েছেন, তিনি বলেন : আমাদেরকে সুফিয়ান (বিন সা'ঈদ আস-সাওরী) হাদীস বর্ণনা করেছেন, উমারাহ ইবনুল ক্ব'ক্বা' থেকে, তিনি আবূ যার'আহ (বিন 'আমর বিন জারীর) থেকে, তিনি আবূ

৬৫. আলবানী ﷺ হাদীসটিকে সহীহ বলেছেন। [আত-তা'লিক্বাতুল হিসান 'আলা সহীহ ইবনে হিব্বান ৬/৯৮০/১৭৭৪

mnxn `Av I whwKi + Bmjvgx eB

হুরায়রা ﷺ থেকে বর্ণনা করেছেন : নিশ্চয় নবী ﷺ সালাতের তাকবীরে ইফতিতাহ (শুরুর তাকবীর) দিয়ে কিছুটা সময় চুপ থাকতেন।"

তাহক্বীক্ব ঃ (সহীহ) – হাদীসটি মুসনাদে আহমাদেও (২/৪৪৮, হা/৯৭৮০) সুফিয়ান সওরীর সনদে বর্ণিত হয়েছে। এই হাদীসটি সহীহ বুখারী (১/১৮৯, হা/৭৪৪) ও সহীহ মুসলিমে (২/৯৯ হা/১৪৭ ও ৫৯৮) উমারাহ ইবনুল ক্বা'ক্বা'র সনদে বিস্তারিত বর্ণিত হয়েছে।

٢٨١ – حَدَّثَنَا مَحْمُوْدٌ قَالَ : حَدَّثَنَا الْبُخَارِيُّ قَالَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ ، قَالَ : سَمِعْتُ عَبْدَ الرَّحْمٰنِ الْأَعْرَجَ ، قَالَ : « صَلَّيْتُ مَعَ أَبِيْ هُرَيْرَةَ ، » فَلَمَّا كَبَّرَ سَكَتَ سَاعَةً ثُمَّ قَالَ : اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ»

হাদীস নং ২৮১ ঃ "আমাদেরকে মাহমুদ (বিন ইসহাক্ব) হাদীস বর্ণনা করেছেন, আমাদেরকে বুখারী হাদীস বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেন : আমাদেরকে মুহাম্মাদ বিন বাশার হাদীস বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেন : আমাদেরকে (মুহাম্মাদ বিন) গুনদার হাদীস বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেন : আমাদেরকে শু'বা (ইবনুল হাজ্জাজ) হাদীস বর্ণনা করেছেন, তিনি মুহাম্মাদ বিন 'আব্দুর রহমান (বিন সাঈদ বিন যারারাহ) থেকে বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেন : আমি 'আব্দুর রহমান (বিন হারমায) আল-আ'রাজ থেকে শুনেছি, তিনি বলেছেন : আমি আবূ হুরায়রা ﷺ-এর সাথে সালাত পড়েছি। যখন তিনি তাকবীর বলতেন তখন কিছুটা সময় সাক্তা করতেন। অতঃপর বলতেন : আল-হাম্দু লিল্লাহি রব্বিল 'আলামীন...।"

তাহক্বীক্ব ঃ (সহীহ) – এর সনদ সহীহ। ইমাম বুখারীর সঙ্কলিত পরবর্তী (২৮৩ নং – আবূ হুরায়রা ﷺ)-এর আসারটি দ্বারা প্রমাণিত হয় সানাযুক্ত এই সাক্তাতে মুক্তাদী সূরা ফাতিহা পড়বে। অর্থাৎ এই সাক্তাতে ইমাম সানা পড়বে এবং মুক্তাদী সূরা ফাতিহা পড়বে।

٢٨٢ – « قَالَ الْبُخَارِيُّ : تَابَعَهُ مُعَاذٌ وَأَبُوْ دَاوُدَ ، عَنْ شُعْبَةَ»

হাদীস নং ২৮২ ঃ "ইমাম বুখারী رحمه الله বলেন : মুয়ায ও আবূ দাউদ তাঁর (গুনদারের) অনুগামী হয়েছেন, তিনি শু'বা হতে বর্ণনা করেছেন।"

তাহক্বীক্ব ঃ (সহীহ) – দেখুন পূর্ববর্তী হা/২৮১।

mnxn `Av I whwKi + Bmjvgx eB

٢٨٣ - حَدَّثَنَا مَحْمُوْدٌ قَالَ : حَدَّثَنَا الْبُخَارِيُّ قَالَ : مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ قَالَ : حَدَّثَنَا اِبْنُ أَبِيْ حَازِمٍ ، عَنِ الْعَلاَءِ ، عَنْ أَبِيْهِ ، عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ ، قَالَ : «إِذَا قَرَأَ الْإِمَامُ بِأُمِّ الْقُرْآنِ فَاقْرَأْ بِهَا وَاسْبِقْهُ ، فَإِنَّ الْإِمَامَ إِذَا قَضَى السُّوْرَةَ قَالَ غَيْرِ الْمَغْضُوْبِ عَلَيْهِمْ وَلاَ الضَّالِّيْنَ قَالَتِ الْمَلاَئِكَةُ: آمِيْنَ ، فَإِذَا وَافَقَ قَوْلُكَ قَضَاءَ الْإِمَامِ أُمَّ الْقُرْآنِ كَانَ قُمْنَا أَنْ يُسْتَجَابَ»

হাদীস নং ২৮৩ ঃ "আমাদেরকে মাহমুদ (বিন ইসহাক্ব) হাদীস বর্ণনা করেছেন, আমাদেরকে বুখারী হাদীস বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেন : মুহাম্মাদ বিন 'উবায়দুল্লাহ (বিন মুহাম্মাদ বিন যায়েদ বিন আবী যায়েদ আল-কুরশিইয়্যুল আমওয়া আবূ সাবিত) বলেন : আমাদেরকে ('আব্দুল 'আযীয) বিন আবী হাযিম হাদীস বর্ণনা করেছেন, তিনি 'আলা-য়ি (বিন আব্দুর রহমান) থেকে, তিনি তাঁর পিতা ('আব্দুর রহমান বিন ইয়া'কুব) থেকে, তিনি আবূ হুরায়রা ﷺ থেকে বর্ণনা করেছেন : যখন ইমাম সূরা ফাতিহা পড়ে তখন তোমরাও পড় এবং ইমামের পূর্বে শেষ কর। সুতরাং যখন ইমাম সূরা (ফাতিহা) পূর্ণ করে এবং বলে : 'গয়রিল মাগদূবী 'আলাইহিম ওয়ালাদ্দ-ল্লীন', তখন মালাইকারা বলেন : আ-মীন। তাই যদি তোমাদের কথা (আমীন বলা) ইমামের উম্মুল কুরআন শেষ করার সাথে মিলে যায় তবে সেটা ক্বুবুল হওয়ার ক্ষেত্রে অগ্রাধিকারপ্রাপ্ত।"

তাহক্বীক্ব ঃ (সহীহ) – দেখুন পূর্ববর্তী হা/২৩৭। [২৩৭ নং হাদীসটি ও সংশ্লিষ্ট পর্যালোচনা নিম্নরূপ (অনুবাদক)]

حَدَّثَنَا مَحْمُوْدٌ قَالَ : حَدَّثَنَا الْبُخَارِيُّ قَالَ : وَحَدَّثَنِيْهِ مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدِ اللهِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا اِبْنُ أَبِيْ حَاتِمٍ ، عَنِ الْعَلاَءِ ، عَنْ أَبِيْهِ ، عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ ، قَالَ : « إِذَا قَرَأَ الْإِمَامُ بِأُمِّ الْقُرْآنِ فَاقْرَأْ بِهَا وَاسْبِقْهُ ، فَإِنَّهُ إِذَا قَالَ وَلاَ الضَّالِّيْنَ قَالَتِ الْمَلاَئِكَةُ : آمِيْنَ ، مَنْ وَافَقَ ذٰلِكَ قُمْنَ أَنْ يُسْتَجَابَ لَهُمْ »

"আমাদেরকে মাহমুদ (বিন ইসহাক্ব) হাদীস বর্ণনা করেছেন, আমাদেরকে বুখারী হাদীস বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেন : মুহাম্মাদ বিন 'উবায়দুল্লাহ (বিন মুহাম্মাদ বিন যায়েদ বিন আবী যায়েদ আল-কুরশিইয়্যুল আমওয়া আবূ সাবিত) বলেন : আমাদেরকে ('আব্দুল 'আযীয) বিন আবী হাযিম হাদীস বর্ণনা করেছেন, তিনি 'আলা-য়ি (বিন আব্দুর রহমান) থেকে, তিনি তাঁর পিতা ('আব্দুর রহমান বিন ইয়া'কুব) থেকে, তিনি আবূ হুরায়রা ﷺ থেকে বর্ণনা করেছেন, যখন ইমাম সূরা ফাতিহা পড়েন, তখন তুমিও তা পড় এবং ইমামের পূর্বে তা শেষ কর। কেননা যখন ইমাম 'ওয়ালদ-দ্বা-ল্লীন' বলেন, তখন মালাইকারা আ-মীন বলেন। যার আমীন এর সাথে মিলে যায়, ঐ দু'আ ক্বুবুলের ব্যাপারে সেই বেশী হক্বদার।"

mnxn `Av I whwKi + Bmjvgx eB

তাহক্বীক্ব ঃ এর সনদ সহীহ। নিমভী হানাফী 'আসারুস সুনানে' বলেছেন : "এর সনদ হাসান।" (হা/৩৫৮)

এই সহীহ বর্ণনাটি থেকে সুস্পষ্ট হল, সাহাবীদের ﷺ কাছে ইমামের পিছনে সূরা ফাতিহা পাঠ করাটা জরুরী। এমনকি ইমামের পূর্বে সূরা ফাতিহা পড়া শেষ করতে হবে। কিন্তু এক বেআদব আবূ হুরায়রা ﷺ-এর হাদীসটির বক্তব্য নিয়ে উপহাস করেছে। সে লিখেছে ঃ "এভাবে যে ইমামের পূর্বে সূরা ফাতিহা পড়ে সে একটা গাধা।"... (অথচ) ফক্বীহ ও মুজতাহিদ ইমাম আবূ হুরায়রা ﷺ-এর উল্লিখিত উক্তি থেকে বুঝা যায় : জেহরী সালাতের জেহরী (ক্বিরাআত) অবস্থায় মুক্তাদী ইমামের পূর্বে সূরা ফাতিহা পাঠ শেষ করবে। আল্লাহই সর্বজ্ঞ। ...

[সংযোজন ঃ যে সমস্ত ইমাম সাক্তা করেন না বা জানেন না, তাদের পিছনে ফাতিহা পাঠের বিকল্প পদ্ধতির এটি একটি মওকুফ (সাহাবীর) বর্ণনা। – অনুবাদক]

٢٨٤ – حَدَّثَنَا مَحْمُوْدٌ قَالَ : حَدَّثَنَا الْبُخَارِيُّ قَالَ : حَدَّثَنَا مَعْقِلُ بْنُ مَالِكٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُوْ عَوَانَةَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ الْأَعْرَجِ ، عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ ، قَالَ : « إِذَا أَدْرَكْتَ الْقَوْمَ رُكُوْعًا لَمْ تَعْتَدَّ بِتِلْكَ الرَّكْعَةِ »

হাদীস নং ২৮৪ ঃ "আমাদেরকে মাহমুদ (বিন ইসহাক্ব) হাদীস বর্ণনা করেছেন, আমাদেরকে বুখারী হাদীস বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেন : আমাদেরকে মা'ক্বল বিন মালিক হাদীস বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেন : আমাদেরকে আবূ আওয়ানাহ (ওয়াযাহ বিন আব্দুল্লাহ) হাদীস বর্ণনা করেছেন, তিনি মুহাম্মাদ বিন ইসহাক্ব (বিন ইয়াসার) থেকে, তিনি আব্দুর রহমান (বিন হারমায) আল-আ'রাজ থেকে, তিনি আবূ হুরায়রা ﷺ থেকে বর্ণনা করেছেন, তিনি ﷺ বলেন : যখন তুমি লোকদেরকে রুকু'তে পাবে, তখন তুমি ঐ রাক'আতকে গণনা করো না।"

তাহক্বীক্ব ঃ (হাসান) – দেখুন পূর্ববর্তী ১৩১ নং হাদীসটি।

মুহাম্মাদ বিন ইসহাক্ব কর্তৃক শ্রবণের ব্যাখ্যা সাপেক্ষে – দেখুন পূর্ববর্তী ১৩২ নং হাদীস। [মা'ক্বল বিন মালেকের সমালোচনা থাকলেও ১৩১ নং হাদীসে তিনি ছাড়া সনদের সমস্তরে আরো দু'জনের বর্ণনা এবং ১৩২ নং এ মা'ক্বাল ছাড়াই বর্ণনা আছে। ১৩১ ও ১৩২ নং হাদীস ও তৎসংশ্লিষ্ট পর্যালোচনা নিম্নরূপ: (অনুবাদক)]

حَدَّثَنَا مَحْمُوْدٌ قَالَ : حَدَّثَنَا الْبُخَارِيُّ قَالَ : حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ ، وَمُوْسَى بْنُ إِسْمَاعِيْلَ ، وَمَعْقِلُ بْنُ مَالِكٍ ، قَالُوْا : حَدَّثَنَا أَبُوْ عَوَانَةَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ ، عَنِ الْأَعْرَجِ ، عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ ﷺ عَنْهُ قَالَ : « لَا يَجْزِئُكَ إِلَّا أَنْ تُدْرِكَ الْإِمَامَ قَائِمًا »

হা/১৩১ ঃ "আমাদেরকে মাহমুদ (বিন ইসহাক্ব) হাদীস বর্ণনা করেছেন, আমাদেরকে বুখারী হাদীস বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেন : আমাদেরকে মুসাদ্দাদ ও মূসা বিন ইসমাঈল ও মা'ক্বল বিন মালিক (তিন জন) হাদীস বর্ণনা করেছেন, তাঁরা বলেছেন : আমাদেরকে আবূ আওয়ানাহ (ওয়াহ বিন 'আব্দুল্লাহ আল-ইয়াশকারী) হাদীস বর্ণনা করেছেন, তিনি মুহাম্মাদ বিন ইসহাক্ব (বিন ইয়াসার) থেকে, তিনি আব্দুর রহমান (বিন

mnxn `Av I whwKi + Bmjvgx eB

হারমায) আল-আ'রাজ থেকে, তিনি আবূ হুরায়রা ﷺ থেকে বর্ণনা করেছেন, তিনি ﷺ বলেন : তোমার রাক'আত সে পর্যন্ত জায়েয (পাওয়া) হয় না, যদি না তুমি ইমামকে ক্বিয়াম (দাঁড়ানো) অবস্থায় পাও।"

তাহক্বীক্ব ঃ (হাসান)।

حَدَّثَنَا مَحْمُوْدٌ قَالَ : حَدَّثَنَا الْبُخَارِيُّ قَالَ : حَدَّثَنَا عُبَيْدُ بْنُ يَعِيْشٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا يُوْنُسُ ، قَالَ : حَدَّثَنَا ابْنُ إِسْحَاقَ ، قَالَ : قَالَ : أَخْبَرَنِي الْأَعْرَجُ ، قَالَ : سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ ، رَضِيَ اللهُ عَنْهُ يَقُوْلُ : « لَا يَجْزِئُكَ إِلَّا أَنْ تُدْرِكَ الْإِمَامَ قَائِمًا قَبْلَ أَنْ يَرْكَعَ »

হা/১৩২ ঃ "আমাদেরকে মাহমুদ (বিন ইসহাক্ব) হাদীস বর্ণনা করেছেন, আমাদেরকে বুখারী হাদীস বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেন : তিনি বলেন, আমাদেরকে উবায়েদ বিন ইয়া'ঈশ হাদীস বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেন : আমাদেরকে মুহাম্মাদ বিন ইসহাক্ব হাদীস বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেন : আমাদেরকে আব্দুর রহমান (বিন হারমায) আল-আ'রাজ খবর দিয়েছেন, তিনি বলেন : আমি আবূ হুরায়রা ﷺ বলতে শুনেছি : তোমার রাক'আত সে পর্যন্ত (পাওয়া) জায়েয হয় না, যদি না তুমি রুকু'র পূর্বে ইমামের ক্বিয়াম না পাও।"

তাহক্বীক্ব ঃ (হাসান) এর সনদ হাসান। ... অনেকে কোন দলীল ছাড়াই ইসহাক্বকে য'ঈফ গণ্য করেছেন। দলীলহীন হওয়াই তা প্রত্যাখ্যাত। [এখানে 'অনেকে' বলতে আলবানীকে رحمه الله বুঝানো হয়েছে। (আস-সহীহাহ হা/২২৯, ইরওয়া ২/২৪৫পৃঃ হা/৪৯৬) এই মুহাক্কেক্ব মুহাম্মাদ বিন ইসহাক্ব সম্পর্কে ৯ নং হাদীসের টিকায় পৃঃ ৫৪-তে যে আলোচনা করেছেন তা নিম্নরূপ : (অনু)]

ইবনে মাজাহ (হা/৮৪০) ও আহমাদ বিন হাম্বলও (২/২৭৫ হা/২৬৮৮৮) মুহাম্মাদ বিন ইসহাক্ব বিন ইয়াসার থেকে বর্ণনা করেছেন। অধিকাংশ মুহাদ্দিসের কাছে তিনি সিক্বাহ। দেখুন, উমদাতুল ক্বারী লিল'আয়নী (৭/৭৮পৃঃ), নাসবুর রায়াহ (৪/৭পৃঃ)„ ইদ্রিস কান্ধলভীর 'সিরাতুল মুস্তাফা' (১/৭৬পৃঃ)। ...তাবলীগ জামা'আতের যাকারিয়া কান্ধলভী হাফেয হায়সামীর رحمه الله 'মুজমা'উয যাওয়ায়েদ' থেকে নকল করেছেন وَهُوَ مُدَلِّسٌ وَهُوَ ثِقَةٌ "তিনি মুদাল্লিস, এবং তিনি সিক্বাহ।" (তাবলিগে নিসাব পৃ :৫৯৫, ফাযায়েলে যিকর পৃ : ১১৭, হা/৩১)। অর্থাৎ তিনি মুদাল্লিস ও সিক্বাহ। ইবনে ইসহাক্বের শোনাটা ব্যাখ্যা করা হয়েছে। সুতরাং মুদাল্লিসের অভিযোগটিও খণ্ডিত হল]। আরো দেখুন কাওকাওয়াবুদ দারিয়াহ (পৃঃ ৪২,৪৪) ...। ইমাম বুখারীর رحمه الله **'জুঝউল ক্বিরাআতের'** হা/১৪২ বর্ণিত হয়েছে :

وَقَالَ أَبُو الْهَيْثَمِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ ، عَنْ عُمَرَ بْنِ سَعِيْدٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ . قَالَ الْبُخَارِيُّ : وَغَيْرُ مَعْلُوْمٍ صَحِيْحٌ حَدِيْثُهُ إِلَّا بِخَبَرٍ بَيِّنٍ . قَالَ الْبُخَارِيُّ : رَأَيْتُ عَلِيَّ بْنَ عَبْدِ اللهِ يَحْتَجُّ بِحَدِيْثِ ابْنِ إِسْحَاقَ ، وَقَالَ عَلِيٌّ عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ : مَا رَأَيْتُ أَحَدًا يَتَّهِمُ ابْنَ إِسْحَاقَ

"আবূল হায়সাম বলেন : তিনি 'আব্দুর রহমান (বিন ইসহাক্ব) থেকে, তিনি উমার বিন সাঈদ থেকে, তিনি যুহরীর رحمه الله সনদে বর্ণনা করেছেন, বুখারী বলেন : সুস্পষ্ট খবর (শ্রবণের ব্যাখ্যা) ছাড়া তাঁর (আব্দুর রহমান বিন ইসহাক্ব) সহীহ হাদীস জ্ঞাত নয়। বুখারী বলেন : আমি 'আলী বিন 'আব্দুল্লাহ (আল-মাদিনী)-কে দেখেছি, তিনি (মুহাম্মাদ) বিন ইসহাক্ব (বিন ইয়াসার)-এর হাদীস হুজ্জাত (দলীল) মনে করতেন। আর 'আলী (আব্দুল্লাহ আল-মাদিনী)

mnxn `Av I whwKi + Bmjvgx eB

(সুফিয়ান) ইবনে উয়াইনা থেকে বর্ণনা করেছেন : আমি (মুহাম্মাদ) বিন ইসহাক্ব (বিন ইয়াসর)-এর প্রতি (মিথ্যুক প্রভৃতি) দোষারোপ করতে কাউকে দেখিনি।"

অতঃপর 'জুঝউল ক্বিরাআতের' হা/১৪৪-এ বর্ণিত হয়েছে :

وَقَالَ لِيْ إِبْرَاهِيْمُ بْنُ حَمْزَةَ : كَانَ عِنْدَ إِبْرَاهِيْمَ بْنِ سَعْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ نَحْوٍ مِنْ سَبْعَةَ عَشَرَ أَلْفَ حَدِيْثٍ فِي الْأَحْكَامِ سَوَى الْمَغَازِيْ وَإِبْرَاهِيْمُ بْنُ سَعْدٍ مِنْ أَكْثَرِ أَهْلِ الْمَدِيْنَةِ حَدِيْثًا فِيْ زَمَانِهِ . وَلَوْ صَحَّ عَنْ مَالِكٍ تَنَاوُلُهُ مِنِ ابْنِ إِسْحَاقَ فَلِرُبَّمَا تَكَلَّمَ الْإِنْسَانُ فَيَرْمِيْ صَاحِبُهُ بِشَيْءٍ وَاحِدٍ وَلَا يَتَّهِمُهُ فِي الْأُمُوْرِ كُلِّهَا

"আমাকে ইবরাহীম বিন হামাযাহ বলেছেন : ইবরাহীম বিন সা'দ (বিন ইবরাহীম বিন 'আব্দুর রহমান বিন 'আওফ)-এর কাছে মুহাম্মাদ বিন ইসহাক্ব থেকে বর্ণিত আহকাম বিষয়ক প্রায় সতের হাজার বর্ণনা ছিল, মাগাযী (যুদ্ধ-বিগ্রহ) সম্পর্কীত হাদীস ছাড়া। আর ইবরাহীম বিন সা'দ নিজ যামানাতে মদীনাবাসীদের মধ্যে সবচে' বেশী হাদীস বর্ণনাকারী ছিলেন। আর যদি (ইমাম) মালিক (বিন আনাস) কর্তৃক ইসহাক্ব থেকে হাদীস গ্রহণের বিষয়টি সঠিকও হয় – তবুও লোকেরা কখনো কখনো তাঁর ব্যাপারে আপত্তি করত। আর তাঁর সাথীরা একটি বিষয়ে প্রত্যাখ্যান করত। তাঁর সব ব্যাপারের প্রতি দোষারোপ করা হত না।"

তাহক্বীক্ব ঃ (সহীহ)। এই বর্ণনার কিছু অংশ ইমাম বায়হাক্বীর কিতাবুল ক্বিরাআতে (পৃঃ ৫৯, হা/১১৪) বর্ণিত হয়েছে। ইবরাহীম বিন হামযাহ বিন মুহাম্মাদ আয-যুবাইরী সুদূক্ব (সত্যবাদী)। (তাক্বরীবুত তাহযীব : ১৭৮)

অতঃপর 'জুঝউল ক্বিরাআতের' হা/১৪৬-এ বর্ণিত হয়েছে :

وَقَالَ عُبَيْدُ بْنُ يَعِيْشٍ ، حَدَّثَنَا يُوْنُسُ بْنُ بُكَيْرٍ ، قَالَ : سَمِعْتُ شُعْبَةَ ، يَقُوْلُ : مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ أَمِيْرُ الْمُحَدِّثِيْنَ لِحِفْظِهِ . وَرَوَى عَنْهُ الثَّوْرِيُّ ، وَابْنُ إِدْرِيْسَ ، وَحَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ ، وَيَزِيْدُ بْنُ زُرَيْعٍ ، وَابْنِ عُلَيَّةَ ، وَعَبْدُ الْوَارِثِ ، وَابْنُ الْمُبَارَكِ ، وَكَذٰلِكَ احْتَمَلَهُ أَحْمَدُ وَيَحْيٰى بْنُ مَعِيْنٍ ، وَعَامَّةُ أَهْلِ الْعِلْمِ

"আর 'উবায়েদ বিন ইয়া'য়ীশ বলেন : আমাদেরকে ইউনুস বিন বাকীর হাদীস বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেন : আমি শু'বা (ইবনুল হাজ্জাজ)-কে বলতে শুনেছি, মুহাম্মাদ বিন ইসহাক্ব (বিন ইয়াসার) নিজের স্মৃতিশক্তির কারণে আমীরুল মুহাদ্দিসীন ছিলেন। তাঁর থেকে (সুফিয়ান বিন সা'ঈদ) আস-সাওরী, ('আব্দুল্লাহ) বিন ইদরীস, হাম্মাদ বিন যায়েদ, যায়েদ বিন যুরাই', ইবনে 'উল্লাইয়াহ, ইবনে 'আব্দুল ওয়ারীস (বিন সাঈদ), ('আব্দুল্লাহ) ইবনুল মুবারাক (প্রমুখ) বর্ণনা করেছেন। তাঁর থেকে (ইমাম) আহমাদ (বিন হাম্বল), ইয়াহইয়া ইবনে মু'য়ীন সাধারণ আলেমরা মেনে নিয়েছেন (হাসানুল হাদীস হিসাবে)।"

তাহক্বীক্ব ঃ (সহীহ)। শু'বার উক্তির আলোকে এর সনদ সহীহ, তাছাড়া ইমাম বুখারীর 'তারীখে কাবীরে' (১/৪০) বর্ণিত হয়েছে। বর্ণনাটি বায়হাক্বী 'কিতাবুল ক্বিরাআতে' ইমাম বুখারীর থেকে বর্ণনা করেছেন। (পৃঃ ৫৯, হা/১১৪)....

[ইমাম বুখারীর رحمه الله 'জুঝউল ক্বিরাআত' থেকে আমাদের আলোচনার পরিপূরক বর্ণনা এখানেই শেষ হল। হাদীসের নাম্বারগুলো জুঝউল ক্বিরাআতের। -অনুবাদক]

mnxn `Av I whwKi + Bmjvgx eB

সালাতে ইমামের দু'টি সাক্‌তা (চুপ থাকা)

(সাক্‌তার হাদীসসমূহের প্রতি অভিযোগের জবাব)

মূল (উর্দূ) ঃ মাস'উদ আহমাদ

১। সামুরাহ বিন জুনদুব ﷺ বলেন ঃ

اِنَّهُ كَانَ يَسْكُتُ سَكْتَتَيْنِ إِذَا اِفْتَتَحَ الصَّلَاةَ وَإِذَا فَرَغَ مِنَ الْقِرَاءَةِ كُلِّهَا ـ

"রসূলুল্লাহ ﷺ দু'টি সাক্‌তা করতেন ঃ (১) যখন তিনি সালাত শুরু করতেন এবং (২) যখন তিনি সম্পূর্ণ ক্বিরাআত শেষ করতেন।" [আবূ দাউদ, কিতাবুস সালাত– بَابُ السَّكْتَةِ عِنْدَ الْإِفْتِتَاحِ]

অভিযোগ–১ ঃ এ হাদীসটি ইমাম হাসান বসরী رحمه الله সামুরাহ বিন জুনদুব ﷺ থেকে বর্ণনা করেছেন। ইমাম হাসান বসরী رحمه الله–এর সামুরাহ ﷺ থেকে (হাদীস) শোনা প্রমাণিত হয় না। সুতরাং এ হাদীসের সনদ মুনক্বাতি'[৬৬], তাই এটি য'য়ীফ হাদীস।

জবাব ঃ ক) ইমাম হাসান বসরী رحمه الله–এর সামুরাহ ﷺ থেকে (হাদীস) শোনাটা সুনিশ্চিত। ইমাম হাকিম رحمه الله বলেছেন ঃ

وَحَدِيْثُ سَمُرَةَ ﷺ لَا يَتَوَهَّمُ مُتَوَهِّمٌ اِنَّ الْحَسَنَ لَمْ يَسْمَعْ مِنْ سَمُرَةَ ﷺ فَاِنَّهُ قَدْ سَمِعَ مِنْهُ

"সামুরাহ ﷺ–এর হাদীস সম্পর্কে কোন সন্দেহপোষণকারীর এ সন্দেহ করার অবকাশ নেই যে, হাসান বসরী رحمه الله সামুরাহ ﷺ থেকে হাদীস শোনেন নি। কেননা, এটা নিশ্চিত যে, সামুরাহ ﷺ থেকে হাসান رحمه الله (হাদীস) শুনেছেন।" [আল-মুস্তাদরাক ১/২১৫ পৃঃ]

খ) ইমাম আবূ দাউদ رحمه الله বলেছেন ঃ

وَدَلَّتْ هٰذِهِ الصَّحِيْفَةُ عَلٰى اَنَّ الْحَسَنَ سَمِعَ مِنْ سَمُرَةَ ﷺ

"এ সহীফাটি ঐ কথাই প্রমাণ করে যে, হাসান বসরী رحمه الله সামুরাহ ﷺ থেকে হাদীস শুনেছেন।" [আবূ দাউদ, কিতাবুস সালাত– بَابُ التَّشَهُّدِ فِي الصَّلَاةِ]

৬৬. মুনক্বাতি' – যে হাদীসের সনদের (সূত্রের) ধারাবাহিকতা সংরক্ষিত হয় নি, মাঝখানে যে কোন স্তরে কোন রাবীর নাম বাদ পড়েছে, তাকে মুনক্বাতি' হাদীস বলে। (এ ত্রুটিকে ইনক্বাতা' বলে)

mnxn `Av I whwKi + Bmjvgx eB

গ) ইমাম বুখারী رحمه الله حَسَنٌ عَنْ سَمُرَةَ [সামুরাহ رضي الله عنه থেকে হাসান বর্ণিত] হাদীসকে দলীল হিসাবে গ্রহণ করেছেন। ইমাম হাকিম رحمه الله বলেছেন ঃ

قَدْ اِحْتَجَ الْبُخَارِيُّ بِالْحَسَنِ عَنْ سَمُرَةَ رضي الله عنه —

"ইমাম বুখারী رحمه الله حَسَنٌ عَنْ سَمُرَةَ [সামুরাহ رضي الله عنه থেকে হাসান বর্ণিত] হাদীসকে দলীল হিসাবে নিয়েছেন।" [আল-মুস্তাদরাক ২/৩৫পৃ:]

ঘ) ইমাম আলী ইবনে মাদীনী বলেন ঃ

سِمَاعُ الْحَسَنِ عَنْ سَمُرَةَ رضي الله عنه صَحِيْحٌ —

"হাসান থেকে সামুরার শোনা সহীহ।" [তিরমিযী, কিতাবুস সালাত – بَابُ مَا جَاءَ فِي الصَّلَاةِ الْوُسْطٰى اِنَّهَا الْعَصْرُ]

ঙ) ইমাম শওকানী رحمه الله বলেছেন ঃ

فَقَدْ صَحَّحَ التِّرْمِذِيُّ حَدِيْثُ الْحَسَنِ عَنْ سَمُرَةَ فِيْ مَوَاضِعَ مِنْ سُنَنِهٖ

"ইমাম তিরমিযী নিজের সুনানের বিভিন্ন স্থানে حَسَنٌ عَنْ سَمُرَةَ [সামুরাহ رضي الله عنه থেকে হাসান বর্ণিত] হাদীসকে সহীহ বলেছেন।" [নায়লুল আওতার ১/৬০ পৃ:]

চ) ইমাম তিরমিযী رحمه الله বলেছেন ঃ وَسَمَاعُ الْحَسَنِ عَنْ سَمُرَةَ صَحِيْحٌ

"হাসান বসরী رحمه الله-এর সামুরাহ رضي الله عنه থেকে শোনা সহীহ।" [তিরমিযী, কিতাবুল বুয়ূ' بَابُ مَا جَاءَ فِيْ كَرَاهِيَةِ بَيْعِ الْحَيَوَانِ بِالْحَيَوَانِ نَسِيْئَته]

ছ) ইমাম বায়হাক্বী رحمه الله حَسَنٌ عَنْ سَمُرَةَ [সামুরাহ رضي الله عنه থেকে হাসান বর্ণিত] হাদীস সম্পর্কে বলেছেন ঃ هٰذَا اِسْنَادٌ صَحِيْحٌ

"এর সনদ সহীহ।" [বায়হাক্বী, কিতাবুল বু'য়ূ – بَابُ بَيْعِ اللَّحْمِ بِالْحَيَوَانِ]

ঝ) ইমাম হাকিম حَسَنٌ عَنْ سَمُرَةَ [সামুরাহ رضي الله عنه থেকে হাসান বর্ণিত] হাদীস সম্পর্কে বলেছেন ঃ هٰذَا حَدِيْثُ صَحِيْحُ الْاِسْنَادِ

"এ হাদীসটি সহীহ।" [হাকিম, কিতাবুল বুয়ূ'–بَابُ نَهْيِ عَنْ بَيْعِ الشَّاةِ بِاللَّحْمِ]

ইমাম যাহাবী رحمه الله ইমাম হাকিম رحمه الله-এর অনুরূপ বলেছেন।

ঞ) হাবীব বিন শাহীদ رحمه الله বলেছেন ঃ

اَمَرَنِيْ اِبْنُ سِيْرِيْنَ اَنْ اَسْاَلَ الْحَسَنَ مِمَّنْ سَمِعَ حَدِيْثَ الْعَقِيْقَةِ نَسْاَلَتْه فَقَالَ مِنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ رضي الله عنه —

mnxn `Av I whwKi + Bmjvgx eB

"আমাকে ইবনে সিরীন আদেশ করলেন, আমি যেন হাসান বসরী رحمه الله কে জিজ্ঞাসা করি, তিনি আক্বীক্বার হাদীস কার কাছ থেকে শুনেছেন? হাসান বসরী رحمه الله বললেন ঃ (আমি) সামুরাহ বিন জুনদুব رضي الله عنه থেকে শুনেছি।"[সহীহ বুখারী, কিতাবুল আক্বীকাহ-بَابُ إِمَاطَةِ الْأَذَى عَنِ الصَّبِيِّ فِي الْعَقِيقَةِ]

আলোচ্য উদ্ধৃতির মাধ্যমে এ বিষয়টি সুস্পষ্ট ও সন্দেহমুক্ত হল যে, হাসান বসরী رحمه الله সামুরাহ বিন জুনদুব رضي الله عنه থেকে হাদীস শুনেছেন। সুতরাং হাসান বসরী কর্তৃক সামুরাহ رضي الله عنه থেকে হাদীস না শোনার অভিযোগ খণ্ডিত হল।

অভিযোগ-২ ঃ ইমাম হাসান বসরী মুদাল্লিস। মুদাল্লিস যখন عَنْ ['আন] দ্বারা বর্ণনা করেন তখন তার বর্ণিত হাদীস য'য়ীফ হয়ে থাকে। সুতরাং এ হাদীসটি য'য়ীফ।

জবাব ঃ মুদাল্লিস হল ঐ ব্যক্তি যে তাদলীস করে। তাদলীস অর্থ ঃ "নিজের দ্রব্যের দোষত্রুটি গোপন করা।" নিজের দ্রব্যের ত্রুটি গোপন করে বিক্রয় করার মাধ্যমে ক্রেতাকে ধোঁকা দেয়া, এটা খুবই বড় গুনাহ।

উসূলে হাদীসের নীতি মোতাবেক হাদীসের ত্রুটি গোপন করাকে 'তাদলীস' বলে। কোন হাদীসের ত্রুটি গোপন করে সে হাদীসকে সহীহ গণ্য করাটা সমস্ত উম্মাতকে ধোঁকা দেয়ার নামান্তর। এর ফলে যা শরি'য়াত নয় তাকে শরি'য়াতের মধ্যে গণ্য করা হয়। এটা কি ভাল কাজ হতে পারে? এটা কি শরি'য়াতের বিকৃতি নয়? এটা কি ধোঁকা ও প্রবঞ্চনা নয়? কোন ব্যক্তি এ ধরণের কাজ করা পরেও কি ইমাম হতে পারে? কোন ব্যক্তি 'শিরক ফিত তাশরি'য়ী' করার পরেও কি ইমাম হবার মর্যাদা পেতে পারে? এমন ব্যক্তি কেবলই ধোঁকাবাজ ও প্রবঞ্চক হতে পারে? ইমাম শু'বাহ رحمه الله বলেছেন ঃ "তাদলীস মিথ্যার ভাই।" [সুবহী সালিহ, উলূমূল হাদীস (লাহোর ঃ ইসলামী একাডেমী, অক্টো: ১৯৮৯)পৃ: ২০৪]

ইমাম আব্দুর রাজ্জাককে যখন 'তাদলীসে'র অভিযোগ দেয়া হয়, তখন তিনি কা'বা (ঘরের পর্দা) আঁকড়ে ধরে বলতে লাগলেন ঃ"হে আমার রব! আমার কি হল? আমি কি মিথ্যাবাদী? আমি কি মুদাল্লিস?" [ইবনে হাজার, তবাক্বাতুল মুদাল্লিসীন পৃ:৪৪]

ইমাম শু'বাহ رحمه الله বলেন ঃ"আমি তাদলীসকারীর চেয়ে ব্যভিচারীকে প্রাধান্য দিয়ে থাকি।"[উলূমুল হাদীস, পৃ: ২০৪]

ইমাম শু'বাহ رحمه الله খুবই সঠিক কথা বলেছেন। কেননা তাদলীসতো 'শিরক ফিত্-তাশরি'য়ী'-র মধ্যে গণ্য; আর শিরক ব্যভিচার অপেক্ষাও নিকৃষ্ট।"

mnxn `Av I whwKi + Bmjvgx eB

ডঃ সুবহী সালিহ লিখেছেন ঃ"ইমাম শাফেয়ী رحمه الله একবার তাদলীস করেছে এমন রাবীর (বর্ণনাকারীর) বর্ণনা বাতিল করেছেন।" [উলূমুল হাদীস, পৃঃ ২০৪]

এটা অত্যন্ত বিস্ময়কর ব্যাপার যে, আলেমগণ ইমাম হাসান বসরী رحمه الله কে তাদলীস গণ্য করেন। আবার তাঁর বর্ণিত হাদীস কেবল এ জন্যে সহীহ হিসাবে গ্রহণ করেন যখন তিনি حَدَّثَنَا শব্দে বর্ণনা করেন। তারা ইমাম শাফে'য়ী رحمه الله-এর মত (সব তাদলীসকারীকেই) বর্জন করেন নি (কেননা, যদি সত্যিই তিনি মুদাল্লিস হয়ে থাকেন তাহলে সবক্ষেত্রেই তাকে বর্জন করা উচিত ছিল)।[৬৭]

আলেমদের বক্তব্য অনুযায়ী, ইমাম হাসান বসরী رحمه الله যদি বারবার তাদলীস করার মাধ্যমে উম্মাতে মুসলিমাহকে ধোঁকা দিয়ে থাকেন, তাহলে এমতাবস্থায় তাকে কি ইমাম বলা যেতে পারে?

তাদলীসের অহেতুক অপবাদ ঃ ইমাম হাসান বসরী رحمه الله-কে যিনি মুদাল্লিস বলেছেন, তিনি হলেন ইমাম ইবনে হিব্বান رحمه الله। তিনি হাসান বসরী رحمه الله-এর মৃত্যুর শতবছর পরে জন্মগ্রহণ করেন। সুতরাং তাদলীসের অভিযোগ অহেতুক এবং অনর্থক [দ্রঃ মাস'উদ আহমাদ, উসূলে হাদীস (পাকিস্তান ঃ জাম'আতুল মুসলিমীন)]। এ কারণে ইমাম হাসান বসরী رحمه الله-কে মুদাল্লিস বলাটাও অহেতুক ও অন্তঃসারশূন্য। যখন বিষয়টি ভুল, তখন এ ভিত্তিতে যে কথা বলা হবে সেগুলোর সবই ভুল।[৬৮]

৬৭. লেখকের এই আক্বীদা মুহাদ্দিসগণের সাধারণ নীতি ও উসূল বিরুদ্ধ। তাদলীসের বিভিন্ন শর্ত ও ভাগ রয়েছে। লেখক বিষয়টি এক তরফা নিয়েছেন। অথচ সব গোপনীয়তা মিথ্যা নয় বা এক স্তরেরও নয়। [দ্রঃ উলূমুল হাদীস লিইবনে আসিম, মুখতাসার উলূমুল হাদীস লিইবনে কাসির; মাস'উদ আহমাদের উক্ত বক্তব্য খণ্ডনে দ্রঃ শায়েখ যুবায়ের আলী ঝাই, আত-তা'সিস ফি মাসআলাতিত তাদলীস। [মাসিক আল-হাদীস (পাকিস্তান), সংখ্যা ৩৩, পৃঃ২১-৬০)] ইমাম শাফে'য়ীর رحمه الله উদ্ধৃতিটি এখানে আংশিক উপস্থাপিত হয়েছে। আমরা পুস্তকের পরিশিষ্টাংশ-২ এ তাদলীস ও মুদাল্লিস সম্পর্কে মৌলিক কিছু ধারণা উপস্থাপন করেছি। (অনুবাদক)

৬৮. শায়েখ যুবায়ের আলী ঝাই লিখেছেন ঃ হাসান বসরী رحمه الله ইমাম হওয়ার সাথে সাথে মুদাল্লিস ছিলেন। ... হাফেয ইবনে হাজার আস্কালানী লিখেছেন ".... وَكَانَ يُرْسِلُ كَثِيْرًا وَيُدَلِّسُ - তিনি খুব মুরসাল বর্ণনা করতেন এবং তাদলীস করতেন"[তাক্বরীবুত তাহযীব : ১২২৭০]। হাফেয যাহাবী رحمه الله হাসান বসরীকে رحمه الله তাদলীস গণ্য করেছেন [দেখুন: তাবাকাতুশ শাফিইয়্যাহ আল-কুবরা লিসসুবকী ৫/২১৮]। তাছাড়া তিনি এটাও বলেছেন: نَعَمْ كَانَ الْحَسَنُ كَثِيْرُ التَّدْلِيْسِ.... ، "জি হাঁ! হাসান খুব বেশী তাদলীস করতেন" [মীযানুল ই'তিদাল ১/৫২৭পৃঃ, অন্য সংস্করণে ২/২৮১পৃঃ]। [দ্রঃ কামাল আহমাদ, তিন রাক'আত বিতর সালাত আদায়ের পদ্ধতি]

mnxn `Av I whwKi + Bmjvgx eB

ইমাম হাসান বসরী رحمه الله**-এর মর্যাদা ঃ** ইমাম হাসান বসরী رحمه الله 'উমার رضي الله عنه-এর মৃত্যুর দু'বছর পূর্বে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি 'উসমান, আলীসহ সাহবাদের رضي الله عنهم একটি বড় জামা'আতের সাক্ষাৎ পেয়েছিলেন এবং তাদের থেকে হাদীস বর্ণনা করেছেন। ইমাম সুলায়মান আত্-তায়মী رحمه الله বলেন: " اَلْحَسَنُ شَيْخُ اَهْلِ الْبَصْرَةِ" -"হাসান বসরাবাসীদের শায়েখ।" ইমাম শা'বী رحمه الله-কে 'আসিম رحمه الله বললেন ঃ "যখন তুমি বসরাতে যাবে, তখন হাসানকে আমার সালাম বলবে।" 'আসিম رحمه الله বললেন ঃ "আমি তাঁকে চিনি না।" ইমাম শা'বী رحمه الله বললেনঃ "যে ব্যক্তিকে তুমি সবচেয়ে সুন্দর ও সবচেয়ে অভিজাত দেখবে তাঁকে সালাম দেবে।" অতঃপর 'আসিম رحمه الله যখন বসরার মাসজিদে প্রবেশ করলেন তখন তিনি হাসান বসরীকে দেখলেন। লোকেরা তাঁর চারপাশে বসে ছিল। 'আসিম তাদের কাছে গেলেন এবং সালাম দিলেন। ক্বাতাদাহ رحمه الله বলেনঃ "আমি যে সমস্ত ফক্বীহর সান্নিধ্য পেয়েছি, তাদের মধ্যে হাসানকে উত্তম পেয়েছি।" ইমাম আইয়ূব رحمه الله বলেছেন ঃ আমি আমার চোখে হাসান অপেক্ষা ভাল ফক্বীহ দেখি নি।" ইমাম বাকির আলমুযনী رحمه الله বলেনঃ "যে ব্যক্তি নিজ যামানার সর্বশ্রেষ্ঠ আলেমকে দেখে খুশী হয়, সে যেন হাসানকে দেখে।" ইমাম গালিব আল্-কাত্তান رحمه الله বলেনঃ "আমি নিজের জীবনে এত বড় আলেম দেখি নি।" ইমাম ইউনুস বিন 'উবায়েদ رحمه الله বলেনঃ "এমন কোন লোক নেই যে, কেউ হাসানকে দেখেছে, তাঁর কথা শুনেছে এবং তাঁর 'আমল দেখেছে অথচ তাঁর কাছ থেকে ফায়েদাহ উঠায় নি। ইমাম ইউনুস বিন 'উবায়িদ এবং ইমাম হুমায়িদ আত্-তাওয়িল বলেনঃ "আমরা অনেক ফক্বীহ দেখেছি কিন্তু তাঁর চেয়ে উন্নত চরিত্র কাউকে দেখি নি।" হাজ্জাজ বিন আরতাত رحمه الله বলেছেনঃ "আমি ইমাম 'আতা বিন আবী রিবাহকে প্রশ্ন করলে তিনি বললেন ঃ "তুমি হাসানকে আঁকড়ে থাক। সে এতটা বড় মর্তবাসম্পন্ন ইমাম যে, তাঁর ইক্তিদা করা যায়।" ইমাম রবী' বিন আনাস رحمه الله বলেনঃ "আমি হাসানের কাছে দশ বছর যাতায়াত করেছি। প্রতিদিনই তাঁর কাছে এমন নতুন কথা শুনতাম যা আমি পূর্বে শুনি নি।" ইমাম আ'মাশ বলেনঃ "হাসান হিকমত সংগ্রহ করা থেকে কখনই বিরত থাকেন নি, এমনকি তিনি তা বর্ণনাও করতেন।" যখন ইমাম ইবনে সিরীন رحمه الله হাসান বসরী رحمه الله-এর মৃত্যুর খবর শুনলেন, তখন তাঁর চেহারার রঙ পরিবর্তন হয়ে গেল, কথা বলা বন্ধ করে দিলেন। [তাহযীবুত তাহযীব ২/২৬৪-৬৬পৃ:]

ইমাম ইউনুস এবং ইমাম হুমায়িদ رحمه الله বলেনঃ "আমরা অনেক ফক্বীহ দেখেছি, কিন্তু হাসানের চেয়ে বেশী অভিজ্ঞ কাউকে দেখি নি।"

[মুসান্নাফে ইবনে আবী শায়বাহ, কিতাবুল জুহুদ ১৪/২৭,এর সনদ সহীহ]

mnxn `Av I whwKi + Bmjvgx eB

ইমাম হুমায়িদ رحمه الله বলেছেন ঃ"আমি হাসানের চেয়ে উত্তম খতীব দেখি নি।" [আল-বানীর সহীহ আবূ দাউদ, কিতাবুস সুন্নাহ ৩/৮৭৪ হা/৩৮৬২-৪৬১৪, এর সনদ সহীহ]

মুহাম্মাদ নাসিরুদ্দীন আলবানী رحمه الله-ও ইমাম হাসান বসরী رحمه الله-এর সম্মান ও মর্যাদার স্বীকৃতি দিয়েছেন। তিনি লিখেছেন ঃ

هُوَ عَلِيُّ جَلَالَةِ قَدْرِهِ مُدَلِّسٌ ـ

"ইমাম হাসান বসরী رحمه الله উচ্চ মর্যাদাবান হওয়া সত্ত্বেও মুদাল্লিস ছিলেন।" [সিলসিলাতুল আহাদিসুয যঈফাহ ২/২৪পৃঃ। (আফসোস! আলবানী সাহেবের প্রতি। তিনি উচ্চ মর্যাদাবান বলেছেন আবার (তাঁকেই মুদাল্লিস বলে) ধোঁকাবাজও বলেছেন।][৬৯]

মাওরুকুল 'আজলী বলেছেন, আমাকে আবূ কাতাদাহ আল-'আদওয়ী বলেছেন ঃ"হে মাওরুক্ব! এ শায়েখকে (হাসান বসরীকে) আঁকড়ে থাক এবং তাঁর থেকে 'ইলম হাসিল কর। কেননা, আল্লাহ ﷻ'র ক্বসম! আমি এমন কোন লোক দেখি নি যিনি তাঁর থেকে বেশী (সাহাবী) উমার رضي الله عنه-এর সাথে সাদৃশ্যপুর্ণ। [ইমাম বুখারী, তারীখুল কাবীর ২/২৯০পৃঃ]

বিলাল رحمه الله বলেন ঃ আমার পিতা আমাকে বলেছেন, যাঁরা নবীর ﷺ সাহাবী নয় তাদের মধ্যে সাহাবীদের সাথে সবচেয়ে বেশী সাদৃশ্যপূর্ণ মানুষ হিসাবে হাসানের চেয়ে কাউকে দেখি নি। [তারীখুল কাবীর ২/২৯০পৃঃ]

হাসান বসরী رحمه الله উসমান رضي الله عنه-এর খেলাফতকালে কুরআন মাজীদ মুখস্থ করেছিলেন। বড় হয়ে জিহাদ, 'ইলম ও আমলকে আঁকড়ে ছিলেন। তিনি বিখ্যাত সাহসীদের অন্যতম ছিলেন। ইমাম যাহাবী رحمه الله বলেছেন ঃ"তিনি ছিলেন হাফেয, 'ইলমের সমুদ্রের অন্যতম আলেম, ... উচ্চ মর্যাদাসম্পন্ন এবং (নিজ যামানায়) দুর্লভ ব্যক্তিত্ব ছিলেন।" [তাযকিরাতুল হুফফায ১/৭১-৭২ পৃঃ]

লক্ষণীয় ঃ যিনি নিজ যামানায় এতটা উচ্চ মর্যাদাসম্পন্ন ইমাম ছিলেন, তিনি কি মুদাল্লিস তথা মিথ্যাবাদী হতে পারেন?

ইমাম বুখারী رحمه الله এবং দুই সাক্তার হাদীস ঃ ইমাম বুখারী رحمه الله বলেছেন

ثَنَا مُسَدَّدٌ عَنِ الْحَسَنِ قَالَ تَذَاكَرَ سَمُرَةُ وَعِمْرَانُ فَحَدَّثَ سَمُرَةُ أَنَّهُ حَفِظَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ سَكْتَتَيْنِ سَكْتَةٌ إِذَا كَبَّرَ وَسَكْتَةٌ إِذَا فَرَغَ مِنْ قِرَاءَةِ.

৬৯. লেখক মুদাল্লিস বলতেই ধোঁকাবাজ বুঝেছেন। অথচ মুহাদ্দিসগণ সবক্ষেত্রে মুদাল্লিস শব্দটি এই অর্থে ব্যবহার করেননি। কেবল শায়েখ আলবানীই رحمه الله নয়, অসংখ্য মুহাদ্দিস ও আসমাওর রিজাল বিশেষজ্ঞ একই মন্তব্য করেছেন। [দ্রঃ পূর্ববর্তী দু'টি টিকা]

mnxn `Av I whwKi + Bmjvgx eB

"...হাসান বসরী ﵀ বলেন, সামুরাহ এবং ইমরান ﵁ আলোচনা করছিলেন। সামুরাহ ﵁ বললেন ঃ আমি নবী ﷺ-এর দু'টি সাক্তা (ভালভাবে) স্মরণ রেখেছি : একটি হল তাকবীরে তাহরীমার পরে এবং অপরটি হল ক্বিরাআত শেষ করার পরে।" [ইমাম বুখারী, জুঝউল ক্বিরাআত পৃ: ৬৩]

ইমাম বুখারী ﵀-এ হাদীস দ্বারা দলীল গ্রহণ করেছেন এবং একে সহীহ গণ্য করেছেন। এখনও কি বলবেন, এ হাদীসটি য'য়ীফ?

ইমাম বায়হাক্বী ﵀ এবং দুই সাক্তার হাদীস ঃ ইমাম বায়হাক্বী ﵀ বলেছেন ঃ

حَدِيْثُ السَّكْتَتَيْنِ اَثْبَتَ مِنْ كُلِّ حَدِيْثٍ يُحْتَجُّ بِهِ مَنْ يَقُوْلُ بِتَرْكِ الْقِرَاءَةِ خَلْفَ الْاِمَامِ فِيْ جَمِيْعِ الصَّلَوَاتِ عِنْدَ اَهْلِ الْمَعْرِفَةِ بِالْحَدِيْثِ وَذَهَبَ اِلٰى هٰذَا الْمَذْهَبِ فِي الْجَمْعِ بَيْنَ الْاِنْصَاتِ عِنْدَ قِرَاءَةِ الْاِمَامِ وَقِرَاءَةِ الْفَاتِحَةِ عِنْدَ سَكْوْتِ الْاِمَامِ مِنْ سَمِيْنَا هُمْ فِي الْجُزْءِ قَبْلَهُ مِنَ الصَّحَابَةِ وَ التَّابِعِيْنَ وَمَنْ بَعْدَهُمْ ــ

"ইলমে হাদীসের উপর যারা অভিজ্ঞ, তাদের কাছে দুই সাক্তার হাদীস ঐ সমস্ত হাদীসের চেয়ে বেশী মজবুত, যা দ্বারা অনেক লোক সমস্ত সালাতেই ইমামের পিছে ক্বিরাআত না করার পক্ষে দলীল পেশ করে থাকে। আর এ আমল সাহাবা ﵃, তাবে'য়ীন ﵀ এবং তাঁদের পরবর্তী আলেম যাদের কথা এ পুস্তিকাতে আমরা পূর্বেই উল্লেখ করেছি; তাঁরা ইমামের ক্বিরাআতের সময় চুপ থাকতেন এবং ইমামের চুপ থাকার স্থানে সূরা ফাতিহা পড়তেন।" [বায়হাক্বী, কিতাবুল ক্বিরাআত পৃ: ৮৫]

সামুরাহ ﵁-এর দু'টি সাক্তা

عَنِ الْحَسَنِ قَالَ كَانَ سَمُرَةُ اِذَا كَبَّرَ سَكَتَ هَنِيْئَةً وَاِذَا فَرَغَ مِنَ السُّوْرَةِ سَكَتَ هَنِيْئَةً ــ

"হাসান বসরী ﵀ বলেছেন, সামুরাহ ﵁ যখন তাকবীরে তাহরীমা দিতেন তখন কিছু সময় সাক্তা করতেন, আর যখন সূরা পাঠ শেষ করতেন তখনও কিছু সময় সাক্তা করতেন।" [বায়হাক্বী, কিতাবুল ক্বিরাআত পৃ: ৮৬, এর সনদ সহীহ]

সামুরাহ বিন জুনদুব ﵁ বছরে ছয় মাস বসরাতে থাকতেন। [উসুদুল গাবাহ ২/৩৫৬]

mnxn `Av I whwKi + Bmjvgx eB

আলোচ্য বর্ণনাগুলো থেকে সুস্পষ্ট হল, তারা ইমামতিও করতেন। ইমাম হাসান বসরী ﵀-ও বসরাতে মুক্বীম ছিলেন। তাই এটা অসম্ভব যে, রসূলের সাহাবী সামুরাহ বিন জুনদুব ﵁-এর পিছে সালাত পড়েন নি। সুতরাং হাদীসে ইনক্বাতা' হবার কোন প্রশ্নই নেই। এ কারণে দুই সাক্তা সম্পর্কীত হাদীস সম্পূর্ণ সহীহ।

ইমাম বুখারী ও মুসলিম ﵀ ইমাম হাসান বসরীকে মুদাল্লিস হিসাবে মানেন নি ঃ ইমাম বুখারী ﵀ ইমাম হাসান বসরীকে মুদাল্লিস মানেন নি এবং তাঁর থেকে কোনরূপ শঙ্কা ছাড়াই হাদীস বর্ণনা করেছেন।[৭০] উদাহরণস্বরূপ একটি হাদীস সনদসহ নিচে উল্লেখ করা হল ঃ

حَدَّثَنَا اَبُوْ نَعِيْمٍ عَنْ هِشَامٍ عَنْ قَتَادَةَ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ اَبِيْ رَافِعٍ عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ إِذَا جَلَسَ بَيْنَ شُعَبِهَا الْاَرْبَعِ ثُمَّ جَهَدَهَا فَقَدْ وَجَبَ الْغُسْلُ ـ[صحيح بخاري كتاب الغسل باب إذا التقي الختانان]

এ হাদীসে ইমাম বুখারী ﵀ ইমাম হাসান বসরী ﵀-এর 'আন'আনাহ হওয়া সত্ত্বেও দলীল হিসাবে গ্রহণ করেছেন। অর্থাৎ ইমাম বুখারী ﵀ ইমাম হাসান বসরীকে মুদাল্লিস মনে করেন নি। যদি মুদাল্লিস হিসাবে গ্রহণ করতেন তাহলে তাঁর সম্পর্কে অভিযোগ দিতেন, যেভাবে ক্বাতাদার প্রতি অভিযোগ আছে। ইমাম বুখারী এ জাতীয় হাদীস সম্পর্কে লিখেছেন ঃ

وَقَالَ مُوْسٰى حَدَّثَنَا اَبَانُ قَالَ حَدَّثَنَا قَتَادَةُ اَخْبَرَنَا الْحَسَنُ مِثْلَهُ ـ

ইমাম বুখারী ﵀ কাতাদার প্রতি আরোপিত অভিযোগ **'اَخْبَرَنَا'** দ্বারা প্রতিষ্ঠিত করেছেন এবং তাদলীস হবার সন্দেহ দূর করেছেন। কিন্তু ইমাম হাসান বসরী ﵀-এর ক্ষেত্রে এমনটি করেন নি, অর্থাৎ তাঁকে মুদাল্লিস বলে গণ্য করেন নি।

ইমাম মুসলিম ﵀-ও ইমাম হাসান বসরী ﵀-কে মুদাল্লিস হিসাবে গণ্য করেন নি এবং তাঁর প্রতি অভিযোগ আরোপ করা ছাড়াই তাঁর হাদীস বর্ণনা করেছেন। উদাহরণস্বরূপ একটি হাদীস সনদসহ উল্লেখ করা হল ঃ

৭০. ইমাম বুখারী ও ইমাম মুসলিম মুদাল্লিসের ঐ সব বর্ণনাই গ্রহণ করেছেন যা তিনি সাহাবী থেকে শুনেছেন বলে প্রমাণিত কিংবা তার পরিপূরক সাক্ষ্যমূলক হাদীস আছে। আর এ ধরণের হাদীস মুহাদ্দিসদের কাছে সহীহ হাদীস বলেই গণ্য। সুতরাং সহীহাইনে মুদাল্লিস বর্ণনাকারীর রেওয়ায়াত থাকাটা এটা প্রমাণ করে না যে, তাঁরা তাঁকে মুদাল্লিস গণ্য করেন নি।[বিস্তারিত এই পুস্তকের 'তাদলীস ও মুদাল্লিস' শিরোনামের পরিশিষ্টাংশ-২] (অনুবাদক)

mnxn `Av I whwKi + Bmjvgx eB

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ التَّمِيْمِيّ اَخْبَرَنَا هُشَيْمٌ عَنْ مَنْصُوْرٍ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ حِطَّانَ بْنِ عَبْدِ اللهِ الرَّقَاشِيّ عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ ﷺ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ خُذُوْا عَنِّيْ خُذُوْا عَنِّيْ قَدْ جَعَلَ اللهُ لَهُنَّ سَبِيْلاً اَلْبِكْرُ بِالْبِكْرِ جَلْدُ مِائَةٍ وَنَفْيُ سَنَةٍ وَالثَّيِّبُ بِالثَّيِّبِ جَلْدُ مِائَةٍ وَالرَّجْمُ —

(সহীহ মুসলিম, কিতাবুল হুদুদ – بَابُ حَدِّ الزَّانِيْ)

ইমাম মুসলিম বিবাহিত ব্যক্তি ব্যভিচার করলে তাকে প্রথমে একশত বেত্রাঘাত ও পরে পাথর ছুড়ে হত্যার হাদীসকে দলীল হিসাবে গ্রহণ করেছেন। অথচ ইমাম হাসান বসরী رحمه الله এই সনদে 'আন'আনাহ রয়েছেন।

উক্ত দু'জন ইমামের উদাহরণ দেয়ার পরেও আমাদের জন্য অন্য কোন ইমামের উদাহরণ পেশ করার প্রয়োজন নেই।

মুহাদ্দিসীন এবং সাক্তা ঃ আহলে হাদীস তথা আহলে 'ইলম অর্থাৎ মুহাদ্দিসগণ ইমামের সাক্তার মধ্যে সূরা ফাতিহা পাঠ করার পক্ষপাতী। আবূ সালামাহ তাবে'য়ী رحمه الله বলেছেনঃ

لِلْاِمَامِ سَكْتَتَانِ فَاغْتَنِمُوا الْقِرَاءَةَ فِيْهِمْ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ —

"ইমামের দু'টি সাক্তা রয়েছে। ঐ দু'টি সাক্তাতে তোমরা সূরা ফাতিহা ক্বিরাআত কর।" [ইমাম বুখারী, জুঝউল ক্বিরাআত পৃ: ৬২; এর সনদ হাসান। (নাসিরুদ্দীন আলবানী এ বর্ণনাটিকে মওকুফ হিসাবে হাসান বলেছেন – সিলসিলাতুল আহাদীসুয য'য়ীফাহ ওয়াল মাওযু'আহ ২/৯৪ পৃ: হা/৫৪৬)]

ইমাম আবূ সালামাহ رحمه الله ইমাম হাসান বসরী رحمه الله–এর থেকে বর্ণনা করেন নি। এমনকি হাসান رحمه الله–ও আবূ সালামাহ رحمه الله থেকে বর্ণনা করেন নি। এরপরেও ইমাম আবূ সালামাহ رحمه الله–এর দু'টি সাক্তার হাদীসের 'ইলম ছিল। যদি একজন অন্যজনের কাছ থেকে বর্ণনা করত, তাহলে বলা যেত যে – আবূ সালামাহ رحمه الله দু'টি সাক্তা করার হাদীস হাসান বসরী رحمه الله থেকে শুনেছেন। যেহেতু এমনটি ঘটে নি, সুতরাং আবূ সালামাহ رحمه الله নিকট সাক্তার হাদীস (হাসান বসরীর মাধ্যম ছাড়া অন্য মাধ্যমে) সরাসরি পৌঁছেছে। মোটকথা এ বর্ণনাটি ইমাম হাসান বসরী رحمه الله–এর দু'টি সাক্তার হাদীসকে শক্তিশালী করে।

ইমাম 'আতা তাবে'য়ী رحمه الله বলেছেন ঃ

إِذَا كَانَ الْاِمَامُ يُجْهِرُ فَلْيُبَادِرْ بِقِرَاءَةِ اُمِّ الْقُرْاٰنِ اَوْ لِيَقْرَءْ بَعْدَ مَا يَسْكُتُ فَاِذَا قَرَءَ فَلْيَنْصِتْ كَمَا قَالَ اللهُ عَزَّوَجَلَّ —

mnxn `Av I whwKi + Bmjvgx eB

"যখন ইমাম জেহরী ক্বিরাআত করে তখন (এ ক্বিরাআত শুরুর পূর্বে) দ্রুত সূরা ফাতিহা পড়। কিংবা যখন সে (ইমাম) সাক্তা করে তখন পড়ে নাও। কিন্তু যখন ইমাম ক্বিরাআত করে তখন চুপ থাক, যেভাবে আল্লাহ ﷻ (সূরা আ'রাফ ঃ ২০৪ আয়াতে) বলেছেন।" [বুখারীর, জুঝউল ক্বিরাআত পৃঃ ৩১, এর সনদ সহীহ]

ইমাম 'আতা رحمه الله ইমাম হাসান বসরীর কাছ থেকে হাদীস শোনেন নি, তেমনি ইমাম হাসান বসরী رحمه الله-ও ইমাম 'আতা থেকে হাদীস বর্ণনা করেন নি। অর্থাৎ ইমাম 'আতা رحمه الله দু'টি সাক্তা সম্পর্কে অন্য কোন মাধ্যমে জ্ঞাত হয়েছেন। এ কারণে এ বর্ণনাটিও ইমাম হাসান বসরী رحمه الله-এর দু'টি সাক্তার বর্ণনাকে শক্তিশালী করে।

ইমাম বুখারী رحمه الله বলেছেন ঃ

نَقُوْلُ يَقْرَأُ خَلْفَ الْاِمَامِ عِنْدَ السَّكْتَاتِ ـ

"আমি বলছি, মুক্তাদী ইমামের সাক্তার মধ্যে পড়বে।" [জুঝউল ক্বিরাআত পৃঃ১১]

কেবল আলোচ্য ইমামগণই নন, বরং সমস্ত মুহাদ্দিসদের এ আমলই ছিল। ইমাম তিরমিযী رحمه الله লিখেছেন ঃ

وَاخْتَارَ اَصْحَابُ الْحَدِيْثِ اَنْ لَا يَقْرَأَ الرَّجُلُ اِذَا جَهَرَ الْاِمَامُ بِالْقِرَاءَةِ قَالُوْا يَتَّبِعُ سَكْتَاتِ الْاِمَامِ ـ

"মুহাদ্দিসগণ এ বিষয়টি গ্রহণ করেছেন যে, যখন ইমাম উচ্চ আওয়াজে ক্বিরাআত করেন তখন মুক্তাদীরা কিছুই পাঠ করবে না। মুহাদ্দিসগণ বলেন, ইমামের সাক্তার অনুসরণ (পাঠ) করবে।"

[তিরমিযী, কিতাবুস সালাত – بَابُ مَا جَاءَ فِي تَرْكِ الْقِرَاءَةِ خَلْفَ الْاِمَامِ]

অর্থাৎ সমস্ত আহলে হাদীস অর্থাৎ মুহাদ্দিস বা আলেমগণ ইমামের সাক্তা করাকে সহীহ হিসাবে গ্রহণ করেছেন। কিন্তু আজকাল লোকেরা অজ্ঞ হওয়া সত্ত্বেও নিজেদেরকে আহলে হাদীস দাবী করে এবং বলে ঃ "ইমামের দু'টি সাক্তা প্রমাণিত নয়। সুতরাং ইমাম দু'টি সাক্তা করবে না এবং মুক্তাদী সাক্তার মধ্যে পাঠ করবে না।" এখন বলুন, আলেমদের কথা শুনবেন, না অজ্ঞ লোকদের কথা? আমাদের সম্পর্কে তারা বলে থাকে যে, তারা 'ইলম রাখে না, তাহলে কি তারা মুহাদ্দিসদেরকেও 'ইলমহীন মনে করে? আসল কথা হল, তারা আজ পর্যন্ত দু'টি সাক্তার হাদীসের উপর আমল করে নি। এ কারণে আমল না করার ওজর উপস্থাপন করে, যেন হাদীসগুলোর উপর আমল না করার নিন্দা থেকে বেঁচে থাকতে পারে। সর্বোপরি তারা ইমাম হাসান বসরী رحمه الله-কে মুদাল্লিস (তথা

mnxn `Av I whwKi + Bmjvgx eB

মিথ্যাবাদী) বলে আমল না করার বাহানা বের করেছে। আফসোস! ইমাম হাসান বসরী ﵀ এমন একজন ইমাম যাঁর থেকে ইমাম বুখারী, ইমাম মুসলিম প্রমুখ উচ্চ মর্যাদাসম্পন্ন মুহাদ্দিসগণ হাদীস বর্ণনা করেছেন, তাঁকেই মিথ্যাবাদী সাব্যস্ত করা হচ্ছে! তাদের কি লজ্জা নেই, ইমাম হাসান বসরী ﵀ এবং আরো এমন বিশেরও বেশী সংখ্যক ইমামকে তারা মিথ্যাবাদী সাব্যস্ত করেছে। তাহলে সহীহ বুখারী ও সহীহ মুসলিম এমনকি সমস্ত 'ইলমে হাদীসের মর্যাদা কি দাঁড়াবে? যদি মিথ্যাবাদীর হাদীস حَدَّثَنَا দ্বারা বর্ণনা করা হয়, তাহলে সেটাকে কিভাবে সত্য বলা যাবে?[৭১]

যাঁরা দু'টি সাক্তার হাদীসকে সহীহ হিসাবে গণ্য করেছেন ঃ (১) ইমাম বুখারী ﵀ এটা তাঁর জুঝউল ক্বিরাআতে এনেছেন এবং তা দ্বারা দলীল গ্রহণ করেছেন। (২) ইমাম বায়হাক্বী ﵀ এটা প্রতিষ্ঠিত করেছেন। (৩) ইমাম বুখারী, মুসলিম, তিরমিযী ﵀ প্রমুখ ইমাম হাসান বসরী ﵀-এর 'আন'আনাহ সহীহ হিসাবে গ্রহণ করেছেন। (৪) আহলে হাদীস তথা মুহাদ্দিসগণ দু'টি সাক্তার হাদীসকে সহীহ গণ্য করেছেন এবং এর উপর নিজেদের আমলের ভিত্তি স্থাপন করেছেন। (৫) ইমাম শাফেয়ী, ইমাম আহমাদ, ইমাম আওযা'য়ী ও ইমাম ইসহাক ﵀-ও দু'টি সাক্তার হাদীসের পক্ষপাতী [নায়লুল আওতার ২/২০১]। (৬) ইমাম হাকিম এ হাদীসকে সহীহ বুখারী ও সহীহ মুসলিমের শর্তাধীনে সহীহ বলেছেন। (৭) ইমাম যাহাবী ﵀ ইমাম হাকিমের কথার উপর চুপ থেকেছেন। (৮) ইমাম আবূ দাউদ এ ব্যাপারে চুপ থেকেছেন (সহীহ হবার ব্যাপারে আপত্তি করেন নি)। (৯) ইমাম মুনযিরীও এ ব্যাপারে চুপ থেকেছেন (সহীহ হবার ব্যাপারে আপত্তি করেন নি)। (১০) ইমাম তিরমিযী ﵀ এ হাদীসকে হাসান

[৭১]. আমরা পূর্বেই বলেছি, মুদাল্লিস মাত্রই মিথ্যুক রাবী নয়। বিভিন্ন কারণে সিক্বাহ ও সত্যবাদী বর্ণনাকারীও তাদলীস করেছেন। শায়েখ যুবায়ের আলী ঝাই মুদাল্লিস অথচ হাদীসের ইমাম হিসাবে স্বীকৃত ব্যক্তিদের সম্পর্কে বিভিন্ন উদ্ধৃতির পর লিখেছেন ঃ "আলোচনার সারমর্ম হল, এ ব্যাপারে আলেমদের ইজমা' হয়েছে তাদলীস সম্পর্কীত আলোচনা 'বিশেষ বৈশিষ্ট্যমন্ডিত'। সিক্বাহ বর্ণনাকারীর তাদলীসের কারণে তাঁর আদালত (বিশ্বস্ততা) ম্লান হয় না। বরং অবশ্যই তিনি জবরদস্ত, সত্যবাদী ও সিক্বাহ ইমাম। এরপরেও তাঁর শ্রবণের ব্যাখ্যাহীন বর্ণনা সহীহাইন (বুখারী-মুসলিম) ব্যতীত অন্য কিতাবের ক্ষেত্রে অগ্রহণযোগ্য। তাদলীস ও এ সম্পর্কীত আলোচনা কেবল মাস'উদ আহমাদই অবাঞ্ছিত করেছেন। তারা (প্রকারান্তরে) খারেজীদের মত পাপাচারীকে মুসলিম জামা'আত থেকে বহিস্কৃত মনে করেন। [যুবায়ের আলী ঝাই, আত-তা'সিস ফী মাসআলাতিত তাদলীস, মাসিক আল-হাদীস ৩৩/৪৯পৃঃ] (অনুবাদক)

mnxn `Av I whwKi + Bmjvgx eB

বলেছেন। (১১) ইমাম শাওকানী একে সহীহ বলেছেন (নায়লুল আওতার ২/২০০)। (১২) আহমাদ মুহাম্মাদ শাকির তাঁর "তা'লিকাত 'আলাত তিরমিযী"তে একে সহীহ বলেছেন। এত বিপুল সংখ্যক আলেম কর্তৃক দু'টি সাক্তার হাদীস সহীহ বা হাসান হিসাবে গ্রহণ করার মোকাবেলায় নাসিরুদ্দীন আলবানী কর্তৃক হাদীসটিকে "য'য়ীফ" হিসাবে গণ্য করার কোন ভিত্তিই নেই। ক্ষেত্রবিশেষে তিনি সহীহ য'য়ীফ নির্ণয়ে নিজস্ব দৃষ্টিভঙ্গির মধ্যে সীমাবদ্ধ থেকেছেন। মুহাদ্দিস আহমাদ মুহাম্মাদ শাকির রহঃ নাসিরুদ্দীন আলবানী রহঃ-এর অগ্রগামী। তিনি তাহক্বীক্বের পদ্ধতি প্রবর্তনকারী। তিনি অনেক বড় মুহাক্কিক্ব (বিশ্লেষক) ছিলেন। তিনি এ হাদীসকে সহীহ বলেছেন।

আলবানী রহঃ কর্তৃক দুই সাক্তার হাদীসকে য'য়ীফ বলার রহস্য ঃ আলবানী রহঃ এ হাদীসকে কেবল এ জন্য য'য়ীফ বলেছেন যে, এর সনদে হাসান বসরী মুদাল্লিস। অথচ ইমাম হাসান বসরী রহঃ মুদাল্লিস নন, আর যিনি ইমাম তিনি মুদাল্লিস হতে পারেন না। যেহেতু হাসান বসরী রহঃ এর প্রতি তাদলীসের অভিযোগ সুস্পষ্টরূপে অহেতুক বিষয়, সুতরাং আলবানী রহঃ-এর য'য়ীফ বিশ্লেষণমূলক বর্ণনার ভিত্তি সম্পূর্ণরূপে নির্মূল হল।

আলবানী রহঃ-এর সহীহ ও য'য়ীফ বিশ্লেষণে অবিচলতা নেই। একটি হাদীসকে কোথাও তিনি য'য়ীফ বলে থাকলেও অন্য কোথাও ঐ একই হাদীসকে তিনি সহীহ বলেছেন। তাঁর পারস্পরিক বৈপরীত্যকে হাসান বিন 'আলী আস্-সিক্কাফ দু'টি খণ্ডে একত্র করেছেন। কিতাবটির নাম হল ঃ

تَنَاقُضَاتُ الْاَلْبَانِيِّ الْوَاضِحَات فِيْمَا وَقَعَ فِيْ تَصْحِيْحِ الْحَدِيْثِ وَتَضْعِيْفِهَا مِنْ اَخْطَاءٍ وَغَلَطَاتٍ (دار الامام النووي الاردن/عمان ص ب ٩٢٥٣٩٣

আলবানী রহঃ-এর অবস্থা এমন যে, তিনি সুস্পষ্ট য'য়ীফ হাদীসকেও সহীহ বলে দিতেন। কিন্তু যখন এটা বুঝতেন যে, আলেমরা এটা গ্রহণ করবেন না তখন কৌশল অবলম্বনপূর্বক লিখেছেন ঃ هُوَ عِنْدِيْ صَحِيْحٌ (এটা আমার কাছে সহীহ)। বলুন, এ অবস্থাকে আপনি কি বলবেন?

আলবানী রহঃ দুই সাক্তার হাদীসকে কেন য'য়ীফ বলেছেন? ঃ এর কারণ হল, আলবানী রহঃ জেহরী সালাতে মুক্তাদীর জন্য ক্বিরাআত করা নাজায়েয মনে করেন। [দ্রঃ আলবানী লিখিত, রসূলুল্লাহ ﷺ-এর সালাত]

mnxn `Av I whwKi + Bmjvgx eB

যদি তিনি দুই সাক্তার হাদীসকে সহীহ হিসাবে গণ্য করেন, তাহলে তো জেহরী সালাতে মুক্তাদীদের জন্যে সূরা ফাতিহা ক্বিরাআত করার হুকুমকে মেনে নেয়া হয়। কিন্তু তিনি তা করতে পারেন না। তিনি নিজের মাযহাবকে ছাড়তে রাজী নন, যদিও তার জবাব হাদীস দ্বারা দেয়া হোক না কেন?

মুহাদ্দিস নাসিরুদ্দীন আলবানী رحمه الله কর্তৃক সাক্তা সম্পর্কীত হাদীসকে য'য়ীফ বলার কারণে যারা গর্বিত, তারা কি জেহরী সালাতে মুক্তাদীর সূরা ফাতিহা পাঠ না করার ব্যাপারে আলবানীর সিদ্ধান্তের পক্ষপাতী? যদি তারা এ মাসআলাতে আলবানী رحمه الله-কে ভুল বলে মনে করে থাকেন, তাহলে অন্যান্য ক্ষেত্রে আলবানীর ভুল প্রমাণ হওয়া সত্ত্বেও কেন তারা সেটাকে দলীল হিসাবে মানছেন? আলবানী رحمه الله-এর উচ্চ প্রশংসাকারীরা, তাঁকে জারাহ ও তা'দিলের ইমাম মান্যকারীরা এবং তাঁকে মুহাক্কিক্ব ও মুহাদ্দিস বলে স্বীকৃতি দানকারীরা কেন তাঁর এই ফতোয়া গ্রহণ করছেন না যে, "ইমামের পিছনে মুক্তাদীর জন্য (জেহরী সালাতে) সূরা ফাতিহা পাঠ নাজায়িয।" আলবানীর তাহক্বীক্ব অনুযায়ী জেহরী সালাতে মুক্তাদীর সূরা ফাতিহা পাঠের হাদীস মানসুখ। আলবানীর তাহক্বীক্বের উপর গর্বকারীরা এ পর্যায়ে তাঁর তাহক্বীক্ব কেন গ্রহণ করছেন না?

আলবানী رحمه الله-ও ইমাম হাসান বসরী رحمه الله-এর 'আন'আনাহ হাদীসকে হাসান (উত্তম) গণ্য করেছেন ঃ আলবানী رحمه الله সবক্ষেত্রে হাসান বসরী رحمه الله-এর 'আন'আনাহ হাদীসকে য'য়ীফ গণ্য করেন নি। যেমন ঃ আবূ দাউদ, কিতাবুত তাহারাত – بَابٌ فِيْ رُخْصَةٍ فِيْ تَرْكِ الْغُسْلِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ এর একটি হাদীস যেখানে ইমাম হাসান বসরী رحمه الله-এর 'আন'আনাহ সুস্পষ্ট; অথচ তিনি হাদীসটিকে গ্রহণ করেছেন। [দ্রঃ আলবানী-র, সহীহ আবূ দাউদ ১/৭২পৃঃ, হা/ ৩৪১]। সুস্পষ্ট হল, আলবানী رحمه الله কর্তৃক দুই সাক্তার হাদীসকে য'য়ীফ বলার কারণ হল – এটা তাঁর মাযহাবের বিরোধী। অথচ জুম'আর দিন গোসল সম্পর্কীত হাদীসকে হাসান বলেছেন। কেননা, এটা তাঁর মাযহাব মোতাবেক্ব। মোটকথা আলবানী رحمه الله হাসান বসরী رحمه الله-এর হাদীসে 'আন'আনাহ থাকা সত্ত্বেও তাকে হাসান (উত্তম) গণ্য করেছেন। সুতরাং তাঁর কাছেও দুই সাক্তার হাদীস য'য়ীফ নয়, বরং হাসান।

আফসোস! আমাদের বিরোধীরা যদি উত্তম বিষয়ের প্রতি পক্ষপাতীত্ব করে ইনসাফের দাবী পূরণ করত এবং দুই সাক্তার হাদীসকে সহীহ বলে ঘোষণা দিত।

অভিযোগ–৩ ঃ আলবানী رحمه الله লিখেছেন –"যদি সাক্তার হাদীস সহীহ হয়ে থাকে, তাহলে সেটা তো তোমাদের বিরোধীতা করে। কেননা, এর দ্বিতীয়

mnxn `Av I whwKi + Bmjvgx eB

সাক্তাটি সম্পূর্ণ ক্বিরাআত শেষে। অথচ তোমরাতো সূরা ফাতিহার পরে সাক্তা করে থাক।" [সিলসিলাতুল আহাদীসুয য'য়ীফাহ ওয়াল মাওযু'য়াহ ২/২৫ পৃঃ]

জবাব ঃ এ অভিযোগটি শাফেয়ীদের প্রতি আরোপিত হতে পারে, আমাদের প্রতি নয়। কেননা, আমরাতো সম্পূর্ণ ক্বিরাআত শেষে সাক্তা করি।

অভিযোগ–৪ঃ আলবানী رحمه الله লিখেছেন –"এ হাদীসের মতন ইযতারাব।[৭২] কোন বর্ণনায় দ্বিতীয় সাক্তাটি সূরা ফাতিহার পর, আবার কোন বর্ণনায় দ্বিতীয় সূরা বা সম্পূর্ণ ক্বিরাআতের পর। [সিলসিলাতুল আহাদীসুয য'য়ীফাহ ওয়াল মাওযু'য়াহ ২/২৫ পৃঃ]

জবাবঃ এর জবাব স্বয়ং আলবানী رحمه الله-ই দিয়েছেন। তিনি رحمه الله লিখেছেনঃ

وَهٰذِهِ الرِّوَايَةُ الْأَخِيْرَةُ هِيَ الصَّوَابُ فِي الْحَدِيْثِ لَوْ صَحَّ لِأَنَّهُ اتَّفَقَ عَلَيْهَا أَصْحَابُ الْحَسَنِ يُوْنُسُ وَأَشْعَثُ وَحُمَيْدُ الطَّوِيْلُ ـ

"যদি হাদীসের মতন সহীহ হয় তাহলে দ্বিতীয় সূরার পরে সাক্তা করাটাই সহীহ। কেননা, এর উপর হাসান বসরী رحمه الله–এর ছাত্র ইউনুস, আস'আস এবং হুমায়িদ একমত রয়েছেন।"[সিলসিলাতুল আহাদীসুয য'য়ীফাহ ওয়াল মাওযু'য়াহ ২/২৬ পৃঃ]

তাছাড়া আবূ কাতাদাহ رحمه الله–এর বর্ণনাতেও দ্বিতীয় সাক্তা ক্বিরাআতের পরে বর্ণিত হয়েছে। সূরা ফাতিহার পর সাক্তা করার বর্ণনা হাদীসের মতনে নেই। এটা ক্বাতাদাহ-র রায় বা ক্বিয়াস। সুতরাং এটা দলীল নয়। তাছাড়া যখন হাসান বসরী رحمه الله–এর অন্যান্য শিষ্যদের বর্ণনা দ্বারা উক্ত ক্বিয়াস খণ্ডিত হয়।

মোটকথা, দুই সাক্তা সম্পর্কীত হাদীসের মতনের প্রতি ইযতারাব এর অভিযোগ সম্পূর্ণ ভুল।

কুরআন ও হাদীস বিরোধী আমল ঃ যারা ইমামের পিছনে সাক্তার মধ্যে সূরা ফাতিহা পড়ে না, বরং ইমামের সাথে সাথে পড়তে থাকে, তারা কুরআন মাজীদ ও হাদীসে নববী ﷺ-এর বিরোধী আমল করে থাকে। আল্লাহ ﷻ বলেন ঃ

وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْاٰنُ فَاسْتَمِعُوْا لَهُ وَانْصِتُوْا ـ

"আর (হে মু'মিনগণ!) যখন কুরআন তিলাওয়াত করা হয় তখন মনোযোগের সাথে শোন এবং চুপ থাক।" [সূরা আ'রাফ, ২০৪ আয়াত]

৭২. যে হাদীসের বর্ণনাকারী হাদীসের সনদ বা মতনকে বিভিন্ন প্রকারে গোলমাল করে বর্ণনা করে বর্ণনা করেছেন, সে হাদীসকে মুযতারাব বলে। (কাজটিকে ইযতিরাব বলে) এক্ষেত্রে যে হাদীসটি অগ্রগণ্য, সেটি গ্রহণ করার বিধান আছে।

mnxn `Av I whwKi + Bmjvgx eB

আলোচ্য ইলাহী নির্দেশের দাবী হল, যখন কুরআন মাজীদ তিলাওয়াত করা হয় তখন চুপ থেকে মনোযোগের সাথে শুনতে থাকবে। এক্ষেত্রে আমাদের বিরোধীদের আমল কুরআনের উপর নেই বললেই চলে। তবে ইমাম বুখারী ﵀ তরজমাতুল বাবে এ ধরণের দলীল গ্রহণ করেছেন, যে দৃষ্টিভঙ্গি কুরআন ও সুন্নাতের ব্যাপরে হওয়া উচিত ছিল। অন্যথায় বিভিন্ন পক্ষের তাক্বলীদ করাটাই প্রমাণিত হয়। রসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন ঃ

وَإِذَا قَرَأَ فَأَنْصِتُوْا ــ [صحيح مسلم كتاب الصلاة باب التشهد في الصلاة]

"যখন ইমাম ক্বিরাআত করেন তখন চুপ থাক।" [সহীহ মুসলিম, কিতাবুস সালাত بَابُ التَّشَهُّدِ فِي الصَّلَاةِ]। এ হাদীসটি আবূ মূসা আশ'আরী ﷺ বর্ণনা করেছেন। একইভাবে আবূ হুরায়রা ﷺ-ও বর্ণনা করেছেন এবং ইমাম মুসলিম ﵀ একে সহীহ বলে গণ্য করেছেন।

আলোচ্য আয়াত ও হাদীসের উপর আমল বিলুপ্ত প্রায়। উক্ত আয়াত ও হাদীসটির উপর কেবল তখনই আমল করা যেতে পারে, যখন ইমাম দু'টি সাক্তা করবে তখন সূরা ফাতিহা পড়ে নেবে। ইমাম বুখারী ﵀ লিখেছেন ঃ

وَكَانَ اَبُوْ سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ وَمَيْمُوْنُ بْنُ مِهْرَانَ وَغَيْرُهُمْ وَ سَعِيْدُ بْنُ جُبَيْرٍ يَرَوْنَ الْقِرَاءَةَ عِنْدَ سَكْوْتِ الْاِمَامِ لِقَوْلِ النَّبِيِّ ﷺ لَا صَلَاةَ اِلَّا بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ فَتَكُوْنُ قِرَاءَتُهُ فَاِذَا قَرَءَ الْاِمَامُ اَنْصَتَ حَتّٰى يَكُوْنَ مُتْبِعًا لِقَوْلِهِ تَعَالٰى وَاسْتَمِعُوْا لَهُ وَاَنْصِتُوْا فَيَسْتَعْمِلُ قَوْلَ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ ــ

"আবূ সালামাহ বিন 'আবদুর রহমান, মায়মুন বিন মিহরান ﵀ প্রমুখ এবং সা'য়িদ বিন জাবির ﵀ ইমাম চুপ থাকার সময় ক্বিরাআত করার পক্ষপাতী। ... কেননা, রসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন ঃ 'সূরা ফাতিহা ছাড়া সালাত হবে না।' এভাবে (অর্থাৎ ইমামের সাক্তার মধ্যে সূরা ফাতিহা পড়ার মাধ্যমে) মুক্তাদী আল্লাহ ﷻ'র বাণী ঃ 'যখন কুরআন তিলাওয়াত করা হয় তখন শোন এবং চুপ থাক' – সম্বলিত হুকুমেরও অনুসারী হবে এবং রসূলুল্লাহ ﷺ এর হাদীস ঃ 'সূরা ফাতিহা ছাড়া সালাত হবে না' – সম্বলিত হুকুমেরও অনুসারী হবে।" [বুখারী, জুঝউল ক্বিরাআত পৃঃ ১১]

ইমাম বায়হাক্বী ﵀ বলেছেন ঃ

mnxn `Av I whwKi + Bmjvgx eB

قَالَ الْاِمَامُ اَحْمَدُ رَحِمَهُ اللهُ وَفِيْ حَدِيْثِ سَمُرَةَ كَانَ يَسْكُتُ قَبْلَ الْقِرَاءَةِ وَبَعْدَهَا ــ قَالَ الْبُخَارِيُّ فَاِذَا قَرَأَ فِيْ سَكْتَةِ الْاِمَامِ لَمْ يَكُنْ مُخَالِفًا لِحَدِيْثِ اَبِيْ خَالِدٍ لِاَنَّهُ يَقْرَءُ فِيْ سَكْتَاتِ الْاِمَامِ فَاِذَا قَرَأَ اَنْصَتَ ــ

"ইমাম আহমাদ رحمه الله বলেছেন ঃ 'সামুরাহ رضي الله عنه-এর হাদীসে রসূলুল্লাহ ﷺ ক্বিরাআতের পূর্বে সাক্তা করতেন এবং ক্বিরাআতের পরেও সাক্তা করতেন।' ইমাম বুখারী رحمه الله বলেছেন ঃ'যখন মুক্তাদী ইমামের সাক্তার স্থানে পড়বে তখন তা আবূ খালিদের হাদীস (যখন ইমাম পড়েন তখন চুপ থাক)এর বিরোধী হয় না। কেননা, সে ইমামের সাক্তার মধ্যে পড়ছে, আর ইমাম যখন পড়েন তখন সে চুপ থাকছে।" [বায়হাক্বী, কিতাবুল ক্বিরাআত পৃ: ৯১]

মোটকথা এভাবে পড়লে কুরআন মাজীদের আয়াত [فَاسْتَمِعُوْا لَهُ وَاَنْصِتُوْا] এবং হাদীস [اِذَا قَرَأَ فَاَنْصِتُوْا] এর বিরোধী হয় না। সবগুলোর উপর একত্রে আমল হয়ে যাচ্ছে। ইমাম বায়হাক্বী رحمه الله আলোচ্য বর্ণনার মাধ্যমে এটাই প্রতিষ্ঠিত করেছেন যে, যখন ইমাম আহমাদ এবং ইমাম বুখারী رحمه الله নিকট দু'টি সাক্তার হাদীস প্রমাণিত, তখন এ হাদীসের উপর আমল করা জরুরী। এটা কুরআন মাজীদ এবং হাদীসের পারস্পরিক বিরোধ নিরসন করে।

এ সমন্বয়টি কতই না উত্তম। আফসোস! মুক্তাদীর জন্যে সূরা ফাতিহা পড়া ওয়াজিব গণ্যকারীরা এবং সূরা ফাতিহা না পড়ার পক্ষপাতীরা ইমাম বুখারী رحمه الله ও প্রমুখের সুস্পষ্ট সমন্বয়কে গ্রহণ করেন নি। এমনকি আজ পর্যন্ত বিতর্ক করে যাচ্ছেন। একটি দল কুরআন মাজীদের বিরুদ্ধাচারণ করছে পক্ষান্তরে অন্য দলটি হাদীস অমান্য করে চলছে। অথচ আলোচ্য সমন্বয়ের মাধ্যমে কুরআন ও হাদীসের উপর একত্রে আমল হয়ে যায়। একটিকে ত্যাগ করা এবং অপরটির উপর আমল করা – এটা কি ধরণের ইসলাম?

mnxn `Av I whwKi + Bmjvgx eB

দুই সাক্তার হাদীসের সাক্ষ্যমূলক হাদীস

(১) আব্দুল্লাহ ইবনে 'আমর ইবনুল 'আস ﷺ বলেন ঃ

إِنَّهُ كَانَ يَقْرَءُ خَلْفَ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ إِذَا أَنْصَتَ فَإِذَا قَرَأَ لَمْ يَقْرَأْ فَإِذَا أَنْصَتَ قَرَأَ ـ

"তিনি রসূলুল্লাহ ﷺ-এর পিছনে তখন ক্বিরাআত করতেন যখন তিনি ﷺ **চুপ** থাকতেন। আর যখন রসূলুল্লাহ ﷺ ক্বিরাআত করতেন তখন তিনি ﷺ কিছুই পড়তেন না। পুনরায় যখন রসূলুল্লাহ ﷺ **চুপ** থাকতেন তখন তিনি ক্বিরাআত করতেন।" [বায়হাক্বী, কিতাবুল ক্বিরাআত পৃ: ৮৬]

এ হাদীসটির অপর একটি সনদ রয়েছে। ইমাম বায়হাক্বী رحمه الله বর্ণনা করেছেন ঃ

إِنَّهُمْ كَانُوْا يَقْرَؤُنَ خَلْفَ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ إِذَا أَنْصَتَ فَإِذَا قَرَأَ لَمْ يَقْرَؤُا وَإِذَا أَنْصَتَ قَرَؤُا ـ

"সাহাবাগণ ﷺ রসূলুল্লাহ ﷺ-এর পিছে তখন ক্বিরাআত করতেন যখন তিনি ﷺ **চুপ** থাকতেন। আর যখন রসূলুল্লাহ ﷺ ক্বিরাআত করতেন তখন সাহাবাগণ ﷺ **চুপ** থাকতেন। অতঃপর যখন রসূলুল্লাহ ﷺ **চুপ** থাকতেন তখন সাহাবাগণ ﷺ ক্বিরাআত করতেন।" [বায়হাক্বী, কিতাবুল ক্বিরাআত পৃ: ৬৯]

আলোচ্য দু'টি হাদীসের চিহ্নিত স্থানগুলোর প্রতি মনোযোগ দিন। রসূলুল্লাহ ﷺ-এর দু'টি সাক্তা সুস্পষ্টভাবে প্রকাশিত হয়েছে।

সংশয় ঃ আলোচ্য হাদীসের সনদে একজন রাবী (বা বর্ণনাকারী) 'আবূস সালত', যিনি মুতাকাল্লিম ফিহী। সুতরাং এ হাদীসটি য'য়ীফ।

জবাব ঃ 'আবূস সালত' দ্বিতীয় হাদীসটির সনদে রয়েছেন। তিনি প্রথম হাদীসটির সনদে নেই। সুতরাং প্রথম হাদীসটি য'য়ীফ নয়, বরং সম্পূর্ণ সহীহ।

দ্বিতীয় হাদীসটির সনদে যদিও 'আবূস সালত' য'য়ীফ বর্ণনাকারী, কিন্তু তিনি সবার কাছেই য'য়ীফ নন। ইমাম ইয়াহইয়া ইবনে মু'য়ীন এবং ইমাম আবূ সাঈদ আল-হারবী 'আবূস সালত'কে সিক্বাহ বলেছেন। সুতরাং দ্বিতীয় হাদীসটি কমপক্ষে হাসান পর্যায়ের। তাছাড়া যেহেতু হাসান হাদীসও গ্রহণযোগ্য, সুতরাং উভয় হাদীসই মাক্ববুল বা গ্রহণীয় হল। কোনটিই প্রত্যাখ্যাত নয়। এতদ্ব্যতীত যদি হাদীস সহীহ হয়, সেক্ষেত্রে একটিই যথেষ্ট। এ কারণে প্রথম হাদীসটি সহীহ হওয়ায় আমলের জন্যে এটাই যথেষ্ট।

mnxn `Av I whwKi + Bmjvgx eB

হাদীস দু'টি সম্পর্কে ইমাম বায়হাক্বী رحمه الله**-এর মন্তব্য ঃ** ইমাম বায়হাক্বী আলোচ্য দু'টি হাদীসকেই সহীহ বলেছেন। তিনি লিখেছেন ঃ

فَلِقِرَاءَةُ الْمَامُوْمِ فَاتِحَةُ الْكِتَابِ فِيْ سَكْتَةِ الْإِمَامِ شَوَاهِدُ صَحِيْحَةٌ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ جَدِّهٖ ـ

"মুক্তাদীর জন্যে ইমামের সাক্তার মধ্যে সূরা ফাতিহা পড়া 'আমর বিন শু'আয়িব তাঁর পিতা থেকে তিনি তাঁর দাদার সনদে বর্ণিত হাদীসটি সহীহ হবার সাক্ষ্যস্বরূপ (প্রমাণিত)।" [বায়হাক্বী, কিতাবুল কিরাআত পৃ: ৫৫, মাতবু'আহ প্রিন্টিং ওয়ার্কস দিল্লী]

আলোচ্য উদ্ধৃতির মাধ্যমে সুস্পষ্ট হল যে, ইমাম বায়হাক্বী رحمه الله-এর নিকট দ্বিতীয় হাদীসটি হাসান নয় বরং সহীহ।

আলবানীর অদ্ভুত এবং দুর্বল চাতুরতা ঃ আলবানী رحمه الله লিখেছেন ঃ

اِبْنُ عُمَيْرٍ هٰذَا مَتْرُوْكٌ شَدِيْدُ الضُّعْفِ

"ইবনে 'উমায়ির মাতরুক এবং অত্যন্ত য'য়ীফ।
[সিলসিলাতুল আহাদীসুয য'য়ীফাহ ওয়াল মাওযু'য়াহ ২/৪২০]

অতঃপর লিখেছেনঃ وَنَحْوَهُ الْمُثَنِّيْ ابْنُ الصَّبَاحِ فَقَدْ ضَعَّفَهُ الْجُمْهُوْرُ مِنَ الْاَئِمَّةِ

"একই অবস্থা মাসনা ইবনুস সাবাহ এর। অধিকাংশ আয়িম্মাদের কাছে তিনি য'য়ীফ হিসাবে বিবেচিত।" [সিলসিলাতুল আহাদীসুয য'য়ীফাহ ওয়াল মাওযু'য়াহ ২/৪২০]

অতঃপর লিখেছেন ঃ وَاَمَّا اِبْنُ لِهِيْعَةَ فَهُوَ مَعْرُوْفٌ بِالضَّعْفِ

"আর ইবনে লিহইয়ার য'য়ীফ হওয়াটা প্রসিদ্ধ।"[সিলসিলাতুল আহাদীসুয য'য়ীফাহ ওয়াল মাওযু'য়াহ ২/৪২০]

আলবানীর চাতুরতার রহস্য ঃ আলবানী رحمه الله ইবনে 'উমায়ির, মাসনা এবং ইবনে লিহইয়াহর প্রতি আপত্তি উত্থাপন করেছেন। অথচ ইমাম বায়হাক্বী স্বয়ং এ তিনজন বর্ণনাকারীকে য'য়ীফ গণ্য করেছেন। তিনি رحمه الله লিখেছেন ঃ

مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَيْرٍ وَاِنْ كَانَ غَيْرُ يُحْتَجُّ بِهٖ وَكَذٰلِكَ بَعْضُ مَنْ تَقَدَّمَ مِمَّنْ رَاَوْهُ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ فَلِقِرَاءَةُ الْمَامُوْمِ فَاتِحَةُ الْكِتَابِ فِيْ سَكْتَةِ الْإِمَامِ شَوَاهِدُ صَحِيْحَةٌ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ جَدِّهٖ ـ

"যদি মুহাম্মাদ বিন আব্দুল্লাহ বিন 'উমায়ির থেকে দলীল না নেয়া হয়। এভাবে কিছু সংখ্যক বর্ণনাকারী যারা 'আমর বিন শু'আয়িব থেকে বর্ণনা করেছেন,

mnxn `Av I whwKi + Bmjvgx eB

যাদের অবস্থা পূর্বে বর্ণিত হয়েছে। তাদের থেকে দলীল গ্রহণ করা না হলেও ইমামের সাক্তার স্থানে মুক্তাদীদের সূরা ফাতিহা পড়ার সম্পর্কে 'আমর বিন শু'আয়িবের সহীহ বর্ণনা আছে।" [বায়হাক্বী, কিতাবুল ক্বিরাআত পৃ: ৫৫]

স্বয়ং ইমাম বায়হাক্বী রহঃ উক্ত তিন বর্ণনাকরীর প্রতি অভিযোগ করেছেন এবং তাদের মাধ্যমে দলীল প্রতিষ্ঠা করেন নি। সুতরাং আলবানী রহঃ য'য়ীফ বলে এমন কী ইতিহাস সৃষ্টি করেছেন? আলবানীর লেখনী থেকে এটা সুস্পষ্ট হয় যে, ইমাম বায়হাক্বী রহঃ উক্ত তিন বর্ণনাকারীকে সহীহ গণ্য করেছেন। কিন্তু আলবানী রহঃ তাদেরকে য'য়ীফ গণ্য করেছেন। আসল কথা হল, ইমাম বায়হাক্বী উক্ত তিন বর্ণনাকারীকে য'য়ীফ গণ্য করার পর লিখেছেন ঃ এটা অন্যগুলোর সাক্ষ্যস্বরূপ সহীহ। অর্থাৎ ইমাম বায়হাক্বী রহঃ ঐ তিন বর্ণনাকারীর বর্ণনাকে সহীহ বলেন নি। তিনি রহঃ কেবল ঐ বর্ণনাকে সহীহ বলেছেন যার মধ্যে উক্ত তিন জন বর্ণনাকারী নেই, যা আমি পূর্বে "দুই সাক্তার হাদীসের সাক্ষীমূলক হাদীস" অনুচ্ছেদে বর্ণনা করেছি, যা নিঃসন্দেহে সহীহ।

আলবানী রহঃ ঐ সমস্ত হাদীসকে য'য়ীফ গণ্য করেছেন যা আমরা উপস্থাপন করি নি। যে সমস্ত বর্ণনা আমরা উপস্থাপন করেছি সেগুলোর সহীহ বা য'য়ীফ নির্ণয় করা থেকে তিনি বিরত থেকেছেন। আর কিভাবে তিনি য'য়ীফ গণ্য করবেন যখন ইমাম বায়হাক্বী তাকে সহীহ বলেছেন। আলবানী রহঃ লিখেছেন ঃ

وَاَمَّا الشَّوَاهِدُ الَّتِيْ اَشَارَ اِلَيْهَا الْبَيْهَقِيُّ فَعَلٰى فَرْضِ التَّسْلِيْمِ بِصِحَّتِهَا فَهُوَ مَوْقُوْفٌ ـ

"আর যদি সাক্ষ্যমূলক হাদীস যার প্রতি ইমাম বায়হাক্বী ইঙ্গিত দিয়েছেন – সহীহ হিসাবে মেনে নিই, তাহলে তাকে মাওকুফ[৭৩] বলতে হবে।"

[সিলসিলাতুল আহাদীসুয য'য়ীফাহ ওয়াল মাওযু'য়াহ ২/৪২০]

যে সাক্ষ্যগুলোর প্রতি ইমাম বায়হাক্বী রহঃ ইঙ্গিত দিয়েছেন, তিনি সেগুলোকে সনদসহ নিজের কিতাবে বর্ণনা করেছেন। আলবানী রহঃ সেগুলোকে য'য়ীফ হিসাবে কেন গণ্য করলেন না? যে সমস্ত বর্ণনাকে স্বয়ং ইমাম বায়হাক্বী য'য়ীফ বলেছেন, আলবানী রহঃ কেবল সে বর্ণনাগুলোকেই য'য়ীফ বলেছেন। অবশেষে কি হল? তাঁর উদ্দেশ্যই বা কি? যে সমস্ত বর্ণনাকে ইমাম বায়হাক্বী রহঃ সহীহ বলেছেন, সেগুলোকে কেন তিনি য'য়ীফ প্রমাণ করলেন না? মোটকথা তিনি আলোচ্য বর্ণনাগুলো সহীহ হিসাবে গ্রহণ করার বিষয়ে যা কিছু লিখেছেন, সেগুলো তাঁর দুর্বলতা এবং আত্মপক্ষ সমর্থন। সুতরাং হাদীসগুলো সম্পূর্ণরূপে সহীহ। সহীহকে ফরয করার ব্যাপারটি কিভাবে জরুরী হতে পারে? অবশ্য আলবানীর

৭৩. যে সনদ সূত্রে কোন সাহাবীর কথা, কাজ বা অনুরূপ কিছুর উদ্ধৃতি বর্ণিত হয়েছে – তাকে মাওকুফ হাদীস বলে।

mnxn `Av I whwKi + Bmjvgx eB

কাছে সেটা জরুরী। আর সে জরুরী বিষয়টি হল, পাঠকগণ তাঁকে দুর্বলমনা ভাববেন। কিন্তু আলবানী ﵀ সহীহ হিসাবে মেনে নিয়ে তার জবাব দিয়েছেন।

আলবানী ﵀ এটি সহীহ বিলফরয হিসাবে মেনে নিয়েছেন। তিনি এর য'য়ীফ প্রমাণ করতে পারেন নি, সুতরাং একে মাওকুফ বলে এড়িয়ে গেছেন।

'আব্দুল্লাহ ইবনে আমর ﵁-এর হাদীসটি কি মওকুফ ঃ একটি হাদীসে 'আব্দুল্লাহ বিন 'আমর ﵁-এর বর্ণনা হল, "আমি রসূলুল্লাহ ﷺ-এর সাক্তার মধ্যে পড়তাম।" অর্থাৎ এ পড়াটা 'আব্দুল্লাহ ইবনে 'আমর ﵁-এর আমল, রসূলুল্লাহ ﷺ-এর আমল নয়। এ কারণে আলবানী ﵀-এর বক্তব্য অনুযায়ী এটা মওকুফ হাদীস। আমরা এটা মেনে নিচ্ছি যে, সাহাবীর আমল। কিন্তু আমরা হাদীসটিকে মওকুফ মানতে রাজী নই। (এর কারণ পরবর্তীতে বর্ণিত হবে।)

বিস্ময়ের ব্যাপার হল, সাহাবা ﵃ নবী ﷺ-এর পিছনে সাক্তার মধ্যে ক্বিরাআত করতেন। কিন্তু আলবানীর ﵀ মতে, সাহাবাগণ ﵃-এর আমল যা তাঁরা রসূলুল্লাহ ﷺ এর জীবদ্দশায় তাঁর ﷺ ইমামতিতে আমল করতেন, সে আমল দলীল হিসাবে গণ্য নয়। আফসোস! এ হাদীসটি কি কমপক্ষে তাক্বরীরি মারফু' হাদীসের সত্যায়ন করে না? যদি সাহাবাগণ ﵃-এর পড়াটা নাজায়িয হত, তাহলে রসূলুল্লাহ ﷺ কেন তাঁদেরকে নিষেধ করলেন না? যদি মেনে নেয়া হয় যে, নবী ﷺ খবরটি জানতেন না, তাহলে এ বিষয়টি উপস্থাপন হবে নিরর্থক। আচ্ছা যদি ধরে নেয়া হয় যে, রসূলুল্লাহ ﷺ খবরটি জানতেন না, কিন্তু আল্লাহ ﷻ 'আলিমুল গায়েব কি সেটা জানতেন না?.

আশ্চর্যের বিষয় হল! সাহাবাদের ﵃ আমল যা রসূলুল্লাহ ﷺ-এর জীবদ্দশায় জারি ছিল তাকে না মারফু' হিসাবে গণ্য করা হচ্ছে, না দলীল হিসাবে গ্রহণ করা হচ্ছে। আফসোস!!

সাক্তা নবী ﷺ করতেন না সাহাবী ﵃ করতেন? ঃ যদি মেনে নেয়া হয় যে, সাহাবা ﵃-এর আমলটি মওকুফ, সুতরাং এটা দলীল নয়। সেক্ষেত্রে বলব, আমরা সাহাবা ﵃-এর আমল কোথায় পেশ করলাম? আমাদের আলোচনার মূল বিষয়তো রসূলুল্লাহ ﷺ-এর দু'টি সাক্তা। এটাও কি মওকুফ? সাক্তা করাটাও কি সাহাবাদের ﵃ আমল ছিল? পড়াটা যদিও সাহাবাদের ﵃ আমল ধরে নেয়া হয়, কিন্তু সাক্তা করাটাতো তাদের ﵃ আমল নয়। সাক্তা করাটা রসূলুল্লাহ ﷺ-এর আমল, সুতরাং এটা নিঃসন্দেহে মারফু' হাদীস। এখনোও কি রসূলের অনুসারী দাবীদারগণ তাঁর ﷺ সুন্নাতটি জীবিত করবেন না? এরফলে হাদীসের বাতিল ব্যাখ্যা খণ্ডিত হবে। হাশরের ময়দানে নিজেদের কৃত্রিমতা কোন কাজে আসবে না, তেমনি নিজেদের মাযহাবও কোন কাজে আসবে না। সেখানে

mnxn `Av I whwKi + Bmjvgx eB

কেবলমাত্র রসূলের অনুসরণই কাজে আসবে। রসূল ﷺ-এর অনুসরণই প্রকৃতপক্ষে ইসলাম।

মোটকথা দু'টি সাক্তা সম্বলিত হাদীসকে আলবানী য'য়ীফ সাব্যস্ত করতে পারেন নি। সুতরাং ঐ দু'টি সাক্তাতে সাহাবাদের ﷺ আমলকে বিরোধী হিসাবে গণ্য করা সুস্পষ্ট বাতিল। এক্ষেত্রে তিনি ঐ উসূলকে ত্যাগ করেছেন যা স্বয়ং তাঁর কাছেই গ্রহণযোগ্য। তাছাড়া ঐ সমস্ত আসার যা আলবানী رحمه الله বর্ণনা করেছেন, তাতে সাক্তার বর্ণনা নেই। তাহলে সেগুলোকে কিভাবে সাংঘর্ষিক বলা যাবে? আর যদি সাংঘর্ষিক হয়েই থাকে তবুও সেগুলো মারফু' হাদীসের মোকাবেলায় উপস্থাপন করা যায় না। ঐ সমস্ত আসারের বর্ণনা হল, 'ইমামের পিছনে পড়ো না' – এগুলো কি আলবানী ও তাঁর প্রশংসাকারী সাথীদের নিকট পছন্দনীয়? তাছাড়া জাবির ﷺ ছাড়া কোন সাহাবীর আসারে সূরা ফাতিহা শব্দটি নেই। আবার জাবির ﷺ নিজেই সূরা ফাতিহা পড়তেন। সুতরাং তাঁর ক্বওল[৭৪] ও ফে'ল[৭৫] সাংঘর্ষিক। তাঁর ﷺ ক্বওল হাদীসে মারফু'[৭৬] এর মোকাবেলায় উপস্থাপন করা যাবে না।

'আব্দুল্লাহ ইবনে 'আমর ﷺ-এর হাদীসের প্রতি অপর একটি অভিযোগ ঃ 'আমর বিন শু'আয়িব 'আন আবীহি 'আন জাদ্দিহি – সনদটি য'য়ীফ।

জবাব ঃ অভিযোগ হল, 'আমর বিন শু'আয়িব তাঁর পিতা শু'আয়িব থেকে শোনেন নি এবং শু'আয়িব নিজের দাদা 'আব্দুল্লাহ ইবনে 'আমর থেকে শোনেন নি।

এ অভিযোগটি সম্পূর্ণ ভুল। নিঃসন্দেহে 'আমর, শু'আয়িব থেকে শুনেছেন এবং শু'আয়িব নিঃসন্দেহে 'আব্দুল্লাহ ইবনে 'আমর থেকে শুনেছেন। ইমাম আহমাদ رحمه الله বলেছেন ঃ

وَقَدْ صَحَّ سِمَاعُ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ مِنْ اَبِيْهِ وَصَحَّ سِمَاعُ شُعَيْبٍ مِنْ جَدِّهِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو –

"আমর বিন শু'আয়িবের নিজের পিতা থেকে এবং শু'আয়িব নিজের দাদা 'আব্দুল্লাহ ইবনে 'আমর থেকে শোনা সহীহ।" [আল-মুস্তাদরাক ২/৪৭পৃঃ]

শু'আয়িব বলেন ঃ

اِنَّ رَجُلاً اَتَىٰ عَبْدَ اللهِ بْنِ عَمْرٍو ﷺ يَسْأَلُهُ عَنْ مُحْرِمٍ وَقَعَ بِامْرَأَةٍ فَاَشَارَ اِلَىٰ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ ﷺ فَذَهَبْتُ مَعَهُ فَرَجَعَ اِلَىٰ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو ﷺ (قَالَ

৭৪. যে হাদীসে কারো কথা দ্বারা আদেশ, নিষেধ ও উপদেশ বুঝা যায় তাকে ক্বওলী হাদীস বলে।

৭৫. যে হাদীস দ্বারা কারো কাজকে প্রকাশ করে তাকে ফে'লী হাদীস বলে।

৭৬. যে হাদীসের সম্পর্ক নবী ﷺ-এর প্রতি করা হয় এবং যার সম্পর্ক অন্য কারো প্রতি অবিচ্ছিন্ন কিংবা বিচ্ছিন্ন কোন সূত্রই আরোপিত হয় নি, তাকে মারফু' হাদীস বলে।

mnxn `Av I whwKi + Bmjvgx eB

شَعْبٌ) وَاَنَا مَعَهُ [قَالَ الْحَكِمُ : هٰذَا حَدِيْثٌ ثِقَاتُ رُوَاتُهُ حُفَّاظٌ وَهُوَ كَا لْآخِذِ بِالْيَدِ فِيْ صِحَّةِ سِمَاعِ شُعَيْبِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ جَدِّهِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو (المستدرك جزء ٢ صـ٦٥) وَرَاهُ الْبَيْهَقِيُّ فِيْ كِتَابِ الْمَعْرِفَةِ وَ قَالَ اِسْنَادُهُ صَحِيْحٌ وَقَالَ الشَّيْخُ فِي الْاِمَامِ رِجَالُهُ كُلُّهُمْ ثِقَاتٌ مَشْهُوْرُوْنَ ـ

"এক ব্যক্তি 'আব্দুল্লাহ বিন 'আমর ﷺ-এর কাছে আসলেন। তিনি মুহরিম (ইহরামকারী) নারীর সাথে সোহবত করা সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলেন। 'আব্দুল্লাহ ইবনে 'আমর ﷺ আব্দুল্লাহ ইবনে 'উমর ﷺ-এর দিকে ইশারা করলেন (তিনি তাঁর কাছে গেলেন) আমিও তাঁর সাথে গেলাম অতঃপর সে ফিরে আসল এবং (শু'আয়িব বলেন) আমিও তাঁর সাথে ছিলাম [ইমাম হাকিম বলেন] এ হাদীসের বর্ণনাকারী সিক্বাহ, হাফিয। এ হাদীসটি শু'আয়িব বিন মুহাম্মাদ নিজের দাদা 'আব্দুল্লাহ বিন 'আমর থেকে শোনার বিশুদ্ধতার তুলনা হল, যেমন কেউ কারো হাত আঁকড়ে থাকল।[(আল-মুস্তাদরাক ২/৬৫ পৃ:) ইমাম বায়হাক্বী তাঁর 'কিতাবুল মা'রিফাতে হাদীসটি বর্ণনা করেছেন এবং বলেছেন ঃ 'হাদীসটির সনদ সহীহ' এবং শায়েখ বলেছেন ঃ এর সমস্ত বর্ণনাকারীই সিকাহ ও মাশহুর) শামসুল হক 'আযীমাবাদী, তা'লিকুল মুগনী - দারা কুতনী ২/৩১০ পৃ:]

সাহেবে মির'আত লিখেছেন ঃ

لَيْسَتْ بِمُرْسَلَةٍ وَلَا مُنْقَطِعَةٍ كَمَا تَوَهَّمَ اِبْنُ حِبَّانٍ وَمَنْ وَافَقَهُ بَلْ هِيَ مُتَّصِلَةٌ وَلَا تَنْحَطُّ عَنْ دَرَجَةِ الْحَسَنِ اِذَا كَانَ الْاِسْنَادُ اِلَيْ عَمْرٍو صَحِيْحًا قَالَ الذَّهَبِيُّ حَدِيْثُهُ مِنْ قَبِيْلِ الْحَسَنِ إِذَا قَالَ الْحَافِظُ فِيْ تَرْجَمَةِ عَمْرٍو قَوِيَةٍ عَلَي الْمُخْتَارِ حَيْثُ لَا تُعَارِضُ اِنْتَهَيْ وَقَالَ النَّوَوِيُ اِنَّ الْاِحْتِجَاجَ بِهِ هُوَ الصَّحِيْحُ الْمُخْتَارُ الَّذِيْ عَلَيْهِ الْمُحَقِّقُوْنَ مِنْ اَهْلِ الْحَدِيْثِ وَهُمْ اَهْلُ هٰذَا الْفَنِّ وَعَنْهُمْ يُؤْخَذُ ـ

"এ হাদীসটি না মুরসাল না মুনক্বাতে', যদিও ইবনে হিব্বান এবং অনুরূপ অনেকে দাবী করেছেন। বরং হাদীসটি মুত্তাসিল। তাছাড়া হাসানের মর্যাদা মোটেই কম নয় যখন 'আমর পর্যন্ত হাদীসের সনদ সহীহ। ইমাম যাহাবী رحمة الله عليه বলেছেন ঃ 'আমরের হাদীস হাসান হবার নিকটবর্তী। হাফিয ইবনে হাজার رحمة الله عليه 'আমর সম্পর্কে লিখেছেন ঃ 'আমরের হাদীসটি মুখতারে হাদীস হিসাবে শক্তিশালী, যখন কোন কিছুর সাথে সাংঘর্ষিক হয় না। ইমাম নববী رحمة الله عليه লিখেছেন ঃ এ হাদীসের ইহতিজাজ করা সহীহ এবং মুখতার। মুহাদ্দিসদের মধ্যে থেকে মুহাক্বিক্বদের কাছে

mnxn `Av I whwKi + Bmjvgx eB

এটাই মুখতার। আর প্রকৃতপক্ষে মুহাদ্দিসরা এ বিষয়ের আহ্‌ল (অধিকারী)। তাছাড়া তাদের থেকেই (হাদীসের শুদ্ধতার ফায়সালা) নেয়া হয়।" [মির'আতুল মাসাবীহ, হা/৯৯, ১ম খণ্ড]

ইমাম তিরমিযী رحمه الله বলেছেন ঃ

قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ اِسْمٰعِيْلَ رَأَيْتُ اَحْمَدَ وَاِسْحٰقَ وَذَكَرَ غَيْرَهُمَا يَحْتَجُّوْنَ بِحَدِيْثِ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ قَالَ مُحَمَّدُ وَقَدْ سَمِعَ شُعَيْبُ بْنُ مُحَمَّدٍ مِنْ جَدِّهِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو

"মুহাম্মাদ বিন ইসমাঈল অর্থাৎ ইমাম বুখারী رحمه الله বলেছেন ঃ আমি ইমাম আহমাদ ও ইসহাক এবং আরো অনেক ইমামকে দেখেছি হাদীসে 'আমর বিন শু'আয়িব (বিন মুহাম্মাদ 'আন জাদ্দিহি 'আবদুল্লাহ বিন 'আমর) থেকে দলীল গ্রহণ করেছেন। ইমাম বুখারী رحمه الله আরো বলেছেন ঃ শু'আয়িব বিন মুহাম্মাদ, 'আব্দুল্লাহ বিন 'আমর থেকে নিশ্চিতভাবে শুনেছেন।" [তিরমিযী, আবওয়াবুস সালাত-بَابُ مَا جَاءَ فِيْ كَرَاهِيَةِ الْبَيْعِ وَالشِّرَاءِ وَانْشَادِ الضَّالَّةِ وَالشِّعْرِ فِي الْمَسْجِدِ]

আলোচ্য হাদীসে 'আমর, 'আমরের পিতা শু'আয়িব, শু'আয়িবের পিতা মুহাম্মাদ এবং মুহাম্মাদের পিতা 'আব্দুল্লাহ ইবনে 'আমর উল্লেখযোগ্য ব্যক্তিত্ব। 'আমর বিন শু'আয়িব 'আন আবিহী 'আন জাদ্দিহি অর্থ 'আমর নিজের পিতা শু'আয়িব থেকে এবং শু'আয়িব নিজের দাদা 'আব্দুল্লাহ ইবনে 'আমর থেকে বর্ণনা করেছেন। জাদ্দিহি এর ০ (হা) যমীরের সম্পর্ক শু'আয়িবের সাথে, 'আমরের সাথে নয়। জাদ্দিহি বলতে মুহাম্মাদকে বুঝানো হয় নি, কেননা মুহাম্মাদ তখন মারা গেছেন কিন্তু শু'আয়িব তখন জীবিত আছেন। শু'আয়িব তাঁর দাদা 'আব্দুল্লাহ ইবনে 'আমরকে পেয়েছিলেন। সুতরাং শু'আয়িব নিজের পিতা থেকে হাদীস বর্ণনা করতে পারেন নি, তিনি নিজের দাদা 'আব্দুল্লাহ ইবনে 'আমর থেকে বর্ণনা করেছিলেন, অর্থাৎ তাঁর নিজের দাদার সাক্ষাৎ পেয়েছিলেন। এ কারণে তাঁর থেকে শোনা এবং তাঁর থেকে বর্ণনা করা সম্পূর্ণ সহীহ বলে গণ্য। অনেক মুহাদ্দিস ভুলবশত জাদ্দিহির ০ (হা) যমীরের সম্পর্ক 'আমরের সাথে গণ্য করেছিলেন। ফলে জাদ্দিহি বলতে মুহাম্মাদ হয়েছে। অথচ মুহাম্মাদ তখন মৃত্যুবরণ করেছেন, সুতরাং তাঁর থেকে হাদীস শোনা অসম্ভব মনে করেছেন। আবার অনেকে মনে করেছেন, জাদ্দিহি বলতে 'আব্দুল্লাহ ইবনে 'আমর। কিন্তু শু'আয়িব নিজের দাদা 'আব্দুল্লাহ ইবনে 'আমরের সাক্ষাৎ পান নি। সুতরাং হাদীসের সনদ স্বাভাবিকভাবেই য'য়ীফ। কিন্তু এ দু'টি ধারণাই ভুল। গবেষক মুহাদ্দিসগণ এটা প্রমাণ করেছেন যে, 'আমর নিজের পিতা শু'আয়িব থেকে শুনেছেন এবং শু'আয়িব নিজের দাদা 'আব্দুল্লাহ ইবনে 'আমর থেকে শুনেছেন। সুতরাং হাদীসের সনদ

mnxn `Av I whwKi + Bmjvgx eB

সম্পূর্ণ সহীহ। প্রথম পর্যায়ে কিছু মুহাদ্দিসদের যে ভুল ছিল, তা উদ্ভাবনের পর সে ভুলগুলো উপস্থাপন করা সুস্পষ্ট বাড়াবাড়ি।

আহমাদ মুহাম্মাদ শাকির ﵀ লিখেছেন ঃ

وَالتَّحْقِيْقُ اِنَّ رِوَايَةَ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ جَدِّهٖ مِنْ اَصَحِّ الْاَسَانِيْدِ —

"আমর বিন শু'আয়িব 'আন আবিহী 'আন জাদ্দিহি সম্পর্কে বিশ্লেষণ হল, এ রেওয়ায়াত (বর্ণনা) উৎকৃষ্ট সহীহ সনদ সমৃদ্ধ।" [তা'লিকাত আহমাদ মুহাম্মাদ শাকির 'আলাত তিরমিযী ২/১৪১ পৃঃ]

ইমাম বুখারী ﵀ বলেছেন ঃ

اَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ وَعَلِيُّ بْنُ الْمَدِيْنِيِّ وَاِسْحَاقُ بْنُ رَاهوَيَهِ وَ اَبَا عُبَيْدٍ وَعَامَّةُ اَصْحَابِنَا يَحْتَجُّوْنَ بِحَدِيْثِ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ جَدِّهٖ مَا تَرَكَهُ اَحَدٌ مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ —

"আহমাদ বিন হাম্বল, 'আলী ইবনে মাদীনী, ইসহাক্ব বিন রাহওয়াইহ, ইমাম আবূ 'উবায়িদ এবং আমাদের আসহাব (ওস্তাদগণ) সবাই এ হাদীস দলীল হিসাবে গ্রহণ করেছেন। মুসলিমদের কেউই এটাকে ত্যাগ করেন নি।" [তা'লিকাত আহমাদ মুহাম্মাদ শাকির 'আলাত তিরমিযী ২/১৪১ পৃঃ]

ইমাম ইসহাক বিন রাহওয়াইহ বলেছেন ঃ

اِذَا كَانَ الرَّوِيُّ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ جَدِّهٖ ثِقَةً فَهُوَ كَا اَيُّوْبَ عَنْ نَافِعٍ عَنْ اِبْنِ عُمَرَ —

"যদি 'আমর থেকে হাদীস বর্ণনাকারী সিকাহ হয়ে থাকে, তাহলে এর মর্যাদা হল – 'আইয়ূব 'আন নাফে' 'আন ইবনে 'উমর সনদের মত।" [তা'লিকাত আহমাদ মুহাম্মাদ শাকির 'আলাত তিরমিযী ২/১৪১ পৃঃ]

দু'টি সাক্তা করার হাদীসে 'আমর থেকে বর্ণনাকারী হলেন আব্দুল হুমায়িদ বিন জা'ফর। তিনি সিকাহ (বিশ্বস্ত) বর্ণনাকারী। ইমাম মুসলিম ﵀ নিজের সহীহ গ্রন্থে তাঁর থেকে দলীল গ্রহণ করেছেন। মোটকথা ইমাম রাহওয়াইহ ﵀-এর বক্তব্য অনুযায়ী দু'টি সাক্তা করার হাদীস উচ্চস্তরের সহীহ হাদীস।

'আব্দুর রহমান আল-বান্না আস-সা'আতি লিখেছেন ঃ

اِحْتَجَّ بِهِ الْجُمْهُوْرُ وَوَثَّقَهُ النَّسَائِيُّ وَ قَالَ الْحَافِظُ اَبُوْ بَكْرِ بْنِ زِيَادٍ سِمَاعُ عَمْرٍو عَنْ اَبِيْهِ وَصَحَّ سِمَاعُ شُعَيْبٍ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو ﷺ —

"এ হাদীস দ্বারা অধিকাংশ মুহাদ্দিস দলীল গ্রহণ করেছেন। নাসা'য়ী এটিকে মু'তাবার হিসাবে গ্রহণ করেছেন। হাফিয আবূ বকর ইবনে যিয়াদ ﵀ বলেছেনঃ

mnxn `Av I whwKi + Bmjvgx eB

'আমরের নিজের পিতা থেকে শ্রবণ করা এবং শু'আয়েব কর্তৃক 'আব্দুল্লাহ ইবনে 'আমর ﷺ থেকে শ্রবণ করা সহীহ হিসাবে প্রতিষ্ঠিত। [বুলূগুল আমানী ১৫/১৭৫ পৃ:]

ইবনুস সিলাহ رحمه الله লিখেছেন ঃ وَقَدْ اِحْتَجَّ اَكْثَرُ اَهْلِ الْحَدِيْثِ بِحَدِيْثِهِ. –"অধিকাংশ আহলে হাদীস তথা মুহাদ্দিসরা এ হাদীসকে দলীল মনে করেছেন।" [মুক্বাদ্দামাহ ইবনুস সালাহ পৃ:১৫৭]

আবূ 'উমর বিন 'আব্দুল বার رحمه الله 'আমর 'আন আবিহি 'আন জাদ্দিহি হাদীসটির সনদ সম্পর্কে লিখেছেন ঃ

هٰذَا الْحَدِيْثُ مَعْرُوْفٌ مَشْهُوْرٌ مِنْ حَدِيْثِ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ جَدِّهِ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ وَهُوَ حَدِيْثٌ صَحِيْحٌ لاَ يُخْتَلِفُ اَهْلُ الْعِلْمِ فِيْ قَبُوْلِهِ وَالْعَمَلِ بِهِ

"এই 'আমর বিন শু'আয়িব 'আন আবিহি 'আন জাদ্দিহি বর্ণিত হাদীসটির সনদ মা'রূফ, মাশহুর এবং এটা সহীহ হাদীস। এটার গ্রহণযোগ্যতার ব্যাপারে এবং এর উপর 'আমল করার ব্যাপারে আলেমদের মধ্যে কোন ইখতিলাফ (মতপার্থক্য) নেই।" [আত-তা'লিকাত আহমাদ মুহাম্মাদ শাকির 'আলাত তিরমিযী ২/১৪৩ পৃ:]

ইমাম বুখারী رحمه الله লিখেছেন ঃ

رَاَيْتُ عَلِيَّ بْنَ مَدِيْنِي وَاَحْمَدَ بْنَ حَنْبَلٍ وَالْحُمَيْدَ وَاِسْحَاقَ بْنَ رَاهوَيَهَ يَحْتَجُّوْنَ بِهِ –

"আমি ইমাম 'আলী ইবনে মাদীনী, হুমায়িদ, আহমাদ বিন হাম্বল ও ইসহাক বিন রাহওয়াইহ رحمه الله–কে দেখেছি; তাঁরা এ হাদীসকে দলীল হিসাবে গ্রহণ করেছেন। [দারা কুতানী ২/২১০ পৃ:]

দারা কুতনীর কিতাবুল বু'য়ূ এর একটি হাদীসের শব্দ হল,

قَالَ (بَكِيْرٌ) سَمِعْتُ عَمْرَو بْنَ شُعَيْبٍ يَقُوْلُ سَمِعْتُ شُعَيْبًا يَقُوْلُ سَمِعْتُ عَبْدَ اللهِ بْنِ عَمْرٍو

"বাকীর বলেছেন, 'আমর বিন শু'আয়িব থেকে শুনেছি, তিনি বলেছেন ঃ আমি শু'আয়িব থেকে শুনেছি তিনি 'আব্দুল্লাহ বিন 'আমর থেকে শুনেছেন।" [দারা কুতনী ২/৩১০ পৃ:]

মোটকথা 'আমর, শু'আয়িব থেকে না শোনা এবং শু'আয়িব, 'আব্দুল্লাহ ইবনে 'আমর থেকে না শোনার দাবী সম্পূর্ণরূপে ভিত্তিহীন।

ইমাম তিরমিযী رحمه الله লিখেছেন ঃ

وَحَدِيْثُ مُحَمَّدِ بْنِ اِسْحَاقَ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ حَسَنٌ صَحِيْحٌ –

"মুহাম্মাদ বিন ইসহাক 'আন 'আমর বিন শু'আয়িব বর্ণিত হাদীসটি সহীহ।" [তিরমিযী, اَبْوَابُ الْبِرِّ وَالصِّلَةِ بَابُ مَا جَاءَ فِيْ رَحْمَةِ الصِّبْيَانِ]

mnxn `Av I whwKi + Bmjvgx eB

ইমাম আবূ দাউদ ﵀-ও এ সনদে হাদীস বর্ণনা করেছেন এবং চুপ থেকেছেন। [আবূ দাউদ, কিতাবুত তাহারাত]

মোটকথা আব্দুল্লাহ ইবনে 'আমরের হাদীসটি সম্পূর্ণ সহীহ এবং উচ্চস্তরের।

(১)আবূ হুরায়রা ﵁-এর দু'টি সাক্তা ঃ আবূ হুরায়রা ﵁ বলেছেন ঃ

لِلْإِمَامِ سَكْتَتَانِ فَاغْتَنِمُوا الْقِرَاءَةَ فِيهِمَا بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ

"ইমামের দু'টি সাক্তা রয়েছে, এতে সূরা ফাতিহা পড়ার সুযোগ গ্রহণ কর।" [জুঝ'উল ক্বিরাআত, পৃঃ ৬২। এর সনদ হাসান]

আলবানী বলেছেন ঃ এ হাদীসটি হাসান। সুতরাং এক্ষেত্রে এটাই হওয়া উচিত ছিল যে, তিনি এ হাদীস অনুযায়ী আমল করবেন। কিন্তু তিনি হাদীসটিকে মওকুফ বলে এড়িয়ে গেছেন।

আবূ হুরায়রা ﵁-এর যামানাতে এমন একটি সময় এসেছিল, যখন মারওয়ান মদীনার আমীর ছিল। মাসজিদে নববী ﷺ-এর তিনিই ইমাম ছিলেন। প্রশ্ন হল, আবূ হুরায়রা ﵁-এর উক্তি অনুযায়ী ইমাম বলতে কি মারওয়ানকে বুঝানো হয়েছে? যদি মারওয়ান হয়ে থাকে, তাহলে আবূ হুরায়রা ﵁ কি মারওয়ানের ইত্তিবা' ওয়াজিব মনে করতেন যে, তাঁর 'আমলকে তিনি দলীল হিসাবে উপস্থাপন করেছেন? এটা কখনই হতে পারে না। আবূ হুরায়রা ﵁-এর মতেও ওয়াজিবুল ইত্তিবা' কেবলমাত্র রসূলুল্লাহ ﷺ। সুতরাং তাঁর ﵁ বর্ণিত উক্ত বাক্যে ইমাম বলতে রসূলুল্লাহ ﷺ-কে বুঝানো হয়েছে। ইমাম শব্দে বর্ণিত উক্ত হাদীসটি যদিও মারফু' নয়, তবুও গভীরভাবে চিন্তা করলে এটা একই দাবী পূরণ করে। আলবানী ﵀ জন্যে তাঁর নিজের দৃষ্টিতে উক্ত হাদীসকে মওকুফ বলে এড়িয়ে যাওয়াটা ইনসাফের দাবী নয়। রসূলুল্লাহ ﷺ দু'টি সাক্তা করতেন। অতঃপর তাঁর অনুসারী মাসজিদের ইমামগণও সাক্তা করতেন। আর এ বিষয়টিই আবূ হুরায়রা ﵁ বর্ণনা করেছেন।

আলবানী ﵀-এর তাহক্বীক্বে হাদীসটি হাসান। আর হাসান হাদীস গ্রহণযোগ্য। এর উপর আমল করা জরুরী। এ হাদীস থেকে স্পষ্ট হয় যে, আবূ হুরায়রা ﵁ খুব ভালভাবেই দু'টি সাক্তার হাদীসের ব্যাপারে জ্ঞাত ছিলেন। তাছাড়া এটাও প্রমাণিত হয় যে, আবূ হুরায়রা ﵁ সাক্তা করার উদ্দেশ্য জানতেন এবং এ বিষয়টি প্রচারও করতেন। এখন যদি কোন ব্যক্তি এ কথা বলেন যে, ঐ সাক্তার উদ্দেশ্য ছিল শ্বাস নেয়া। সেক্ষেত্রে এ ক্বিয়াস বা রায়টি আলোচ্য হাদীসসমূহের বিরোধী হওয়ায় অহেতুক, অনর্থক বরং সুস্পষ্ট বাতিল।

mnxn `Av I whwKi + Bmjvgx eB

সার-সংক্ষেপ

প্রথম হাদীস ঃ সামুরাহ ﷺ-এর হাদীস সম্পূর্ণ সহীহ। ইমাম হাসান বসরী رحمه الله-কে মুদাল্লিস তথা মিথ্যাবাদী, ধোঁকাবাজ বলা সুস্পষ্ট বেয়াদবী এবং নফসের প্রতারণা।

দ্বিতীয় হাদীস ঃ 'আব্দুল্লাহ ইবনে 'আমর ﷺ-এর হাদীসটিও সহীহ। প্রাথমিকভাবে হাদীসটির উপর অভিযোগের সূত্রপাত করা হলেও, পরবর্তীতে মুহাদ্দিসদের তাহক্বীক্বের মাধ্যমে প্রমাণিত হয়েছে যে, শু'আয়িব হাদীসটি 'আব্দুল্লাহ বিন 'আমর থেকে সরাসরিই শুনেছিলেন। সুতরাং ইনক্বতা'[৭৭] এর সন্দেহ দূর হয়ে গেল এবং হাদীসটি সহীহ হিসাবে গণ্য হল।

তৃতীয় হাদীস ঃ আবূ হুরায়রা ﷺ-এর হাদীসটি সহীহ, কিংবা কমছে কম হাসান। এ হাদীসটির মাধ্যমে রসূলুল্লাহ ﷺ কর্তৃক দু'টি সাক্তা এবং তাঁর পরে [আবূ হুরায়রা ﷺ-এর জীবদ্দশায়] মাসজিদের ইমামদের দু'টি সাক্তার ধারাবহিক আমল প্রমাণিত হয়।

'আব্দুল্লাহ ইবনে 'আমর এবং আবূ হুরায়রা ﷺ-এর হাদীসগুলো দ্বারা তাদের দু'টি সাক্তার উদ্দেশ্য সুস্পষ্ট হয়েছে। আর মুহাদ্দিসদের মাযহাবও এটাই, যা ইমাম তিরমিযী رحمه الله উল্লেখ করেছেন। সুতরাং সাক্তা না করার পক্ষপাতীদের সাক্তা না করার কোন ওযর আর বাকী থাকল না। আশাকরি তারা এখন এ বিষয়টির উপর আমল করবেন।

৭৭. মুনক্বাতি' –যে হাদীসের সনদের (সূত্রের) ধারাবাহিকতা সংরক্ষিত হয় নি, মাঝখানে যে কোন স্তরে কোন রাবীর নাম বাদ পড়েছে, তাকে মুনক্বাতি' হাদীস বলে। (এ ত্রুটিকে ইনক্বাতা' বলে)

mnxn `Av I whwKi + Bmjvgx eB

পরিশিষ্টাংশ ঃ ১

সূরা ফাতিহা সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন 'আমল

–কামাল আহমাদ

১) সালাতে সূরা ফাতিহা পাঠ করা অত্যাবশ্যক ঃ আল্লাহ ﷻ সূরা ফাতিহাকে সালাত বলে উল্লেখ করেছেন। যা থেকে সালাতে সূরা ফাতিহা পাঠের গুরুত্ব সুস্পষ্ট হয়। যেমন আবূ হুরায়রা ﷺ হতে বর্ণিত হয়েছে, রসূলুল্লাহ ﷺ বলেনঃ مَنْ صَلَّي صَلاَةً لَمْ يَقْرَأْ فِيْهَا بِأُمِّ الْقُرْآنِ فَهِيَ خِدَاجٌ ثَلاَثًا غَيْرُ تَمَامٍ "যে ব্যক্তি সূরা ফাতিহা পাঠ না করে সালাত পড়বে, তার সালাত অসম্পূর্ণ, অসম্পূর্ণ, অসম্পূর্ণ।" তখন আবূ হুরায়রাকে জিজ্ঞাসা করা হলঃ আমরা তো ইমামের পিছনে থাকি? তিনি বললেন : তুমি মনে মনে পড়বে। কেননা, আমি রসূলুল্লাহ ﷺ–কে বলতে শুনেছি, আল্লাহ ﷻ বলেনঃ قَسَمْتُ الصَّلاَةَ بَيْنِيْ وَبَيْنَ عَبْدِيْ نِصْفَيْنِ وَلِعَبْدِيْ "আমি সালাতকে আমার ও আমার বান্দার মধ্যে আধাআধি করে ভাগ করেছি।"[৭৮] অন্যত্র নবী ﷺ বলেছেনঃ لاَ صَلاَةَ لِمَنْ لَمْ يَقْرَأْ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ "যে সূরা ফাতিহা পড়ে না তার সালাত হয় না।"[৭৯]

২) প্রত্যেক রাক'আতেই সূরা ফাতিহা পড়তে হবেঃ আবূ ক্বাতাদাহ ﷺ বলেছেনঃ

كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يَقْرَأُ فِي الظُّهْرِ فِي الْأَوَّلَيْنِ بِأُمِّ الْكِتَابِ وَسُوْرَتَيْنِ وَفِي الرَّكْعَتَيْنِ الْأُخْرَيَيْنِ بِأُمِّ الْكِتَابِ

"নবী ﷺ প্রথম দুই রাক'আতে 'সূরা ফাতিহা' এবং অপর দু'টি সূরা পড়তেন। আর শেষ দুই রাক'আতে শুধু 'সূরা ফাতিহা' পড়তেন।"[৮০]

৩) ইমামের পিছনেও সূরা ফাতিহা পড়তে হবে ঃ পূর্বে আবূ হুরায়রা ﷺ হতে বর্ণিত হয়েছে, রসূলুল্লাহ ﷺ বলেনঃ مَنْ صَلَّي صَلاَةً لَمْ يَقْرَأْ فِيْهَا بِأُمِّ الْقُرْآنِ فَهِيَ خِدَاجٌ ثَلاَثًا غَيْرُ تَمَامٍ "যে ব্যক্তি সূরা ফাতিহা পাঠ না করে সালাত পড়বে, তার

[৭৮]. **সহীহ ঃ** সহীহ মুসলিম, মিশকাত [এমদা] ২/৭৬৬ নং।
[৭৯]. **সহীহ ঃ** সহীহ বুখারী, সহীহ মুসলিম, মিশকাত [এমদা] ২/৭৬৫ নং।
[৮০]. **সহীহ ঃ** সহীহ বুখারী, সহীহ মুসলিম, মিশকাত [এমদা] ২/৭৭০ নং।

mnxn `Av I whwKi + Bmjvgx eB

সালাত অসম্পূর্ণ, অসম্পূর্ণ, অসম্পূর্ণ।" তখন আবূ হুরায়রাকে জিজ্ঞাসা করা হল: اِنَّانَكُوْنُ وَرَاءَ الْاِمَامِ "আমরা তো ইমামের পিছনে থাকি?" তিনি বললেন: اِقْرَأْبِهَا فِيْ نَفْسِكَ "তুমি মনে মনে পড়বে।"[৮১]

ইমামের পিছনে সূরা ফাতিহা পাঠ সংক্রান্ত উক্ত হাদীসটির সাক্ষ্যমূলক হাদীস সামনে বর্ণিত হবে, ইনশাআল্লাহ।।

৪) অবশ্য জেহরী সালাতে যখন ইমামের ক্বিরাআত শোনা যাবে তখন চুপ থেকে ক্বিরাআত শুনতে হবে ঃ এ সম্পর্কে আল্লাহ ﷻ বলেন :

وَاِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوْا لَهٗ وَاَنْصِتُوْا

"যখন কুরআন পড়া হয় তখন মনোযোগের সাথে শোন এবং চুপ থাক।"[৮২]

রসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন :

اِنَّمَا جُعِلَ الْاِمَامُ لِيُؤْتَمَّ بِه فَاِذَا كَبَّرَ فَكَبِّرُوْا وَاِذَا قَرَأَ فَاَنْصِتُوْا

"ইমাম এজন্যই নির্ধারিত হয়েছেন, যেন তাঁর অনুসরণ করা হয়। যখন ইমাম 'আল্লাহু আকবার' বলবে, তোমরাও 'আল্লাহু আকবার' বলবে। আর যখন তিনি পড়বেন তখন তোমরা চুপ থাকবে।"[৮৩] অন্যত্র অতিরিক্ত এ শব্দও বর্ণিত হয়েছে: وَاِذَا قَالَ غَيْرِ الْمَغْضُوْبِ عَلَيْهِمْ وَلَاالضَّآلِّيْنَ فَقُوْلُوْا آمِيْنَ "আর যখন ইমাম غَيْرِ الْمَغْضُوْبِ عَلَيْهِمْ وَلَاالضَّآلِّيْنَ বলবে, তখন তোমরা বলবে 'আ-মীন'।"[৮৪]

রসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন :

إِنَّمَا جُعِلَ الْإِمَامُ لِيُؤْتَمَّ بِه فَإِذَا كَبَّرَ فَكَبِّرُوا وَإِذَا قَرَأَ فَأَنْصِتُوا وَإِذَا قَالَ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ فَقُولُوا آمِينَ وَإِذَا رَكَعَ فَارْكَعُوا

৮১. **সহীহ ঃ** সহীহ বুখারী, সহীহ মুসলিম, মিশকাত [এমদা] ২/৭৬৫ নং।

৮২. সূরা আ'রাফ ঃ ২০৪ আয়াত।

৮৩. **হাসান ঃ** আবূ দাউদ, নাসায়ী, ইবনে মাজাহ, মিশকাত [এমদা] ২/৭৯৭ নং। আলবানী হাদীসটিকে হাসান বলেছেন [তাহক্বীক্বকৃত মিশকাত ১/২৭১ পৃ:]। ইমাম মুসলিম رحمه الله হাদীসের শেষাংশ اِذَا قَرَأَ فَاَنْصِتُوْا "আর যখন তিনি পড়বেন তখন তোমরা চুপ থাকবে" বর্ণনা করেছেন [সহীহ মুসলিম, মিশকাত (এমদা) ২/৭৬৯ নং এর শেষাংশে বর্ণিত আবূ হুরায়রা ﷺ এর বর্ণনা]। ইমাম আবূ দাউদ رحمه الله তাঁর বর্ণনাটির উপর যে অভিযোগ করেছেন, ইমাম শওকানী رحمه الله তাঁর জবাব দিয়েছেন [দ্রঃ নায়লুল আওতার ২/৫৭১ পৃ:]।

৮৪. **সহীহ ঃ** সহীহ মুসলিম, মিশকাত [এমদা] ২/৭৬৯ নং।

mnxn `Av I whwKi + Bmjvgx eB

"অনুসরণ করার জন্যই তো ইমাম নিযুক্ত করা হয়। সুতরাং যখন তিনি তাকবীর বলেন, তখন তোমরা তাকবীর বলবে। আর যখন তিনি ক্বিরাআত পাঠ করবেন তখন তোমরা চুপ থাকবে। আর যখন তিনি বলবেন : "গায়রুল মাগদূবি 'আলাইহিম ওয়ালাদ্ব দ্বা-ল্লী-ন", তখন তোমরা বলবে : "আমীন"। আর যখন তিনি রুকু করেন, তখন তোমরা রুকু করবে।....."[৮৫]

শেষোক্ত হাদীসটি সুস্পষ্ট করে সূরা ফাতিহা পাঠের সময় মুক্তাদী চুপ থাকবে।

৫) জেহরী সালাতে মুক্তাদী ইমামের সাক্তার (চুপ থাকার স্থানে) সূরা ফাতিহা পড়বে ঃ আমর বিন শু'আয়িব নিজের পিতা থেকে, তিনি তাঁর দাদা থেকে বর্ণনা করেছেন যে,

أَنَّهُمْ كَانُوْا يَقْرَءُوْنَ خَلْفَ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ إِذَا أَنْصَتَ فَإِذَا قَرَأَ لَمْ يَقْرَءُوْا وَإِذَا أَنْصَتَ قَرَءُوْا وَكَانَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ يَقُوْلُ كُلُّ صَلاَةٍ لاَ يَقْرَأُ فِيْهَا بِأُمِّ الْقُرْآنِ فَهِيَ خِدَاجٌ —

"তাঁরা অর্থাৎ সাহাবাগণ রসূলুল্লাহ ﷺ-এর পিছনে তখন ক্বিরাআত করতেন যখন তিনি চুপ থাকতেন। আর যখন রসূলুল্লাহ ﷺ ক্বিরাআত করতেন তখন তাঁরা পড়তেন না। অতঃপর যখন রসূলুল্লাহ ﷺ চুপ থাকতেন তখন তাঁরা ক্বিরাআত করতেন। আর নবী ﷺ বলতেন, "(এমন) সকল সালাত, যার মধ্যে সূরা ফাতিহা পড়া হয় না তা অসম্পূর্ণ।"[৮৬]

৬) উক্ত কারণে ইমাম দু'টি সাক্তা করবেন। একটি সাক্তা সালাতের শুরুতে অপরটি রুকু করার পূর্বে ঃ সামুরাহ বিন জুনদুব ﷺ বলেন :

انَّه كَانَ يَسْكُتُ سَكْتَتَيْنِ اِذَا اسْتَفْتَحَ وَاِذَا فَرَغَ مِنَ الْقِرَاءَةِ كُلِّهَا

"রসূলুল্লাহ ﷺ দু'টি সাক্তা করতেন। একটি ঐ সময় যখন তিনি সালাত শুরু করতেন এবং অপরটি ঐ সময় যখন সম্পূর্ণ ক্বিরাআত শেষ করতেন।"[৮৭]

৮৫. **সহীহ ঃ** সুনানে ইবনে মাজাহ – কিতাবুস সালাত باب اذا قرأ الامام فانصتوا ; আলবানী হাদীসটিকে হাসান সহীহ বলেছেন (তাহক্বীক্বকৃত ইবনে মাজাহ হা/৮৪৬)

৮৬. **সহীহ ঃ** বায়হাক্বীর কিতাবুল ক্বিরাআত পৃঃ ৬৯ ; এর সনদ সহীহ [কিতাবুল ক্বিরাআত পৃঃ ৫৫, তাফসীরে কুরআনে 'আযীয ১/৮৫ পৃঃ]। হাদীসটির বিরুদ্ধে অভিযোগের জবাব পূর্বে গত হয়েছে।

৮৭. **সহীহ ঃ** আবূ দাউদ – কিতাবুস সালাত , তিরমিযী – কিতাবুস সালাত ; 'হাদীসটির সনদ সহীহ' তা'লিকাত আহমাদ মুহাম্মাদ শাকির 'আলাত তিরমিযী, তাফসীরে কুরআনে 'আযীয ১/৮৬ পৃ : । হাদীসটির বিরুদ্ধে অভিযোগের জবাব পূর্বে গত হয়েছে।

mnxn `Av I whwKi + Bmjvgx eB

৭) জানাযার সালাতেও সূরা ফাতিহা পড়তে হবে ঃ তালহা ﵁ বলেন :

صَلَّيْتُ خَلْفَ ابْنِ عَبَّاسٍ عَلَي جَنَازَةٍ فَقَرَأَ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ قَالَ لِيَعْلَمُوْا اَنَّهَا سُنَّةٌ

"আমি ইবনে 'আব্বাসের পিছনে জানাযার সালাত পড়েছি। তিনি সূরা ফাতিহা পড়লেন। অতঃপর বললেন ঃ (আমি উচ্চৈঃস্বরে এ জন্যে পড়েছি) লোকেরা যেন বুঝতে পারে এটা সুন্নাত।"[৮৮]

৮) সূরা ফাতিহা পাঠের শেষে 'আ-মীন' বলবে। যদি জেহরী ক্বিরাআত হয় তাহলে উচ্চৈঃস্বরে 'আ-মীন' বলবে ঃ ওয়ায়েল ﵁ বলেন :

كَانَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ اِذَا قَرَأَ وَلاَ الضَّالِّيْنَ قَالَ آمِيْنَ وَرَفَعَ بِهَا صَوْتَه

"রসূলুল্লাহ ﷺ যখন وَلاَ الضَّالِّيْنَ বলতেন তখন 'আ-মীন' বলতেন। আর এতে তিনি তাঁর স্বর উঁচু করতেন।"[৮৯]

৯) ইমামের পিছনে জেহরী সালাত আদায়কালে ইমামের আ-মীন শুনে মুক্তাদীও আ-মীন বলবে। কিন্তু তা ইমামের পূর্বে হবে না। ঃ রসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন :

اِذَا اَمَّنَ الْاِمَامُ فَاَمِّنُوْا فَاِنَّه' مَنْ وَّافَقَ تَأْمِيْنُه' تَأْمِيْنَ الْمَلاَئِكَةِ غُفِرَ لَه' مَاتَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِه

"ইমাম যখন 'আ-মীন' বলবে, তোমরাও 'আ-মীন' বলবে। কেননা, যার 'আ-মীন' বলা মালাইকাদের 'আ-মীন' বলার সাথে সাথে হবে, তার পূর্বকার গুনাহসমূহ মাফ করা হবে।"[৯০]

১০) সূরা ফাতিহার প্রত্যেক আয়াতে থামবে, অর্থাৎ প্রত্যেক আয়াত শেষে বিরতি দিয়ে পড়বে ঃ উম্মে সালামাহ ﵂ বলেন :

كَانَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ يُقَطِّعُ قِرَاءَتَه' (وفي رواية ابي داؤد : يُقَطِّعُ قِرَاءَتَه' اٰيَةً ، اٰيَةً) يَقْرَأُ الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ ثُمَّ يَقِفُ ثُمَّ يَقْرَأُ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ثُمَّ يَقِفُ ــ

৮৮. **সহীহ ঃ** সহীহ বুখারী – কিতাবুল জানায়িয بَابُ قِرَاءَةِ فَاتِحَةِ الْكِتَابِ عَلَى جَنَازَةٍ ।

৮৯. **সহীহ ঃ** আবূ দাউদ – কিতাবুস সালাত بَابُ التَّأْمِيْنِ وَرَاءَ الْإِمَامِ ; 'এর সনদ সহীহ' – মির'আতুল মাফাতীহ ২/৩৯০ পৃঃ, তাহক্বীক্বকৃত আবূ দাউদ হা/৯২০। এ সম্পর্কে তিরমিযীতে বর্ণিত 'নিম্নস্বরে আমীন' বলার হাদীসটির তিনটি ত্রুটির কথা ইমাম তিরমিযী উল্লেখ করেছেন [দ্রঃ তিরমিযী – কিতাবুস সালাত بَابُ مَا جَاءَ التَّأْمِيْنُ]। আলবানী বলেছেন হাদীসটি 'শায' [তাহক্বীক্বকৃত তিরমিযী হা/২৪৮]। তাছাড়া নিম্নস্বরে 'আমীন' বলা ও হানাফী মাযহাবের মনে মনে 'আমীন' বলাটা এক বিষয় নয়।

৯০. **সহীহ ঃ** সহীহ বুখারী, সহীহ মুসলিম, মিশকাত [এমদা] ২/৭৬৮ নং।

mnxn `Av I whwKi + Bmjvgx eB

"রসূলুল্লাহ ﷺ নিজের ক্বিরাআতে বিরতি দিতেন। (আবূ দাউদের বর্ণনায় ঃ ক্বিরাআত করতেন এক এক আয়াত থেমে থেমে।) তিনি ﷺ اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ পড়তেন অতঃপর থামতেন। এরপর الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ পড়তেন অতঃপর থামতেন।" [৯১]

১১) রাক'আত পাওয়া বলতে সালাতের ক্বিয়ামসহ সূরা ফাতিহাকে বুঝানো হয়েছে ঃ আবূ হুরায়রা ﷺ বলেন, নবী ﷺ বলেছেন :

مَنْ أَدْرَكَ رَكْعَةً مِنَ الصُّبْحِ قَبْلَ أَنْ تَطْلُعَ الشَّمْسُ فَقَدْ أَدْرَكَ الصُّبْحَ . وَمَنْ أَدْرَكَ رَكْعَةً مِنَ الْعَصْرِ قَبْلَ أَنْ تَغْرُبَ الشَّمْسُ فَقَدْ أَدْرَكَ الْعَصْرَ

"যে সূর্যোদয়ের পূর্বে ফজরের এক রাক'আত পেয়েছে – সে ফজরের সালাত পেয়েছে। আর যে সূর্যাস্তের পূর্বে আসরের এক রাক'আত পেয়েছে – সে আসরের সালাত পেয়েছে।" [৯২]

এই হাদীসটিতে "রাক'আত" পাওয়া বলতে কখনই ক্বিয়াম ও সূরা ফাতিহা পাঠ ছাড়া রুকু' পাওয়াকে বুঝানো হয়নি। এক্ষণে আবূ হুরায়রা ﷺ থেকে অপর মারফু' বর্ণনা:

مَنْ أَدْرَكَ رَكْعَةً مِنَ الصَّلَاةِ مَعَ الْإِمَامِ فَقَدْ أَدْرَكَ الصَّلَاةَ كُلَّهَا

"যে ইমামের সাথে এক রাক'আত পেল, সে পূর্ণ সালাত পেল।" [৯৩] –হাদীসটিতে উল্লিখিত "রাক'আত" শব্দটিকে রুকু' বলার কোনই সুযোগ নেই। বরং এর দাবী আবূ হুরায়রা ﷺ–এর পূর্বোক্ত হাদীসটির অনুরূপ।

নবী ﷺ ভুল সালাত আদায়কারীকে বলেছিলেন :

اِذَا قُمْتَ اِلَى الصَّلٰوةِ فَأَسْبِغِ الْوُضُوْءَ ـــ ثُمَّ اسْتَقْبِلِ الْقِبْلَةَ فَكَبِّرْ ـــ ثُمَّ اقْرَأْ مَا تَيَسَّرَ مَعَكَ مِنَ الْقُرْآنِ

"তুমি যখন সালাতে দাঁড়াও (প্রস্তুতি নাও) তখন পরিপূর্ণভাবে অযু করে নেবে। তারপর ক্বিবলামুখী হয়ে তাকবীর বলবে। এরপর কুরআনের যে অংশ তোমার কাছে সহজ মনে হয় সেখান থেকে ক্বিরাআত করবে।" [৯৪]

৯১. **সহীহ :** তিরমিযী – কিতাবুস সালাত اَبْوَابُ الْقِرَاءَاتِ ; আবূ দাউদ – كِتَابُ الْحُرُوْفِ وَالْقِرَاءِ; শব্দগুলো তিরমিযীর। আলবানী হাদীসটিকে সহীহ বলেছেন – তাহক্বীক্বকৃত তিরমিযী হা/২৯২৭।

৯২. **সহীহ ঃ** সহীহ বুখারী, সহীহ মুসলিম, মিশকাত (এমদা) ২/৫৫৩ নং।

৯৩. **সহীহ ঃ** সহীহ বুখারী, সহীহ মুসলিম, মিশকাত (এমদা) ৩/১৩২৮ নৎং।

mnxn `Av I whwKi + Bmjvgx eB

অন্য বর্ণনায় আছে :

إِذَا اسْتَقْبَلْتَ الْقِبْلَةَ فَكَبِّرْ ثُمَّ اقْرَأْ بِأُمِّ الْقُرْآنِ ثُمَّ اقْرَأْ بِمَا شِئْتَ

"যখন তুমি কেবলামুখী হও তখন তাকবির বল। অতঃপর উম্মুল কুরআন (সূরা ফাতিহা) পড় এবং তোমার যতটুকু ইচ্ছা ক্বিরাআত কর।"[৯৫]

আবূ সাঈদ খুদরী ﷺ বলেন: لَا يَرْكَعُ اَحَدُكُمْ حَتّٰى يَقْرَأَ بِأُمِّ الْقُرْاٰنِ "তোমাদের মধ্যে উম্মুল কুরআন না পড়া পর্যন্ত কেউ যেন রুকু' না করে।"[৯৬]

সুস্পষ্ট হল, রাক'আত পাওয়া বলতে ক্বিয়াম ও সূরা ফাতিহাসহ ক্বিরাআতকেই বুঝায়।

১২) পূর্বোক্ত (১-৩ ও ১১ নং) বর্ণনার আলোকে ক্বিয়ামসহ সূরা ফাতিহা পাঠ ছুটে গেলে রাক'আতটি ইমামের সালাম ফেরানেরা পর আদায় করতে হবে ঃ

আবূ হুরায়রা ﷺ বলেন রসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন:

إِذَا سَمِعْتُمُ الْإِقَامَةَ فَامْشُوْا إِلَى الصَّلَاةِ وَعَلَيْكُمْ بِالسَّكِيْنَةِ وَالْوَقَارِ وَلَا تُسْرِعُوْا فَمَا أَدْرَكْتُمْ فَصَلُّوْا وَمَا فَاتَكُمْ فَأَتِمُّوْا

"যখন তোমরা ইক্বামাত শোন তখন সালাতের দিকে আস এবং ধীরে সুস্থে আস, তাড়াহুড়া করোনা। যা পাবে তা আদায় করবে। আর যা ছুটে যাবে তা পূরণ করবে।"[৯৭]

৯৪. **সহীহ ঃ** ইবনে মাজাহ – কিতাবুস সালাত ... بَابُ اِتْمَامِ الصَّلَاةِ। এর বর্ণনাকারীগণ সিক্বাহ [তাক্বরীব, মিনহাজুল মুসলিমীন (করাচী) পৃ: ১৭০]। আলবানী হাদীসটিকে সহীহ বলেছেন [তাহক্বীক্বসহ ইবনে মাজাহ হা/৮৬২]।

৯৫. **হাসান ঃ** আহমাদ, ইবনে হিব্বান। আলবানী হাদীসটিকে হাসান বলেছেন (সহীহ জামেউস সগীর হা/৩২৪)। ও'আয়েব আরনাউতও হাদীসটির সনদকে শক্তিশালী (قَوِيٌ) বলেছেন। (তাহক্বীক্বকৃত সহীহ ইবনে হিব্বান ৫/৮৮/১৭৮৭)

৯৬. **সহীহ ঃ** ইমাম বুখারীর 'জুঝউল ক্বিরাআত' হা/১৩৩। যুবায়ের আলী ঝাই বলেন : এই বর্ণনটি সহীহ। আব্দুল্লাহ বিন সালেহ رحمه الله কাতিব লাইস থেকে যখন ইমাম বুখারী ও হাযযাক (বিভিন্ন সূত্রে) মুহাদ্দিসদের থেকে বর্ণনা করেন তখন তা সহীহ বলে গণ্য হয়। দ্রঃ হাদিয়ুস সারী মুক্বাদ্দামাহ ফতহুল বারী (পৃ:৪১৪)। (নাসরুল বারী ফি তাহক্বীক্ব জুঝউল ক্বিরাআত লিলবুখারী পৃ: ১৮৪)

৯৭. **সহীহ ঃ** সহীহ বুখারী, সহীহ মুসলিম (শব্দগুলো বুখারীর), বুলূগুল মারাম (অনুঃ খলীলুর রহমান) হা/৪১১। আবূ বাকরাহ ﷺ তাড়াহুড়া করে কাঁতারে শরীক না হয়েই রুকু' করেছিলেন, যা নবী ﷺ-এর এই নির্দেশটির বিরোধী। বিস্তারিত ঃ পরিশিষ্টাংশ-৩ দ্রঃ।

mnxn `Av I whwKi + Bmjvgx eB

মাসিক আত-তাহরীক ও মাসায়েলে সাক্তা

– কামাল আহমাদ

[এখন আমরা মাসিক আত-তাহরীক জুলাই- ২০০৪ সংখ্যায় প্রকাশিত এ সম্পর্কীত প্রশ্নোত্তরের পর্যালোচনা করব]

প্রশ্নঃ (৪০/৪০০) ঃ আমাদের এলাকায় কোন কোন ইমাম রুকুর পূর্বে বেশ কিছুক্ষণ সাক্তা করেন এবং সে সময় মুক্তাদীগণকে সূরায়ে ফাতিহা পড়তে বলেন। কোন ইমাম এটা না করলে তার পিছনে সালাত জায়েয হবে না, এমনকি জুম'আর সালাতে এটা না করলে তাকে পুনরায় যোহর পড়তে হবে বলে ফৎওয়া দেন। এক্ষণে এভাবে সাক্তা করে সূরা ফাতিহা পাঠ করা শরী'আত সম্মত কি-না জানিয়ে বাধিত করবেন।

–তরীকুযযামান, হাড়াভাঙ্গা মাদরাসা, মেহেরপুর
ও আহসানুল হক, প্রভাষক, পৌর কলেজ, মেহেরপুর।

মাসিক আত-তাহরীকের উত্তর ঃ 'সাক্তা' অর্থ সামান্য বিরতি দেওয়া। মোল্লা আলী ক্বারী হানাফী বলেন, 'আয়াত পাঠ শেষে নিঃশ্বাস ছাড়ার বাড়তি সময়টুকুকে 'সাক্তা' বলে اَلزِّيَادَةُ عَلٰى حَدِّ التَّنَفُّسِ فِيْ أَوَاخِرِ الْأٰيَاتِ *[মিরক্বাত (দিল্লী ছাপা, তারিখ বিহীন) ২/২৮০]* [আত-তাহরীক, জুলাই – ২০০৪, পৃ: ৫৫]

<u>পর্যালোচনা ঃ</u> ১) নিঃসন্দেহে সাক্তা অর্থ – সামান্য বিরতী। কিন্তু এর সময়কাল কতটুকু হবে সে সম্পর্কে অভিধানের চাইতে সাহাবা ﷺ ও মুহাদ্দিসগণ পারিভাষিক দিক থেকে যে অর্থ করেছেন তা-ই গ্রহণযোগ্য। এ মর্মে সাহাবী আবূ হুরায়রা ﷺ বলেছেন ঃ لِلْإِمَامِ سَكْتَتَانِ فَاغْتَنِمُوْا الْقِرَاءَةَ فِيْهَا بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ "ইমামের দু'টি সাক্তা রয়েছে, এতে সূরা ফাতিহা পড়ার সুযোগ গ্রহণ কর" (ইমাম বুখারীর, জুঝউল ক্বিরাআত পৃ: ১১৯, সহীহ – নাসরুল বারী শরহে ফি তাহক্বীক্বে জুঝউল কিরাআত হা/২৭৪)। ইমাম তিরমিযী লিখেছেন: وَاخْتَارَ اَصْحَابُ الْحَدِيْثِ اَنْ لَا يَقْرَأَ الرَّجُلُ اِذَا جَهَرَ الْإِمَامُ بِالْقِرَاءَةِ وَقَالُوْا يَتْبَعُ سَكْتَاتِ الْإِمَامِ –"আসহাবুল হাদীস তথা মুহাদ্দিসগণ এ কথা গ্রহণ করেছেন যে, যখন ইমাম উচ্চ আওয়াজে ক্বিরাআত করেন তখন মুক্তাদীগণ কিছুই পাঠ করবে না। মুহাদ্দিসগণ বলেন – ইমামের সাক্তার মধ্যে (পাঠ) করবে।" [তিরমিযী, কিতাবুস সালাত – بَابُ مَا جَاءَ فِيْ تَرْكِ الْقِرَاءَةِ خَلْفَ الْإِمَامِ]

mnxn `Av I whwKi + Bmjvgx eB

২) ইমাম বুখারী তাঁর 'জুঝউল ক্বিরাআতে' এবং ইমাম বায়হাক্বী তাঁর কিতাবুল ক্বিরাআতে উক্ত অর্থই নিয়েছেন।

৩) বাকী থাকল হানাফী আলেম মোল্লা আলী ক্বারীর মন্তব্য। প্রথমত, তিনি হানাফী হওয়ায় ইমামের পিছনে সূরা ফাতিহা কখন পড়তে হবে সে চিন্তা-গবেষণা তাঁর মাথায় না আসাটা অস্বাভাবিক নয়। দ্বিতীয়ত, সাহাবী ﷺ ও মুহাদ্দিসগণের মন্তব্য এবং ইমাম বুখারী ও ইমাম বায়হাক্বী رحمهما الله-এর ন্যায় মূল হাদীস সঙ্কলকের মোকাবেলায় তাঁর উক্তি কিভাবে গ্রহণযোগ্য হতে পারে। তবে তাঁর উক্তিটি পারিভাষিকভাবে গ্রহণ করা না গেলেও শাব্দিকভাবে নিঃসন্দেহে গ্রহণযোগ্য।

মাসিক আত-তাহরীক ঃ জেহরী সালাতে সহীহ হাদীস অনুযায়ী যে সাক্তার কথা এসেছে, তা হ'ল, তাকবীরে তাহরীমার পরে। এর পরিমাণ হ'ল 'আল্লাহুম্মা বা'এদ বায়নী'... তথা 'দু'আয়ে ইস্তেফতাহ' পড়া শেষ করা পর্যন্ত *(মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মিশকাত হা/৮১২ 'সালাত' অধ্যায়, 'তাকবীরে তাহরীমার পরে কি পড়তে হবে' অনুচ্ছেদ-১১ পৃঃ)*। [আত-তাহরীক, জুলাই - ২০০৪, পৃ: ৫৫,]

পর্যালোচনা ঃ ১) পূর্বে প্রমাণিত হয়েছে - তাকবীরে তাহরীমার পর এবং সম্পূর্ণ ক্বিরাআত শেষে রুকুর পূর্বে সাক্তা করার হাদীসটি সহীহ হিসাবে প্রমাণিত। যা মাসিক আত-তাহরীক মে- ২০০৪ সংখ্যাতেও স্বীকার করা হয়েছে। তাছাড়া ইমাম বুখারী, ইমাম বায়হাক্বী ﷺ দু'টি সাক্তা সম্পর্কীত হাদীস দ্বারা দলীল গ্রহণ করেছেন। সহীহ বলেছেন ঃ আহমাদ মুহাম্মাদ শাকির, নাসিরুদ্দীন আলবানী, ইমাম হাকিম, ইমাম যাহাবী رحمهم الله প্রমুখ।

২) আমরা পূর্বে ইমামের পিছনে সূরা ফাতিহা পাঠ সংশ্লিষ্ট হাদীসগুলোতে দেখেছি - আপাতত দৃষ্টিতে কোনটি কুরআনের বিপরীত, আবার কোনটি অপর কোন সহীহ হাদীসের বিপরীত। এ কারণে কোন কোন মুহাক্কেক্ব তাঁর মতের বিপরীত হাদীসকে মানসুখ বলতে দ্বিধা করেন নি (আলবানী -সিফাতে সালাত)। পক্ষান্তরে সাক্তার হাদীস সবগুলো হুকুমের মধ্যে সমন্বয় সাধন করে। পূর্বে প্রমাণিত হয়েছে, আলবানী এটিকে উত্তম সমন্বয় বলেছেন। আর এভাবেই বিরোধ নিরসন সম্ভব। তেমনি প্রথম সাক্তাতে দু'আয়ে ইস্তিফতাহর সাথে মুক্তাদীর জন্যে অতিরিক্ত কোন আমলের সুযোগ সহীহ হাদীস দ্বারা প্রমাণিত হলে তাঁর উপর আমল করাই সহীহ হাদীসের অনুসারীদের জন্যে জরুরী। আমরা ইমাম বুখারীর رحمه الله তাহক্বীক্বসহ জুঝউল ক্বিরাআতের "সাকতা সম্পর্কীত" অনুচ্ছেদে জেনেছি, আবূ হুরায়রা ﷺ ইমামের দু'আয়ে ইস্তিফতাহ-তেও মুক্তাদীকে সূরা ফাতিহা পড়তে বলেছেন। আল্লাহ সত্য বুঝার তাওফিক্ব দিন।

mnxn `Av I whwKi + Bmjvgx eB

মাসিক আত-তাহরীক ঃ এক্ষণে সূরা ফাতিহা শেষে এবং সকল ক্বিরাআত শেষে রুকুর পূর্বে মোট দু'টি স্থানে যে সাক্তার কথা এসেছে, তার রাবী হ'লেন তাবেঈ বিদ্বান হাসান বসরী। যিনি বর্ণনা করেছেন সামুরা বিন জুনদুব ﷺ হ'তে (আবূদাঊদ, তিরমিযী, ইবনু মাজাহ, বায়হাক্বী, মিশকাত হা/৮১৮)। তিরমিযী হাদীসটিকে 'হাসান' বলেছেন। কিন্তু সনদে মতনে বিভিন্ন ত্রুটি থাকায় শায়খ আলবানী এটিকে য'য়ীফ বলেছেন *[দ্রঃ ইরওয়াউল গালীল হা/৫০৫; য'য়ীফ আবূ দাঊদ হা/৭৭৭-৭৮০)*। [আত-তাহরীক, জুলাই - ২০০৪, পৃঃ ৫৫]

পর্যালোচনা ঃ সম্ভবত, উত্তরটি লেখার সময় তারা মে-২০০৪ সংখ্যাই কি লিখেছিলেন তা ভুলে গিয়েছিলেন।[৯৮] সেখানে তারা সুস্পষ্টভাবে এ কথাই বলেছেন ঃ "১ম ও ৩য় সুরতগুলি সহীহ হাদীস দ্বারা প্রমাণিত" - অর্থাৎ তাকবীরে তাহরীমার পর এবং রুকুর পূর্বে সাক্তা করার হাদীসটি সহীহ। পক্ষান্তরে সূরা ফাতিহার পর সাক্তা করা সম্পর্কে শায়েখ আলবানীর সূত্রে য'য়ীফ বলে উল্লেখ করেছেন। অথচ আত-তাহরীক জুলাই - ২০০৪ সংখ্যাই রুকুর পূর্বের সাক্তাকে যেন একরকম গায়ের জোরেই অস্বীকার করতে চেয়েছেন। পক্ষান্তরে শায়েখ আলবানী رحمه الله তাঁর 'সিফাতে সালাতুন্নাবিয়্যীন' বইয়ে রুকুর পূর্বের সাক্তাতে গ্রহণ করেছেন। তিনি তাঁর তাহক্বীক্বকৃত মিশকাতেও সূরা ফাতিহার পরের সাক্তাকে য'য়ীফ এবং রুকুর পূর্বের সাক্তাকে ইবনে তায়মিয়াহ ও ইবনে ক্বাইয়েমের رحمه الله সূত্রে গ্রহণযোগ্য বলেছেন। এ সম্পর্কে পূর্বে সূত্রসহ আলোচনা করা হয়েছে।

মাসিক আত-তাহরীক ঃ সাহাবী সামুরা থেকে হাসানের শ্রবনের বিষয়টি নিশ্চিত কি-না সে বিষয়ে মতভেদ থাকায় ইমাম তিরমিযী হাদীসটিকে 'সহীহ' না বলে 'হাসান' বলেছেন *(মির'আত ৩/১০১)*।

পর্যালোচনা ঃ অথচ ইমাম তিরমিযী رحمه الله বলেছেন ঃ وَسَمَاعُ الْحَسَنِ عَنْ سَمُرَةَ صَحِيْحٌ "হাসান বসরী رحمه الله-এর সামুরাহ ﷺ থেকে শোনা সহীহ।" *[তিরমিযী, কিতাবুল বুয়ূ' - [بَابُ مَا جَاءَ فِيْ كَرَاهِيَةِ بَيْعِ الْحَيَوَانِ بِالْحَيَوَانِ نَسِيْئَةً]*

অর্থাৎ ইমাম তিরমিযী رحمه الله সামুরা ﷺ থেকে হাসান বর্ণিত হাদীসকে সন্দেহ করেন নি। সুতরাং এ ক্ষেত্রেও আত-তাহরীকের উপস্থাপনা বাতিল হল। এ পর্যায়ে সাক্তার হাদীসটিকে ইমাম তিরমিযী'র رحمه الله 'হাসান' গণ্য করাটাও কোন ত্রুটি নয়।

মাসিক আত-তাহরীক ঃ ইমাম শাওকানী হাদীসটিকে جَدِيْرًا بِالتَّصْحِيْحِ বা 'সহীহ হওয়ার যোগ্য' বলেছেন। দারা কুৎনী বলেন, 'অত্র হাদীসের সকল বর্ণনাকারী বিশ্বস্ত' *[নায়লুল আওতার (কায়রো ছাপা ১৯৭৮) ৩/৯৫, মির'আত ৩/১০১]*।

৯৮. দ্রঃ এই বইয়ের "ড. আসাদুল্লাহ আল-গালিবের উপস্থাপনা" অনুচ্ছেদ।

mnxn `Av I whwKi + Bmjvgx eB

পর্যালোচনা ঃ আত-তাহরীকের এ উদ্ধৃতি আমাদের পূর্ববর্তী আলোচনাকে শক্তিশালী করল। তাছাড়া ইমাম বুখারী ﵀-ও সামুরা ﵁ থেকে হাসান বসরী ﵀-এর বর্ণনা গ্রহণ করেছেন [দ্রঃ সহীহ বুখারী (ঢাকা: ইসলামী ফাউন্ডেশন, মার্চ-১৯৯৪) ৯ম খণ্ড, পৃ:১১৭, হা/৪৯৬৪]।

মাসিক আত-তাহরীক ঃ এক্ষণে যদি আমরা হাদীসটিকে 'সহীহ' ধরে নিই, তাহ'লে এখানে সাক্তা দু'টির পরিমাণ কতটুকু হবে, সে সম্পর্কে সাহেবে মির'আত বলেন, সূরা ফাতিহা শেষে সাক্তার পরিমাণ হবে لِيَتَرَادَّ إِلَيْهِ نَفَسُهُ وَلِيَعْلَمَ الْمَأْمُوْنُ أَنَّ لَفْظَةَ آمِيْن لَيْسَتْ مِنَ الْقُرْآنِ 'যাতে তার পরবর্তী নিঃশ্বাস ফিরে আসে এবং যেন মুক্তাদীগণ উক্ত বিরতির কারণে বুঝতে পারে যে, 'আমীন' শব্দটি কুরআনের অংশ নয়।' অর্থাৎ একটি শ্বাস নেওয়ার সময় মাত্র এবং এটা কেবলমাত্র ইমামের স্বস্তির জন্য, মুক্তাদীর ক্বিরাআতের জন্য নয়।

পর্যালোচনা ঃ ১) মাসিক আত-তাহরীকের সিদ্ধান্তটি কোন হাদীস দ্বারা দেয়া হয় নি। একজন বিশেষজ্ঞের গবেষণা উপস্থাপিত হয়েছে মাত্র। তাঁর মোকাবেলায় সাহাবী আবূ হুরায়রা ﵁, ইমাম তিরমিযীর বক্তব্য অনুযায়ী সমস্ত মুহাদ্দিস, তাছাড়া ইমাম বুখারী, ইমাম বায়হাক্বী প্রমুখের উদ্ধৃতি দেয়া যায়। এঁরা সবাই ইমামের পিছনে দু'টি সাক্তার হাদীস দ্বারা তাকবীরে তাহরীমার পর ও রুকুর পূর্বে মুক্তাদীকে সূরা ফাতিহা পাঠ করে নিতে বলেছেন। তাই আত-তাহরীকের উপস্থাপনা ভঙ্গি সহীহ নয়। যদি তাঁরা হাদীস দ্বারা হাদীসের ব্যাখ্যা উপস্থাপন করতেন তাহলে কতইনা ভালো হতো।

২) সূরা ফাতিহার পরের সাক্তার হাদীসটি য'য়ীফ। যা আত-তাহরীক মে - ২০০৪ সংখ্যায়ও বর্ণিত হয়েছে। সুতরাং এ হাদীসটি কিভাবে আমল করতে হবে তা প্রতিষ্ঠা করার জন্যে কোন বড় মুহাক্কিক্বের উদ্ধৃতি দেয়া কি নিরর্থক নয়?

৩) 'আবদুল্লাহ ইবনে 'আমর ﵁ বলেছেন ঃ

كَانُوْا يَقْرَؤُنَ خَلْفَ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ إِذَا انْصَتَ فَإِذَا قَرَأَ لَمْ يَقْرَءُوْا وَإِذَا انْصَتَ قَرَءُوْا

"সাহাবাগণ ﵃ রসূলুল্লাহ ﷺ এর পিছনে ঐ সময় ক্বিরআত করতেন যখন তিনি (স) চুপ থাকতেন। পুণরায় যখন নবী ﷺ ক্বিরাআত পাঠ করতেন, তখন সাহাবাগণ ﵃ কিছুই ক্বিরাআত করতেন না। আবার যখন তিনি (স) চুপ থাকতেন তখন তাঁরা পাঠ করতেন" *(বায়হাক্বী, কিতাবুল ক্বিরাআত পৃ: ১০৩, তিনি হাদীসটিকে সহীহ বলেছেন)*। এ হাদীসটি থেকে প্রমাণিত হল ইমামের স্বস্তির জন্য শ্বাস ফেলা এবং মুক্তাদীদের সূরা ফাতিহা পড়ার জন্য সুযোগ দেয়ার আমলগুলো পৃথক পৃথক। আল্লাহ সত্য বুঝার তাওফিক্ব দিন। আমিন।।

mnxn `Av I whwKi + Bmjvgx eB

মাসিক আত-তাহরীক ঃ অতঃপর তৃতীয় সাক্তা অর্থাৎ রুকুর পূর্বের সাক্তার পরিমাণ সম্পর্কে ইমাম শওকানী বলেন, وَهِيَ أَخَفُّ مِنَ السَّكْتَتَيْنِ اللَّتَيْنِ قَبْلَهُمَا وَذٰلِكَ بِمِقْدَارِ مَا تَنْفَصِلُ الْقِرَاءَةُ عَنِ التَّكْبِيْرِ.... "এটি প্রথম দু'টি সাক্তার পরিমাণের চেয়ে কম হবে। এটি হবে রুকুর তাকবীর থেকে ক্বিরাআতকে পৃথক বুঝাতে যতটুকু সময় লাগে ততটুকু মাত্র। কেননা ক্বিরাআতের সাথে রুকুর তাকবীরকে মিশিয়ে ফেলতে আল্লাহর রসূল ﷺ নিষেধ করেছেন' *(নায়ল ৩/৯৬ পৃ:; মির'আত ৩/১০০; 'আওনুল মা'বুদ হা/৭৬৩-এর ব্যাখ্যা ২/৪৮২ পৃ:)*

পর্যালোচনা ঃ ১) আত-তাহরীক যে সমস্ত মুহাক্কীক্ব আলেমদের বক্তব্য সাক্তার হাদীসের পদ্ধতি সম্পর্কে উপস্থাপন করেছে, তাদের বক্তব্য অনুযায়ী, প্রত্যেক আয়াতের শেষে বিরাম দেয়া এবং সালাতের দু'টি সাক্তা করার হাদীসের দাবী একই বিবেচিত হয়। অথচ সেক্ষেত্রে সালাতের ক্বিরাআতের মধ্যে অগণিত বিরতিকেও সাক্তা বলে গণ্য করতে হবে। কিন্তু নবী ﷺ থেকে সাক্তা মাত্র দু'টি স্থানে বর্ণিত হয়েছে। এক্ষণে যেসমস্ত মুহাদ্দিস সাক্তাকে শাব্দিকভাবে গ্রহণ না করে পারিভাষিকভাবে গ্রহণ করেছেন, এবং তাঁর সমর্থনে আব্দুল্লাহ ইবনে আমরের মারফূ' হাদীস, আবূ হুরায়রার ﷺ উক্তি ও মুহাদ্দিসগণের সাক্ষ্য উপস্থাপন করছেন – সেটাই সঠিক।

২) যারা শাব্দিকভাবে সাক্তার হাদীসকে গ্রহণ করেছেন, তাদের উপস্থাপনায় ইমামের পিছনে মুক্তাদীর সূরা ফাতিহা পাঠ সংক্রান্ত কুরআনের আয়াত ও হাদীসের দলীলসমূহের বিরোধ স্থায়ীভাবেই প্রতিষ্ঠিত থাকে। তাছাড়া তাঁরা সাক্তার হাদীসটির আমলের পদ্ধতি সম্পর্কে সরাসরি কোন হাদীস উপস্থাপন করতে পারেন নি, কিছু অনুমান ও ধারণা ছাড়া।

৩) পক্ষান্তরে যারা সাক্তার হাদীসকে পারিভাষিকভাবে গ্রহণপূর্বক ঐ স্থানে সূরা ফাতিহা পড়ার সুযোগকে গ্রহণ করেছেন, তাদের উপস্থাপনায় কুরআনের আয়াত ও সমস্ত সহীহ হাদীসের মাঝে ঐক্য স্থাপিত হয়। তাছাড়া এ পক্ষ পরিপূরক সহীহ হাদীস ও আসার উপস্থাপন করতেও পারছেন। এ পর্যায়ে সহীহ হাদীসের অনুসারী ব্যক্তি অবশ্যই হাদীস থেকে হাদীসের ব্যাখ্যাকে গ্রহণ করবে, কখনই মুহাক্কিক্বদের উদ্ধৃতি নিতে পারে না।

মাসিক আত-তাহরীক ঃ উল্লেখ্য যে, উপরোক্ত সাক্তাগুলি ওয়াজিব নয় বরং মুস্তাহাব। যা তরক করলে সালাত বিনষ্ট হয় না বা সিজদায়ে সহো লাগে না। ইমাম শওকানী বলেন, উক্ত তিনটি সাক্তাকে 'মুস্তাহাব' গণ্য করেছেন ইমাম আওযাঈ, শাফেঈ, আহমাদ, ইসহাক্ব প্রমুখ। তবে আহলুর রায় (হানাফীগণ) ও ইমাম মালেক প্রথমটি ব্যতীত বাকীগুলিকে 'মাকরূহ' বলেছেন।

mnxn `Av I whwKi + Bmjvgx eB

পর্যালোচনা ঃ ১) ইমাম বুখারী ﵀ সালাফদের উক্তি নকল করেছেন ঃ 'যারা সাক্তা করে না তারা বিদ'আত করছে'।*(বুখারী, জুঝউল ক্বিরাআত পৃ: ১১৮)*

২) আব্দুল্লাহ ইবনে মুবারক ﵀ সম্পর্কে বর্ণিত হয়েছে ঃ"ইমামের পিছনে তিনি ইমামের সাকতার সময় পাঠ করতেন।"*(জুঝউল ক্বিরাআত পৃ: ২৪, হা/২৯)*

৩) আত-তাহরীকের প্রধান সম্পাদক ডঃ আসাদুল্লাহ আল-গালিব লিখেছেন ঃ " 'সাক্তা' করা সুন্নাত" *[সালাতুর রসূল (স) (প্রকাশকাল- ফেব্রু-২০০০) পৃ: ৬১]*। আমাদের আলোচনায়ও এটাই প্রমাণিত হয়। সুতরাং কিভাবে এটা ত্যাগ করা যাবে। অবশ্য পরবর্তীতে তিনি তাঁর মতটি প্রত্যাহার করেছেন। [সালাতুর রসূল, ২০১০ সংস্করণ, ৮৪ পৃষ্ঠার ৩১১ নং টিকা]

৪) সাক্তার মাধ্যমে ইমামের পিছনে মুক্তাদীর সূরা ফাতিহা সংশ্লিষ্ট আমলটির ব্যাপারে উম্মাতের মাঝে বিরাজমান মতপার্থক্য নিরসন হয়। এ পর্যায়ে মতবিরোধ নিরসনের দলীল পাওয়ার পরেও ফিরে না আসাটা কুরআনের *(সূরা নিসা ঃ ৫৯)* হুকুম বিরোধী।

মাসিক আত-তাহরীক ঃ অবশ্য শাফেঈগণ চতুর্থ আরেকটি সাক্তার কথা বলেছেন। সেটি হ'ল ওয়ালায যাল্লীন ও আমীন-এর মধ্যবর্তী সময়ে। যাতে 'আমীন' শব্দটিকে সূরা ফাতিহা থেকে পৃথক করা যায়' *(নায়ল ৩/৯৬)*। এক্ষণে সাক্তার সময়ে মুক্তাদীগণ সূরায়ে ফাতিহা পড়বেন কি-না, সে বিষয়ে ইমাম নববী ইমামের সূরা ফাতিহা পাঠ শেষে সাক্তার সময় শাফেঈগণের মতামত ব্যক্ত করে বলেন, يَسْكُتُ قَدْرَ قِرَاءَةِ الْمَامُوْمِيْنَ الْفَاتِحَةَ 'ইমাম সাক্তা করবেন এতটুকু সময় যতটুকুতে মুক্তাদীগণ সূরা ফাতিহা পাঠ করতে পারে' *(নায়ল ৩/৯৬)*। ইবনু হাযম স্বীয় মুহাল্লার মধ্যে বলেন, মুক্তাদীগণ প্রথম সাক্তায় সূরা ফাতিহা পাঠ করবে। না পারলে দ্বিতীয় সাক্তায় পাঠ করবে' *(মির'আত ৩/১০০)*।

পর্যালোচনা ঃ ক) শাফেঈ মাযহাবের দলীলটিকেই পূর্বে য'য়ীফ গণ্য করা হয়েছে। পার্থক্য এতটুকু যে, মুক্তাদী ইমামের 'আমীন' বলার পূর্বে পড়বে না পরে। যেহেতু দলীল একটিই এবং তা য'য়ীফ, সুতরাং শাফেঈদের মতামত কি তা নিয়ে পর্যালোচনা অর্থহীন।

খ) ইবনু হাযমের উক্তি সাক্তার হাদীসকে সমর্থন করে। কিন্তু এখানে প্রথম ও দ্বিতীয় সাক্তার ব্যাখ্যা দেয়া হয় নি যে, সেটা কোন সময়ে হবে? হাদীসে এটা সুস্পষ্ট হয়েছে। আর তা হল ঃ اِنَّهُ كَانَ يَسْكُتُ سَكْتَتَيْنِ إِذَا افْتَتَحَ الصَّلاَةَ وَإِذَا فَرَغَ مِنَ الْقِرَاءَةِ كُلِّهَا "নিশ্চয় রসূলুল্লাহ ﷺ সাক্তা করতেন ১) যখন তিনি সালাত শুরু করতেন এবং ২) যখন তিনি সম্পূর্ণ কিরাআত শেষ করতেন।" *(আবূ দাউদ, কিতাবুস সালাত। আলবানী তাঁর সালাতের গ্রন্থে এটা সহীহ বলে উল্লেখ করেছেন)*

mnxn `Av I whwKi + Bmjvgx eB

বিঃ দ্রঃ সালাতের শুরু একবারই হয়ে থাকে। এ কারণে কেবল সালাত শুরুর রাক'আতে দু' বার সাক্তা আছে। অন্য রাক'আতে নবী ﷺ দাড়িয়েই ক্বিরাআত শুরু করতেন *(সহীহ মুসলিম-)*। সুতরাং অন্যান্য রাক'আতে কেবলমাত্র সম্পূর্ণ ক্বিরাআত শেষেই সাক্তা করার অবকাশ আছে।

মাসিক আত-তাহরীক ঃ হাফেয ইবনুল ক্বাইয়িম বলেন, وَالثَّانِيَةُ قَدْ قِيْلَ إِنَّهَا لِأَجَلِ قِرَاءَةِ الْمَأْمُوْمِ، فَعَلَى هٰذَا يَنْبَغِيْ تَطْوِيْلُهَا بِقَدْرِ قِرَاءَةِ الْفَاتِحَةِ وَأَمَّا الثَّالِثَةُ فَلِلرَّاحَةِ وَالنَّفَسِ فَقَطْ 'দ্বিতীয় সাক্তা সম্পর্কে বলা হয়ে থাকে যে, এটি মুক্তাদীর ক্বিরাআত পাঠের সময় দানের জন্য। এ কথার ভিত্তিতে সূরা ফাতিহা শেষ করা পর্যন্ত বিরতি দীর্ঘ করা উচিত। অতঃপর তৃতীয় সাক্তাটি (রুকুর পূর্বে) কেবলমাত্র ইমামের স্বস্তি লাভ ও শ্বাস গ্রহণের জন্য' (যাদুল মা'আদ ১/২০১)। শাফে'য়ীগণের, কিছু কিছু হাম্বলীদের, ইবনু হাযম ও ইবনুল ক্বাইয়মের উপরোক্ত বক্তব্য 'ইজতিহাদ' মাত্র। কেননা প্রথম সাক্তায় 'সানা' পড়া সম্পর্কে সহীহ হাদীসে স্পষ্টভাবে বর্ণিত হয়েছে এবং দ্বিতীয় সাক্তায় সূরা ফাতিহা পড়তে বলার কোন দলীল নেই।

পর্যালোচনা ঃ ইবনুল ক্বাইয়িম দ্বিতীয় সাক্তা তথা সূরা ফাতিহার পরের সাকতার যে কথা বলেছেন সে হাদীসটি য'য়ীফ। যা আমরা পূর্বেই উল্লেখ করেছি। সুতরাং এ সাক্তাটি নিয়ে আলোচনা অর্থহীন। তবে নিঃসন্দেহে এ বিষয়ে কারো কারো ইজতিহাদী সিদ্ধান্তের পরিপূরক হাদীসও বর্ণিত হয়েছে। যেখানে সুনির্দিষ্টভাবে সাক্তার মধ্যে সূরা ফাতিহা পড়তে বলা হয়েছে। সম্পূর্ণ বর্ণনাটি নিম্নরূপ ঃ 'আমর বিন শু'আয়িব নিজের পিতা থেকে, তিনি তাঁর দাদা থেকে বর্ণনা করেছেন যে, তাঁরা অর্থাৎ সাহাবাগণ রসূলুল্লাহ (স) এর পিছনে তখন ক্বিরাআত করতেন যখন তিনি চুপ থাকতেন। আর যখন রসূলুল্লাহ (স) ক্বিরাআত করতেন তখন তাঁরা চুপ থাকতেন। অতঃপর যখন রসূলুল্লাহ (স) চুপ থাকতেন তখন তাঁর ক্বিরাআত করতেন। আর নবী (স) বলতেন, "(এমন) সকল সালাত, যার মধ্যে সূরা ফাতিহা পড়া হয় না তা অসম্পূর্ণ।" আব্দুল হামীদ বিন জা'ফরও অনুরূপ মর্মে বর্ণনা করেছেন। [বায়হাক্বী, কিতাবুল ক্বিরাআত (বৈরুত ঃ দারুল কিতাব আল-ইলমিয়্যাহ, ১৪০৫ হিঃ) পৃঃ ১০৩, তাহক্বীক্ব - সহীহ]

আবূ হুরায়রা ﷺ বলেছেন ঃ "ইমামের দু'টি সাক্তা রয়েছে, এতে সূরা ফাতিহা পড়ার সুযোগ গ্রহণ কর।" [জুঝউল ক্বিরাআত পৃঃ ৬২; এর সনদ হাসান]

মাসিক আত-তাহরীক ঃ অতএব আমরা মনে করি, এ বিষয়ে সহীহ হাদীসের ফায়সালাই চূড়ান্ত। যেমন (১) 'উবাদাহ বিন সামিত ﷺ হ'তে বর্ণিত

mnxn `Av I whwKi + Bmjvgx eB

তিনি বলেন, একদিন ফজরের সালাত শেষে রসূলুল্লাহ ﷺ আমাদের দিকে ফিরে জিজ্ঞেস করলেন, সম্ভবত তোমরা তোমাদের ইমামের পিছনে কিছু পাঠ করে থাক? আমরা বললাম, হাঁ। তখন রসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, لَا تَفْعَلُوْا إِلَّا بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ، فَإِنَّهُ لَا صَلَاةَ لِمَنْ لَمْ يَقْرَأْ بِهَا 'তোমরা এরূপ করো না কেবলমাত্র সূরা ফাতিহা ব্যতীত। কেননা এটি পাঠ না করলে সালাত সিদ্ধ হয় না' *(আবূ দাউদ, তিরমিযী, সনদ হাসান, মিশকাত হা/৮৫৪ 'সালাতে ক্বিরাআত' অনুচ্ছেদ)*। (২) জেহরী সালাতে মুক্তাদী কখন কিভাবে সূরা ফাতিহা পাঠ করবে, এরূপ এক প্রশ্নের জবাবে হযরত আবূ হুরায়রা ﷺ বলেন, اِقْرَأْ بِهَا فِيْ نَفْسِكَ 'তুমি এটা মনে মনে পড়' *(মুসলিম, মিশকাত হা/৮২৩ 'সালাত' অধ্যায়, অনুচ্ছেদ ১২০)* রাবী ও সাহাবীর এ ধরণের স্পষ্ট বক্তব্য পাওয়ার পরে অন্য কারো বক্তব্য তালাশ করা মুমিনের কর্তব্য নয়।

পর্যালোচনা ঃ ক) 'উবাদাহ বিন সামিত ﷺ এর বর্ণনাটি অসম্পূর্ণ। কেননা আবূ মূসা আশ'আরী ﷺ বলেন, নবী ﷺ বলেছেনঃ

إِذَا صَلَّيْتُمْ فَأَقِيْمُوْا صُفُوْفَكُمْ ثُمَّ لِيَؤُمَّكُمْ اَحَدُكُمْ، فَإِذَا كَبَّرَ كَبِّرُوْا وَفِيْ رِوَايَةٍ : فَإِذَا قَرَأَ فَانْصِتُوْا وَإِذَا قَالَ ﴿غَيْرِ الْمَغْضُوْبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّيْنَ﴾ فَقُوْلُوْا : اٰمِيْنَ : يُجِبْكُمُ اللهُ، فَإِذَا كَبَّرَ وَرَكَعَ، فَكَبِّرُوْا وَارْكَعُوْا —

"যখন তোমরা সালাত আদায় করবে তোমাদের কাতারগুলো সোজা করবে। এরপর তোমাদের কোন একজন ইমামতি করবে। তিনি যখন তাকবীর বলবেন তোমরাও তাকবীর দিবে। এক বর্ণনায় আছে ঃ যখন তিনি ক্বিরাআত পাঠ করবেন তোমরা চুপ থাকবে। যখন তিনি পাঠ করবেন غَيْرِ الْمَغْضُوْبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّيْنَ: তখন তোমরা বলবে 'আমীন'। আল্লাহ তা'আলা তোমাদের ভালবাসবেন। অনন্তর তিনি যখন তাকবীর দিবেন এবং রুকু করবেন তোমরাও তাকবীর দিয়ে রুকু করবে।" (মুসলিম, আবূ দাউদ, নাসাঈ)[৯৯] এ হাদীসটিতে ইমামের ক্বিরাআত তথা সূরা ফাতিহা পাঠের সময় চুপ থাকতে বলা হয়েছে এবং غَيْرِ الْمَغْضُوْبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّيْنَ বলার পর 'আমিন' বলতে বলা হয়েছে। সুতরাং ইমামের ক্বিরাআত করার সময় সূরা ফাতিহা পাঠেরও সুযোগ নেই।

৯৯. তাজরীদুস সিহাহ (ঢাকা ঃ ইসলামিক ফাউন্ডেশন, জুন-২০০০) ২য় খণ্ড হা/ ১১৯২, পৃঃ ৩৯৪। এটি সম্মিলিত বর্ণনা।

mnxn `Av I whwKi + Bmjvgx eB

খ) আবূ হুরায়রা ﷺ এর হাদীসটি সুনির্দিষ্টভাবে জেহরী সালাতের সাথে সংশ্লিষ্ট করাটা সুস্পষ্ট অনুমান মাত্র। তাছাড়া আবূ হুরায়রা ﷺ থেকে ইমামের সাথে সাথে পাঠ করার নিষেধ ও সাক্তার মধ্যে সূরা ফাতিহা পড়ার বর্ণনা সংশ্লিষ্ট পৃথক পৃথক হাদীস আমরা বর্ণনা করেছি। এ পর্যায়ে বিভিন্ন হাদীসের মধ্যে কিভাবে সমন্বয় করা সম্ভব সে প্রচেষ্টা চালানো প্রতিটি জ্ঞান সম্পন্ন মু'মিনেরই কর্তব্য।

মাসিক আত-তাহরীক ঃ শায়খুল ইসলাম ইমাম ইবনু তাইমিয়াহ বলেন, اَلْجَمْهُوْرُ لاَيَسْتَحِبُّوْنَ أَنْ يَسْكُتَ الْإِمَامُ لِيَقْرَأَ الْمَأْمُوْمُ 'জমহুর এটা মুস্তাহাব মনে করেন না যে, ইমাম চুপ থাকুন, যাতে মুক্তাদী ক্বিরাআত পড়তে পারে' *[ইবনু তাইমিয়াহ, মাজমু'আ ফাতাওয়া (কায়রো ছাপা ১৪০৪হিঃ) ২২/৩৩৯]*

পর্যালোচনা ঃ পূর্বেই হাদীস দ্বারা সাক্তার সময়ে সূরা ফাতিহা পাঠের প্রমাণ উপস্থাপন করা হয়েছে। সুতরাং এ পর্যায়ে ইবনু তাইমিয়ার উক্তি কেবলই তাঁর ব্যক্তিগত মত এবং তা শরি'য়াত নয়। তবে তাঁর উক্তির মোকাবেলায় আমরা মুহাদ্দিসদের সাক্ষ্য পুণরায় উল্লেখ করছি। ইমাম তিরমিযী লিখেছেন ঃ وَاخْتَارَ اَصْحَابُ الْحَدِيْثِ اَنْ لاَ يَقْرَأَ الرَّجُلُ اِذَا جَهَرَ الْإِمَامُ بِالْقِرَاءَةِ وَقَالُوْا يَتَّبِعُ سَكْتَاتِ الْإِمَامِ –"আসহাবুল হাদীস তথা মুহাদ্দিসগণ এ কথা গ্রহণ করেছেন যে, যখন ইমাম উচ্চ আওয়াজে ক্বিরাআত করেন তখন মুক্তাদীগণ কিছুই পাঠ করবে না। মুহাদ্দিসগণ বলেন – ইমামের সাক্তার মধ্যে (পাঠ) করবে।" [তিরমিযী, কিতাবুস সালাত – بَابُ مَا جَاءَ فِيْ تَرْكِ الْقِرَاءَةِ خَلْفَ الْإِمَامِ]

মাসিক আত-তাহরীক ঃ স'উদী আরবের সাবেক গ্রান্ড মুফতী শায়খ আব্দুল্লাহ বিন বায অনুরূপ এক প্রশ্নের জবাবে বলেন, لَيْسَ هُنَاكَ دَلِيْلٌ صَرِيْحٌ صَحِيْحٌ شَرْعِيَّةُ سَكْوْتُ الْإِمَامِ حَتَّى يَقْرَأَ الْمَأْمُوْمُ الْفَاتِحَةَ فِي الصَّلاَةِ الْجَهْرِيَةِ 'জেহরী সালাতে মুক্তাদীর সূরায়ে ফাতিহা পাঠ করার জন্য ইমাম সাক্তা করবেন, এই মর্মে কোন স্পষ্ট ও সহীহ হাদীস নেই'। ইমামের বিরতিকালীন অথবা ক্বিরাআত কালীন সর্বাবস্থায় মুক্তাদী নিরবে সূরা ফাতিহা পাঠ করবে হাদীসের সাধারণ নির্দেশের কারণে যে, 'সূরা ফাতিহা ব্যতীত সালাত সিদ্ধ নয়' *(মুত্তাফাক্ব আলাইহ)*। অন্যতম প্রধান মুফতী শায়খ সালেহ আল-উসায়মীনও অনুরূপ বলেন *(আব্দুল্লাহ ইবনু বায, মজমু'আ ফাতাওয়া নং ৩৯০, ৪/৩৭৮ পৃ:; উসায়মীন, ফাতাওয়া আরকানুল ইসলাম নং ২৪৫, পৃ: ৩২৩)*।

mnxn `Av I whwKi + Bmjvgx eB

পর্যালোচনা ঃ এ উদ্ধৃতিতে শায়খ ইবনে বায 'ইমামের বিরতী কালীন অথবা ক্বিরাআতকালীন সর্বাবস্থায়' মুক্তাদীকে নীরবে সূরা ফাতিহা পাঠের অনুমতি দিয়েছেন। এখানে উক্তিটিতে ইমামের পিছনে সূরা ফাতিহা পাঠের পক্ষের সবগুলো মতকেই মেনে নেয়া হয়েছে। তিনি ইমামের সাক্তার মধ্যে মুক্তাদীর সূরা ফাতিহা পড়ে নেয়া সম্পর্কে কোন স্পষ্ট ও সহীহ হাদীস নেই' বলে উল্লেখ করেছেন। এ পর্যায়ে বলা যেতে পারে, ইমামের জেহরী সালাতে মুক্তাদীর ক্বিরাআতকালীন সময়ে মুক্তাদীর ক্বিরাআত না করা এবং غَيْرِ الْمَغْضُوْبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّيْنَ। বলার পর 'আমীন' বলা সম্পর্কীত[১০০] হাদীসের দাবী কি হবে? এ হাদীসটি ইমামের পিছনে ক্বিরাআত না করে সাক্তাতে ক্বিরাআত করার দাবীকে সুস্পষ্ট করে। সুতরাং সুস্পষ্ট হল, উপরোক্ত উদ্ধৃতির মধ্যে মাসআলাটির সমাধান নেই। তাছাড়া পূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে মুহাদ্দিসগণ বিশেষকরে ইমাম বুখারী ও ইমাম বায়হাক্বী সাক্তার বিষয়টি স্ব স্ব 'জুঝ'–এ দলীলসহ প্রমাণ করেছেন। ইমাম বুখারী 'জুঝউল ক্বিরাআতে' অনুচ্ছেদও লিখেছেনঃ بَابُ مَنْ قَرَأَ فِيْ سَكْتَاتِ الْإِمَامِ اِذَا كَبَّرَ وَاِذَا اَرَادَ اَنْ يَّرْكَعَ "যে ব্যক্তি ইমামের সাক্তাতে পাঠ করবে, যখন ইমাম তাকবীর দিবে এবং যখন সে রুকু করা ইচ্ছা করবে।"

মাসিক আত–তাহরীক ঃ শায়খ নাসিরুদ্দীন আলবানী বলেন, لَا دَلِيْلَ فِيْهِ عَلٰى مَشْرُوْعِيَةِ سُكُوْتِ الْإِمَامِ بَعْدَ الْفَاتِحَةِ قَدْرَ مَا يَقْرَأُهَا الْمُؤْتَمُّ كَمَا يَقُوْلُهَا بَعْضُ الْمُتَأَخِّرِيْنَ। 'উপরোক্ত কথার মধ্যে সূরা ফাতিহা পাঠের পরে ইমামের চুপ থাকার এবং সেই সময় মুক্তাদীর সূরা ফাতিহা পাঠের কোন দলীল নেই। যেমন পরবর্তীকালের কেউ কেউ বলে থাকেন' *(আলবানী, মিশকাত হা/৮১৮– এর টীকা–৪)*। ইমামের সূরা ফাতিহা পাঠের পরে হোক বা রুকুর পূর্বে হোক, সব সময় একই হুকুম। কারণ দু'টিরই রাবী হাসান বসরী।

পর্যালোচনা ঃ নিঃসন্দেহে সূরা ফাতিহার পরে সাক্তা প্রমাণিত নয়। আর এ কারণে ঐ সাক্তার মধ্যে সূরা ফাতিহা পড়ার সুযোগও থাকে না। শায়খ নাসিরুদ্দীন আলবানী সূরা ফাতিহার পর সাক্তাকে য'য়ীফ বলেছেন (ঐ, মিশকাত)। অতঃপর লিখেছেন ঃ وَبَعْضُهُمْ جَعَلَهَا بَعْدَ الْفَرَاغِ مِنَ الْقِرَاءَةِ كُلِّهَا قَبْلَ الرُّكُوْعِ. كَمَا فِيْ رِوَايَةٍ لِاَبِيْ دَاوُدَ، وَهِيَ الْأَرْجَحُ عِنْدَنَا، وَهُوَ الَّذِيْ صَحَّحَهُ ابْنُ

[১০০]. তাজরীদুস সিহাহ ২য় খণ্ড হা/ ১১৯২, পৃঃ ৩৯৪।

mnxn `Av I whwKi + Bmjvgx eB

تَيْمِيَةَ وَابْنُ الْقَيِّمِ رَحِمَهُمَا اللهُ تَعَالَى "তাঁর (হাসান বসরীর) কোন কোন বর্ণনায় সমস্ত ক্বিরাআত শেষে রুকুর পূর্বে বিরতির কথা আছে, যেভাবে আবূ দাউদ বর্ণনা করেছেন। এটাই আমাদের কাছে প্রাধান্যপ্রাপ্ত। আর এটা ইবনু তাইমিয়াহ ও ইবনুল ক্বাইয়িমের ﷺ নিকটও সহীহ।" (ঐ, মিশকাত) অতঃপর আত-তাহরীকে প্রকাশিত পূর্বোক্ত উদ্ধৃতি রয়েছে। সুতরাং প্রমাণিত হল হাসান বসরী থেকে উভয় বর্ণনা থাকলেও মুহাদ্দিস ও মুহাক্কিক্বদের নিকট কেবলমাত্র রুকুর পূর্বের সাক্তাই গ্রহণযোগ্য।[১০১] অন্য হাদীসে রসূল ﷺ, সাহাবাদের আসার ও তাবে'য়ীদের বক্তব্য দ্বারা শেষোক্ত সাক্তাতে সূরা ফাতিহা পাঠও প্রমাণিত।

মাসিক আত-তাহরীক ঃ সাহেবে তুহফাতুল আহওয়াযী বলেন, 'মুক্তাদীর সূরা ফাতিহা পাঠ করা ইমামের সাক্তা করার সাথে শর্তযুক্ত নয়। বায়হাক্বী মাক্বহুল থেকে বর্ণনা করেন যে, ইমাম সাক্তা করুন বা না করুন, ইমামের আগে হৌক বা পরে হৌক মুক্তাদীকে নীরবে সূরা ফাতিহা পড়তেই হবে' *(তুহফাতুল আহওয়াযী শরহ তিরমিযী (কায়রোঃ ছাপা ১০৮৭) হা/৩১১-এর ব্যাখ্যা ২/২৩৭)*।

পর্যালোচনা ঃ এ উদ্ধৃতিতেও ইমামের পিছনে যে কোন অবস্থায় সূরা ফাতিহা পাঠের অনুমতি দেয়া হয়েছে। কোন একটিকে সুনির্দিষ্টভাবে গ্রহণ বা বর্জন করা হয় নি। কিন্তু আমরা পূর্বে প্রমাণ করেছি, হাদীসের বিভিন্ন রকম বর্ণনায় সূরা ফাতিহা পড়ার আবার কখনো না পড়ার কথা উল্লেখ রয়েছে। এ পর্যায়ে সবগুলো হাদীসের মাঝে সমন্বয়কারী হাদীস হল সাক্তার হাদীস। তাই আমরা মনে করি, যে হাদীসটি সবগুলো হাদীসের দাবীকে পূরণ করতে পারে, সে হাদীসটিকেই ব্যাখ্যামূলক হাদীস হিসাবে গ্রহণ করতে হবে। আর এর মোকাবেলায় আংশিক দলীল ও ব্যক্তিবিশেষের কথা পরিহার করতে হবে।

মাসিক আত-তাহরীক ঃ উপরের আলোচনার সার-সংক্ষেপ এই যে, কেবলমাত্র তাকবীরে তাহরীমার পরের সাক্তাটিই সহীহ হাদীস সম্মত। যেখানে কেবল চুপে চুপে 'দু'আয়ে ইস্তিফতাহ' পড়তে হয়। সূরা ফাতিহা শেষে ও রুকুর

১০১. উল্লেখ্য নাসিরুদ্দীন আলবানী ও ইবনে তাইমিয়াহ উচ্চস্বরের সালাতে মুক্তাদীর সূরা ফাতিহা পাঠের পক্ষপাতী নন।

পক্ষান্তরে মাসিক আত-তাহরীক ইমামের পিছনে জেহরী সালাতে মুক্তাদীর সূরা ফাতিহা পাঠের পক্ষপাতী। এ পর্যায়ে মাসিক আত-তাহরীক কি নিজের মত ছেড়ে তাদের মত গ্রহণ করবেন? অন্যথায় তাঁরা এমন ব্যক্তিত্বের উদ্ধৃতি কেন দিলেন?

mnxn `Av I whwKi + Bmjvgx eB

পূর্বের সাক্তা দু'টি সম্পর্কে হাদীস সহীহ হওয়ার বিষয়টি বিতর্কিত। যদিও ওয়াক্বফের কারণে আপনা থেকেই সেখানে সাক্তা বা বিরতী হয়ে যায়।

পর্যালোচনা ঃ ক) কিছু কিছু হাদীস পড়লে মনে হবে নবী ﷺ 'দু'আয়ে ইস্তিফতাহও পড়তেন না। যেমন, আনাস ﷺ বলেন ঃ إِنَّ النَّبِيَّ وَأَبَا بَكْرٍ وَعُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا كَانُوْا يَفْتَتِحُوْنَ الصَّلاَةَ بِالْحَمْدِ لِلهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ "নবী ﷺ, আবূ বকর ও 'উমার ﷺ – তাঁরা সবাই সূরা ফাতিহা দ্বারাই সালাত আরম্ভ করতেন।" 'আয়েশা ﷺ বলেন:

كَانَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ يَفْتَتِحُ الصَّلاَةَ بِالتَّكْبِيْرِ وَالْقِرَاءَةِ بِالْحَمْدِ لِلهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ وَ كَانَ يُخْتِمُهَا بِالتَّسْلِيْمِ —

"রসূলুল্লাহ ﷺ সালাত শুরু করতেন তাকবীর এবং ক্বিরাআত শুরু করতেন *'আলহামদু লিল্লাহি রব্বিল 'আলামীন'* পাঠের মাধ্যমে। আর তা শেষ করতেন সালাম–এর মাধ্যমে।[১০২] এই দু'টি হাদীস মিলিয়ে পড়লে মনে হবে, তাকবীরে তাহরীমার পরই সূরা ফাতিহা পড়া শুরু করতে হবে। অথচ সবাই এটাই বলবেন যে 'দু'আয়ে ইস্তিফতাহ' এর হাদীস দ্বারা এ হাদীসটির ব্যাখ্যা নিতে হবে। ঠিক তেমনই দু'টি সাক্তার হাদীস ও তার মধ্যে সূরা ফাতিহা পাঠ সম্পর্কীত বর্ণনাগুলোকে আমরা ব্যাখ্যা নেব। পূর্বে প্রমাণিত হয়েছে আত–তাহরীকে যাদের উদ্ধৃতি এসেছে যেমন– ইবনু তাইমিয়াহ, হাফিয ইবনুল ক্বাইয়িম, শায়েখ আলবানী প্রমুখ এদের সবার কাছেই রুকুর পূর্বের সাক্তার হাদীস গ্রহণযোগ্য। সুতরাং এ পর্যায়ে হাদীসটির উপর আত–তাহরীকের অভিযোগ গ্রহণযোগ্য নয়। উল্লেখ্য, ইমাম ইবনে তাইমিয়াহ ও শায়েখ আলবানী ইমামের পিছনে জেহরী সালাতের সূরা ফাতিহা পড়ার বিরোধীতা করেছেন। এ কারণে তাঁদের চিন্তাতে সাক্তা করার দাবীটিই অর্থহীন। এ পর্যায়ে যারা সাক্তার বিরোধীতায় তাঁদের উদ্ধৃতি পেশ করছেন– তারা কি ইমামে পিছনে জেহরী সালাতে সূরা ফাতিহা না পড়ার ব্যাপারে তাদের সাথে একমত হবেন? অথচ সাক্তার হাদীসের মূল দাবী হল, ইমামের পিছনে সূরা ফাতিহা পাঠ সম্পর্কীত সমস্ত হাদীসের দাবীগুলোর সমন্বয় করা। সুতরাং যতদূর সম্ভব মতামত বা রায় ত্যাগ করে হাদীস থেকে হাদীসের ব্যাখ্যা গ্রহণ করুন ও হাদীসের মধ্যকার দ্বন্দগুলোও একই পদ্ধতিতে নিরসণ করুন।

[১০২]. সহীহ মুসলিম, আবূ দাউদ, তাজরীদুস সিহাহ ২য় খণ্ড হা/৮৬৫।

mnxn `Av I whwKi + Bmjvgx eB

খ) সালাতে সাক্‌তা হয় মাত্র দু'টি, কিন্তু ওয়াক্বফ হয় প্রতি আয়াত শেষে। সুতরাং দু'টি বিষয়কে ক্বিয়াসের মাধ্যমে এক করা গ্রহণযোগ্য নয়।

মাসিক আত-তাহরীক ঃ কিন্তু উক্ত দু' স্থানের কোথাও মুক্তাদীকে সূরা ফাতিহা পড়তে হবে, এ মর্মে সহীহ, যঈফ কোন হাদীস নেই। সাহাবীগণের কোন বক্তব্য বা আমলও নেই। সে কারণে সহীহ হাদীসের ফায়সালা অনুযায়ী জেহরী সালাতে মুক্তাদী কেবল নীরবে সূরা ফাতিহা পাঠ করবে, যা ইমামের সাক্‌তার সঙ্গে শর্তযুক্ত নয়।

পর্যালোচনা ঃ পূর্বেই প্রমাণিত হয়েছে, জেহরী সালাতে মুক্তাদীর সূরা ফাতিহা পাঠ সংক্রান্ত হাদীসগুলো পরস্পর বিরোধী। সুতরাং এ পর্যায়ে মানুষের সিদ্ধান্তের বদলে হাদীস দ্বারা সিদ্ধান্ত নেয়াই বিধান। ইমাম বুখারী, ইমাম বায়হাক্বী এবং মুহাদ্দিসদের থেকে সাক্‌তার হাদীস দ্বারা ঐ মুহূর্তে মুক্তাদীর সূরা ফাতিহা পড়ার ব্যাখ্যা গ্রহণ করার বর্ণনা রয়েছে। তাছাড়া পূর্বেই সহীহ হাদীস ও সাহাবাদের উক্তিও এর সমর্থনে পেশ করা হয়েছে।

মাসিক আত-তাহরীক ঃ এক্ষণে রুকুর পূর্বে সাক্‌তা করে মুক্তাদীর সূরা ফাতিহা পড়ার বাধ্যবাধকতা সম্পর্কে প্রশ্নে যেগুলি বলা হয়েছে, সেগুলি বাড়াবাড়ি বৈ কিছুই নয়।

পর্যালোচনা ঃ শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে উম্মাতে মুহাম্মাদী ﷺ ছোট-বড় বিভিন্ন মাস'আলাকে কেন্দ্র করে বিভক্ত হয়ে আসছে। এরফলে একজন আরেকজনের পিছনে সালাত না পড়া, বিয়ে-সাদী না করা প্রভৃতি ফাতাওয়া প্রদান করছে। নিঃসন্দেহে এ বিষয়টি খুবই বাড়াবাড়ি। অবশ্য আল্লাহ তা'আলা কুরআনে ফিরক্বা থেকে দূরে থাকতে বলেছেন। যেমন বর্ণিত হয়েছে ঃ اِنَّ الَّذِيْنَ فَرَّقُوْا دِيْنَهُمْ وَكَانُوْا شِيَعًا لَسْتَ مِنْهُمْ فِيْ شَيْءٍ ط "নিশ্চয় যারা নিজেদের দ্বীনের মধ্যে ফিরক্বা সৃষ্টি করেছে এবং অনেক দলে বিভক্ত হয়েছে, তাদের সাথে (হে নবী!) আপনার কোন সম্পর্ক নেই।" (সূরা আন'য়াম, ১৫৯ আয়াত) নবী ﷺ বলেছেন ঃ 'আমার উম্মাত তিয়াত্তর ফিরক্বায় বিভক্ত হবে।' (আবূ দাউদ, তিরমিযী, মিশকাত) অন্যত্র বলেছেনঃ فَاعْتَزِلْ تِلْكَ الْفِرَقَ كُلَّهَا "তখন তুমি ঐ সমস্ত ফিরক্বাকে পরিত্যাগ করবে।" (বুখারী, মুসলিম, মিশকাত-কিতাবুল ফিতান) সুতরাং কেবল ফিরক্বা থেকে দূরে থাকাটাই প্রমাণিত। এছাড়া যা প্রমাণ পাওয়া যায় না সে অনুযায়ী আমল করা পথভ্রষ্টতা। আল্লাহ সত্য বুঝার তাওফিক্ব দিন।

mnxn `Av I whwKi + Bmjvgx eB

মাসায়েলে সাক্তা ও সালফে সালেহীন

–শায়েখ ইরশাদুল হক্ব আসরী حفظه الله

জন্ম ঃ পাকিস্তানের অন্যতম মুহাক্কেক্ব আলেম ইরশাদুল হক্ব আসরী حفظه الله ১৯৪৮/১৯৪৯ ঈসায়ী সালে লিয়াকতপুর, রহীম ইয়ার খান, পাকিস্তানে জন্ম গ্রহণ করেন।

শিক্ষা ও সনদ ঃ ফাযেলে দরসে নিযামী, শাহাদাহ 'আলিমিয়াহ, সনদে ফারাগাত, তাফসীরে কুরআনুল কারীম, কুতুবে সিত্তাহ ও অন্যান্য কিতাব বর্ণনার ইজাযাত (জামে'আহ ইসলামিয়াহ, গুজরানওয়ালা)।

শিক্ষক ঃ শায়েখ মুহাম্মাদ বাশীর, শায়েখ মুহাম্মাদ হায়াত, হাফেয মুহাম্মাদ আব্দুল্লাহ, শায়খুল হাদীস হাফেয মুহাম্মাদ গাঙ্গলভী, শায়েখ বাদীউদ্দীন শাহ রাশিদী, শায়েখ সুবহে সলেহ ইরাক্বী প্রমুখ।

কর্মজীবন ঃ মুদার্রিস বারায়ে ফারিগাত তাহসীলে তলাবাহ দরসে নিযামী, সাবেক্ব রোকন ইসলামী নযরিয়াতী কাউন্সিল – পাকিস্তান, খতীব জামে' মাসজিদে মুবারক আহলে হাদীস মিন্টাগামরী বাযার, রোকনে মাজলিসে ইদারাহ জামে'আহ ইসলামিয়াহ, নাযেম ইদারাহ 'উলূম আসরিয়াহ – ফায়সালাবাদ, রোকনে মাজলিস ইদারাহ 'মাসিক আল-ই'তিসাম' ও 'মাসিক আল-হারামাইন', উপদেষ্টা মাজলিসে ইফতা মারকাযে জামি'ঈয়াতে আহলে হাদীস।

গবেষণা ও প্রকাশিত গ্রন্থ ঃ আরবী ও উর্দূতে লিখিত তাঁর প্রকাশিত উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ

আরবী গ্রন্থ	উর্দূ গ্রন্থ
١ــ إِعْلَامُ أَهْلِ الْعَصْرِ بِأَحْكَامِ رَكْعَتَيِ الْفَجْرِ لِلْمُحَدِّثِ شمس الحقالديانوی	1۔ پاک وہند میں علمائے اہل حدیث اي خدمات حدیث
٢ــ اَلْعِلَلُ الْمَاهِيَةُ فِي الْأَحَادِيْثِ الْوَاهِيَةِ لِابْنِ الْجَوْزِيِّ	2۔ تَوْضِيْحُ الْكَلَامِ فِيْ وُجُوْبِ الْقِرَاءَةِ خَلْفَ الْإِمَامِ
٣ــ اَلْمُسْنَدُ لِلْإِمَامِ أَبِيْ يَعْلٰى أَحْمَدَ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْمُثَنّٰى الْمَوْصِلِيُّ	3۔ اَسْبَابُ اخْتِلَافِ الْفُقَهَاءِ
٤ــ اَلْمُعْجَمُ لِلْإِمَامِ أَبِيْ يَعْلَى الْمَوْصِلِيُّ	4۔ احادیث ہدایہ: فنی و تحقیقی حیثیت
٥ــ تَبْيِيْنُ الْعَجَبِ فِيْ فَضَائِلِ شَهْرِ رَجَبَ لِلْحَافِظِ ابْنِ حَجَرٍ	5۔ مسلک اہل حدیث اور تحریکات جدیدہ
٦ــ مُسْنَدُ السِّرَاجِ لِلْإِمَامِ أَبِي الْعَبَّاسِ مُحَمَّد بْن إِسْحَاقَ السِّرَاجِ	6۔ اسلام اور موسیقی–شبہات و مغالطات کا ازالہ
٧ــ اَلتَّعْقِيْبُ عَلَى التَّقْرِيْبِ	7۔ احادیث صحیح بخاری و مسلم میں پرویزی تشکیک کا علمی محاسبہ
٨ــ اَلْمَقَالَةُ الْحُسْنٰى لِلْمُحَدِّثِ عَبْدِالرَّحْمٰنِ الْمُبَارَكْ فُوْرِي	8۔ تَنْقِيْحُ الْكَلَامِ فِيْ تَائِيْدِ تَوْضِيْحِ الْكَلَامِ
٩ــ جَلَاءُ الْعَيْنَيْنِ فِيْ تَخْرِيْجِ رُوَايَتِ الْبُخَارِيِّ فِيْ جُزْءِ رَفْعِ الْيَدَيْنِ لِلشَّيْخِ الْأُسْتَاذِ بَدِيْعِ الدِّيْنِ شَاهُ الرَّاشِدِيُّ	9۔ مسلک احناف اور مولانا عبدالحئی لکھنوی
١٠ــ غَايَةُ الْمَقْصِدِ فِيْ زَوَائِدِ الْمُسْنَدِ لِأَبِيْ بَكْرٍ الْهَيْثَمِيِّ	10۔ فلاح کی راہیں
	11۔ اعتکاف فضائل و احکام و مسائل مع عورت اعتکاف کہاں کرے مسجد میں یا گھر؟
	12 امام بخاری پر بعض اعتراضات کا جائزہ
	13 آئینہ ان کو دکھایا تو برا مان گئے۔
	14 آفات نظر اور ان کا علاج
	15 مولانا سرفراز صفدر اپنی تصانیف کے آئینے میں
	16 مقالات ارشاد الحق اثری

উৎস : www.urduvb.com/forum

mnxn `Av I whwKi + Bmjvgx eB

তিনি প্রায় ১০৩২ পৃষ্ঠা ব্যাপী "তাওযীহুল কালাম ফি উজুবিল ক্বিরাআত খলফুল ইমাম" (লাহোর ঃ দারুস সালাম প্রিন্টিং প্রেস. ১৪২৬/২০০৫) কিতাবে "সাক্তা" করা সম্পর্কে আলোচনা করেছেন। যাঁরা ইমামের পিছনে সূরা ফাতিহা পাঠের বিরোধীতায় কুরআনের আয়াত ঃ وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْصِتُوا "যখন কুরআন পাঠ করা হয়, তখন তোমরা মনোযোগের সাথে শোন ও চুপ থাক" (সূরা আ'রাফ, ২০৪ আয়াত)– উপস্থাপন করে, তাঁদের তিনি যেসব অনুচ্ছেদে জবাব প্রদান করেছেন, সেগুলোর অন্যতম অনুচ্ছেদ হল 'দ্বিতীয় জবাব ঃ সাক্তার আলোচনা'। যা তিনি ঐ গ্রন্থের ৫৭৩–৫৯৬ পৃষ্ঠাতে আলোচনা করেছেন, এই অনুচ্ছেদের উল্লেখযোগ্য অংশবিশেষ নিচে উল্লেখ করা হল।

যদি আয়াতটির দাবী সেটাই হয়, (যা হানাফীরা নিয়ে থাকে অর্থাৎ) ইমামের ক্বিরাআত পাঠের সময় মুক্তাদীকে চুপ থাকতে হবে – তাহলে বলব, এই হুকুমটি যখন ইমামের ক্বিরাআত পাঠ চলতে থাকে সে সময়ের জন্য সুনির্দিষ্ট। যদি ইমামের সাক্তাতে মুক্তাদী সূরা ফাতিহা পড়ে তবে আয়াতটির হুকুমের বিরোধীতা হয় না। প্রসিদ্ধ হানাফী আলেমরাও ইমামের সাক্তাতে মুক্তাদীর সূরা ফাতিহা পাঠকে আয়াতটির বিরোধী নয় বলে স্বীকৃতি দিয়েছেন। যা সামনে উল্লেখ করব, ইনঁশাআল্লাহ। নবী ﷺ–এর 'আমলে সাক্তা করার প্রমাণ আছে।[১০৩]

"ওয়াক্বফসমূহ ছাড়াও সাকতা করা প্রমাণিত"ঃ এ পদ্ধতিতে মুক্তাদী সহজেই সূরা ফাতিহা পড়ে নিতে পারে।

প্রথম প্রমাণ ঃ আবূ হুরায়রা ﷺ বলেন :

كَانَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ يَسْكُتُ بَيْنَ التَّكْبِيرِ وَبَيْنَ الْقِرَاءَةِ إِسْكَاتَةً

"রসূলুল্লাহ ﷺ তাকবীর ও ক্বিরাআতের মাঝে সাক্তা করতেন।"

এই বর্ণনাটি সহীহ বুখারী ১/১০৩, সহীহ মুসলিম ১/২১৯ পৃ: ছাড়াও নাসায়ী, আবূ দাউদ, ইবনে মাজাহ, ইবনে খুযায়মাহ, দারেমী, মুসনাদে আহমাদ ও ইবনে আবী শায়বাহ প্রভৃতিতে সংরক্ষিত আছে। এই সাক্তাতে নবী ﷺ দু'আয়ে ইস্তিফতাহ পড়তেন। সুতরাং এই সাক্তাটি প্রকৃতপক্ষে (সূরা ফাতিহা পাঠের সুযোগ) দেয়ার সাক্তা ছিল না।[১০৪] কিন্তু আব্দুল হাই লাক্ষ্ণৌভী ﷺ লিখেছেন :

[১০৩]. অতঃপর তিনি উম্মে সালামাহ ﷺ থেকে প্রত্যেক আয়াত শেষে নবী ﷺএর ওয়াক্বফ করা সম্পর্কীত বর্ণনা দলীল হিসাবে এনেছেন। আমাদের কাছে প্রত্যেক আয়াত শেষে ওয়াক্বফ ও ইমামের দু'টি সাক্তা সম্পর্কীত হাদীসের দাবী এক নয়। কেননা ওয়াক্বফ পদ্ধতিতে পাঠ সূরা ফাতিহা ছাড়া সব সূরার জন্যই প্রয়োজ্য। সুতরাং দু'টি সাক্তা করার হাদীসটিই সাক্তার জন্য স্পষ্ট দলীল। ওয়াক্বফ সম্পর্কীত আলোচনা শেষ করে তিনি অনুচ্ছেদ লিখেছেন ঃ "ওয়াক্বফসমূহ ছাড়াও সাক্তা করা প্রমাণিত" অতঃপর তাঁর বর্ণনা ও বিশ্লেষণ উপরে অনুদিত হল। (অনুবাদক)

[১০৪]. 'জুঝউল ক্বিরাআতের তাহক্বীক্বে" সাহাবী আবূ হুরায়রা ﷺ থেকে প্রমাণিত আছে, তিনি ﷺ ইমামের দু'আয়ে ইস্তিফতাহে মুক্তাদীকে সূরা ফাতিহা পাঠ করতে বলেছেন। (অনুবাদক)

mnxn `Av I whwKi + Bmjvgx eB

هٰذَا يَكْفِيْ لِقِرَاءَةِ الْمَأْمُوْمِيْنَ وَلاَ يَلْزِمُ السَّكْوْتُ الْحَقِيْقِيُّ عَلَى التَّعْيِيْنِ

"মুক্তাদীর ক্বিরাআত পাঠের জন্য এই সাক্তাই যথেষ্ট, আর নির্দিষ্ট ভাবে সাক্তা বা চুপ থাকাটা বাধ্যতামূলক নয়।" (ইমামুল কালাম পৃ: ২৪৩)

রাশীদ আহমাদ গাঙ্গুহী হানাফী ﵀ বলেন : "এই সামান্য পরিমাণ (সূরা ফাতিহার) আয়াত সানার সময়েও শেষ হতে পারে।" (সাবীলুর রাশাদ পৃ: ৩২)

উল্লেখ্য, নবী ﷺ থেকে ফরয সালাতে সানা ছাড়া اَللّٰهُمَّ بَاعِدْ بَيْنِيْ وَبَيْنَ ও إِنِّى وَجَّهْتُ وَجْهِىَ প্রভৃতি লম্বা দু'আও প্রমাণিত আছে। কিন্তু হানাফী আলেমগণ ফরয সালাতে সেগুলো পড়তে নিষেধ করেন। অবশ্য আব্দুল হাই লাক্ষ্ণৌভী ﵀ লিখেছেন : "এই উক্তি مِنْ غَيْرِ بُرْهَان দলীলহীন"। যা তিনি তাঁর গ্রন্থ اَلسَّعَايَه ২/১৬১-৬২ পৃ: উল্লেখ করেছেন। তাছাড়া غَيْثُ الْغَمَامِ গ্রন্থে লিখেছেন :

فَيَنْبَغِىْ لِقَاصِدِ الْاَتْبَاعِ النَّبَوِى الْجَمْعُ بَيْنَ هٰذِهِ الْاَذْكَارِ وَالْاَدْعِيَةِ فِى الرَّكْعَةِ الْاُوْلٰى قَبْلَ الْقِرَاءَةِ وَاِمَامًا تُعْرِفُ فِى الْحَنَفِيَةِ مِنَ الْقِرَاءَةِ اِنِّىْ وَجَّهْتُ قَبْلَ تَكْبِيْرِ التَّحْرِيْمَةِ فَلَيْسَ لَهٗ اَصْلٌ صَرَّحَ بِهٖ عَلَى الْقَارِىْ فِىْ شَرْحِ الْحِصْنِ الْحَصِيْنِ

"যে ব্যক্তি রসূলুল্লাহ ﷺ এর ইত্তিবা'র আকাঙ্ক্ষার রাখে, সে যেন দু'য়া-আযকার প্রথম রাক'আতের ক্বিরাআতের পূর্বে পড়ে। হানাফীদের মধ্যে প্রসিদ্ধ হল, ইন্নী ওয়াজ্জাহতু তাকবীরে তাহরীমার পূর্বে পড়া। অথচ এর কোন ভিত্তি নেই, যেভাবে মুল্লা আলী ক্বারী 'শরহে হিসনে হাসীনে' বলেছেন।" (গায়সুল গামাম, ২৩৭ পৃ:)

দ্বিতীয় প্রমাণ ঃ সামুরাহ বিন জুনদুব ﵁ বলেন :

كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَسْكُتُ سَكْتَتَيْنِ اِذَا دَخَلَ فِي الصَّلَاةِ وَاِذَا فَرَغَ مِنَ الْقِرَاءَةِ

"রসূলুল্লাহ ﷺ দু'টি সাক্তা করতেন। যখন তিনি সালাত শুরু করতেন এবং যখন তিনি ক্বিরাআত শেষ করতেন।"

এই হাদীসটি জুঝউল ক্বিরাআত পৃ: ৩০, কিতাবুল ক্বিরাআত পৃ: ৮৬, তিরমিযী ১/২১২ পৃ:, আবূ দাউদ ১/২৮৩ পৃ:, ইবনে হিব্বান মা'আ তালিক্বাতে ইহসান ৩/১৪৭, আল-মাওয়ারিদ পৃ: ১২৪, আল-হাকিম ১/২১৫ পৃ:, দারেমী ১/২৮৩, মুসনাদে আহমাদ ৫/৭,১১,২২,২৩ পৃ:, বায়হাক্বী ২/১৯৬ পৃ:, দারা কুতনী ১/৩৩৬ পৃ:, তাবারানী ৭/২৫৪ পৃ:, আবূ ইয়া'লা প্রভৃতিতে বর্ণিত হয়েছে।

mnxn `Av I whwKi + Bmjvgx eB

ইমাম তিরমিযী ﵀ হাদীসটিকে হাসান বলেছেন এবং হাফেয ইবনে হাজার ﵀ বলেছেন : هٰذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ "হাদীসটি হাসান।" (ইমামুল কালাম পৃ: ২৩৭, নাতায়েজুল আফকার ২/১৭ পৃ:)

মুহাক্কেক্ব আহমাদ মুহাম্মাদ শাকির ﵀ বলেছেন : هُوَ حَدِيْثٌ صَحِيْحٌ رُوَاتُهُ ثِقَاتٌ "এই হাদীসটি সহীহ এবং এর রাবীগণ সিক্বাহ।" (তা'লীক 'আলাত তিরমিযী ২/৩১ পৃ:)

হাসান বসরী ﵀ কি সামুরাহ ﵁ থেকে হাদীস শুনেছিলেন? ঃ কিন্তু ইমাম দারা কুতুনী ﵀ বলেছেন : "হাসান বসরী ﵀ সামুরাহ বিন জুনদুব ﵁ থেকে কেবল আক্বীক্বাহ বিষয়ক একটি হাদীস শুনেছিলেন।"

মূলত তিনি এটাই ইঙ্গিত দিয়েছেন যে, হাসান ﵀ সামুরাহ থেকে হাদীস শোনেন নি। হাসান বসরী ﵀ সামুরাহ ﵁ থেকে শোনার বিষয়টি মুহাদ্দিসদের নিকট বিতর্কীত। ইমাম ইবনে হিব্বান ﵀ ইমাম ইবনে মু'য়ীন ﵀ প্রমুখ উন্মুক্তভাবে তাঁর শোনাটা অস্বীকার করেছেন। কিন্তু ইমাম ইবনুল মাদানী ﵀ ইমাম তিরমিযী ﵀ ইমাম বুখারী ﵀ প্রমুখ উন্মুক্তভাবেই তাঁর শোনার দাবী করেছেন। পক্ষান্তরে ইমাম দারা কুতনী ﵀ ইমাম নাসায়ী ﵀ ইমাম বায়হাক্বী ﵀ প্রমুখের ধারণা হল, কেবল আক্বীক্বাহ সম্পর্কিত হাদীসটি শুনেছেন। এছাড়া অন্য কোন হাদীস শোনেন নি।

সহীহ কথা হল, হাসান বসরী ﵀ আক্বীক্বাহ সম্পর্কিত হাদীসটি ছাড়া অন্য হাদীসও সামুরাহ ﵁ থেকে শুনেছেন। যার বিস্তারিত ব্যাখ্যার স্থান এটি নয়। কিন্তু যেহেতু হাসান ﵀ মুদাল্লিস রাবী, এ কারণে তাঁর কেবল ঐ বর্ণনাই গ্রহণযোগ যা শোনা প্রমাণিত আছে। আলোচ্য বর্ণনাতে যদিও একটি বিতর্কের কথা বর্ণিত হয়েছে, যা সামুরাহ ﵁ ও ইমরান বিন হুসাইন ﵁ মধ্যে ঘটেছিল। সামুরাহ ﵁ সাক্তার কথা উল্লেখ করলে ইমরান ﵁ তা অস্বীকার করেন। তখন এ সম্পর্কে তাঁরা মদীনাতে উবায় ইবনে কা'ব ﵁-এর কাছে লিখলেন। তখন উবায় ﵁ সামুরাহ ﵁-কে সমর্থন করলেন।

মুহাদ্দিস ডায়ানভী ﵀ বলেছেন : هٰذَا كُلُّهُ حِكَايَةٌ مِنَ الْحَسَنِ نَاقِلاً عَمَّا سَمِعَ مِنْ سَمُرَةَ "এ ঘটনাটি সম্পূর্ণরূপে হাসান বসরী ﵀ সামুরাহ ﵁ থেকে শুনেছিলেন।"

mnxn `Av I whwKi + Bmjvgx eB

কিন্তু কোন বর্ণনাতে শোনার ব্যাখ্যাটি সুস্পষ্ট নয়। ঐতিহাসিকভাবেও হাসানের সাথে সামুরাহ ﵁-এর আলোচনাটি প্রমাণিত হয় না। যার বিস্তারিত ব্যাখ্যার সুযোগ এখানে নেই।[১০৫] কিন্তু হানাফীদের উসূলের আলোকে হাসান বসরীর ﵀ প্রতি তাদলীসের অভিযোগটিই ভুল। কেননা তাদের নিকট খয়রুল কুরুনের (ইসলামের প্রথম তিনটি শ্রেষ্ঠ যুগের) মুদাল্লিসদের মু'আন'আন বর্ণনা মাক্ববুল। (كما مر)

কেউ কেউ সাক্তার হাদীসের মতনে ইযতিরাবের (স্ব-বিরোধীতার) অভিযোগ করেছেন। কোনটিতে সাক্তার বর্ণনা সূরা ফাতিহার শেষে এবং কোনটিতে সম্পূর্ণ ক্বিরাআত শেষে সাক্তার কথা বর্ণিত হয়েছে। কিন্তু এই অভিযোগও সহীহ নয়। কারণ মতপার্থক্যের কেন্দ্র হল, ক্বাতাদাহ'র ﵀ বর্ণনা। কেননা ক্বাতাদাহ ﵀ ছাড়াও এটি আশ'আস ﵀, ইউনুস ﵀, হুমায়িদ ﵀ থেকে সম্পূর্ণ ক্বিরাআত শেষে সাক্তা করার বর্ণনা আছে। সুতরাং ক্বাতাদাহ'র ﵀ ঐ বর্ণনাই গ্রহণযোগ্য হবে যা জামা'আতের (অধিকাংশ রাবীর) বর্ণনার পরিপূরক। আবার ইউনুস ﵀-এর বর্ণনাতেও ইখতিলাফ আছে।

ইসমাঈল ﵀ ও হাশিম ﵀ সূরা ফাতিহার পর সাক্তা করার কথা উল্লেখ করেছেন। (দারা কুতনী, মুসনাদে আহমাদ) কিন্তু ইয়াযীদ বিন যারী' ﵀ সম্পূর্ণ সূরার শেষে সাক্তার কথা উল্লেখ করেছেন। (আহমাদ) বরং ইসমাঈলের অপর শিষ্য ইয়াকুব ইবন ইবরাহীম ﵀-ও সূরার শেষে সাক্তা করার কথা উল্লেখ করেছেন। সুতরাং জামা'আতের তথা অধিকাংশের বর্ণনাই প্রাধান্যপ্রাপ্ত। ইমাম ইবনুল বার ﵀ 'আল-ইসতিযকার'-এ বলেছেন : দুই সাক্তার হাদীস মা'লূল (ত্রুটিযুক্ত)। এর উপর ইমামগণ আমল করেননি। কিন্তু আব্দুল হাই লাক্ষ্ণৌভী ﵀ লিখেছেন : وَاِنَّ عَدَمَ عَمَلِ الْاَئِمَّةِ بِهَا لَا يَسْتَلْزِمُ عَدَمَ اِعْتِبَارِهَا وَالْعِلَلُ الَّتِىْ فِيْهَا لَيْسَتْ بِاَزِيْدَ مِنْ عِلَلِ كَثِيْرٍ مِنَ الْاَحَادِيْثِ الَّتِىْ اِحْتَجُّوْا بِهَا "ইমামগণের এর উপর আমল না করা হাদীসটি অগ্রহণযোগ্য হওয়াটা বাধ্যতামূলক করে না। আর যা এতে 'ইলাল

[১০৫]. মুহাক্কেক্ব যুবায়ের আলী যাই ﵾ তাঁর 'নায়লুল মাক্বসুদ' গ্রন্থে বেশকিছু পর্যালোচনায় প্রমাণ করেছেন যে, হাসান বসরী ﵀ এর সামুরাহ ﵁ থেকে রেওয়ায়াত সহীহ। কেননা, তিনি সামুরাহ ﵁-এর কিতাব থেকে বর্ণনা করতেন। সুতরাং 'সামুরাহ থেকে হাসান' সনদের ধারাবাহিকতায় 'আন'আনাহ থাকাটা ত্রুটি নয়। (দ্রঃ নায়লুল মাক্বসুদ হা/৩৫৪) – অনুবাদক

mnxn `Av I whwKi + Bmjvgx eB

(ত্রুটি) আছে, তা ঐ সমস্ত হাদীসের 'ইলাল থেকে বেশী নয় যা দ্বারা দলীল গ্রহণ করা হয়।" (ইমামুল কালাম পৃ: ২৪২)

আব্দুল হাই লাক্ষ্ণৌভী ﵀ ইমাম ইবনে 'আব্দুল বারের ﵀ 'আল-ইসতিযকার'-এর সূত্রে উল্লেখ করেছেন : 'দুই সাকতার হাদীস মা'লূল (ত্রুটিযুক্ত)। এর উপর ইমামগণ আমল করেননি' - কিন্তু এই বক্তব্যটি বিশ্লেষণের দাবী রাখে। কেননা, ইমাম ইবনে 'আব্দুল বার ﵀ তাঁর 'আত-তামহীদ'-এ (১/৪১-৪২ পৃ:) সাক্তার হাদীসটি উল্লেখ করার পর এর উপর কোন অভিযোগ করেননি। বরং তিনি ﵀ এই বর্ণনাটির বক্তব্য সম্পর্কে লিখেছেন : "ইমাম আওযায়ী ﵀, ইমাম শাফে'য়ী ﵀ প্রমুখের এর উপর 'আমল আছে।" তাছাড়া 'আল-ইসতিযকার'-এও (৪/২৩৮ পৃ:) হাসান বসরী ﵀, ক্বাতাদাহ ﵀ ও অপর একটি জামা'আতের থেকে সাক্তার উপর আমল করার উদ্ধৃতি দিয়েছেন। ইমাম তিরমিযী ﵀-ও বলেছেন :

وَهُوَ قَوْلُ غَيْرِ وَاحِدٍ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ يَسْتَحَبُّوْنَ لِلْإِمَامِ أَنْ يَسْكُتَ بَعْدَ مَا يَفْتَتِحُ الصَّلَاةَ وَبَعْدَ الْفَرَاغِ مِنَ الْقِرَاءَةِ وَبِهِ يَقُوْلُ أَحْمَدُ وَ إِسْحٰقُ وَأَصْحَابُنَا

"এই বক্তব্য রয়েছে একাধিক আহলে ইলমের। তাঁরা সালাতের শুরুর পর এবং ক্বিরাআত শেষে কিছুক্ষণ সাক্তা করা ইমামের জন্য মুস্তাহাব বলে মত ব্যক্ত করেছেন। ইমাম আহমাদ ﵀, ইসহাক্ব ﵀ ও আমাদের উস্তাদগণের অভিমতও এটাই।" [তিরমিযী - কিতাবুস সালাত بَابُ مَا جَاءَ فِي السَّكْتَتَيْنِ فِي الصَّلَاةِ]

তৃতীয় প্রমাণ ঃ 'আব্দুল্লাহ বিন 'আমর ﵁ বর্ণনা করেন :

اِنَّهُمْ كَانُوْا يَقْرَؤُوْنَ خَلْفَ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ اِذَا انْصَتَ فَاِذَا قَرَأَ لَمْ يَقْرَءُوْا وَاِذَا انْصَتَ قَرَءُوْا ـ

"সাহাবাগণ ﵃ রসূলুল্লাহ ﷺ-এর পিছনে ঐ সময় ক্বিরাআত করতেন যখন তিনি চুপ থাকতেন, পুণরায় যখন নবী ﷺ ক্বিরাআত পাঠ করতেন তখন সাহাবাগণ ﵃ কিছুই ক্বিরাআত করতেন না। আবার যখন তিনি ﷺ চুপ থাকতেন তখন তাঁরা পাঠ করতেন।" [বায়হাক্বীর, কিতাবুল ক্বিরাআত পৃ: ৬৯; ৮৬]

এই বর্ণনাটির সনদ কমপক্ষে হাসান। 'আহসানুল কালামের' লেখক এই সনদটির কেবল 'আমর বিন শু'আয়েব 'আন আবিহি 'আন জাদ্দিহি অংশটুকুকে আপত্তি করেছেন। যার জবাব পূর্বেই গত হয়েছে। উল্লেখ্য, বর্ণনাটি ইমাম

mnxn `Av I whwKi + Bmjvgx eB

বায়হাক্বী ﵀ আবূস সালত আল-হারাবী'র মধ্যস্থতায় বর্ণনা করেছেন। যার নাম আব্দুল সালাম বিন সালেহ, তিনি মাতরুক রাবী। কিন্তু এর সাথে সাথে ইমাম বায়হাক্বী এটাও ইঙ্গিত করেছেন যে, رَوَاهُ عَبْدُ الْحَمِيْدِ بْنِ جَعْفَرَ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ بِمَعْنَاهُ "অনুরূপ অর্থে 'আব্দুল হামীদ বিন জা'ফার ﵀ 'আমর বিন শু'আয়েব থেকেও বর্ণনা করেছেন।" 'আব্দুল হামীদের ﵀ বর্ণনাটি ইমাম বায়হাক্বী ﵀ 'কিতাবুল ক্বিরাআতে'-র ৮৬ পৃষ্ঠাতে বর্ণনা করেছেন। যা আমি এখন 'কিতাবুল ক্বিরাআতের' সূত্রে বর্ণনা করেছি। পার্থক্য এতটুকু যে, ৬৯ পৃষ্ঠার বর্ণনা হল, اِنَّهُمْ كَانُوْا يَقْرَءُوْنَ আর ৮৬ পৃষ্ঠার বর্ণনাটি হল, اِنَّهُ كَانَ يَقْرَأُ অর্থাৎ "আব্দুল্লাহ বিন 'আমর তখন পড়তেন যখন নবী ﷺ চুপ থাকতেন। আর যখন নবী ﷺ পড়তেন তখন চুপ থাকতেন।" এই সনদটিও কমপক্ষে হাসান। ইমাম বায়হাক্বী নিম্নোক্ত সনদে বর্ণনা করেছেন :

أَخْبَرَنَا الْإِمَامُ أَبُو عُثْمَانَ ﵁ أَنَا أَبُو طَاهِرٍ مُحَمَّدُ بْنُ الْفَضْلِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ بْنِ خُزَيْمَةَ أَنَا جَدِّيْ ، نَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِيْ صَفْوَانَ الثَّقَفِيّ ، نَا أَبُوْ بَكْرٍ يَعْنِي الْحَنَفِيُّ ، نَا عَبْدُ الْحَمِيْدِ بْنِ جَعْفَرَ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ ، عَنْ أَبِيْهِ ، عَنْ جَدِّهِ ، أَنَّهُ كَانَ يَقْرَأُ خَلْفَ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ إِذَا أَنْصَتَ فَإِذَا قَرَأَ لَمْ يَقْرَأْ ، فَإِذَا أَنْصَتَ قَرَأَ وَكَانَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ يَقُوْلُ : « كُلُّ صَلَاةٍ لَا يُقْرَأُ فِيْهَا بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ فَهِيَ خِدَاجٌ » وَأَنْبَأَنِيْ أَبُوْ عَبْدُ اللهِ الْحَافِظُ ، إِجَازَةً أَنَّ أَبَا عَلِي الْحُسَيْنِ بْنِ عَلِي الْحَافِظِ ، أَخْبَرَهُمْ نَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ خُزَيْمَةَ ، فَذَكَرَهُ بِإِسْنَادِهِ نَحْوَهُ

ইমাম মুহাম্মাদ বিন ইসহাক্ব ﵀-এর সনদের বিশুদ্ধতা সম্পর্কে সন্দেহের কী থাকতে পারে? ইমাম ইবনে খুযায়মাহ'র ﵀ উস্তাদ মুহাম্মাদ বিন আবী সুফিয়ান হলেন, মুহাম্মাদ বিন 'উসমান বিন আবী সফওয়ান আস-সাক্বাফী' – তিনি সিক্বাহ রাবী (তাহযীব ৯/৩৩৭ পৃ:, তাক্বরীব পৃ: ৪৬১)। তাঁর উস্তাদ আবূ বকর আল-হানাফী ﵀– যাঁর নাম 'আব্দুল কাবীর বিন 'আব্দুল মাজীদ; যেভাবে ইমাম মিযী ﵀ লিখেছেন। (তাহযীব ১২/৩,৪) তাঁর উস্তাদদের মধ্যে আব্দুল হামীদ বিন জা'ফরের নাম অন্যতম। 'তাহযীবুত তাহযীবে' (৬/৩৭০ পৃ:) তাঁর কুনিয়াত আবূ ইয়াহইয়া হিসাবে বর্ণিত হয়েছে, যা লিপিকারের (মুদ্রণ) ভুল। এ কারণে 'তাক্বরীবে' (পৃ: ২১৭) 'আব্দুল কাবীর বিন 'আব্দুল মাজীদ বিন 'উবায়দুল্লাহ আল-বসরী আবূ বকর আল-হানাফী উল্লেখ করা হয়েছে, তিনি সিক্বাহ

mnxn `Av I whwKi + Bmjvgx eB

বর্ণনাকারী। আর 'আব্দুল হামীদ বিন জা'ফরও সত্যবাদী। ইবনে হাজার ﵀ লিখেছেন : صُدُوْقٌ رُبَمَا وَهَمَ "সুদূক্ব (সত্যবাদী) রাবী, কখনো কখনো ভুল করতেন"। (তাক্বরীব পৃ: ১৯৬) হাফেয যাহাবী ﵀ লিখেছেন : اِحْتَجَّ بِهِ الْجَمَاعَةُ وَهُوَ حَسَنُ الْحَدِيْثِ "একটি জামা'আত তাঁর থেকে দলীল গ্রহণ করেছেন, তিনি হাসানুল হাদীস।" যায়লা'য়ী হানাফী ﵀ লিখেছেন : وَثَقَهُ اَكْثَرُ الْعُلَمَاءِ "অধিকাংশ আলেম তাঁকে সিক্বাহ গণ্য করেছেন।" (নাসবুর রায়াহ ১/৩৪২ পৃ:) এ কারণে সনদটি কমপক্ষে হাসান স্তরের।

তাছাড়া 'আব্দুল্লাহ বিন 'আমর ﵄-এর বর্ণনা :"যে ব্যক্তি কোন ফরয বা নফল ইমাম পিছনে পড়ে, সে যেন সূরা ফাতিহা ছাড়াও অতিরিক্ত কিছু পড়ে। যদি সে কেবল ফাতিহা পড়ে তবে যথেষ্ট হবে। আর ইমাম যখন জেহরী ক্বিরাআত করেন তখন ইমামের সাক্তাতে ইমামের পূর্বে বা পরে ফাতিহা পড়বে।" (বায়হাক্বীর কিতাবুল ক্বিরাআত পৃ: ৫৪, ৫৫)

এই বর্ণনাটির সনদে মুহাম্মাদ বিন 'আব্দুল্লাহ বিন 'উবায়দুল্লাহ বিন 'উমায়ের আছেন, তিনি য'য়ীফ। যেভাবে 'আহসানুল কালামে' (১/১৭১ পৃ:) বলা হয়েছে। কিন্তু এ ক্ষেত্রে তিনি একাকী নন। বরং মাসনাহ বিন সাবাহ ﵀-ও তাঁর অনুরূপ বর্ণনা করেছেন। (মুসান্নাফে 'আব্দুর রাজ্জাক্ব ২/১৩৩ পৃ:, কিতাবুল ক্বিরাআত পৃ: ৫৪) তাছাড়া 'কিতাবুল কিরাআতে' اِبْنُ لَهِيْعَةَ نَا عُمَرُ بْنُ شُعَيْبٍ সনদটি আছে। যার ফলে ইবনে লাহিয়াহ ﵀-এর 'আমর বিন শু'আয়েব ﵀ থেকে না শোনার আপত্তিরও সমাপ্তি ঘটে। ইমাম ইবনে ওয়াহাব ﵀-এর মতে, ইবনে লাহিয়াহ ﵀ 'আমর বিন শু'আয়েব থেকে শোনেন নি। কিন্তু স্বয়ং তিনিই বলেছেন : سَمِعْتُهَا مِنْهُ قَبْلَ اَنْ يَلْتَقِىَ اَبَوَاهُ "আমি 'আমর বিন শু'আয়েব থেকে ইবনে ওয়াহহাবের জন্মের পূর্বে শুনেছি।" (তাহযীব ৫/৩৭৫ পৃ:)

এ কারণে 'আমর বিন শু'আয়েব থেকে ইবনে লাহিয়ার শোনাটা অস্বীকার করা সবক্ষেত্রে সহীহ নয়। ইমাম মালেক ﵀ তাঁর 'মুয়াত্তা'-এ কিতাবুল বুয়ূ-তে হাদীসুল 'আরবান عَنِ الثِّقَةِ عِنْدَهُ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ সনদে বর্ণনা করেছেন। ইমাম আব্দুল বার ﵀ লিখেছেন :

قَدْ تَكَلَّمَ النَّاسُ فِى الثِّقَةِ عِنْدَهُ فِىْ هٰذَا الْمَوْضِعِ وَاَشْبَهُ مَا قِيْلَ فِيْهِ اَنَّهُ اَخَذَهُ عَنِ ابْنِ لَهِيْعَةَ اَوْ عَنِ ابْنِ وَهَبٍ عَنِ ابْنِ لَهِيْعَةَ لِاَنَّ ابْنَ لَهِيْعَةَ سَمِعَهُ مِنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ.

mnxn `Av I whwKi + Bmjvgx eB

"আলেমগণ এ ব্যাপারে ইখতিলাফ করেছেন যে, ইমাম মালেকের ﵀ কাছে এখানে ইবনে লাহিয়ার সিক্বাহ গণ্য করার উদ্দেশ্য কি? কেননা, যা কিছু বলা হয়ে থাকে তার মধ্যে সর্বোত্তম হল, তিনি বর্ণনাটি ইবনে লাহিয়ার থেকে নিয়েছেন অথবা, ইবনে ওয়াহহাবের মধ্যস্থতায় عَنْ اِبْنِ لَهِيْعَةَ বর্ণনা করেছেন। কেননা ইবনে লাহিয়াহ 'আমর বিন শু'আয়েব থেকে শুনেছেন।" (আত-তামহীদ ২৪/১৭৬ পৃঃ)

তাছাড়া ইমাম ইবনে আব্দুল বার ﵀ নিজের সনদে এই বর্ণনাটি اِبْنِ لَهِيْعَةَ قَالَ حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ شُعَيْبٍ শব্দে রেওয়ায়াত করে ইবনে লাহিয়াহ কর্তৃক 'আমর ইবনে শু'আয়েব থেকে শোনাটা সুস্পষ্ট করেছেন। এই সবকিছু تَنْوِيْرُ الْحَوَالِكِ (২/১১৮ পৃঃ) প্রভৃতিতে উল্লেখ আছে।

আলোচ্য বর্ণনাটিতে কখনো نَا عَمْرُو বলেছেন, সুতরাং শোনার ব্যাখ্যা আর কী দ্বারা হবে? অবশ্য ইমাম আহমাদ ﵀ বলেছেন : ইবনে লাহিয়া ﵀ মাসনাহ বিন সাবাহ'র মধ্যস্ততায় বর্ণনা করতেন। অতঃপর মাসনাহ বিন সাবাহ'র মধ্যস্ত তায় তা মৌলিকভাবে বর্ণনা করতে থাকেন। (তাহযীব প্রভৃতি)

কিন্তু এ অভিযোগ তখনই প্রযোজ্য যখন রেওয়ায়াত মু'আন'আন হয়, কেননা ইবনে লাহিয়াহ মুদাল্লিস। আর উক্ত পরিস্থিতিতে তাদলীসও হয়েছে। কিন্তু আলোচ্য বর্ণনাতে শোনাটা সুস্পষ্টভাবে প্রমাণিত। এ কারণে অভিযোগটি গ্রহণযোগ্য নয়। কিন্তু ইবনে লাহিয়াহ'র ইখতিলাতের (সংমিশ্রণের) কারণে য'য়ীফ। এ কারণে মারফু' হিসাবে বর্ণনাটি ত্রুটিযুক্ত। তদুপরি 'আব্দুল্লাহ বিন 'আমরের আসার এর সমর্থক, যা হাসান সনদে 'কিতাবুল ক্বিরাআতের' সূত্রে আমি পূর্বে বর্ণনা করেছি। তাছাড়া ইমাম বায়হাক্বী ﵀ লিখেছেন :

مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُبَيْدِ بْنِ عُمَيْرٍ وَإِنْ كَانَ غَيْرَ مُحْتَجٍّ بِهِ وَكَذٰلِكَ بَعْضُ مَنْ تَقَدَّمَ مِمَّنْ رَوَاهُ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ فَلِقِرَاءَةُ الْمَأْمُوْمِ فَاتِحَةُ الْكِتَابِ فِيْ سَكْتَةِ الْإِمَامِ شَوَاهِدُ صَحِيْحَةٌ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيْهِ عَنْ جَدِّهِ خَبَرًا عَنْ فِعْلِهِمْ

"মুহাম্মাদ বিন 'আব্দুল্লাহ বিন 'উবায়েদ ও অন্যান্যরা 'আমর বিন শু'আয়েব থেকে যা বর্ণনা করেছেন – যদিও তা গ্রহণযোগ্য নয়, কিন্তু 'আমর বিন শু'আয়েব 'আন আবীহি 'আন জাদ্দিহি থেকে সাহাবা ﵃-দের আমলের সহীহ সনদের বর্ণনাটি এর সাক্ষ্য।"

mnxn `Av I whwKi + Bmjvgx eB

তাছাড়া হাবিবুর রহমান আল-আ'যামী ﷾ লিখেছেন :

اَخْرَجَ هَقُ (اَى الْبَيْهَقِيّ) فِيْ كِتَابِ الْقِرَاءَةِ (صـــ ٦٩) مِنْ طَرِيْقِ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ بْنِ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ مَا يَقْرُبُ مِنْ هٰذَا الْخ (حاشية المصنف صـــ ١٣٣ ج ٢)

"ইমাম বায়হাক্বী ﷾ 'কিতাবুল ক্বিরাআতে' (পৃ: ৬৯) عُبَيْدُ اللهِ بْنِ عُمَرَ بْنِ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُبَيْدِ اللهِ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ ও الْمَثْنٰى প্রমুখের) সনদে যা বর্ণনা করেছেন তা এই বর্ণনাটির নিকটবর্তী।"

সুতরাং এর মারফু' বর্ণনার ব্যাপারে সম্পূর্ণরূপে দৃষ্টি ভিন্ন দিকে নেয়া উসূলী দিক থেকে সহীহ নয়।[১০৬]

চতুর্থ প্রমাণ ঃ সা'ঈদ বিন জুবায়ের ﷾ বর্ণনা করেন :

لَا بُدَّ اَنْ تَقْرَاَ بِاُمِّ الْقُرْآنِ مَعَ الْاِمَامِ وَلٰكِنْ مَنْ مَضٰى كَانُوْا اِذَا كَبَّرَ الْاِمَامُ سَكَتَ سَاعَةً لَا يَقْرَاُ قَدْرَ مَا يَقْرَؤُنَ اُمَّ الْقُرْآنِ

"ইমামের সাথে তুমি অবশ্যই উম্মুল কুরআন (সূরা ফাতিহা) পড়বে। কিন্তু সালাফদের আমল ছিল, যখন ইমাম তাকবীর বলতেন তখন কিছুক্ষণ সাক্তা করতেন এবং কিছু পড়তেন না, যেন মুক্তাদী উম্মুল কুরআন পাঠ করতে পারে।"

[কিতাবুল ক্বিরাআত পৃ: ৬৯, ৮৭, জুঝউল ক্বিরাআত পৃ: ৬, ২৯, আব্দুর রাজ্জাক্ব ২/১৩৪,১৩৫ পৃ:, শব্দগুলো 'আব্দুর রাজ্জাকের]

এই হাদীসটি সহীহ – যেভাবে প্রথম খন্ডের তৃতীয় অনুচ্ছেদে বর্ণিত হয়েছে এবং 'আহসানুল কালামের' লেখকের সকল আপত্তি খন্ডিত হয়েছে।[১০৭].....

[অতঃপর শায়েখ ইরশাদুল হক্ব আসরী ﷾ ৫ম, ৬ষ্ঠ, ৭ম ও ৮ম প্রমাণ হিসাবে যথাক্রমে হিশাম বিন উরইয়া ﷾ তাঁর পিতা উরইয়া বিন যুবায়ের থেকে, আবূ সালামাহ'র ﷾ থেকে, 'আতা বিন আবী রিবাহ ﷾ ও আবূ হুরায়রা ﷺ থেকে সাক্তা স্বপক্ষে আরো কিছু বর্ণনা উল্লেখ করেছেন ও সনদগুলোর প্রতি অভিযোগের জবাব দিয়েছেন। আমরা সংক্ষিপ্ত করার জন্য বর্ণনাগুলো উল্লেখ করা থেকে বিরত থাকছি। অতঃপর সাক্তার স্বপক্ষে বিভিন্ন ইমাম, ফক্বীহ, মুহাদ্দিস ও মুফাসসিরদের উদ্ধৃতি দিয়েছেন। আমরা সেগুলোর কয়েকটি এখানে উল্লেখ করছি। উল্লেখ্য উদ্ধৃতিগুলোর সাথে কুরআন ও সুন্নাহর যা সাদৃশ্যপূর্ণ কেবল তা-ই গ্রহণযোগ্য। আর যা বিপরীত বা স্ব-বিরোধী তা অবশ্যই বর্জনীয়।- অনুবাদক]

[১০৬]. যেভাবে শায়েখ আলবানী ﷾ এর আপত্তির জবাব পূর্বে গত হয়েছে। (অনুবাদক-

[১০৭]. আলোচনাটি খুব দীর্ঘ বিধায় নতুন ভাবে এখানে সংযোজন করা থেকে বিরত থাকছি। সাথে সাথে মূল কিতাবটি দেখে নেয়ার অনুরোধ রইল। (অনুবাদক)

mnxn `Av I whwKi + Bmjvgx eB

আব্দুল হাই লাক্ষ্ণৌভী হানাফী ﵀-এর রায় ঃ আব্দুল হাই লাক্ষ্ণৌভী ﵀ সাক্তা সম্পর্কে লিখেছেন :

لَا شَكَّ فِيْ ثُبُوْتِ السَّكْتَاتِ عَنْ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ بَعْدَ التَّكْبِيْرِ وَبَعْدَ الْقِرَاءَةِ وَبَعْدَ الْفَاتِحَةِ الخ

"এতে কোন সন্দেহ নেই যে, রসূলুল্লাহ ﷺ তাকবীর, ক্বিরাআত ও সূরা ফাতিহার পর সাক্তা করতেন।" (ইমামুল কালাম পৃ: ২৩৫)[১০৮].....

ইমাম ইবনে আব্দুল বার ﵀-এর বক্তব্য ঃ তিনি ﵀ বলেছেন,

قَالَ الْأَوْزَاعِيُّ وَالشَّافِعِيُّ وَأَبُوْ ثَوْرٍ حَقٌّ عَلَى الْإِمَامِ أَنْ يَسْكُتَ سَكْتَةً بَعْدَ التَّكْبِيْرَةِ الْأُوْلٰى وَيَسْكُتُ بَعْدَ قِرَاءَتِهِ لِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ لِيَقْرَأَ مَنْ خَلْفَهُ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ فَإِنْ لَمْ يَفْعَلْ فَاقْرَأْ مَعَهُ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ وَأَسْرِعِ الْقِرَاءَةَ هٰذَا لَفْظُ الْأَوْزَاعِيِّ وَقَوْلُ الشَّافِعِيِّ وَأَبِيْ ثَوْرٍ مِثْلَهُ

"ইমাম আওযায়ী, শাফে'য়ী, আবূ সাওর ﵀ বলেছেন : ইমামের কর্তব্য হল, প্রথম তাকবীরের পর ও সূরা ফাতিহার পর সাক্তা করবে – যেন মুক্তাদী ফাতিহা পড়ে নিতে পারে। যদি ইমাম এমনটি না করেন, তবে ইমামের সাথে সাথে সূরা ফাতিহা পড়বে এবং তাতে দ্রুত করবে। এটা ইমাম আওযায়ী'র ﵀ বক্তব্য, এবং ইমাম শাফে'য়ী ও আবূ সাওরের উক্তিও অনুরূপ।" [আত-তামহীদ ১১/৪২-৪৩ পৃ:] আরো দ্রঃ আল-ইসতিযকার ৪/২৩৮ পৃ: ।.....

ইমাম ইবনে হাযমের ﵀ বক্তব্য ঃ হাফেয ইবনে হাযম ﵀ সামুরাহ বিন জুনদুব ﵁-এর বর্ণনাটি উল্লেখ করার পর লিখেছেন :

فَنَحْنُ نَخْتَارُ أَنْ يَفْعَلَ كُلُّ إِمَامٍ كَمَا فَعَلَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ وَفَعَلَهُ بَعْدَهُ سَمُرَةُ وَغَيْرُهُ مِنَ الصَّحَابَةِ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمْ وَيَقْرَأُ الْمَأْمُوْمُ فِي السَّكْتَةِ الْأُوْلَى أُمَّ الْقُرْآنِ فَمَنْ فَاتَتْهُ قَرَأَ فِي السَّكْتَةِ الثَّانِيَةِ قَالَ عَلِيٌّ: وَقَدْ فَعَلَ مَا قُلْنَا جُمْهُوْرُ السَّلَفِ

"আমরা তেমনটা পছন্দ করি যেমন রসূলুল্লাহ ﷺ 'আমল করতেন এবং তাঁর পরে সামুরাহ ﵁ ও প্রমুখ সাহাবী ﵃ 'আমল করেছেন। অর্থাৎ মুক্তাদী প্রথম সাক্তাতে সূরা ফাতিহা পড়বে। যদি প্রথম সাক্তাতে পড়তে না পারে তবে

[১০৮]. পূর্বেই প্রমাণিত হয়েছে, সূরা ফাতিহার পর সাক্তার বর্ণনাটি য'য়ীফ। (অনুবাদক)

mnxn `Av I whwKi + Bmjvgx eB

দ্বিতীয় সাক্তাতে পড়বে। 'আলী (বিন আহমাদ বিন হাযম) ﵀ বলেন : এমন 'আমলটিই জমহুর সালাফ থেকে বর্ণিত হয়েছে।" [আল-মুহাল্লা ৪/৯৮ পৃ:]

ইমাম ইবনে কুদামাহ ﵀-এর মন্তব্য ঃ ইমাম ইবনে কুদামাহ হাম্বলী ﵀ লিখেছেন :

اَلْاِسْتِحْبَابُ أَنْ يَقْرَأَ فِيْ سَكْتَاتِ الْإِمَامِ وَفِيْمَا لاَ يَجْهَرُ فِيْهِ هٰذَا قَوْلُ أَكْثَرِ أَهْلِ الْعِلْمِ كَانَ اِبْنُ مَسْعُوْدٍ وَابْنُ عُمَرَ وَهِشَامُ بْنُ عَامِرٍ يَقْرَأُوْنَ وَرَاءَ الْإِمَامِ فِيْمَا أَسَرَّ بِهِ وَقَالَ اِبْنُ الزُّبَيْرِ إِذَا جَهَرَ فَلاَ تَقْرَأْ وَإِذَا خَافَتَ فَاقْرَأْ وَرَوَى مَعْنَى ذٰلِكَ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ وَسَعِيْدِ بْنِ جُبَيْرٍ وَالْحَسَنِ وَ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ نَافِعِ بْنِ جُبَيْرٍ وَ الْحَكَمُ وَ الزُّهْرِيُّ وَقَالَ أَبُوْ سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ لِلْإِمَامِ سَكْتَتَانِ فَاغْتَنِمُوْا فِيْهِمَا الْقِرَاءَةَ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ إِذَا دَخَلَ فِي الصَّلاَةِ وَإِذَا قَالَ وَلاَ الضَّالِّيْنَ وَقَالَ عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ أَمَّا أَنَا فَأَغْتَنِمُ مِنَ الْإِمَامِ اِثْنَتَيْنِ إِذَا قَالَ ﴿غَيْرِ الْمَغْضُوْبِ عَلَيْهِمْ وَلاَ الضَّالِّيْنَ﴾ فَاقْرَأْ وَحِيْنَ يُخْتِمُ السُّوْرَةَ فَاقْرَأْ قَبْلَ أَنْ يَرْكَعَ

"মুস্তাহাব হল, ইমামের সাক্তাতে এবং যখন জেহরী (ক্বিরা'আত) পড়ে না (তখন সূরা ফাতিহা পড়বে)। অধিকাংশ আলেমের মত এটাই। যেমন ইবনে মাস'উদ ﵁, ইবনে 'উমার ﵁, হিশাম বিন 'আমির ﵁ ইমামের পিছনে সির্রী (অপ্রকাশ্য ক্বিরাআতের) সালাতে ইমামের পিছনে পড়তেন। ইবনে যুবায়ের ﵀ বলেছেন : "যখন ইমাম জেহরী ক্বিরাআত পড়েন তখন পড়ো না, আর যখন অপ্রকাশ্য ক্বিরাআত করেন তখন পড়।" এটা সা'য়ীদ ইবেন মুসাইয়্যেব, হাসান, ক্বাসেম বিন মুহাম্মাদ, নাফে' বিন যুবায়ের, হাকেম ও যুহরী ﵀ থেকেও বর্ণিত আছে। আর আবূ সালামাহ ও আব্দুর রহমান ﵀ বলেন : "ইমামের দু'টি সাক্তাতে সূরা ফাতিহা পাঠকে গণিমাত মনে কর। যখন সালাত শুরু হয় এবং যখন 'ওয়ালাদ্ব দ্ব-ল্লীন' বলে।" তাছাড়া 'উরওয়াহ বিন যুবায়ের ﵀ বলেছেন : " যখন 'ওয়ালাদ্ব দ্ব-ল্লীন' বলে এবং যখন রুকুর পূর্বে সম্পূর্ণ ক্বিরাআত শেষ হয় - তখন পড়বে।" (মুগনী ১/৬০৪ পৃ:)

উক্ত উদ্ধৃতির পূর্বে তিনি ﵀ লিখেছেন :

إِذَا قَرَأَ بَعْضَ الْفَاتِحَةِ فِيْ سَكْتَةِ الْإِمَامِ ثُمَّ قَرَأَ الْإِمَامُ فَأَنْصَتَ لَهُ ثُمَّ قَرَأَ بَقِيَّةَ الْفَاتِحَةِ فِي السَّكْتَةِ الثَّانِيَةِ فَظَاهِرُ كَلاَمِ أَحْمَدَ أَنَّ ذٰلِكَ حَسَنٌ

mnxn `Av I whwKi + Bmjvgx eB

"যদি কেউ সূরা ফাতিহা ইমামের সাক্তাতে পড়ে, অতঃপর ইমামের চুপ থাকার স্থানে পড়ে অতঃপর বাকী অংশ ইমামের দ্বিতীয় সাক্তাতে পড়ে – ইমাম আহমাদের যাহেরী বক্তব্য অনুযায়ী এটাই উত্তম।" (মুগনী ১/৫০৬)

ইমাম আহমাদের ﵀ বক্তব্য ঃ ইমাম আবূ দাউদ ﵀ লিখেছেন :

سَمِعْتُ اَحْمَدَ سُئِلَ عَنِ الْقُرْاٰنِ خَلْفَ الْاِمَامِ قَالَ اِقْرَأْ فِيْهَا وَلاَ تَجْهَرْ قِيْلَ لَهُ فَفِيْهَا الْجَهْرُ قَالَ لاَ يَقْرَأُ اِلاَّ اَنْ تَبْتَدِرَهُ فَتَقْرَأَ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ قَبْلَ اَنْ يَقْرَأَ

"আমি ইমাম আহমাদ ﵀ থেকে শুনেছি, তাঁকে ইমামের পিছনে কুরআন পাঠ করা সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হয়। তিনি ﵀ জবাবে বলেন : "পড়ো, কিন্তু উঁচু আওয়াজে পড়ো না।" তাঁকে ইমামের জেহরী সালাতে ক্বিরাআত করা সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হলে, তিনি বলেন : " পড়ো না, তবে ইমামের পূর্বে সূরা ফাতিহা পড়া ছাড়া।" (আল-মাসায়েল, পৃ: ৩১)

তাছাড়া শায়েখ মুহাম্মাদ বাহজাহ ﵀-এর টিকাতে ইমাম ইসহাক বিন মানসুর ﵀-এর কিতাব 'আল-মাসায়েল' থেকে উদ্ধৃতি দিয়েছেন, ইমাম আহমাদ ও ইসহাক্ব ﵀-কে ইমামের পিছনে ক্বিরাআত করা সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হলে তাঁরা বলেন :

يَقْرَأُ فِيْهَا لاَ يَجْهَرُ وَاِنْ اَمْكَنَهُ اَنْ يَقْرَأَ فِيْمَا يَجْهَرُ قَبْلَ اَنْ يَاْخُذَ الْاِمَامُ فِى الْقِرَاءَةِ، وَلاَ يُعْجِبُنِىْ اَنْ يَقْرَأَ وَالْاِمَامُ يَجْهَرُ اَحَبَّ اِلَىَّ اَنْ يَنْصُتَ قَالَ اِسْحَاقُ هُوَ كَمَا قَالَ لاَ يَقْرَأُ خَلْفَهُ مَعَهُ اِذَا جَهَرَ يَقْرَأُ قَبْلَهُ اَوْ بَعْدَهُ

"জেহরী ক্বিরাআত না হলে সে সময় পড়ো। আর জেহরী সালাতে সম্ভব হলে ইমামের ক্বিরাআত শুরুর করার পূর্বে পড়ো। আমি এটা পছন্দ করি না যে, ইমামের সাথে সাথে পড়ো। আর ইমাম যখন জেহরী পড়েন তখন আমার কাছে চুপ থাকাটা পছন্দনীয়। ইমাম ইসহাক্ব অনুরূপ বলেছেন। তিনি বলেন : জেহরী ক্বিরাআতে সময় পড়ো না, তার পূর্বে বা পরে পড়ো।"

শায়েখ আব্দুল হক্ব দেহলভী ﵀ 'ফতহুল মান্নানে' ইমাম খারক্বী থেকে উদ্ধৃতি দিয়েছেন :

اِنَّ عِنْدَ اَحْمَدَ سَكْتَاتٌ يَقْرَأُ فِيْهَا الْمُقْتَدِىْ (بحوالة تذكرة المنتهى صـــ ١٨)

"ইমাম আহমাদের মতে সাক্তা রয়েছে, যেখানে মুক্তাদী পড়বে।"

mnxn `Av I whwKi + Bmjvgx eB

বরং সাক্তা সম্পর্কে ইমাম আহমাদের ﵀ অবস্থানের বিস্তারিত বর্ণনা করতে গিয়ে ইমাম 'আলাউদ্দীন সুলায়মান বিন আহমাদ আল-মারদাওয়ী ﵀ লিখেছেন :

إِذَا عَلِمْتَ ذَلِكَ فَالصَّحِيحُ مِنْ الْمَذْهَبِ : أَنَّهُ يُسْتَحَبُّ أَنْ يَسْكُتَ الْإِمَامُ بَعْدَ الْفَاتِحَةِ بِقَدْرِ قِرَاءَةِ الْمَأْمُومِ جَزَمَ بِهِ فِي الْكَافِي ، وَابْنُ تَمِيمٍ ، وَالْفَائِقِ ، وَالرِّعَايَةِ الصُّغْرَى ، وَالْحَاوِي الصَّغِيرِ

"যখন আপনি জানলেন যে, ইমাম আহমাদের সহীহ মাযহাব হল : সূরা ফাতিহার পর কিছুক্ষণ সাক্তা করা যেন মুক্তাদী পড়ে নিতে পারে। আল-কাফী, ইবনে তামীম, আল-ফায়িক্ব, আর-রিয়াবাতিস সুগরা, আল-হাবীস সাগীর প্রভৃতিতে এমনটি রয়েছে।" (আল-ইনসাফ ২/২৩০ পৃ:)

যদিও অনেকে এই সাক্তাটি অস্বীকার করেন, কিন্তু অপর বক্তব্যটি অস্বীকার করা অহেতুক বিতর্ক মাত্র।

ইমাম ইবনে তাইমিয়ার ﵀ বক্তব্য ঃ শায়খুল ইসলাম ইবনে তাইমিয়া ﵀ লিখেছেন :

وَلَكِنَّ طَائِفَةً مِنْ اَصْحَابِ اَحْمَدَ اِسْتَحَبُّوْا لِلْمَامُوْمِ الْقِرَاءَةَ فِىْ سَكْتَاتِ الْاِمَامِ

(تنوع العبادة صـ ١٢٧ مطبوعة ١٣٤٠ هـ)

তাছাড়া 'মাজমু'উ ফাতাওয়াতে' (২৩/৩২৭ পৃ:) লিখেছেন:

وَمِنْهُمْ مَنْ يَأْمُرُ بِالْقِرَاءَةِ فِي صَلَاةِ السِّرِّ وَفِي حَالِ سَكَتَاتِ الْإِمَامِ فِي صَلَاةِ الْجَهْرِ وَالْبَعِيدِ الَّذِي لَا يَسْمَعُ الْإِمَامَ . وَأَمَّا الْقَرِيبُ الَّذِي يَسْمَعُ قِرَاءَةَ الْإِمَامِ فَيَأْمُرُونَهُ بِالْإِنْصَاتِ لِقِرَاءَةِ إمَامِهِ ؛ إقَامَةً لِلِاسْتِمَاعِ مَقَامَ التِّلَاوَةِ . وَهَذَا قَوْلُ الْجُمْهُورِ : كَمَالِكٍ وَأَحْمَد وَغَيْرِهِمْ ـــ(مَجمع الفتوى صـ ٣٢٧ ج ٢٣)

উক্ত উদ্ধৃতি দু'টির সারমর্ম হল : "ইমাম আহমাদের ﵀ শিষ্যদের একদল ইমামের সাক্তাতে ও সির্রী সালাতে 'ক্বিরাআত খলফুল ইমাম' মুস্তাহাব মনে করতেন। তাছাড়া ইমামের জেহরী সালাতে সাক্তার মধ্যে, আর দূরবর্তী মুক্তাদী যে শুনতে পায় না সেও (পড়বে)। আর নিকটবর্তী মুক্তাদী যে ক্বিরাআত শুনতে পায় তার প্রতি নির্দেশ হল ইমামের ক্বিরআতের সময় সে চুপ থাকবে। এটাই জমহুরের উক্তি, যেভাবে ইমাম আহমাদ ও অন্যান্যরা বলেছেন।"

mnxn `Av I whwKi + Bmjvgx eB

তাছাড়া ইমাম ইবনে তাইমিয়ার ﵀ নিজস্ব উদ্ধৃতি থেকে জানা যায়, ইমামের ক্বিরাআতে সময় পড়বে না, বরং ইমামের সাক্তার সময় সূরা ফাতিহা পড়বে। তিনি ﵀ লিখেছেন :

وَالدُّعَاء الَّذي رَوَى أَبُو هُرَيْرَةَ في هَذَا السُّكُوت يُمْكِنُ فِيه قِرَاءَةُ الْفَاتِحَة فَكَيْفَ إِذَا قَرَأَ بَعْضَهَا في سَكْتَة وَبَعْضَهَا في سَكْتَة أُخْرَى

"যে দু'য়ায়ে ইস্তিফতাহ আবূ হুরায়রা ﵁ থেকে বর্ণিত হয়েছে, সেই চুপের সময় সূরা ফাতিহা পড়ে নেয়াটা সম্ভব। অতঃপর কিছু অংশ সাক্তাতে পড়বে এবং বাকী অংশ শেষ সাক্তাতে পড়বে।" (মাজমু'উ ফাতাওয়া ২৩/৩১৩ পৃ:)

আমাদের উক্ত উপস্থাপনা থেকে প্রমাণিত হয়, সাক্তার মধ্যে সূরা ফাতিহা পড়া অধিকাংশ আলেমদের থেকে প্রমাণিত।.....[১০৯]

[বিঃ দ্রঃ উপরোক্ত উদ্ধৃতিগুলো থেকে বিভিন্ন সময়ে সাক্তার মধ্যে 'সূরা ফাতিহা' পাঠের সমর্থন পাওয়া যায়। কিন্তু হাদীসের নীতিমালা অনুযায়ী সালাতের শুরুতে এবং ক্বিরাআতের শেষে বা রুকু'র পূর্বের সাক্তাই কেবল আমলযোগ্য।- অনুবাদক]

[১০৯]. অতঃপর সম্মানিত মুহাক্কেক্ব সাক্তা সম্পর্কে আরো কিছু ভুল ধারণার নিরসণ করেন। যা প্রয়োজন সাপেক্ষে পরবর্তী সংস্করণে প্রকাশ করব, ইনশাআল্লাহ। (অনুবাদক)

mnxn `Av I whwKi + Bmjvgx eB

পরিশিষ্টাংশ ঃ ২

সংক্ষেপে তাদলীস ও মুদাল্লিস পরিচিতি

–ইমাম নববী رحمة الله عليه

[এখানে আমরা সংক্ষেপে তাদলীস ও মুদাল্লিস সম্পর্কে ধারণা দেয়ার জন্য ইমাম নববীর التَّقْرِيْبُ وَالتَّيْسِيْرُ لِمَعْرِفَةِ سُنَنِ الْبَشِيْرِ النَّذِيْرِ فِيْ أُصُوْلِ الْحَدِيْثِ থেকে উল্লেখ করলাম। এই বিষয়ে আলোচনা খুবই দীর্ঘ। কিন্তু ইমাম নববী তাঁর লিখিত 'উলূমুল হাদীস বা হাদীসের নীতিমালা' সম্পর্কীত বইটিতে এই বিষয়টির সারসংক্ষেপ উল্লেখ করেছেন। আমরা সংক্ষিপ্ত এই পুস্তকে তাঁর সংক্ষিপ্ত উপস্থাপনাটিই উল্লেখ করছি।]

النَّوْعُ الثَّانِيْ عَشَرَ: اَلتَّدْلِيْسُ وَهُوَ قِسْمَانِ.

اَلْأَوَّلُ: تَدْلِيْسُ الْإِسْنَادِ بِأَنْ يَرْوِيَ عَمَّنْ عَاصَرَهُ مَا لَمْ يَسْمَعْهُ مِنْهُ مُوْهِماً سَمَاعَهُ قَائِلاً: قَالَ فُلَانٌ أَوْ عَنْ فُلَانٍ وَنَحْوِهِ وَرُبَمَا لَمْ يَسْقُطْ شَيْخَهُ وَأَسْقَطَ غَيْرَهُ ضَعِيْفاً أَوْ صَغِيْراً تَحْسِيْناً لِلْحَدِيْثِ.

"অনুচ্ছেদ – ১২ তাদলীস[১১০] ঃ তাদলীস দুই ভাগে বিভক্ত।

প্রথমত – তাদলীসে ইসনাদ ঃ বর্ণনাকারী নিজের সমসাময়িক কালের এমন কারো কাছ থেকে হাদীস বর্ণনা করেন যার থেকে তিনি হাদীসটি শোনেননি। অথচ বাহ্যিকভাবে মনে হয় তিনি তা শুনেছেন। যেমন – قَالَ فُلَانٌ কিংবা عَنْ فُلَانٍ প্রভৃতি। আবার কখনো কখনো নিজের শায়েখকে উহ্য না করে অন্য কাউকে উহ্য করেন তার য'য়ীফ (দুর্বলতা) ও সগীর (বয়সে ছোট) হওয়ার কারণে, যেন হাদীসের সৌন্দর্য্য রক্ষিত হয়।

اَلثَّانِيْ: تَدْلِيْسُ الشُّيُوْخِ بِأَنْ يُسَمِّيْ شَيْخَهُ أَوْ يَكْنِيْهِ أَوْ يَنْسُبُهُ أَوْ يَصِفُهُ بِمَا لَا يَعْرِفُ

[১১০]. **তাদলীসঃ** আভিধানিকভাবে তাদলীস হল – إِخْفَاءُ عَيْبِ السِّلْعَةِ عَنِ الْمُشْتَرِيْ "ক্রেতার কাছে থেকে পণ্যের দোষ গোপন করা।" তবে মৌলিকভাবে অভিধানে تَدْلِيْس শব্দটি دَلَسٍ থেকে উদ্ভূত। এর অর্থ হল – ধোঁকা, অন্ধকার। আবার কেউ কেউ বলেছেন اِخْتِلَاطُ الظَّلَامِ "অন্ধকারের সংমিশ্রণ"। পারিভাষিকভাবে এর অর্থ হল ঃ إِخْفَاءُ عَيْبٍ فِي الْإِسْنَادِ وَتَحْسِيْنِ لِظَاهِرِهِ "সনদের ত্রুটি গোপন করা এবং বাহ্যিকভাবে সুন্দর করা।" অভিধানের সাথে সঙ্গতি রেখে এভাবে বলা যায় ঃ "এ পদ্ধতিতে বর্ণনাকারী লোকদেরকে অন্ধকারে রাখে।"[তাফহীমুর রাবী ফি শরহে তাক্বরীবুন নববী (ইসলামাবাদ ঃ মাকতাবাহ জামে'আহ ফরীদিয়্যাহ, ১৪২১হিঃ) পৃঃ১১৭-১১৮] তাদলীসের বিভিন্ন প্রকারভেদ রয়েছে। এ সম্পর্কে পরবর্তী পৃষ্ঠাতে অনুচ্ছেদ আসবে, ইনশাআল্লাহ। (অনুবাদক)

mnxn `Av I whwKi + Bmjvgx eB

দ্বিতীয়ত – তাদলীসে শায়েখ ঃ বর্ণনাকারী নিজের শায়েখের এমন নাম বা কুনিয়াত বা সম্পর্ক ও বৈশিষ্ট্য বর্ণনা করে যার দ্বারা তিনি প্রসিদ্ধ নন।

أَمَّا الْأَوَّلُ فَمَكْرُوْهٌ جِدًّا ذَمَّهُ أَكْثَرُ الْعُلَمَاءِ، ثُمَّ قَالَ فَرِيْقٌ مِنْهُمْ: مَنْ عُرِفَ بِهِ صَارَ مَجْرُوْحًا مَرْدُوْدَ الرِّوَايَةِ وَإِنَّ بَيْنَ السِّمَاعِ، وَالتَّصْحِيْحِ التَّفْصِيْلِ، فَمَا رَوَاهُ بِلَفْظٍ مُحْتَمِلٍ لَمْ يُبَيِّنْ فِيْهِ السِّمَاعَ فَمُرْسَلٌ وَمَا بَيَّنَهُ فِيْهِ، كَسَمِعْتُ، وَحَدَّثَنَا، وَأَخْبَرَنَا وَشَبْهُهَا فَمَقْبُوْلٌ مُحْتَجٌّ بِهِ، وَفِي الصَّحِيْحَيْنِ وَغَيْرِهِمَا مِنْ هٰذَا الضَّرْبِ كَثِيْرٌ، كَقَتَادَةَ، وَالسُّفْيَانَيْنِ وَغَيْرِهِمْ، وَهٰذَا الْحُكْمُ جَارٍ فِيْمَنْ دَلَّسَ مَرَّةً، وَمَا كَانَ فِي الصَّحِيْحَيْنِ وَشَبْهِهِمَا عَنِ الْمُدَلِّسِيْنَ بِعَنْ مَحْمُوْلٌ عَلٰى ثُبُوْتِ السِّمَاعِ مِنْ جِهَةٍ أُخْرٰى

"প্রথমটি (তাদলিসে ইসনাদ) ভয়ানক মাকরুহ (নিকৃষ্ট) কাজ, অধিকাংশ আলেম এটা নিন্দা করেছেন। তবে তাদের একদল ভিন্ন মত পোষণ করে বলেন : যে ব্যক্তি তাদলীস করে প্রসিদ্ধ হয়েছে সে অভিযুক্ত এবং তার সমস্ত বর্ণনা প্রত্যাখ্যাত। যদিও তার শায়েখ থেকে শোনা প্রমাণিত হয় এবং তাতে সহীহুত তাফসীল (সুশৃঙ্খল বর্ণনা) থাকে। সুতরাং যে হাদীসগুলোতে মুদাল্লিস মুহতামাল (সংশয়যুক্ত) শব্দসহ বর্ণনা করে এবং তা শোনা প্রমাণিত হয় না, তবে তা মুরসাল বা তার অনুরূপ (মুনক্বাতে') । আর যখন سَمِعْتُ (আমি শুনেছি), حَدَّثَنَا (আমাদেরকে হাদীস বর্ণনা করেছেন), أَخْبَرَنَا (আমাদেরকে খবর দিয়েছেন) বা অনুরূপভাবে বলেন তবে তা মাক্ববুল (গ্রহণযোগ্য) এবং তা দ্বারা দলীল নেয়া সহীহ। সহীহাইন (সহীহ বুখারী ও সহীহ মুসলিম) প্রভৃতিতে এ ধরণের অনেক বর্ণনা রয়েছে। যেমন – ক্বাতাদাহ, সুফিয়ান বিন 'উয়াইনাহ ও সুফিয়ান সাওরী رحمهم الله প্রমুখ। আর ঐ সমস্ত বর্ণনাকারীদের ব্যাপারে এই হুকুমও জারী রয়েছে যারা একবার তাদলীস করেছেন। তাছাড়া সহীহাইন ও তাদের অনুরূপ ক্ষেত্রে عَنْ শব্দে মুদাল্লিস থেকে مُعَنْعَنْ বর্ণনাগুলো অন্য কোন সূত্রে শোনা প্রমাণিত বলে প্রতিষ্ঠিত।

وَأَمَّا الثَّانِيْ فَكَرَاهَتُهُ أَخَفُّ وَسَبَبُهَا تَوَعُّرُ طَرِيْقِ مَعْرِفَتِهِ، وَيَخْتَلِفُ الْحَالُ فِي كَرَاهَتِهِ بِحَسْبِ غَرَضِهِ كَكَوْنِ الْمُغَيَّرِ السِّمَةَ ضَعِيْفًا، أَوْ صَغِيْرًا، أَوْ مُتَأَخِّرَ الْوَفَاةِ، أَوْ سَمِعَ كَثِيْرًا فَامْتَنَعَ مِنْ تَكْرَارِهِ عَلٰى صُوْرَةٍ، وَتَسْمَحُ الْخَطِيْبُ وَغَيْرُهُ بِهٰذَا، وَاللهُ أَعْلَمُ.

mnxn `Av I whwKi + Bmjvgx eB

"দ্বিতীয়টির (তথা তাদলিসে শায়েখের) নিকৃষ্টতা হল গোপন করা। এর ভিত্তি হল বর্ণনাকারী পর্যন্ত সনদটির পরিচিতি লুকানো। আবার পরিস্থিতি বিশেষে এর নিকৃষ্টতা বিভিন্ন রকম হতে পারে। যেমন – যার নাম পরিবর্তন করা হয়েছে সে য'য়ীফ, কিংবা সগীর (বয়সে ছোট), কিংবা مُتَأَخِّرُ الْوَفَاةِ (পরে মৃত্যু), কিংবা তার থেকে অনেক হাদীস শোনা হয়েছে – সেক্ষেত্রে সে তাকরার (পুণরাবৃত্তি) থেকে দূরে থাকতে চেয়েছে। খতীব ও অন্যান্য মুহাদ্দিসগণ এ শেষোক্তটিকে অনুমোদন দিয়েছেন। আল্লাহই সর্বজ্ঞ।"

[সংযোজন ঃ আল–'আন্'আন ও আল–মু'আন্'আন (اَلْعَنْعَنَةُ وَالْمُعَنْعَنُ): হাদীস শ্রবণ ও বর্ণনার শব্দাবলী (যেমন সামি'তু, হাদ্দাসানী ও আখবারানী ইত্যাদি) উল্লেখ না করে 'ফুলান্ 'আন ফুলান্' (অমুক থেকে অমুক বর্ণনা করেছেন) বলে হাদীস রিওয়ায়াত করাকে আল–'আন্'আন বলা হয়। অধিকাংশ মুহাদ্দিস, ফিক্বাহবিদ ও উসূলবিদগণের মতে তিনটি শর্ত পাওয়া গেলে 'আন'আন হাদীস মুত্তাসিল হিসেবে গণ্য হবে। শর্ত তিনটি হলো ঃ রাবীর আদালত প্রমাণিত হওয়া, রাবী এবং তাঁর শায়েখের মধ্যে সাক্ষাত প্রমাণিত হওয়া[১১১] এবং হাদীসটি তাদলীস থেকে মুক্ত হওয়া। পরিভাষায় 'হাদ্দাসানা ফুলান আন্ ফুলান ক্বালা' (حَدَّثَنَا فُلاَنٌ عَنْ فُلاَنٍ قَالَ) বলে হাদীস রিওয়ায়াত করাকে আল–মু'আন'আন বলে। ইমাম মালেকের رحمه الله মতে 'আন–'আন ও মু'আন–'আন হাদীসের মধ্যে কোন পার্থক্য নেই। উভয়টি একই অর্থে ব্যবহৃত হয়।" [ড. মুহাম্মাদ জামাল উদ্দীন, রিজাল শাস্ত্র ও জাল হাদীসের ইতিবৃত্ত (ঢাকা ঃ ইসলামিক ফাউন্ডেশন) পৃঃ ৮৪]–অনুবাদক]

এখন আমরা শায়েখ যুবায়ের আলী ঝাই'র اَلتَّدْلِيْسُ فِيْ مَسْئَلَةِ التَّدْلِيْسِ থেকে উল্লেখযোগ্য কিছু অংশ এখানে উল্লেখ করছি। -অনুবাদক

[১১১]. এটি ইমাম বুখারী ও আলী ইবনুল মাদীনী رحمهما الله প্রমুখের অভিমত। মু'আন'আন হাদীসের ক্ষেত্রে তাঁরা শুধু সমসাময়িক হওয়াকেই যথেষ্ট মনে করেননি, বরং সমগ্র জীবনে অন্তত একবার হলেও সাক্ষাতের শর্তরোপ করেছেন। পক্ষান্তরে ইমাম মুসলিম رحمه الله শুধু সমসাময়িক হওয়াকেই যথেষ্ট মনে করেছেন। অর্থাৎ তিনি মু'আন'আন হাদীস গ্রহণ করার জন্য সমসাময়িক যুগ হওয়াকেই শর্ত হিসেবে গণ্য করেছেন। এ কারণেই সহীহ বুখারীর তুলনায় সহীহ মুসলিমে মু'আন'আন হাদীসের সংখ্যা অনেক বেশী পরিলক্ষিত হয়। [সুবহে আস–সালেহ, উলূমুল হাদীস পৃঃ ২৩৩-৩৪]

mnxn `Av I whwKi + Bmjvgx eB

তাদলীস ও তার হুকুম

তাদলীস সম্পর্কে আলেমদের বিভিন্ন মত রয়েছে। যেমন–

১) তাদলীস খুবই নিকৃষ্ট বিষয়। ইমাম শু'বাহ বলেছেন:

لِأَنَّ الزَّانِيَ اَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ أُدَلِّسَ

"আমার কাছে তাদলীস করার থেকে যেনা করা বেশী পছন্দনীয়।"[আল–জারাহ ও তা'দীল ১/৭৩, এর সনদ সহীহ]

অর্থাৎ তাদলীস যেনার থেকে খারাপ কাজ।

অনুরূপ অপর একটি জামা'আত যেমন– আবূ উসামাহ ও জারীর ইবনে হাযম প্রমুখ থেকে তাদলীস সম্পর্কে কঠিন আপত্তি বর্ণিত হয়েছে। (আল–কিফায়াহ পৃ: ৩৫৬, এর সনদ সহীহ)

এ কারণে কিছু আলেমের মতামত হল, মুদাল্লিস মাজরুহ (দোষ–ত্রুটিযুক্ত)। সেজন্য তার সমস্ত বর্ণনা মারদুদ (প্রত্যাখ্যাত), যদিও বা তার مُصَرِّحٌ بِالسَّمَاعِ বা শোনার স্বীকৃতি (ব্যাখ্যা/প্রমাণ) থাকে। (জামে'উত তাহসীল পৃ: ৯৮)

কিছু জমহুর (অধিকাংশ) উলামা এই মতটি রদ (খণ্ডন) করেছেন। দেখুন اَلنُّكَتُ عَلىٰ ابْنِ الصَّلَاحِ (২/৬৩৩ লি–ইবনে হাজার), ইবনে হাজার رحمه الله বলেন:

وَهٰذَا مِنْ شُعْبَةَ اِفْرَاطٌ مَحْمُوْلٌ عَلَى الْمُبَالَغَةِ فِى الزَّجْرِ مِنْهُ وَالتَّنْفِيْرُ

"শু'বার এই কঠোরতা– ঘৃণা ও চরম বৈরীতার উপর প্রতিষ্ঠিত।" (মুক্বাদ্দামাহ ইবনুস সালাহ মা'আ শরহে ইরাক্বী পৃ:৯৮)

স্বয়ং ইমাম শু'বাহ رحمه الله–ও মুদাল্লিসের مُصَرِّحٌ بِالسَّمَاعِ বা শোনার স্বীকৃতিমূলক হাদীসকে মেনে নিয়েছেন। তাছাড়া অধিকাংশ সিক্বাহ ইমাম যেমন – ক্বাতাদাহ, আবূ ইসহাক্ব, আল–আ'মাশ, আস–সাওরী, আবূ যুবায়ের প্রমুখ থেকে ধারাবাহিক তাদলীস প্রমাণিত আছে (كَمَامَرَّ)। সুতরাং তাদেরকে মাজরুহ (ত্রুটিযুক্ত) গণ্য করে হাদীস রদ করার মাধ্যমে সহীহাহইনের (বুখারী–মুসলিমের) সহীহ হওয়ার ভিত্তিকেই খতম করা হয়। ফলশ্রুতিতে যিন্দিকাহ, বাতেনীয়াহ, মালাহিদাহ প্রভৃতি ভ্রান্ত আদর্শের পথ প্রশস্ত হয়। তারা যেভাবে ইচ্ছা কুরআন মাজীদের ব্যাখ্যা–বিশ্লেষণ করবে। দ্বীন শয়তানের খেল–তামাশায় পরিণত হবে। (معاذ الله) সুতরাং এই আক্বীদা সম্পূর্ণরূপে প্রত্যাখ্যাত।

mnxn `Av I whwKi + Bmjvgx eB

২) তাদলীস উত্তম বিষয় এবং তা জায়েয ঃ এটা হাশীমের মসলক। এই মতটিও মারদুদ (প্রত্যাখ্যাত)।

৩) তাদলীসকারী 'غَشّ' (প্রতারণা, ধোঁকাবাজী) করে থাকে ঃ সে উম্মাতকে ধোঁকা দেয়। সুতরাং সে রসূলের হাদীস ঃ مَنْ غَشَّنَا فَلَيْسَ مِنَّا "যে আমাদেরকে ধোঁকা দেয়, সে আমাদের অন্তর্ভূক্ত নয়"(সহীহ মুসলিম)[১১২] –এর আলোকে জামা'আতুল মুসলিমীন থেকে বহিস্কৃত। (মাস'উদ আহমাদ, উসূলে হাদীস পৃ: ১৩)।

উক্ত আক্বীদা মাস'উদ আহমাদ, বি.এস.সি. (আমীর, জামা'আতুল মুসলিমীন) –এর, যা সুস্পষ্ট ভাবে প্রত্যাখ্যাত।

ধোঁকা দেয়া যদিও খুবই কঠিন গোনাহর কাজ, কিন্তু কেবল এ কারণেই সে কাফির নয়। সুতরাং মুসলিম জামা'আত থেকে তাকে বহিস্কৃত করাটা খুব বড় ভুল সিদ্ধান্ত। মুসলিমকে কবীরাহ গোনাহর কারণে কাফির গণ্যকরাটা খারেজীদের বৈশিষ্ট্য। [দ্রঃ শরহে আক্বীদা তাহাবিয়্যাহ – মুহাক্কিক্ব আহমাদ মুহাম্মাদ শাকির পৃ: ২৬৮, আল–বানীর তাহক্বীক্ব পৃ: ৩৫৬, গুনিয়াতুত তালেবীন – শায়েখ আব্দুল ক্বাদের জ্বিলানী ১/৮৫ ,...]

আহলে সুন্নাতের মসলক হল, সমস্ত কবীরা গুনাহকারী যেমন – ব্যভিচারী, মদ্যপ, ধোঁকাবাজ, চোর প্রমুখ কাফির নয়। বরং ফাসিক্ব, গোনাহগার। এ সম্পর্কে আহলে সুন্নাতের আক্বীদা বিষয়ক কিতাবগুলো দেখুন। রসূলুল্লাহ ﷺ একজন মদপানকারীকে লা'নত করতে নিষেধ করেছেন। তিনি ﷺ বলেছেন :

لاَ تَلْعَنْهُ فَوَاللّٰهِ مَا عَلِمْتُ أَنَّهُ يُحِبُّ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهُ

"তার উপর লা'নত করো না। আল্লাহর ক্বসম! আমি তার সম্পর্কে জানি যে, সে আল্লাহ এবং তাঁর রসূলকে মুহাব্বাত করে।" (সহীহ বুখারী)[১১৩]

৪) যে কেবল সিক্বাহ বর্ণনাকারীর থেকে তাদলীস করে তার 'আন'আনাহ মাক্বুবুল ঃ এর উদাহরণ হল, সুফিয়ান বিন উয়াইনাহ رحمه الله। হাফিয ইবনে হিব্বান رحمه الله লিখেছেন :

وَهٰذَا لَيْسَ فِي الدُّنْيَا إِلَّالِسُفْيَانَ بْنِ عُيَنَةَ وَحْدَهُ، فَإِنَّهُ كَانَ يُدَلِّسُ، وَلاَ يُدَلِّسُ إِلَّا عَنْ ثِقَةٍ مُتْقَنٍ

১১২. সহীহ মুসলিম – কিতাবুল ঈমান بَابُ قَوْلِ النَّبِيِّ – صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ – « مَنْ غَشَّنَا فَلَيْسَ مِنَّا »

১১৩. সহীহ বুখারী, কিতাবুল হুদুদ بَابُ مَا يُكْرَهُ مَنْ لَعْنِ شَارِبِ الْخَمْرِ وَأَنَّهُ لَيْسَ بِخَارِجٍ مِنَ الْمِلَّةِ ; মিশকাত (এমদা) ৭/৩৪৫৯।

mnxn `Av I whwKi + Bmjvgx eB

"এ ব্যাপারে দুনিয়াতে সুফিয়ান বিন উয়াইনাহ-ই কেবল একমাত্র ব্যক্তি। তিনি তাদলীস করতেন। কিন্তু তিনি কেবল সর্বসম্মত সিক্বাহ বর্ণনাকারীদের থেকে বর্ণনা করতেন।" (আল-ইহসান বিতারতীবে সহীহ ইবনে হিব্বান ১/৯০পৃ:)

ইমাম দারে-কুতনী رحمه الله প্রমুখের চিন্তাও এটাই। (সুওয়ালাতুল হাকিম লিদ দারে-কুতনী পৃ: ১৭৫)

সুফিয়ান বিন উয়াইনাহ'র رحمه الله উস্তাদদের মধ্যে মুহাম্মাদ বিন 'আজলান, আল-আ'মাশ ও সুফিয়ান সাওরী প্রমুখ রয়েছেন। তাঁরা সবাই তাদলীস করতেন। সুতরাং ইমাম সুফিয়ান বিন উয়াইনাহ'র 'আন'আনাহ বর্ণনা কিভাবে চোখ বন্ধ করে মানা যেতে পারে?.....(অতঃপর লেখক একটি উদাহরণ দিয়েছেন -অনুঃ)

৫) যে ব্যক্তি কেবল কোন য'য়ীফ বা মাজহুল (অজ্ঞাত) বর্ণনাকারী থেকে তাদলীস করে (যেমন - সুফিয়ান সাওরী, সুলায়মান বিনুল আ'মাশ প্রমুখ)। তার মু'আন'আন রেওয়ায়াত মারদূদ ঃ

আবূ বকর اَلصَّيْرُ فِي الدَّلَائِلِ -এ বলেছেন :

كُلُّ مَنْ ظَهَرَ تَدْلِيْسُهُ عَنْ غَيْرِ الثِّقَاتِ لَمْ يُقْبَلْ خَبَرُهُ حَتّٰى يَقُوْلَ حَدَّثَنِيْ اَوْ سَمِعْتُ

"ঐ সমস্ত ব্যক্তি যাদের থেকে গায়ের সিক্বাহ রাবীদের থেকে তাদলীস করা সুস্পষ্ট, তাদের থেকে কেবল ঐ খবরই গ্রহণ করা যাবে যে বর্ণনাতে সে حَدَّثَنَا বা سَمِعْتُ বলে।" (شَرْحُ اَلْفِيَةِ الفراقى بالتبصرة التذكرة ج١ص١٨٣-١٨٤)

এই মতটি বাযযার ও অন্যান্যদের মত।। সুফিয়ান বিন উয়াইনাহ ছাড়া সমস্ত মুদাল্লিস এই প্রকারের সাথে সম্পৃক্ত। সুফিয়ান বিন উয়াইনাহ সম্পর্কে বিস্তারিত তাহক্বীক্ব দ্বারা প্রমাণিত হয়েছে, তিনিও এই স্তরের। সুতরাং তাঁর 'আন'আনাহও মারদূদ।

৬) যার তাদলীস খুব বেশী - তার মু'আন'আন বর্ণনা য'য়ীফ, অন্যথা নয়। এটা ইমাম ইবনুল মাদানী ও অন্যান্যদের মত। (দেখুন ঃ আল-কাফিয়াহ পৃ: ৩৬২, এর সনদ সহীহ)

কিন্তু প্রশ্ন হল, যদি কোন ব্যক্তির মুদাল্লিস হওয়াটা প্রমাণিত হয় তবে কোন দলীলের ভিত্তিতে তার মু'আন'আন বর্ণনা (যার সাক্ষ্য ও সমার্থক নেই) সহীহ গণ্য করা যাবে? সুতরাং এ মতটিও ভুল।

mnxn `Av I whwKi + Bmjvgx eB

৭) যে ব্যক্তি সারা জীবনে কেবল একবার তাদলীস করে এবং এটা প্রমাণিত হয়, তবে তার প্রত্যেক মু'আন'আন বর্ণনা (যার কোন শাহেদ ও সমার্থক নেই) য'য়ীফ।

ইমাম মুহাম্মাদ ইদ্রিস শাফে'য়ী رحمه الله বলেন :

وَمَنْ عَرَفْنَاهُ دَلَّسَ مَرَّةً فَقَدْ أَبَانَ لَنَا عَوْرَتَهُ فِيْ رِوَايَتِهِ وَلَيْسَ تِلْكَ الْعَوْرَةُ بِالْكِذْبِ فَنَرُدَّ بِهَا حَدِيْثَهُ وَلاَ النَّصِيْحَةَ فِي الصِّدْقِ فَنَقْبَلُ مِنْهُ مَا قَبِّلْنَا مِنْ أَهْلِ النَّصِيْحَةِ فِي الصِّدْقِ فَقُلْنَا لاَ نَقْبَلُ مِنْ مُدَلِّسٍ حَدِيْثًا حَتّٰى يَقُوْلَ فِيْهِ " حَدَّثَنِيْ " أَوْ " سَمِعْتُ "

"যার ব্যাপারে আমরা জ্ঞাত হই যে, সে কেবল একবার তাদলীস করেছে – তবে তার গোপনীয়তা আমাদের কাছে তার বর্ণনার দ্বারা প্রকাশ পায়। আর এই গোপনীয়তা (এমন) মিথ্যা নয় যে, আমরা তার প্রত্যেক হাদীস রদ করব। আবার এমন খাতিরও করব না যে – যেভাবে সত্যবাদীদের খাতিরে (গায়ের মুদাল্লিসদের) তাদের প্রত্যেক বর্ণনাই আমরা গ্রহণ করে থাকি। সুতরাং আমি বলব, মুদাল্লিসের কোন হাদীস ততক্ষণ পর্যন্ত গ্রহণযোগ্য নয়, যতক্ষণ না সে – 'হাদ্দাসানী' বা 'সামি'তু' না বলেন।" (আর-রিসালাহ পৃ: ১৫৩, তাহক্বীক্ব আহমাদ মুহাম্মাদ শাকির পৃ: ৩৭৯-৮০)

আমার (শায়েখ যুবায়ের আলী ঝাই) তাহক্বীক্ব অনুযায়ী এই মতটিই সবচে বেশী প্রাধান্যপ্রাপ্ত।

সহীহাইন (বুখারী-মুসলিম) ও মুদাল্লিসীন

সহীহহাইনে বেশ কয়েকজন মুদাল্লিসের বর্ণনা উসূল ও শাহাদাতের ভিত্তিতে বর্ণিত হয়েছে। আবূ মুহাম্মাদ আব্দুল কারীম আল-হালাবী رحمه الله নিজের কিতাব 'اَلْقَدْحُ الْمُعلى'-তে বলেছেন ঃ

قَالَ اَكْثَرُ الْعُلَمَاءِ أَنَّ الْمُعَنْعَنَاتِ اَلَّتِيْ فِي الصَّحِيْحَيْنِ مَنْزِلَةً بِمَنْزِلَةِ الْسَّمَاعِ

"অধিকাংশ 'আলেম বলেছেন, সহীহাইনের মু'আন'আন রেওয়ায়াত সামা' বা শোনা প্রতিষ্ঠিত।" (আত-তাবসিরাতুত তাযকিরাহ লিল'ঈরাক্বী ১/১৮৬)

ইমাম নববী رحمه الله লিখেছেন ঃ

وَمَا كَانَ فِي الصَّحِيْحَيْنِ وَشَبِيهِمَا عَنِ الْمُدَلِّسِيْنَ بِعَنْ مَحْمُوْلَةٌ عَلٰى ثُبُوْتِ السَّمَاعِ مِنْ جِهَةٍ أُخْرٰى

mnxn `Av I whwKi + Bmjvgx eB

"যা কিছু সহীহাইনে (ও তাঁদের উভয়ের অনুরূপ) মুদাল্লিসদের থেকে মু'আন'আন ভাবে বর্ণিত হয়েছে, তা অন্য সনদে مُصَرَّحٌ بِالسَّمَاعِ বা শোনার স্বীকৃতি (প্রমাণ) থাকে।" (তাক্বরীবুন নববী মা'আ তাদরীবুর রাবী ১/২৩০ পৃঃ)

অর্থাৎ সহীহাইনে মুদাল্লিস রাবীর عَنْ শব্দে বর্ণিত হাদীসের সামা' বা শোনা مُصَرَّحٌ بِالسَّمَاعِ (শোনার স্বীকৃতি) বা সমার্থক হাদীস সহীহাইনে বা অন্যকোন হাদীসের কিতাব দ্বারা প্রমাণিত। বিস্তারিত ইবনে হাজার আস্কালানী رحمه الله-এর اَلنُّكَتُ عَلَىٰ اِبْنِ الصَّلَاحِ ২/৬৩৬ পৃঃ।....[১১৪]

শায়েখ যুবায়ের আলী যাই কে বিভিন্ন বিষয় সম্পর্কে মুহাদ্দিসদের মধ্যকার বিতর্ক নিয়ে প্রশ্ন করা হয়। তাঁর পত্রিকাতে দেয়া প্রশ্ন ও উত্তরগুলো পরবর্তীতে 'ফাতাওয়া 'ইলমিয়্যাহ আল-মা'রুফ তাওযীহুল আহকাম' নামে ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হচ্ছে। আমরা ঐ গ্রন্থের ১ম খণ্ড ৫৬৯ পৃষ্ঠাতে 'মাসআলায়ে তাদলীস' সম্পর্কে আমাদের আলোচনার পরিপূরক একটি প্রশ্ন ও তার উত্তর সংযোজন করছি।

প্রশ্ন ঃ কোন কোন মুহাদ্দিস মুদাল্লিসের 'আন (عَنْ) দ্বারা বর্ণিত হাদীসকে মোটেই মানতে চান না, যদিওবা তা সহীহ বুখারী ও সহীহ মুসলিমের হোক না কেন। আবার কেউ কেউ প্রথম ও দ্বিতীয় স্তরের মুদাল্লিস বর্ণনাকারীদের 'আন (عَنْ) দ্বারা বর্ণিত হাদীস মেনে থাকেন। আলবানী رحمه الله কোন কোন স্থানে বরং অধিকাংশ স্থানে মুদাল্লিস বর্ণনাকারীদের 'আন (عَنْ) দ্বারা বর্ণিত হাদীস (তাহদীস ও পরিপূরক সিক্বাহ বর্ণনাকারীর অনুসরণ ছাড়াই) সহীহ বা হাসান গণ্য করেছেন। আবার অন্যত্র মুদাল্লিস বর্ণনাকারীর সাক্তা করার হাদীসে হাসান বসরীকে رحمه الله এবং 'ইমামের পিছনে সূরা ফাতিহা পাঠ' সম্পর্কীত (ফজর সালাতের) বর্ণনাতে মাকহুল ও মুহাম্মাদ বিন ইসহাক্বের উপর শক্ত আপত্তি করেছেন। তাছাড়া কিছু মুহাদ্দিসের উক্তি – "যদি (মুদাল্লিস রাবী) সিক্বাহ উস্তাদের কাছ থেকে বর্ণনার ক্ষেত্রে তাদলীস করে তবে তা ক্ববুল যোগ্য।" যেমন – ইবনে 'আব্দুল বার, সুয়ূতী, ইবনে হিব্বান প্রমুখ।

সম্ভবত কেবল ইমাম শাফেয়ী رحمه الله এটা মানতেন। 'সদল ফিস সলাত' সম্পর্কীত হাদীসটি একজন মুদাল্লিস বর্ণনাকারী তাহদীস ও সিক্বাহ বর্ণনাকারীর অনুসরণ ছাড়াই বর্ণিত হয়েছে। অথচ আলবানী رحمه الله এটা সহীহ হিসাবে উল্লেখ করেছেন!?

[১১৪]. বিস্তারিত ঃ যুবায়ের আলী যাই, তাহক্বীক্ব ইসলাহী 'ইলমী মাক্বালাত (পাকিস্তান, মাকতাবাহ ইসলামীয়াহ) ১/২৫১-২৯০পৃঃ।

mnxn `Av I whwKi + Bmjvgx eB

উত্তর ঃ অনেক আলেমের সিদ্ধান্ত হল, যদি মুদাল্লিস বর্ণনাকারী য'ঈফ রাবীদের থেকে তাদলীস করে তবে তার 'আন (عَنْ) দ্বারা বর্ণিত হাদীস য'ঈফ বলে গণ্য হবে। যেমন ইমাম যাহাবী رحمه الله বলেছেন :

ثُمَّ إِنْ كَانَ مُدَلِّسُ عَنْ شَيْخِهِ ذَاتَدْلِيْسٍ عَنْ ثِقَاتٍ فَلاَ بَأْسَ وَإِنْ كَانَ ذَاتَدْلِيْسٍ عَنِ الضُّعَفَاءِ فَمَرْدُوْدُ

"...অতঃপর যদি মুদাল্লিস নিজের সিক্বাহ উস্তাদের থেকে তাদলীস করে তবে (তাঁর বর্ণনাতে) কোন আপত্তি নেই। পক্ষান্তরে যদি য'ঈফ বর্ণনাকারীদের থেকে তাদলীস করে তবে (ঐ বর্ণনাটি) মারদূদ।" (الموقضه صـ ٤٥)

কিন্তু তাদলীসের বিষয়ে প্রাধান্যপ্রাপ্ত সিদ্ধান্তটি হল ইমাম শাফেয়ী رحمه الله-এর। তিনি তাঁর 'কিতাবুর রিসালাতে' লিখেছেন :

وَمَنْ عَرَفْنَاهُ دَلَّسَ مَرَّةً فَقَدْ أَبَانَ لَنَا عَوْرَتَهُ فِيْ رِوَايَتِهِ وَلَيْسَ تِلْكَ الْعَوْرَةُ بِالْكِذْبِ فَنَرُدُّ بِهَا حَدِيْثَهُ وَلاَ النَّصِيْحَةَ فِي الصِّدْقِ فَنَقْبَلُ مِنْهُ مَا قَبِلْنَا مِنْ أَهْلِ النَّصِيْحَةِ فِي الصِّدْقِ فَقُلْنَا لاَ نَقْبَلُ مِنْ مُدَلِّسٍ حَدِيْثًا حَتَّى يَقُوْلَ فِيْهِ " حَدَّثَنِيْ " أَوْ " سَمِعْتُ "

"যার ব্যাপারে আমরা জ্ঞাত হই যে, সে কেবল একবার তাদলীস করেছে – তবে তার গোপনীয়তা আমাদের কাছে তার বর্ণনার দ্বারা প্রকাশ পায়। আর এই গোপনীয়তা (এমন) মিথ্যা নয় যে, আমরা তার প্রত্যেক হাদীস রদ করব। আবার এমন খাতিরও করব না যে, যেভাবে সত্যবাদীদের খাতিরে (গায়ের মুদাল্লিসদের) তাদের প্রত্যেক বর্ণনাই আমরা গ্রহণ করে থাকি। সুতরাং আমি বলব, মুদাল্লিসের কোন হাদীস ততক্ষণ পর্যন্ত গ্রহণযোগ্য নয়, যতক্ষণ না সে – 'হাদ্দাসানী' বা 'সামি'তু' না বলেন।" (আর-রিসালাহ পৃঃ ১৫৩, তাহক্বীক্ব আহমাদ মুহাম্মাদ শাকির পৃঃ ৩৭৯-৮০)

অর্থাৎ যে ব্যক্তি থেকে সমস্ত জীবনে মাত্র একবার তাদলীস করা প্রমাণিত হয়েছে, সেক্ষেত্রে তার শোনার ব্যাখ্যা ছাড়া ও পরিপূরক বর্ণনা ছাড়া (গায়ের সহীহাইনের[১১৫]) রেওয়ায়াত য'ঈফ হিসাবে গণ্য হবে। শর্ত হল, ঐ বর্ণনাকারীর মুদাল্লিস হওয়াটা সহীহ সূত্রে প্রমাণিত হতে হবে। সহীহাইনের ব্যতিক্রমের বিষয়টি অন্যান্য দলীল দ্বারা প্রমাণিত। বিস্তারিত দেখুন : আমার লেখা 'اَلتَّاسِيْسُ فِيْ مَسْئَلَةِ التَّدْلِيْسِ' দেখুন। এ কারণেই সদল নিষিদ্ধ হওয়া সম্পর্কীত বর্ণনা য'ঈফ।[১১৬]

শায়েখ যুবায়ের আলী যাঈ উক্ত প্রশ্নের জবাবে শায়েখ নাসিরুদ্দীন আলবানী رحمه الله-এর তাদলীস ও মুদাল্লিস বিশ্লেষণ সম্পর্কে কোন মন্তব্য করেননি। তিনি তাঁর 'তাহক্বীক্ব ইসলাহী আওর ইলমী মাক্বালাত' ৩য় খণ্ডের ৩১৭ পৃষ্ঠায় শায়েখ আলবানী رحمه الله-এর এ সম্পর্কীত গবেষণা সম্পর্কে কিছু আলোচনা করেন। নিচে তা উল্লেখ করা হল :

[১১৫]. বুখারী-মুসলিম ব্যতীত অন্যান্য কিতাবের ক্ষেত্রে।

[১১৬]. যুবায়ের আলী যাঈ, ফাতাওয়া 'ইলমীয়্যাহ (লাহোর ঃ মাকতাবাতুল ইসলামীয়্যাহ) ১/৫৬৯ পৃঃ

mnxn `Av I whwKi + Bmjvgx eB

শায়েখ আলবানী ও মুদাল্লিসদের স্তর বিন্যাস

শায়েখ আলবানী رحمه الله-এর তাদলীসের ব্যাপারে অদ্ভুত ও ব্যতিক্রম অবস্থান নিয়েছেন। তিনি رحمه الله সুফিয়ান সাওরী, আ'মাশ প্রমুখের মু'আন'আন বর্ণনাকে সহীহ গণ্য করেছেন। পক্ষান্তরে হাসান বসরী رحمه الله-এর (যিনি ইবনে হাজারের ২/৪০ কাছে দ্বিতীয় স্তরের) মু'আন'আন বর্ণনাকে য'য়ীফ গণ্য করেছেন। উদাহরণ স্বরূপ দেখুন : ইরওয়াউল গালীল (২/২৮৮ হা/৫০৫)।

এমনকি শায়েখ আলবানী رحمه الله আবূ ক্বিলাবাহ (আব্দুল্লাহ বিন যায়েদ আল-জারমী/ যিনি ইবনে হাজারের (১/১৫) কাছে প্রথম স্তরের মুদাল্লিস)-এর ব্যাপারে দারুন আপত্তি উত্থাপন করেছেন। আলবানী رحمه الله বলেন :

إِسْنَادُهُ ضَعِيْفٌ لِعَنْعَنَةِ أَبِيْ قِلَابَةَ وَهُوَ مَذْكُوْرٌ بِالتَّدْلِيْسِ

"এই সনদটি আবূ ক্বিলাবাহর 'আন'আনার কারণে য'য়ীফ এবং এটি (আবূ ক্বিলাবাহর) তাদলীসসহ বর্ণিত হয়েছে।"[হাশিয়াহ সহীহ ইবনে খুযায়মাহ ৩/২৬৮, হা/২০৪৩)

হাফেয ইবনে হাজার رحمه الله হাসান বিন যাকওয়ান (৩/৭০), ক্বাতাদাহ (৩/৯২) ও মুহাম্মাদ বিন 'আজলান (৩/৮৯) প্রমুখকে তৃতীয় স্তরে উল্লেখ করেছেন। পক্ষান্তরে শায়েখ আলবানী رحمه الله এদের মু'আন'আন হাদীস সহীহ ও হাসান বলতে বিন্দুমাত্র দ্বিধা করেন নি। [দেখুন : সহীহ আবূ দাউদ ১/৩৩, হা/৮; সূনানে আবূ দাউদের তাহক্বীক্ব লিল-আলবানী :১১ - হাসান বিন যাকওয়ানের বর্ণনা, আস-সহীহাহ ৩/১০১, হা/১১১০ - ইবনে 'আজলানের বর্ণনা।]

সুস্পষ্ট হল, আলবানী رحمه الله মুদাল্লিসদের স্তর বিন্যাসের বিষয়টি মূল্যায়ন করেন নাই। বরং নিজের মর্জি মোতাবেক কোন কোন মুদাল্লিসের বর্ণনাকে সহীহ গণ্য করেছেন, আবার কোন কোন মুদাল্লিসের (اِبْرِيَاء مِنَ التَّدْلِيْسِ) মু'আন'আন বর্ণনাকে য'য়ীফ গণ্য করেছেন। এ বিষয়ে তাঁর কোন উসূল বা ক্বায়েদাহ ছিল না। সুতরাং তাদলীস বিষয়ে তাঁর তাহক্বীক্ব ভুল ও প্রত্যাখ্যাত।....[১১৭]

[১১৭]. যুবায়ের আলী যাঈ, তাহক্বীক্ব ইসলাহী আওর 'ইলমী মাক্বালাত (লাহোর ঃ মাকতাবাহ ইসলামীয়াহ, ২০১০) ৩/৩১৭ পৃঃ।

mnxn `Av I whwKi + Bmjvgx eB

পরিশিষ্টাংশ ঃ ৩

রুকু' পেলে কি রাক'আত গণনা করা যাবে কি?

সূরা ফাতিহার পাঠের সাথে অপর একটি সম্পৃক্ত আলোচনা হল, 'রুকু পেলে রাক'আত গণনা করা হবে কি?' – অথচ সেক্ষেত্রে সূরা ফাতিহা পাঠ করা হয় না। এ বিষয়টির ব্যাপারেও আমরা দু'জন গবেষকের গবেষণা উল্লেখ করছি।

(ক) শায়েখ যুবায়ের আলী যাঈ

প্রশ্ন ঃ রুকু' পাওয়া ব্যক্তির রাক'আত কি গণ্য হবে? দলীল ভিত্তিক জবাব দিবেন। জাযাকাল্লাহ্ খয়রান।

উত্তর ঃ এ মাসআলাতে আলেমরা দু'টি মত পোষণ করেছেন :

১. রাক'আত হিসাবে গণ্য হবে,

২. রাক'আত গণ্য হবে না।

প্রথম মতটির দলীলগুলো সংক্ষেপে নিম্নরূপ :

১) আবূ দাউদ (৮৯৩), ইবনে খুযায়মাহ (১৬২২), হাকিম (১/২১৬, ২৭৩, ২৭৬). দারা কুতনী (১/৩৭৪ হা/১২৯৯) ও বায়হাক্বী (২/৮৮) প্রমুখ –

يَحْيَى بْنُ أَبِيْ سُلَيْمَانَ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَبِيْ عِتَابٍ وَسَعِيْدِ الْمَقْبُرِيِّ عَنْ أَبُوْ هُرَيْرَةَ

এর সনদটিতে বর্ণনা করেছেন, রসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন :

إِذَا جِئْتُمْ وَ نَحْنُ سُجُوْدٌ فَاسْجُدُوْا وَ لَا تَعُدُّوْهَا شَيْئًا وَ مَنْ أَدْرَكَ الرَّكْعَةَ فَقَدْ أَدْرَكَ الصَّلَاةَ

"যখন তোমরা আস অথচ আমরা সিজদারত, তখন তোমরা সিজদা কর – কিন্তু এটাকে কিছু গণ্য করো না। আর যে রাক'আত পেয়েছে সে সালাত পেয়েছে।"

এই হাদীসটির বর্ণনাকারী ইয়াহইয়া বিন আবী সুলায়মান সম্পর্কে ইমাম বুখারী رحمه الله বলেছেন ঃ সে মুনকারুল হাদীস। (জুঝউল ক্বিরাআত : ২৩৯)

ইবনে খুযায়মাহ رحمه الله বলেছেন :

mnxn `Av I whwKi + Bmjvgx eB

"অন্তর সনদটি সম্পর্কে প্রশান্ত নয়। কেননা ইয়াহইয়া বিন আবী সুলায়মানকে জারাহ ও তা'দীলের আলোকে জানা যায় না।" (সহীহ ইবনে খুযায়মাহ ৩/৫৭-৫৮, নাসরুল বারী পৃ: ২৬২)

ইয়াহইয়াকে অধিকাংশ মুহাদ্দিস য'য়ীফ গণ্য করেছেন। সুতরাং হাকিম কর্তৃক বর্ণনাটিকে সহীহ বলাটা মারদূদ।

জ্ঞাতব্য ঃ এই বর্ণনাটি রুকু' পাওয়া সম্পর্কে দলীল হয় না। বরং এটাই প্রমাণিত হয়, যে রাক'আত পেল, সে সালাত পেল।

২) বায়হাক্বী عَنْ عَبْدِ الْعَزِيْزِ بْنِ رَفِيْعٍ عَنْ رَجُلٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ সনদে বর্ণনা করেছেন :

إِذَا جِئْتُمْ وَالْإِمَامُ رَاكِعٌ فَارْكَعُوْا وَإِنْ كَانَ سَاجِدًا فَاسْجُدُوْا وَلاَ تَعْتَدُّوْا بِالسُّجُوْدِ إِذَا لَمْ يَكُنْ مَعَهُ الرُّكُوْعُ

"যখন তোমরা আস, আর ইমাম (তখন) রুকু'তে – তখন তোমরা রুকু' কর। আর যখন তিনি সিজদাতে থাকেন, তখন সিজদা কর। কিন্তু সিজদা গণনা কর না যতক্ষণ না তার সাথে রুকু' না কর।" (সুনানে বায়হাক্বী ২/৮৯ পৃ:)

সনদটিতে رَجُلٌ (ব্যক্তি) মাজহুল বা অজ্ঞাত। তাছাড়া এটাও প্রমাণিত নয় যে, তিনি সাহাবী ﷺ ছিলেন।[১১৮]

জ্ঞাতব্য ঃ বায়হাক্বীর (অপর) একটি সনদে (২/২৯৬) سُفْيَانُ عَنْ عَبْدِ الْعَزِيْزِ بْنِ رَفِيْعٍ عَنْ شَيْخٍ مِنَ الْأَنْصَارِ অনুরূপ মর্মে হাদীস বর্ণিত হয়েছে[১১৯]। দু'টি কারণে হাদীসটি য'য়ীফ :

[১১৮]. আলবানী رحمه الله হাদীসটিকে সহীহ বলেছেন। [আস-সহীহাহ হা/১১৮৮, ইরওয়াউল গালীলে অন্যান্য সাক্ষের ভিত্তিতে সহীহ গণ্য করেছেন ২/২৬১ পৃ:, হা/৪৯৬] শায়েখ যুবায়ের আলী যাই এ কারণে হাদীসটি গ্রহণ করেননি যে, হাদীসটিতে বলা নেই 'জনৈক বা একজন সাহাবী' বলেছেন। বরং বর্ণিত হয়েছে 'একজন ব্যক্তি' বলেছেন। সুতরাং বর্ণনাকারীর সাহাবী হওয়াটাও অস্পষ্ট। (অনুঃ)

[১১৯]. সম্পূর্ণ মতনটি হল ঃ

عَنْ شَيْخٍ مِنَ الْأَنْصَارِ قَالَ جَاءَ رَجُلٌ وَالنَّبِيُّ ﷺ يُصَلِّيْ فَسَمِعَ خَفْقَ نَعْلَيْهِ فَلَمَّا انْصَرَفَ قَالَ أَيُّكُمْ دَخَلَ قَالَ الرَّجُلُ أَنَا يَارَسُوْلَ اللهِ قَالَ وَكَيْفَ وَجَدْتَنَا قَالَ سُجُوْدًا فَسَجَدْتُ قَالَ هٰكَذَا فَافْعَلُوْا إِذَا وَجَدْتُمُوْهُ قَائِمًا أَوْ رَاكِعًا أَوْ سَاجِدًا أَوْ جَالِسًا فَافْعَلُوْا كَمَا تَجِدُوْنَهُ وَلاَ تَعْتَدُّوْا بِالسَّجْدَةِ إِذَا لَمْ تُدْرِكُوْا الرَّكْعَةَ (সুনানে বায়হাক্বী ২/২৯২পৃ:)

mnxn `Av I whwKi + Bmjvgx eB

প্রথমত, সুফিয়ান সাওরী মুদাল্লিস এবং বর্ণনাটি মু'আন'আন।

দ্বিতীয়ত, شَيْخٌ مِنَ الْأَنْصَارِ (আনসারদের জনৈক শায়েখ) মাজহুল বা অজ্ঞাত। এ পর্যায়ে এটা বলা "وَالصَّحِيْحُ أَنَّهُ صَحَابِيٌّ" (এটা সহীহ, কেননা তিনি সাহাবী) ভুল।

৩) দারা কুতনী (১/৩৪৬ হা/১২৯৮) বুখারীর 'জুঝউল ক্বিরাআত' (২০৮), ইবনে খুযায়মাহ (১৫৯৫), বায়হাক্বী (২/৮৯), 'উক্বায়লী (৪/৩৯৮), ইবনে 'আদী (৭/২৬৮৪) প্রমুখ يَحْيَى بْنُ حُمَيْدٍ عَنْ قُرَّةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ عَنِ بْنِ شِهَابٍ أَخْبَرَنِيْ أَبُوْ سَلَمَةَ عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ সনদে বর্ণনা করেছেন, নবী ﷺ বলেছেন :

مَنْ أَدْرَكَ رَكْعَةً مِنَ الصَّلَاةِ فَقَدْ أَدْرَكَهَا قَبْلَ أَنْ يُقِيْمَ الْإِمَامُ صُلْبَهُ

"যে ইমামের পিঠ উঠানোর পূর্বে সালাতের রাক'আত পেল সে রাক'আতটি পেল।"

এই সনদটি কুর্রাহ বিন 'আব্দুর রহমানের কারণে য'য়ীফ। কুর্রাহ জমহুর মুহাদ্দিসদের কাছে য'য়ীফ। তাঁর সম্পর্কে শায়েখ আমানুল্লাহ পেশওয়ারী বলেছেন: এর সনদ য'য়ীফ। (ফাতাওয়া আদ-দীনুল খালেস ৪/২১৮)

এর অপর একটি সনদের বর্ণনাকারী সন্দিগ্ন। সুতরাং বর্ণনাটি য'য়ীফ ও মারদুদ।

৪) বায়হাক্বী (২/৯০) 'আব্দুল্লাহ বিন মাস'উদের উক্তি এনেছেন :

مَنْ لَمْ يُدْرِكِ الْإِمَامَ رَاكِعًا لَمْ يُدْرِكْ تِلْكَ الرَّكْعَةَ

"যে ব্যক্তি ইমামের রুকু' পেল না, সে রাক'আত পেল না।"

এই বর্ণনাটির সনদে 'আলী বিন 'আসিম রয়েছেন। জমহুর মুহাদ্দিসের কাছে তিনি য'য়ীফ ও মাজরুহ (প্রত্যাখ্যাত)। সুতরাং বর্ণনাটিকে 'اِسْنَادُهُ صَحِيْحٌ' বলাটা ভুল। এই রেওয়ায়াতটির অপর একটি সনদে আবূ ইসহাক্ব আস-সাবি'য়ী মুদাল্লিস। সুতরাং এ সনদটিও য'য়ীফ। যতক্ষণ সনদ সহীহ বা হাসান না হয় ততক্ষণ 'وَرِجَالُهُ مُوْثَقُوْنَ' বলাতে কোন ফায়দা নেই।

৫) ইবনে আবী শায়বাহ (১/৯৯), তাহাবী (১/২২৩) ও বায়হাক্বী (২/৯০)-এ 'আব্দুল্লাহ বিন মাস'উদ ﷺ থেকে বর্ণিত হয়েছে, তিনি রুকু' পাওয়া ব্যক্তির রাক'আত গণনা করতেন।

এই সনদটি সহীহ, কিন্তু সাহাবীর ﷺ ফাতাওয়া।

mnxn `Av I whwKi + Bmjvgx eB

৬) ইবনে আবী শায়বাহ (১/২৪৩) – ইবনে 'উমার ﷺ এর ফাতাওয়া উল্লেখ করেছেন। যার সারমর্ম হল, তিনি রুকু' পাওয়া ব্যক্তির রাক'আত গণ্য করতেন।[১২০]

এর সনদে হাফস ও ইবনে জুরাইজ মুদাল্লিসদের কারণে হাদীসটি য'য়ীফ। বায়হাক্বীর 'আস-সুনানুল কুবরা'-তে (২/৯০) এর একটি য'য়ীফ শাহেদ (সাক্ষ্যমূলক হাদীস) আছে। এর সনদে ওয়ালীদ বিন মুসলিম আছেন। তিনি তাদলীসে তাসবীয়াহ[১২১] (تَدْلِيْس تَسْوِيَة) করতেন এবং তার থেকে ধারাবাহিক শোনার ব্যাখ্যা (প্রমাণ) নেই।

৭) বায়হাক্বী (২/৯০) যায়েদ বিন সাবিত ও ইবনে 'উমার ﷺ থেকে বর্ণনা করেন :

مَنْ اَدْرَكَ الرَّكْعَةَ قَبْلَ اَنْ يَرْفَعَ الْاِمَامُ رَاْسَهُ فَقَدْ اَدْرَكَ السَّجْدَةَ

"যে ইমামের মাথা উঠানোর পূর্বে রুকু' পেয়েছে, সে সিজদাও পেয়েছে।"

এর সনদটিতে ইনক্বাতা' (বিচ্ছিন্ন) থাকার কারণে য'য়ীফ। (সনদটিতে) ইমাম মালেক رحمه الله এটা বলেননি যে, এই বর্ণনাটি কোন মাধ্যমে পৌঁছেছে। এই মওকুফ বর্ণনাটির অন্য সনদও আছে।

এর আসারটির মোকাবেলায় ইমাম বুখারী رحمه الله বর্ণনা করেছেন :

حَدَّثَنَا عُبَيْدُ بْنُ يَعِيْشَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا يُوْنُسُ ، قَالَ : حَدَّثَنَا اِبْنُ إِسْحَاقَ ، قَالَ : قَالَ : أَخْبَرَنِي الْأَعْرَجُ ، قَالَ : سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ ﷺ يَقُوْلُ : « لَا يُجْزِئُكَ إِلَّا أَنْ تُدْرِكَ الْإِمَامَ قَائِمًا قَبْلَ أَنْ يَرْكَعَ »

"আমাদেরকে উবায়েদ বিন ইয়া'ঈশ হাদীস বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেন : আমাদেরকে মুহাম্মাদ বিন ইসহাক্ব হাদীস বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেন : আমাদেরকে আব্দুর রহমান (বিন হারমায) আল-আ'রাজ খবর দিয়েছেন, তিনি

[১২০] মুসান্নাফে আবী শায়বার (১/২১৯/২৫২০) পূর্ণাঙ্গ বর্ণনাটি হল ঃ (অনু;)

عَنْ نَافِعٍ عَنِ بْنِ عُمَرَ قَالَ إِذَا جِئْتَ وَالْإِمَامُ رَاكِعٌ فَوَضَعْتَ يَدَيْكَ عَلَى رُكْبَتَيْكَ قَبْلَ اَنْ يَرْفَعَ رَاْسَهُ فَقَدْ اَدْرَكْتَ

[১২১]. তাদলীসে তাসবীয়াহ ঃ এক্ষেত্রে বর্ণনাকারী নিজের শায়েখের থেকে উর্ধ্বতন কোন য'য়ীফ বা অনুরূপ রাবীর কথা উহ্য রাখে। (আত-তা'সিস ফি মাসায়িলুত তাদলীস) আবার অনেকে বলেছেন : এক্ষেত্রে কোন রাবীর শায়েখের নাম এজন্য নেয়া হয় না যে, সে য'য়ীফ কিংবা কম বয়সী। এর মাধ্যমে সে কেবল এটাই প্রকাশ করতে চায় যে, হাদীসটি কেবল সিক্বাহ রাবীদের থেকেই বর্ণিত হয়েছে। (সুবহে সালিহ, উলূমুল হাদীস)

mnxn `Av I whwKi + Bmjvgx eB

বলেন : আমি আবূ হুরায়রা ﷺ বলতে শুনেছি : তোমার রাক'আত সে পর্যন্ত জায়েয (পাওয়া) হয় না, যদিনা তুমি রুকু'র পূর্বে ইমামের ক্বিয়াম না পাও।" (জুঝউল ক্বিরাআত : ১৩২, এর সনদ হাসান – নাসরুল বারী পৃ : ১৮২-৮৩)

আবূ সাঈদ খুদরী ﷺ বলেছেন: لَا يَرْكَعُ أَحَدُكُمْ حَتَّى يَقْرَأَ بِأُمِّ الْقُرْآنِ "সূরা ফাতিহা পড়া ছাড়া তোমরা কেউ রুকু' করো না।"(জুঝউল ক্বিরাআত : ১৩৩, এর সনদ সহীহ)

সুস্পষ্ট হল, এই মাসআলাতে স্বয়ং সাহাবীদের ﷺ মধ্যেই ইখতিলাফ রয়েছে। আর যখন ইখতিলাফ হয়ে যায় তখন কিতাব ও সুন্নাতের দিকে রুজু' করার হুকুম আছে।

৮) ইবনে আবী শায়বাহ (১/২৫৬, হা/২৬৩১) –তে আব্দুল্লাহ বিন যুবায়ের ﷺ থেকে বর্ণিত হয়েছে, তিনি রুকু'তে চলতে চলতে কাতারে শরীক হয়েছিলেন।[১২২]

এই সনদটি ইবনে তামীমের কারণে য'য়ীফ।

জ্ঞাতব্য ঃ এই হাদীসটি রুকু' গণনা হওয়া সম্পর্কে কোন ফায়সালা দেয় না।

৯) বায়হাক্বী (২/৯০) আবূ বকর সিদ্দীক্ব ﷺ থেকে বর্ণনা করেছেন, তিনি রুকু'তে চলতে চলতে কাতারে শরীক হয়েছিলেন।[১২৩] এই সনদে তাদলীসে তাসবীয়াহকারী ওয়ালীদ বিন মুসলিমের তাদলীস ও আবূ বকর বিন 'আব্দুর রহমান ইবনুল হারিসের ইনক্বাতা'র (বিচ্ছিন্নতার) কারণে য'য়ীফ। তার সম্পর্কে এ কথা বলা সম্পূর্ণ বেদলীল যে, তিনি যায়েদ বিন সাবিত থেকে বর্ণনাটি নিয়েছেন।

১২২. পূর্ণাঙ্গ বর্ণনাটি হল ঃ

حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ الْأَسْوَدِ قَالَ دَخَلْتُ أَنَا وَعَبْدُ اللهِ بْنِ يَمِيْمٍ الْمَسْجِدَ فَرَكَعَ الْإِمَامُ فَرَكَعْتُ أَنَا وَهُوَ وَمَشَيْنَا رَاكِعِيْنَ حَتَّى دَخَلْنَا الصَّفَّ فَلَمَّا دَخَلْنَا الصَّفَّ قَالَ لِيْ عُمَرُ وَالَّذِي صَنَعْتُ آنِفًا مِمَّنْ سَمِعْتَهُ قُلْتُ مِنْ مُجَاهِدٍ قَالَ قَدْ رَأَيْتُ بْنَ الزُّبَيْرِ فَعَلَهُ

১২৩. পূর্ণাঙ্গ বর্ণনাটি হল ঃ

(وَأَخْبَرَنَا) أَبُو بَكْرِ بْنِ الْحَارِثِ أَنْبَأَ أَبُو مُحَمَّدِ بْنِ حَيَّانَ أَنْبَأَ إِبْرَاهِيْمُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ أَنْبَأَ أَبُو عَامِرٍ ثَنَا الْوَلِيْدُ بْنُ مُسْلِمٍ أَخْبَرَنِيْ ابْنُ ثَوْبَانَ عَنْ أَبِيْهِ عَنْ مَكْحُوْلٍ عَنْ أَبِيْ بَكْرِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ هِشَامٍ أَنَّ أَبَا بَكْرٍ الصِّدِّيْقَ وَزَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ دَخَلَا الْمَسْجِدَ وَالْإِمَامُ رَاكِعٌ فَرَكَعَا ثُمَّ دَبَّا وَهُمَا رَاكِعَانِ حَتَّى لَحِقَا بِالصَّفِّ

mnxn `Av I whwKi + Bmjvgx eB

১০) মুসনাদে আহমাদে (৫/৪২ হা/২০৪৩৫) বর্ণিত হয়েছে[১২৪], আবূ বাকরাহ ﷺ রাক'আতে শরীক হওয়ার জন্য (রুকু অবস্থায়) হাটছিলেন। এই বর্ণনাটির সনদে বাশার বিন 'আব্দুল মালিক আল-খিয়াত আল-মাযনীর কারণে য'য়ীফ। এর সনদকে হাসান বলাটা ভুল। বাশারকে ইমাম ইবনে মু'য়ীন য'য়ীফ বলেছেন। তাছাড়া সনদেও আপত্তি আসে।

১১) অনেকে বলেন – সাঈদ বিন মুসাইয়েব, মায়মুন ও শু'বা (তাবেয়ীগণ)-এর মতামত হল, রুকু' পাওয়া ব্যক্তি রাক'আত গণ্য হবে। (দ্রঃ মুসান্নাফে ইবনে আবী শায়বাহ ১/২৪৩-৪৪)

তাবে'য়ীদের এই সমস্ত আসার সাহাবী আবূ হুরায়রা ﷺ ও অন্যান্যদের আসার এবং মারফূ' হাদীসের 'আম হুকুমের বিরোধী হওয়ায় মারদূদ।

১২) তাবারানী বর্ণনা করেছেন – 'আলী বিন আবী তালিব, ইবনে মাস'উদ ﷺ থেকে : "যে রুকু' পেল না, সে ঐ সিজদা গণ্য করবে না।"

এই আসারও সনদের দিক থেকে সহীহ নয়।

১৩) একটি বর্ণনাতে এসেছে, নবী ﷺ বলেছেন :

لاَ تُبَادِرُونِىْ بِرُكُوْعٍ وَلاَ بِسُجُوْدٍ فَإِنَّهُ مَهْمَا أَسْبِقُكُمْ بِهِ إِذَا رَكَعْتُ تُدْرِكُوْنِىْ بِهِ إِذَا رَفَعْتُ إِنِّى قَدْ بَدَّنْتُ

"আমার পূর্বে রুকু' ও সিজদা করো না। নিশ্চয় যেভাবে আমি তোমাদের পূর্বে রুকু' করব, সেভাবে তোমরাও আমাকে পাবে – যখন আমি মাথা উঠাব। আমার শরীর ভারী হয়ে গেছে।" (আবূ দাউদ হা/৬১৯ – এর সনদ হাসান)

এই হাদীসটি রুকু' পাওয়া ব্যক্তির জন্য রাক'আত পাওয়া গণ্য হয় না। এরপরও 'আয়নী হানাফী رحمه الله এই হাদীসটি নিজেদের স্বপক্ষে দলীল হিসাবে উপস্থাপন করেছেন!! (দ্রঃ 'উমদাতুল ক্বারী ৩/১৫৩)

[১২৪]. পূর্ণাঙ্গ বর্ণনাটি হল ঃ

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ حَدَّثَنِيْ أَبِيْ ثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ ثَنَا بَشَّارٌ الْخَيَّاطُ قَالَ سَمِعْتُ عَبْدَ الْعَزِيْزِ بْنَ أَبِيْ بَكْرَةَ : يُحَدِّثُ أَنَّ أَبَا بَكْرَةَ جَاءَ وَالنَّبِيُّ ﷺ رَاكِعٌ فَسَمِعَ النَّبِيُّ ﷺ صَوْتَ نَعْلِ أَبِيْ بَكْرَةَ وَهُوَ يَحْضُرُ يُرِيْدَانِ أَنْ يُدْرِكَ الرَّكْعَةَ فَلَمَّا انْصَرَفَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ قَالَ مَنِ السَّاعِيْ قَالَ أَبُوْ بَكْرَةَ أَنَا قَالَ زَادَكَ اللهُ حِرْصًا وَلاَ تَعُدْ

تَعْلِيْقُ شُعَيْبِ الْأَرْنَؤوط : حَدِيْثٌ صَحِيْحٌ وَهٰذَا إِسْنَادٌ ضَعِيْفٌ

(তাহক্বীক্বকৃত মুসনাদে আহমাদ হা/২০৪৫২)

mnxn `Av I whwKi + Bmjvgx eB

১৪) ইবনে আবী শায়বাহ (১/২৪২)-তে 'উরওয়া ইবনে যুবায়ের (তাবে'য়ী) ও যায়েদ বিন সাবিত ﷺ থেকে বর্ণিত হয়েছে, তাঁরা উভয়ে যখন ইমামকে রুকু' অবস্থায় পেতেন – তখন দু'টি তাকবীর দিতেন। একটি তাকবীর শুরুতে, অপর তাকবীরটি রুকু'র সময়। এই বর্ণনাটি যুহরীর তাদলীসের কারণে য'য়ীফ। তাছাড়া রুকু' পাওয়া পক্ষে এটি কোন দলীল নয়।

১৫) ইবনে আবী শায়বাহ (১/২৫৫)-তে মুহাম্মাদ বিন সিরীন থেকে বর্ণনা করেছেন, আবূ 'উবায়দাহ (বিন 'আব্দুল্লাহ বিন মাস'উদ) এমন সময় আসলেন যখন লোকেরা রুকু' অবস্থায় ছিল। তখন তিনি চলতে চলতে কাতারে শামিল হলেন, আর বললেন : তাঁর পিতা এমনটা করতেন।"

এই বর্ণনাটি মুনক্বাতে' (সূত্রছিন্ন)। কেননা, আবূ 'উবায়দাহ নিজের পিতা থেকে কিছু শোনেন নি।

১৬) একটি বর্ণনাতে এসেছে :

عَبْدُ الْعَزِيْزِ بْنِ رَفِيْعٍ عَنِ ابْنِ مُغَفَّلٍ الْمُزَنِيِّ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ ((وَلَا تَعْتَدُّوْا بِالسُّجُوْدِ إِذَا لَمْ تُدْرِكُوا الرَّكْعَةَ))

"তোমরা সিজদাকে গণনা করো না, যদি না রাক'আত পাও।" (মাসায়েলে ইমাম আহমাদ ওয়া ইসহাক্ব ১/১২৭, আলবানীর আস্-সহীহাহ : ৩/১৮৫ পৃ: হা/১১৮৮)

এই বর্ণনাটিতে যদি ইবনে মুগাফফাল দ্বারা 'আব্দুল্লাহ বিন মুগাফফাল আল মাযুনী ﷺ উদ্দেশ্য হয়ে থাকে, তবে তাঁর থেকে আব্দুল 'আযীয বিন রাফে'র সাক্ষাত হওয়াটা প্রমাণিত নয়। আর যদি শাদ্দাদ বিন মু'ক্বাল উদ্দেশ্য হয়ে থাকে – তবে এই সনদটি মুনক্বাতে' (সূত্রছিন্ন)। (তাছাড়া হাদীসটিতে রাক'আতে কথা বর্ণিত হয়েছে, রুকু' নয়।)

পূর্বোক্ত আলোচনা থেকে সুস্পষ্ট হল, এ সম্পর্কীত সবগুলো মারফু' বর্ণনাই সনদগত দিকে থেকে য'য়ীফ। বাকী থাকল সাহাবাদের ﷺ আসার। এক্ষেত্রে সাহাবাদের ﷺ মধ্যে ইখতিলাফ (মতপার্থক্য) রয়েছে।

<u>দ্বিতীয় মতটির দলীলগুলো সংক্ষেপে নিম্নরূপ :</u> যে সমস্ত আলেম রুকু' পাওয়া ব্যক্তির রাক'আত পাওয়া গণ্য করেন না, তাদের মতে এক্ষেত্রে দু'টি ফরয বাদ থাকে। (১) ক্বিয়াম, ও (২) সূরা ফাতিহা পাঠ করা। এদের বক্তব্যই হক্বের নিকটবর্তী। কেননা নবী ﷺ বলেছেন :

لَا تَفْعَلُوْا إِلَّا بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ فَإِنَّهُ لَا صَلَاةَ لِمَنْ لَمْ يَقْرَأْ بِهَا

mnxn `Av I whwKi + Bmjvgx eB

"সূরা ফাতিহা ছাড়া কিছু পড়ো না, কেননা যে তা পড়ে না তার সালাত নেই।" (কিতাবুল ক্বিরাআত লিলবায়হাক্বী :২২১, এর সনদ হাসান; ইমাম বায়হাক্বী এটিকে সহীহ বলেছেন। নাফে' বিন মুহাম্মাদ সিক্বাহ। তাঁকে সিক্বাহ বলেছেন – দারা কুতনী, বায়হাক্বী, ইবনে হিব্বান, ইবনে হাযম প্রমুখ)

ইমাম বুখারী رحمه الله ও অনেক জলীল ক্বদর 'উলামাদের মত এটাই ছিল। অর্থাৎ রুকু' পাওয়া ব্যক্তির রাক'আত গণ্য হবে না। বিস্তারিত দেখুন : " اِتْمَامُ الْخُشُوْعِ بِاَحْكَامِ مُدْرِكِ الرُّكُوْعِ" লেখক : শায়েখ মুহাম্মাদ ইউনুস কুরাইশী দেহলভী رحمه الله, [প্রকাশক : মাকতাবাহ আহলে হাদীস ট্রাস্ট, কোর্ট রোড, করাচী] ও মুহাম্মাদ মুনীর ক্বমারের حفظه الله রিসালাহ "রুকু' পাওয়া ব্যক্তির রাক'আত গণ্য করা সম্পর্কীত দলীলের বিশ্লেষণ।" وَمَا عَلَيْنَا اِلَّا الْبَلَاغُ [১২৫]

প্রশ্ন ঃ শায়েখ আব্দুল্লাহ 'আযীয বিন বায ও অনেক সালাফী আলেমের ফাতাওয়া হল, ইমামের সাথে রুকু' পাওয়া পূর্ণাঙ্গ রাক'আত পাওয়া হিসাবে গণ্য হবে। অথচ রসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, "সূরা ফাতিহা ছাড়া সালাত নেই।" (বুখারী)

উত্তর ঃ এ ব্যাপারে প্রাধান্যপ্রাপ্ত সিদ্ধান্ত হল, রুকু' পাওয়া রাক'আত – যেখানে সূরা ফাতিহা পাঠ করা হয় না, তা (রাক'আত হিসাবে) গণনা করা যাবে না। তাহক্বীক্বের জন্য দেখুন "اِتْمَامُ الْخُشُوْعِ بِاَحْكَامِ مُدْرِكِ الرُّكُوْعِ" লেখক : শায়েখ মুহাম্মাদ ইউনুস কুরাইশী দেহলভী رحمه الله [প্রকাশক : মাকতাবাহ আহলে হাদীস ট্রাস্ট, কোর্ট রোড, করাচী]

শায়েখ ইবনে বায رحمه الله ও অনুরূপ অন্যান্য আলেমদের তাহক্বীক্ব "রুকু' পাওয়া ব্যক্তির রাক'আত পাওয়া গণ্য হবে" এটি প্রত্যাখ্যাত।

আবূ বাকরাহ رضي الله عنه বর্ণিত হাদীসে এটা সুস্পষ্ট নয় যে, তিনি রাক'আতটি গণনা করেছেন বা রুকু' পাওয়ার জন্য তিনি রুকু'তে ঝুঁকা অবস্থায় কাতারে শরীক হয়েছিলেন।

জ্ঞাতব্য ঃ একটি বর্ণনাতে এসেছে, আবূ বাকরাহ رضي الله عنه বলেছেন :

خَشِيْتُ أَنْ تَفُوْتَنِيْ رَكْعَةٌ مَعَكَ فَأَسْرَعْتُ الْمَشْيَ

[১২৫]. ফাতাওয়া 'ইলমিয়্যাহ ১/৩৬৭-৭৩। প্রযোজন সাপেক্ষে আমরা পরবর্তীতেএ সম্পর্কীত স্বতন্ত্র ভাবে দলীল সমৃদ্ধ পুস্তিকা প্রকাশ করব। (ইনশাআল্লাহ)

mnxn `Av I whwKi + Bmjvgx eB

"আমি ভয়ে ছিলাম যে, আপনার সাথে আমার রাক'আত যদি ছুটে যায়। তাই আমি দ্রুত এসেছি।" (জুঝউল ক্বিরাআত : ১৯৫)

এই সনদটি য'য়ীফ। এর বর্ণনাকারী আবূ খালফ আব্দুল্লাহ বিন ঈসা আল-খাযযার য'য়ীফ। (তাক্বরীবুত তাহযীব : ৩৫২৪)

অপর বর্ণনাতে আছে : وَهُوَ يَحْضُرُ يُرِيْدُ أَنْ يُدْرِكَ الرَّكْعَةَ "আর তিনি (আবূ বাকরাহ) হাযির হয়েছিলেন, তিনি রাক'আত পেতে চেয়েছিলেন।" (মুসনাদে আহমাদ ৫/৪২, হা/২০৪৩৫)

এই সনদটি বাশার বিন 'আব্দুল মালিক আল-মাযুনী আল-খিয়াতের কারণে য'য়ীফ। তাঁর সম্পর্কে ইমাম ইবনে মু'য়ীন رحمه الله বলেন : য'য়ীফ। (আল-জারাহ ওয়াত তা'দীল ২/১৪৫, এর সনদ সহীহ) হাফেয ইবনে হিব্বান رحمه الله বাশারকে তাঁর 'কিতাবুস সিক্বাতে' বর্ণনা করেছেন। ইমাম ইবনে মু'য়ীনের জারাহ'র মোকাবেলায় তা মারদূদ। মুসনাদে আহমাদের (আল-মাওসু'আতুল হাদিসিয়্যাহ ৪৩/৮২) মুহাক্কেক্ব বাশার আল-খিয়াতের সমর্থনে ইবনে আব্দুল বারের 'আল-ইসতিযকারের' (৮৮৫৬) বর্ণনা উল্লেখ করেছেন। অথচ 'আল-ইসতিযকারের' সনদটি য'য়ীফ হওয়ার সাথে সাথে "اَدْرَكَ رَكْعَةً" (রাক'আত পাওয়া) শব্দটি নেই। (দ্রঃ আল-ইসতিযকার ২/৩১৭ হা/৩৬৫)[১২৬]

[১২৬]. যুবায়ের আলী যাই, (মাসিক) আল-হাদীস (পাকিস্তান ঃ মাকতাবাতুল হাদীস) ১০ম সংখ্যা, পৃঃ ২২, প্রশ্ন নং:৯।

mnxn `Av I whwKi + Bmjvgx eB

(খ) রুকু' পেলে রাক'আত গণ্য না করা

–মাস'উদ আহমাদ

এ পর্যায়ে আমরা মাস'উদ আহমাদের 'সালাতুল মুসলিমীনের' পরিশিষ্টাংশে 'রুকু'তে মিলনে সে রাক'আত শুমার না করনা' আলোচনাটি যুক্ত করছি।–(অনুবাদক)

এ ব্যাপারে সবাই একমত যে, সালাতে ক্বিয়াম ও ক্বিরাআত করাটা ফরয। কিন্তু মতপার্থক্য হয়েছে, রুকু'তে শরীক হওয়া ব্যক্তির রাক'আত গণ্য করার বিষয় নিয়ে।

রুকু'তে শরীক হওয়া ব্যক্তি ক্বিয়াম ও ক্বিরাআত কোনটাই পায় না। সুতরাং ঐ রাক'আতে তার দু'টি ফরয ছুটে যায়। রাক'আত ত্রুটিপূর্ণ হয়। সুতরাং রাক'আত না হওয়াটা খুবই সুপষ্ট। অবশ্য যদি এমন কোন হাদীস পাওয়া যায়, যেখানে রুকু' পাওয়া ব্যক্তির রাক'আত গণ্য হওয়াটা সুস্পষ্ট – তবে সবাইকে তা মানতে হবে। কিন্তু এমন কোন সুস্পষ্ট, সহীহ মারফু' হাদীসের অস্তিত্ব নেই। যে সমস্ত হাদীস এ সম্পর্কে উপস্থাপন করা হয় তার পর্যালোচনা নিম্নরূপঃ

(১) আবূ হুরায়রা ﷺ থেকে বর্ণিত, রসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন :

مَنْ اَدْرَكَ رَكْعَةً مِنَ الصَّلاَةِ فَقَدْ اَدْرَكَهَا قَبْلَ اَنْ يُقِيْمَ الإِمَامُ صُلْبَهُ

"যে ইমামের পিঠ উঠানোর পূর্বে সালাতের রাক'আত পেল সে রাক'আতটি পেল।"

এই হাদীসের সনদের একজন রাবী ইয়াহইয়া বিন হুমায়িদ। ইমাম বুখারী رحمه الله তার সম্পর্কে বলেন :

اَمَا يَحْيَى بْنُ حُمَيْدٍ فَمَجْهُوْلٌ لاَ يُعْتَمَدُ عَلَى حَدِيْثِهِ

"ইয়াহইয়া বিন হুমায়িদ মাজহুল (অজ্ঞাত)। এর হাদীসের প্রতি নির্ভর করা যায় না।" [জুঝউল ক্বিরাআত, পৃ: ৫০)

ইমাম বুখারী এই হাদীসটির কয়েকটি সনদ বর্ণনা করে প্রমাণ করেছেন, প্রকৃতপক্ষে হাদীসটির মতন হবে নিম্নরূপ :

مَنْ اَدْرَكَ مِنَ الصَّلاَةِ رَكْعَةً وَاحِدَةً فَقَدْ اَدْرَكَهَا

mnxn `Av I whwKi + Bmjvgx eB

"যে ব্যক্তি সালাতের এক রাক'আত পেল সে রাক'আতটি পেল।" (জুঝউল ক্বিরাআত, পৃ: ৫১)

কেননা, বর্ণিত হাদীসের একজন রাবী মাজহুল। তিনি হাদীসের বর্ণনার ক্ষেত্রে সিক্বাহ রাবীদের বিরোধী। তিনি মতনকে পরিবর্তন করেছেন। সুতরাং হাদীসটি দলীল হিসাবে অগ্রহণযোগ্য।

(২) আবূ হুরায়রা ﷺ থেকে বর্ণিত, রসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন :

إِذَا جِئْتُمْ إِلَى الصَّلاَةِ وَنَحْنُ سُجُوْدٌ فَاسْجُدُوْا وَلاَ تَعُدُّوْهَا شَيْئًا وَفِيْ رِوَايَةٍ وَمَنْ أَدْرَكَ رَكْعَةً فَقَدْ أَدْرَكَ الصَّلاَةَ

"যখন তোমরা সালাতের জন্য আস আর আমি সিজদা করি, তখন সিজদা কর। আর এটাকে কিছু গণ্য করো না। আর যে ব্যক্তি রাক'আত পেল সে সালাত পেল।"[১২৭]

এই হাদীসটির সনদের একজন রাবী ইয়াহইয়া বিন সুলায়মান। ইমাম বুখারী رحمه الله বলেন : يَحْيَى هٰذَا مُنْكَرُ الْحَدِيْثِ "ইয়াহইয়া মুনকারুল হাদীস।" (জুঝউল ক্বিরাআত, পৃ: ৫৬)

অতঃপর একটু সামনে গিয়ে লিখেছেন : وَلاَ يَقُوْمُ بِهِ الْحُجَّةُ "এই হাদীস দ্বারা হুজ্জাত (প্রমাণ) ক্বায়েম হয় না।" (জুঝউল ক্বিরাআত, পৃ:৫৬)

সুতরাং হাদীসটি দলীল হিসাবে গ্রহণযোগ্য নয়।

(৩) আবূ হুরায়রা ﷺ থেকে বর্ণিত, রসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন :

مَنْ أَدْرَكَ رَكْعَةً مِّنَ الصَّلاَةِ فَقَدْ أَدْرَكَ الصَّلاَةَ

"যে ব্যক্তি সালাতের এক রাক'আত পেল, সে সালাত পেল।" (সহীহ বুখারী بَابُ مَنْ أَدْرَكَ مِنَ الصَّلاَةِ رَكْعَةً –)

যারা রুকু'তে শরীক হলেই রাক'আত গণ্য করেন, তারা এই হাদীস দ্বারা রাক'আত অর্থ রুকু' করে থাকেন। আবার সালাত অর্থ রাক'আত করেন। এই চিন্তার আলোকে উক্ত হাদীসটির তরজমা হয় :

"যে ব্যক্তি রাক'আতের রুকু' পেল সে রাক'আতটি পেল।"

[১২৭]. আবূ দাউদ, মিশকাত (এমদা) ৩/১০৭৫ নং। আলবানী رحمه الله তাঁর তাহক্বীক্বকৃত মিশকাতে (১/১১৭৩) হাদীসটিকে য'য়ীফ বলেছেন। আবার অন্যত্র হাসান বলেছেন। (সহীহ আবূ দাউদ হা/৭৯২, তাহক্বীককৃত আবূ দাউদ হা/৮৯৩)

mnxn `Av I whwKi + Bmjvgx eB

কিন্তু এই তরজমাটি সহীহ নয়। এক্ষেত্রে দু'টি শব্দকে বিনা কারণেই এমন অর্থ করা হয়েছে – যা পারিভাষিকভাবে স্বীকৃত নয়। সুতরাং উক্ত তরজমা দলীল হিসাবে গ্রহণযোগ্য নয়।

জ্ঞাতব্য ঃ পূর্বোক্ত তিনটি হাদীস আবূ হুরায়রা ﷺ থেকে বর্ণিত হয়েছে। যদি হাদীসগুলো এই কথার পক্ষে দলীল হয় যে, রুকু'তে শরীক হলেই রাক'আত গণ্য হবে – তাহলে স্বয়ং আবূ হুরায়রা ﷺ থেকে সেই দাবীও আসত। কিন্তু আবূ হুরায়রা ﷺ রুকু'তে শরীক হওয়াকে রাক'আত গণ্য করেন নি। আবূ হুরায়রা ﷺ নিজে বলেন :

لاَ يَجْزِىْ إِلاَّ أَنْ تُدْرِكَ الإِمَامَ قَائِمًا قَبْلَ أَنْ يُرْكَعَ

"তোমার রাক'আত সে পর্যন্ত (পাওয়া) জায়েয হয় না, যদিনা তুমি রুকু'র **পূর্বে** ইমামের ক্বিয়াম না পাও।" (জুযউল ক্বিরাআত লিলবুখারী পৃ : ৩৫, এর সনদ সহীহ)

(৪) আবূ বাকরাহ ﷺ বলেন :

أَنَّهُ انْتَهَى إِلَى النَّبِيِّ ﷺ وَهُوَ رَاكِعٌ فَرَكَعَ قَبْلَ أَنْ يَصِلَ إِلَى الصَّفِّ فَذَكَرَ ذٰلِكَ لِلنَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ (زَادَكَ اللهُ حِرْصًا وَلاَتَعُدْ)

"তিনি যখন নবী ﷺ-এর নিকট পৌছালেন তখন তিনি ﷺ রুকু'তে ছিলেন। তিনি কাঁতারে শরীক হবার পূর্বেই রুকু' করলেন। তিনি বিষয়টি নবী ﷺ-কে বললেন। তখন নবী ﷺ বললেন : আল্লাহ তোমার আগ্রহ বাড়িয়ে দিন, আর এমনটি করো না।"[১২৮]

রুকু'তে শরীক হওয়াকে রাক'আত গণ্যকারীরা হাদীসটির "وَلاَتَعُدْ"-কে "وَلاَتَعِدْ" পাঠ করে থাকেন। যদি তাদের এই পাঠটিকে (তর্কের খাতিরে) সহীহ মেনে নেয়া হয়, তবে এর তরজমা হবে : "আল্লাহ তোমার আগ্রহ বাড়িয়ে দিন, আর ঝুঁকবে না।"

এই তরজমাটি নিজেই বলছে "وَلاَتَعِدْ" সহীহ নয়। কতইনা সামঞ্জস্যহীন বাক্যকে রসূলুল্লাহ ﷺ-এর সাথে সম্পৃক্ত করা হচ্ছে। বাক্যে শেষের "আর ঝুঁকবে না" বলার প্রয়োজনই বা কি ? তিনি কি জিজ্ঞাসা করেছিলেন, এই সালাতে কি ঝুঁকবো ? আর তার জবাবে কি রসূলুল্লাহ ﷺ বলেছিলেন : "(না, তোমার সালাত

১২৮. সহীহ বুখারী – باب إذا ركع دون الصف

mnxn `Av I whwKi + Bmjvgx eB

হয়ে গেছে) আর (এখন) তুমি (সালাতে) ঝুঁকবে না।" –কিন্তু এমন কোন কথা হাদীসটিতে নেই। সুতরাং "وَلَا تَعُدْ" কোন অবস্থাতেই সহীহ নয়।

তাছাড়া হাদীসটি উপস্থাপনার মাধ্যমে এটা বলা হয় যে, তিনি রুকু'তে শরীক হওয়ার কারণে রাক'আতটিও গণ্য করেছিলেন। আর রসূলুল্লাহ ﷺ এর সালাম ফেরার পর তিনি ঐ রাক'আতটি পুণরায় আদায় করেননি। অথচ এ সম্পর্কীত কোন আলোচনাই হাদীসটিতে নেই। সুতরাং হাদীসটি দ্বারা রুকু'তে শরীক হলে কিভাবে রাক'আত গণ্য করার দলীল হিসাবে নেয়া যাবে?

তাছাড়া এটাও জানা যায় না যে, তিনি কি প্রথম রাক'আতের রুকু'তে শরীক হয়েছিলেন, না অন্য কোন রাক'আতের রুকু'তে শরীক হন? যদি প্রথম রাক'আত ছাড়া অন্য কোন রাক'আতে শরীক হয়ে থাকেন – তবে তো রসূলুল্লাহ ﷺ-এর সালাম ফেরানোর পর ছেড়ে যাওয়া রাক'আতটি অবশ্যই তাঁকে আদায় করতে হয়েছে। হতে পারে পরবর্তীতে আদায়কৃত রাক'আতটিও তার মধ্যেই ছিল – যে রাক'আতে তিনি রুকু'তে শরীক হয়েছিলেন।

প্রকৃতপক্ষে যে বক্তব্যের ব্যাখ্যা আলোচ্য হাদীসটিতে নেই, কেবল ক্বিয়াসের দ্বারা তাকে কিভাবে ক্ববুল করা যাবে? হাফেয ইবনে হাজার رحمه الله লিখেছেন : "সমস্ত বর্ণনাতে শব্দটি "تُعْدْ" কখনই "تَعْدْ" নয়। (ফতহুল বারী ২/৪১২)

হাদীসটি একটি সনদে আবূ বাকরাহ رضي الله عنه-এর বাক্যগুলো নিম্নরূপ:

خَشِيْتُ أَنْ تَفُوْتَنِيْ رَكْعَةٌ مَعَكَ فَأَسْرَعْتُ الْمَشْيَ

"আমি ভয়ে ছিলাম যে, আপনার সাথে আমার রাক'আত যদি ছুটে যায়। তাই আমি দ্রুত এসেছি।" (জুঝউল ক্বিরাআত, পৃ: ৪৭, হা/১৯৫)

হাদীসটির সনদে একজন রাবী মুহাম্মাদ বিন মিরদাস আছেন। ইমাম আবূ হাতিম বলেছেন : তিনি মাজহুল। (তাহযীবুত তাহযীব)

সুতরাং হাদীসটি য'য়ীফ।

উপসংহার ঃ এমন কোন সহীহ হাদীস নেই যা দ্বারা প্রমাণ হয় যে, রুকু'তে শরীক হলে রাক'আত গণ্য হবে। রুকু'তে শরীক হওয়াতে ক্বিয়াম ও ক্বিরাআত দু'টি গুরুত্বপূর্ণ রোকন ছুটে যায়। সুতরাং কিভাবে রাক'আত গণ্য হবে?

[সংয়োজন ঃ আবূ বাকরাহ رضي الله عنه-এর হাদীসটির لَا تَعُدْ এর ব্যাখ্যা নবী ﷺ-এর নিচের হাদীসটির দ্বারা নিতে হবে :

mnxn `Av I whwKi + Bmjvgx eB

. إِذَا سَمِعْتُمُ الْإِقَامَةَ فَامْشُوْا إِلَى الصَّلَاةِ وَعَلَيْكُمْ بِالسَّكِيْنَةِ وَالْوَقَارِ وَلَا تُسْرِعُوْا فَمَا أَدْرَكْتُمْ فَصَلُّوْا وَمَا فَاتَكُمْ فَأَتِمُّوْا

"যখন তোমরা ইক্বামাত শোন তখন সালাতের দিকে আস এবং ধীরে সুস্থে আস, তাড়াহুড়া করোনা। যা পাবে তা আদায় করবে। আর যা ছেড়ে যাবে তা উঠে পূর্ণ করবে।" (সহীহ বুখারী, সহীহ মুসলিম, বুলূগুল মারাম হা/৩৩৫)

এক্ষণে আবূ বাকরাহ ﷺ-এর হাদীসে উল্লিখিত لَا تَعُدْ এর অর্থ "এমনটি আর করোনা" – এটাই প্রাধান্যপ্রাপ্ত। পক্ষান্তরে যদি অর্থ নেয়া হয় "পুণরায় ঝুঁকো না" অর্থাৎ রাক'আতটি পুণরায় পড়ো না – সেক্ষেত্রে (১) ক্বিয়াম ফরয হওয়া, (২) সূরা ফাতিহা পাঠ ফরয হওয়া, (৩) শেষোক্ত হাদীসে নবী ﷺ-এর নির্দেশ – জামা'আতের কাতারে ধীর-স্থির ও সঠিকভাবে শরীক হওয়া – প্রভৃতি আমলের হাদীসগুলোকে অমান্য করা হয়। কিন্তু আমরা যে অর্থটি প্রাধান্য দিয়েছি সেই অর্থটি নিলে সমস্ত হাদীসের মধ্যে সমন্বয় করা খুব সহজেই সম্ভব হয়। আল্লাহ সত্য বুঝার তাওফিক্ব দিন। –অনুবাদক]

mnxn `Av I whwKi + Bmjvgx eB

পরিশিষ্টাংশ ঃ ৪

"ইমামের ক্বিরা'আত মুক্তাদির ক্বিরা'আত" – হাদীসের তাহক্বীক্ব

–মুহাম্মাদ ইশতিয়াক্ব

এই অংশটি মুহাম্মাদ ইশতিয়াক্বের "তাহক্বীক্বে সালাত বা জওয়াবে নামাযে মুদাল্লাল" (করাচী ঃ জামা'আতুল মুসলিমীন) পৃ:১৩১-১৩৮ থেকে উদ্ধৃত হল। (অনুবাদক)

مَنْ كَانَ لَهُ إِمَامٌ فَقِرَاءَتُهُ لَهُ قِرَاءَةٌ "যার ইমাম আছে, সেক্ষেত্রে ইমামের ক্বিরাআতই তার ক্বিরাআত"– বাক্যে বর্ণিত হাদীসটি কয়েকজন সাহাবা থেকে বর্ণিত হয়েছে। কিন্তু সমস্ত বর্ণনাই য'য়ীফ। ইমাম শওকানী رحمه الله লিখেছেন :

وَقَدْ رُوِيَ مُسْنَدًا مِنْ طُرُقٍ كُلُّهَا ضَعَافٌ وَالصَّحِيْحُ أَنَّهُ مُرْسَلٌ

"(হাদীসটি) বিভিন্ন সূত্রে বর্ণিত হয়েছে, যার প্রত্যেকটি য'য়ীফ। তবে সহীহ কথা হল হাদীসটি মুরসাল (সূত্রছিন্ন)।" (নায়লুল আওতার ২/২৪৩/৫)

উক্ত বক্তব্যের ব্যাখ্যা নিম্নরূপ :

হাদীস – ১ ঃ

حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ مُوْسَى عَنِ الْحَسَنِ بْنِ صَالِحٍ عَنْ جَابِرٍ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ

এই সনদের হাদীসটি ইবনে মাজাহ (হা/৮৫০) বর্ণনা করেছেন। এর একজন রাবী জারির (আল–জু'ফী) মিথ্যাবাদী (তাহযীবুত তাহযীব)। সুতরাং হাদীসটি মিথ্যা।

.... ইমাম যায়লা'য়ী رحمه الله বলেছেন :

وَقَدْ رَوَاهُ سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ وَأَبُو الْأَحْوَصِ وَشُعْبَةُ وَإِسْرَائِيلُ وَشَرِيكٌ وَأَبُو خَالِدٍ الدَّالَانِيُّ وَسُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ وَجَرِيْرُ بْنُ عَبْدِ الْحَمِيْدِ وَغَيْرُهُمْ عَنْ مُوْسَى بْنُ أَبِيْ عَائِشَةَ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ شَدَّادٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ مُرْسَلاً وَهُوَ الصَّوَابُ

"এই হাদীসটি সুফিয়ান সাওরী, আবূল আহওয়াস, শু'বাহ, ইসরাঈল, শরীক, আবূ খালিদ আদ–দালানী, সুফিয়ান বিন উয়াইনাহ ও জারীর বিন 'আব্দুল হামীদ প্রমুখ থেকে মূসা বিন আবী 'আ'য়িশাহ, তিনি 'আব্দুল্লাহ বিন শাদ্দাদ থেকে

mnxn `Av I whwKi + Bmjvgx eB

তিনি নবী ﷺ থেকে মুরসাল সূত্রে বর্ণনা করেছেন। আর এটাই সহীহ।" (নাসবুর রায়াহ ২/৯)

অতঃপর যায়লা'য়ী বলেন, ইমাম বায়হাক্বী 'আল-মা'রেফাতে' বলেছেন :

وَقَدْ رَوَى السُّفْيَانَانِ هٰذَا الْحَدِيْثَ وَأَبُوْ عَوَانَةَ وَشُعْبَةُ وَجَمَاعَةٌ مِنَ الْحُفَّاظِ عَنْ مُوْسَى ابْنِ أَبِيْ عَائِشَةَ فَلَمْ يَسْنُدُوْهُ عَنْ جَابِرٍ، وَرَوَاهُ عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ الْمُبَارَكِ أَيْضاً عَنْ أَبِيْ حَنِيْفَةَ مُرْسَلاً وَقَدْ رَوَاهُ جَابِرُ الْجُعْفِيُّ وَهُوَ مَتْرُوْكٌ وَلَيْثُ بْنُ أَبِيْ سُلَيْمٍ وَهُوَ ضَعِيْفٌ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ مَرْفُوْعاً وَلَمْ يَتَابَعْهُمَا عَلَيْهِ إِلاَّ مَنْ هُوَ أَضْعَفُ مِنْهُمَا

"নিশ্চয় এই হাদীসটি দুই জন সুফিয়ান (সুফিয়ান সাওরী ও সুফিয়ান বিন উয়াইনাহ), আবূ 'আওয়ানাহ, শু'বাহ হাফেযদের একদল থেকে, তিনি মূসা ইবনে আবী আয়িশাহ থেকে বর্ণনা করেছেন। কিন্তু তিনি জাবের ﷺ থেকে (মারফু') সনদে বর্ণনা করেন নি। তেমনি 'আব্দুল্লাহ বিন মুবারক মুরসাল বর্ণনা করেছেন আবূ হানিফা থেকে। জাবির বিন জু'ফী মাতরুক (প্রত্যাখ্যাত), লাইস বিন আবী সালিম – তিনি য'য়ীফ, তিনি আবূ যুবায়ের থেকে, তিনি জাবির ﷺ-এর মারফু' সূত্রে বর্ণনা করেছেন। (হাদীসটির ব্যাপারে) তাদের উভয়কে কেউ অনুসরণ করেন নি, কেবল তাদের থেকে বেশী য'য়ীফ ঐ দু'জন ছাড়া।" (নাসবুর রায়াহ ২/৯)

অতঃপর ইমাম বায়হাক্বী رحمه الله লিখেছেন :

أَخْبَرَنَا أَبُوْ عَبْدِ اللّٰهِ الْحَافِظُ، قَالَ: سَمِعْتُ سَلَمَةَ بْنَ مُحَمَّدٍ الْفَقِيْهَ، يَقُوْلُ: سَأَلْتُ أَبَا مُوْسَى الرَّازِيَ الْحَافِظَ عَنْ حَدِيْثِ: "مَنْ كَانَ لَهُ إِمَامٌ، فَقِرَاءَةُ الْإِمَامِ لَهُ قِرَاءَةٌ" فَقَالَ: لَمْ يَصِحَّ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ فِيْهِ شَيْءٌ

"আমাদেরকে খবর দিয়েছেন আবূ 'আব্দুল্লাহ হাফিয, তিনি বলেন : আমি সালামাহ বিন মুহাম্মাদ আল-ফাক্বীহকে বলতে শুনেছি, তিনি বলেন : আমি আবূ মূসা আর-রাযী আল-হাফিযকে "যার ইমাম আছে, তার ইমামের ক্বিরাআতই তার ক্বিরাআত" সম্পর্কীত হাদীসটির ব্যাপারে জিজ্ঞাসা করি। তিনি বলেন : এ ব্যাপারে নবী ﷺ থেকে কিছুই সহীহ নেই।" (নাসবুর রায়াহ ২/৯)

সুতরাং জাবির ﷺ-এর সাথে সম্পৃক্ত বর্ণনাটি য'য়ীফ।

mnxn `Av I whwKi + Bmjvgx eB

হাদীস – ২ ঃ

عَنْ سَهْلِ ابْنِ الْعَبَّاسِ التِّرْمِذِيِّ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عُلَيَّةَ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ، قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ "مَنْ كَانَ لَهُ إِمَامٌ، فَقِرَاءَةُ الْإِمَامِ لَهُ قِرَاءَةٌ"

"সাহল বিন 'আব্বাস তিরমিযী থেকে বর্ণিত, আমাদেরকে হাদীস বর্ণনা করেছেন ইসমাঈল বিন আইয়ূব, তিন আবূ যুবায়ের থেকে তিনি জাবির ﷺ থেকে, তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : যার ইমাম আছে, সেক্ষেত্রে ইমামের ক্বিরাআতই তার ক্বিরাআত।" (দারে কুতনী[১২৯], নাসবুর রায়াহ ১/১০)

ইমাম যায়লা'য়ী رحمه الله লিখেছেন :

قَالَ الدَّارَقُطْنِي: هٰذَا حَدِيْثٌ مُنْكَرٌ، وَسَهْلُ بْنُ الْعَبَّاسِ مَتْرُوْكٌ، لَيْسَ بِثِقَةٍ وَقَالَ الطَّبْرَانِيُّ: لَمْ يَرْفَعْهُ أَحَدٌ عَنِ ابْنِ عُلَيَّةَ إِلَّا سَهْلُ بْنُ الْعَبَّاسِ

"ইমাম দারা কুতনী رحمه الله বলেছেন : এই হাদীসটি মুনকার। সাহাল বিন 'আব্বাস মাতরুক, সে সিক্বাহ নয়। আর তাবারানী رحمه الله বলেছেন : ইবনে 'আলিইয়্যাহ থেকে কেবল সাহল বিন 'আব্বাস ছাড়া কেউই হাদীসটিকে মারফু' সূত্রে উল্লেখ করেন নাই।" (নাসবুর রায়াহ ২/১০)

হাদীস – ৩ ঃ ইমাম যায়লা'য়ী رحمه الله বলেন ঃ

مِنْ طَرِيْقِ مَالِكٍ عَنْ وَهْبِ بْنِ كَيْسَانَ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ مَرْفُوْعًا نَحْوَهُ، سَوَاءً، قَالَ الدَّارَقُطْنِي: هٰذَا بَاطِلٌ لَا يَصِحُّ عَنْ مَالِكٍ. وَلَا عَنْ وَهْبِ بْنِ كَيْسَانَ، وَفِيْهِ عَاصِمُ بْنُ عِصَامٍ لَا يُعْرَفُ

"ইমাম মালিকের رحمه الله সূত্রে ওয়াহাব বিন কায়সান বর্ণনা করেছেন, তিনি জাবির বিন 'আব্দুল্লাহ থেকে মারফু' হিসাবে বর্ণনা করেছেন। ইমাম দারা কুতনী رحمه الله বলেন : এই সূত্রটিও বাতিল। (হাদীসটি) না মালিক থেকে, আর না ওয়াহাব বিন কায়সান থেকে (প্রমাণিত)। এই সনদটিতে 'আসিম বিন 'ইসাম অপরিচিত।" (নাসবুর রায়াহ ২/১০, আরো দ্রঃ জুযউল ক্বিরাআত পৃ: ১৮ ও ২০)

হাদীস – ৪ ঃ ইমাম যায়লা'য়ী رحمه الله বলেন ঃ

عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ "مَنْ كَانَ لَهُ إِمَامٌ، فَقِرَاءَةُ الْإِمَامِ لَهُ قِرَاءَةٌ"، وَلٰكِنْ فِيْ إِسْنَادِهِ ضَعْفٌ

[১২৯]. দারে কুতনীর (১/৪০২/১) মূল মতনটি হলঃ مَنْ صَلّٰى خَلْفَ الْإِمَامِ فَقِرَاءَةُ الْإِمَامِ لَهُ قِرَاءَةٌ

mnxn `Av I whwKi + Bmjvgx eB

"জাবির বিন 'আব্দুল্লাহ থেকে বর্ণিত, তিনি রসূলুল্লাহ ﷺ থেকে বর্ণনা করেন: 'যার ইমাম আছে, সেক্ষেত্রে ইমামের ক্বিরাআতই তার ক্বিরাআত।' –কিন্তু হাদীসটির সনদ য'য়ীফ।" (মালিক, মুসনাদে আহমাদ সূত্রে নাসবুর রায়াহ ২/১০)

হাদীস – ৫ ঃ ইমাম যায়লা'য়ী رحمه الله দারা কুতনী থেকে বর্ণনা করেন ঃ

عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفَضْلِ بْنِ عَطِيَّةَ عَنْ أَبِيْهِ عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ عَنْ أَبِيْهِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: "مَنْ كَانَ لَهُ إِمَامٌ فَقِرَاءَتُهُ لَهُ قِرَاءَةٌ" ، انْتَهَى. قَالَ الدَّارَقُطْنِيْ: مُحَمَّدُ بْنُ الْفَضْلِ مَتْرُوْكٌ

"মুহাম্মাদ বিন ফাযল বিন 'আতীয়াহ থেকে বর্ণিত, তিনি তাঁর পিতা থেকে, তিনি সালিম বিন 'আব্দুল্লাহ থেকে, তিনি তাঁর পিতা আব্দুল্লাহ বিন উমার থেকে, তিনি নবী ﷺ থেকে বর্ণনা করেন– তিনি ﷺ বলেছেন :'যার ইমাম আছে, সেক্ষেত্রে ইমামের ক্বিরাআতই তার ক্বিরাআত।" বর্ণনাটি শেষ। ইমাম দারা কুতনী رحمه الله বলেন : মুহাম্মাদ বিন ফাযল মাতরুক। (দারা কুতনী ১/৩২৫/৬, নাসবুর রায়াহ ২/১০)

ইবনে হাজার رحمه الله বলেন : মুহাম্মাদ বিন ফাযল বিন 'আতীয়াহকে আলেমগণ মিথ্যুক বলেছেন।" (তাক্বরীবুত তাহযীব ২/১২৩)

সুতরাং হাদীসটি মিথ্যা।

হাদীস – ৬ ঃ ইমাম যায়লা'য়ী رحمه الله বর্ণনা করেন ঃ

عَنْ أَبِيْ سَعِيْدِ الْخُدْرِيِّ، قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ: "مَنْ كَانَ لَهُ إِمَامٌ فَقِرَاءَةُ الْإِمَامِ لَهُ قِرَاءَةٌ"

"আবূ সাঈদ খুদরী رضي الله عنه বলেন, রসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : "যার ইমাম আছে, সেক্ষেত্রে ইমামের ক্বিরাআতই তার ক্বিরাআত।" বর্ণনাটি শেষ। ইবনে 'আদীর 'কামেলে' বর্ণিত হয়েছে। (তাবারানী তাঁর 'আওসাতে' ২/১১১, নাসবুর রায়াহ ২/১১)

এই হাদীসটিও মিথ্যা। আবূ হারুন 'আবদী মিথ্যুক। অপর একটি সনদেও হাদীসটি বর্ণিত হয়েছে। সেখানে ইসমাঈল বিন 'আমর বিন নাজীহ য'য়ীফ। (নাসবুর রায়াহ ২/১১) ইসমাঈলের অনুসারী নাযর বিন 'আব্দুল্লাহ ও নাযর বিন 'আব্দুল্লাহ আল–আযদী মাজহুল। (তাক্বরীব ও মীযান)

mnxn `Av I whwKi + Bmjvgx eB

হাদীস – ৭ ঃ উক্ত বর্ণনাটি আবূ হুরায়রা ﵁ থেকেও বর্ণিত হয়েছে। ইমাম যায়লা'য়ী লিখেছেন :

قَالَ الدَّارَقُطْنِيْ: لاَ يَصِحُّ هٰذَا عَنْ سَهِيْلٍ، تَفَرَّدَ بِهِ مُحَمَّدُ بْنُ عِبَادٍ الرَّازِيْ، وَهُوَ ضَعِيْفٌ

"দারা কুতনী ﵀ বলেন : সাহীল (বিন আবী সালেহ) থেকে হাদীসটি সহীহ নয়। কেননা মুহাম্মাদ বিন 'ইবাদ আর-রাযী এক্ষেত্রে একক। আর তিনি য'য়ীফ।" (নাসবুর রায়াহ ২/১১)

জ্ঞাতব্য ঃ 'নাসবুর রায়াহ লিআহাদীসিল হিদায়াহ'-এর সূত্র এই জন্য উল্লেখ করা হল যে, এটা হানাফীদের নিজস্ব কিতাব।

হাদীস – ৮ ঃ ইবনে 'আব্বাস ﵄ থেকে বর্ণিত হয়েছে, নবী ﷺ বলেছেন :

يَكْفِيْكَ قِرَاءَةُ الْإِمَامِ خَافَتْ أَوْ قَرَأَ

"ইমামের ক্বিরাআত তোমাদের জন্য কাফী (যথেষ্ট), (ক্বিরাআত) গোপনে হোক কিংবা (প্রকাশ্য) পাঠ হোক।" (দারা কুতনী ১/৩৩৩/৩৩, নাসবুর রায়াতে (২/১১) আছে : خَافَتَ أَوْ جَهَرَ "গোপন বা প্রকাশ্য")

ইমাম দারা কুতনী ﵀ বলেন :

قَالَ أَبُوْ مُوْسٰى قُلْتُ لِأَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلٍ فِيْ حَدِيْثِ بْنِ عَبَّاسٍ هٰذَا فِي الْقِرَاءَةِ فَقَالَ هٰكَذَا مُنْكَرٌ

"আবূ মূসা বলেন, আমি আহমাদ বিন হাম্বল ﵀-কে ইবনে আব্বাস ﵄-এর এই ক্বিরাআত সম্পর্কীত হাদীসটি সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলাম। তিনি বললেন : এটি মুনকার।" (সূত্র ঃ পূর্বোক্ত)

হাদীস– ৯ঃ আনাস বিন মালিক ﵁ থেকে বর্ণিত হয়েছে, নবী ﷺ বলেছেন :

مَنْ كَانَ لَهُ إِمَامٌ، فَقِرَاءَةُ الْإِمَامِ لَهُ قِرَاءَةٌ

"যার ইমাম আছে, সেক্ষেত্রে ইমামের ক্বিরাআতই তার ক্বিরাআত।" (ইবনে হিব্বানের 'কিতাবুয যু'য়াফা, নাসবুর রায়াহ ২/১১)

ইমাম যায়লা'য়ী ﵀ বলেন : গনীম (বিন সালিম)-এর জন্য হাদীসটি মা'লুল (ত্রুটিযুক্ত)। (নাসবুর রায়াহ ২/১১)

ইবনে হিব্বান ﵀ বলেন : "তিনি আজব ও মাওযু' বর্ণনা করেন।" (মিযানুল ই'তিদাল ৩/৩৩৬)

mnxn `Av I whwKi + Bmjvgx eB

ইমাম যাহাবী ﷺ বলেন :

قُلْتُ: اَلظَّاهِرُ أَنَّ هٰذَا هُوَ غَنِيْمُ بْنُ سَالِمٍ أَحَدُ الْمَشْهُوْرِيْنَ بِالْكِذْبِ

"আমি বলছি, গানীম বিন সালিম প্রসিদ্ধ মিথ্যুকদের একজন।" (মিযানুল ই'তিদাল ৩/৩৩৭)

সুতরাং مَنْ كَانَ لَهُ إِمَامٌ، فَقِرَاءَةُ الْإِمَامِ لَهُ قِرَاءَةٌ "যার ইমাম আছে, সেক্ষেত্রে ইমামের ক্বিরাআতই তার ক্বিরাআত" বাক্যে হাদীসটি রসূলুল্লাহ ﷺ থেকে প্রমাণিত নয়। সুতরাং তা প্রত্যাখ্যাত। তাছাড়া যদিওবা আমরা হাদীসটি সহীহ হিসাবে মেনে নিই, তাহলেও হাদীসটি ইমামের সাক্তাতে মুক্তাদীর সূরা ফাতিহা পাঠের বিরোধী হয় না। সাক্তার পদ্ধতিতে যখন ইমাম ক্বিরাআত করে, তখন মুক্তাদী চুপ থেকে ইমামের ক্বিরাআত শুনবে। সেক্ষেত্রে ইমামের ক্বিরাআত মুক্তাদীর ক্বিরাআত গণ্য হবে। তাছাড়া وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوْا لَهُ وَأَنْصِتُوْا "যখন কুরআন পাঠ করা হয়, তখন তোমরা মনোযোগের সাথে শোন ও চুপ থাক" (সূরা আ'রাফ, ২০৪) আয়াতটিরও বিরোধী হয় না।....[১৩০]

১৩০. অতঃপর লেখক 'ইমামের ক্বিরাআত মুক্তাদীর ক্বিরাআত' মর্মে কিছু সাহাবীর ﷺ উক্তি হিসাবে যা উপস্থাপন করা হয়– সেগুলোও খণ্ডন করেছেন। প্রয়োজন সাপেক্ষে আমরা পরবর্তীতে তা প্রকাশ করব। (অনুবাদক)

mnxn `Av I whwKi + Bmjvgx eB

مَنْ كَانَ لَهُ إِمَامٌ، فَقِرَاءَةُ الإِمَامِ لَهُ قِرَاءَةٌ হাদীসটির তাহক্বীক

শায়েখ যুবায়ের আলী যাই

প্রশ্ন ঃ নিম্নোক্ত বর্ণনাটির ব্যাপারে বিস্তারিত ব্যাখ্যামূলক দলীল ও শক্তিশালী তাহক্বীক্বের জন্য আপনার কিছুটা কষ্ট দিতে চাই। ইমাম মুহাম্মাদ বর্ণনা করেছেন,

أَخْبَرَنَا أَبُوْ حَنِيْفَةَ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُوْ الْحَسَنِ مُوْسَى بْنُ أَبِيْ عَائِشَةَ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ شَدَّادِ بْنِ الْهَادِ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ قَالَ : مَنْ صَلَّى خَلْفَ الإِمَامِ فَإِنَّ قِرَاءَةَ الإِمَامِ لَهُ قِرَاءَةٌ

....উক্ত বর্ণনাটির তাহক্বীক্ব আপনার 'মাসিক আল-হাদীস' পত্রিকার মাধ্যমে প্রকাশ করে কৃতজ্ঞ করবেন।

জবাব ঃ এই مَنْ صَلَّى خَلْفَ الإِمَامِ فَإِنَّ قِرَاءَةَ الإِمَامِ لَهُ قِرَاءَةٌ হাদীসটি মর্মে ও শব্দে বিভিন্ন সনদে বর্ণিত হয়েছে।

(১) সুনানে ইবনে মাজাহতে (হা/৮৫০) বর্ণিত হয়েছে ঃ

حَدِيْثُ جَابِرِ الْجُعْفِيِّ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ

জাবির আল-জু'ফী :মাতরুক।

(كِتَابُ الْكُنَى وَالأَسْمَاءِ لِلإِمَامِ مُسْلِمٍ ق ٩٦ كُنْيَتُهُ : أَبُو مُحَمَّدٍ، الضُّعَفَاءُ وَالْمَتْرُوْكِيْنَ للامام نسائ ٩٨)

ইমাম যাহাবী رحمه الله লিখেছেন : كِذْبُهُ أَيْضًا أَيُّوْبُ وَزَائِدَةُ "এতে আইয়ুব (আস-সাখতিয়ানী) ও যায়েদকে মিথ্যুক বলা হয়। (নাসবুর রায়াহ ১/৩৪৫)

(২) ইবনে 'আদীর কামেলে (১/৫২৪) বর্ণিত হয়েছে :

حَدِيْثُ أَبِيْ هَارُوْنَ الْعَبْدِيِّ عَنْ أَبِيْ سَعِيْدِ الْخُدْرِيِّ ﷺ إِلْخ

আবূ হারুন – মাতরুক। দেখুন : ইমাম নাসায়ীর رحمه الله 'কিতাবুয যু'য়াফা ওয়াল মাতরুকীন' (৭৪৬)।

mnxn `Av I whwKi + Bmjvgx eB

আবূ হারুন সম্পর্কে যায়লা'য়ী হানাফী رحمه الله হাম্মাদ বিন যায়েদের মন্তব্য উল্লেখ করেছেন : كَانَ كَذَّابًا "সে মিথ্যুক ছিল।" (নাসবুর রায়াহ ৪/২০১ পৃ :)

(৩) দারা কুতনী (১/৪০২ হা/১৪৮৬) বর্ণনা করেছেন :

حَدِيْثُ سَهْلِ بْنِ عَبَّاسٍ التِّرْمِذِىُ بِسَنَدِهِ إِلْخ

দারা কুতনী বলেন : এই হাদীসটি মুনকার, আর সাহল বিন 'আব্বাস মাতরুক।

উসূলে হাদীসে উল্লেখ আছে, মাতরুক প্রভৃতি চরমভাবে আপত্তিযুক্ত বর্ণনাকারীদের রেওয়ায়াত মারদুদ (প্রত্যাখ্যাত)। যেমন হাফেয ইবনে কাসির رحمه الله লিখেছেন ঃ

لِأَنَّ الضَّعْفَ يَتَفَاوَتُ فَمِنْهُ مَالاَ يَزُوْلُ بِالْمُتَابَعَاتِ يَعْنِىْ لاَ يُوْثِرُ كَوْنُهُ تَابِعًا اَوْ مَتْبُوْعًا كَرِوَايَةِ الْكَذَّابِيْنَ وَالْمُتْرُكِيْنَ

"কেননা য'য়ীফ বিভিন্ন ধরণের। কিছু য'য়ীফ সমর্থনমূলক হিসাবেও কার্যকরী হয় না। যেমন – মিথ্যুক ও মাতরুকদের বর্ণনাসমূহ। এগুলো না সহযোগীমূলক আর না স্বয়ং সম্পূর্ণ।"(ইখতিসারে উলূমুল হাদীস পৃ: ৩৮)

এই ভূমিকার পর এখন প্রশ্নে উল্লিখিত ...مَنْ كَانَ لَهُ إِمَامٌ الْخ হাদীসের সনদগুলোর বিস্তারিত আলোচনা উপস্থাপন করছি। এরই উপর বিরোধী পক্ষ 'ইমামের পিছনে সূরা ফাতিহা না পড়ার' ব্যাপারে ভিত প্রতিষ্ঠিত রেখেছে। والله موافق بالله

প্রথম বর্ণনা ঃ মুয়াত্তা মুহাম্মাদ আশ–শায়বানী (৯৮ পৃ: হা/১১৭)

مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ شَيْبَانِىْ : أَخْبَرَنَا أَبُوْ حَنِيْفَةَ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُوْ الْحَسَنِ مُوْسَى بْنُ أَبِىْ عَائِشَةَ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ شَدَّادِ بْنِ الْهَادِ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ الْخ....

বর্ণনাটিতে 'আব্দুল্লাহ বিন শাদ্দাদ ও জাবির ﷺ–এর মধ্যে 'আবূল ওয়ালীদ'–এর মধ্যস্থতা আছে। দ্রঃ আবূ ইউসূফের, কিতাবুল আসার (১১৩), সুনানে দারা কুতনী (১/৩২৫ হা/১২২৩ – দারা কুতনী বলেন : আবূল ওয়ালীদ : মাজহুল), বায়হাক্বীর 'কিতাবুল ক্বিরাআত' (পৃ: ১২৫ হা/৩১৪, পৃ: ১২৬-২৭; অন্য সংস্করণে হা/৩৩৯, ৩৪১)।

সুস্পষ্ট হল, বর্ণনাটি আবূল ওয়ালিদের (মাজহুল) কারণে য'য়ীফ। এই মাজহুল বর্ণনাকারী কথা কোন কোন সনদে উল্লেখ নেই। যা থেকে স্পষ্ট হয়,

mnxn `Av I whwKi + Bmjvgx eB

যেখানে তার কথা উল্লেখ করা হয়েছে সেই বর্ণনাটি প্রাধান্যপ্রাপ্ত অনুল্লেখ বর্ণনার চাইতে।

এই বর্ণনাটির অপর একটি ত্রুটি হল, স্বয়ং ইমাম আবূ হানিফাই رحمه الله বর্ণনাটিকে বাতিল মনে করতেন। আবূ 'আব্দুর রহমান আল-মুক্বর্রায়ি رحمه الله বলেন:

كَانَ أَبُو حَنِيْفَةَ يُحَدِّثُنَا فَإِذَا فَرَغَ مِنَ الْحَدِيْثِ قَالَ : هٰذَا الَّذِىْ سَمِعْتُمْ كُلُّهُ رِيْحٌ وَبَاطِلٌ

"আবূ হানিফা رحمه الله আমাদেরকে হাদীস শুনাতেন। যখন হাদীস বর্ণনা শেষ করতেন তখন বলতেন : তোমরা যেসব হাদীস শুনেছ তা হাওয়া ও বাতিল।" (কিতাবুল জারাহ ও তা'দিল লিইবনে আবী হাতিম ৮/৪৫০, এর সনদ সহীহ)

অপর একটি বর্ণনাতে ইমাম আবূ হানিফা رحمه الله বলেন: عَامَّةُ مَا أُحَدِّثُكُمْ خَطَأٌ "আমি তোমাদেরকে 'আমভাবে যে হাদীস বলি, তা ত্রুটিযুক্ত।" (আল-'ঈলালুল কাবীর লিত-তিরমিযী ২/৯২২ পৃ: এর সনদ সহীহ, আল-কামিল লি-ইবনে 'আদী ৭/২৪৭৩, তারীখে বাগদাদ ১৩/৪২৫)

অপর একটি বর্ণনাতে আবূ হানিফা رحمه الله নিজের বর্ণনা সম্পর্কে বলেন :

وَاللهِ مَا أَدْرِىْ لَعَلَّهُ الْبَاطِلُ الَّذِىْ لاَ شَكَّ فِيْهِ

"আল্লাহর ক্বসম! আমি (এর সত্যতা) জানি না। হয়তো এটা এমন বাতিল, যার ব্যাপারে কোন সংশয় নেই।" (ইমাম ইয়া'কুব বিন সুফিয়ান আল-ফারসী'র 'কিতাবুল মা'রিফাহ' ২/৭৮২ পৃ:, এর সনদ হাসান)

সুতরাং এখন এটা সাধারণ মানুষও সহজেই বুঝতে পারবে যে, ইমাম আবূ হানিফা নিজের বর্ণিত হাদীস ও কিতাবের ব্যাপারে পরবর্তীদের থেকে বেশী জানতেন। আর এটা সম্ভব যে, আবূ ওয়ালিদের (মাজহুলের) কারণে ইমাম সাহেব নিজের বর্ণনাকে বাতিল গণ্য করেছেন। وَاللهُ أَعْلَمُ وَعِلْمُهُ أَتَمُّ

<u>দ্বিতীয় বর্ণনা ঃ</u> মুসনাদে আহমাদ (আল-মাওসিয়াতুল হাদীসিয়্যাহ) ১২/২৩ হা/১৪৬৪৩ – এ বর্ণিত হয়েছে :

حَدَّثَنَا أَسْوَدُ بْنُ عَامِرٍ : أَخْبَرَنَا حَسَنُ بْنُ صَالِحٍ عَنْ أَبِى الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ ... الْخ

এই বর্ণনাটি য'য়ীফ।

mnxn `Av I whwKi + Bmjvgx eB

প্রথমত, আবূ যুবায়ের আল-মাক্কী মুদাল্লিস। উসূলে হাদীসে বর্ণিত হয়েছে, মুদাল্লিসের (সহীহ বুখারী ও সহীহ মুসলিম ছাড়া) 'আন (عن) দ্বারা বর্ণিত হাদীস **য'য়ীফ**।

(مُقَدِّمَةُ ابْنِ الصَّلاَحِ مَعَ التَّقْيِيدِ وَالإِيضَاحِ صـ ٩٩، وَالنُّسْخَةُ محققة صـ ١٦١)

দ্বিতীয়ত, হাসান বিন সালেহ ও আবূ যুবায়েরের মধ্যে জাবের (আল-জু'ফী) মাতরুক মধ্যস্ততাকারী। (দ্রঃ মুসনাদে আহমাদ ৩/৩৩৯ হা/১৪৬৯৮, তাহক্বীক্ব ফি ইখতিলাফিল হাদীস লিইবনে জাওযী ১/৩২০ হা/৫২৭)

জ্ঞাতব্য ঃ এটা খুবই আফসোসের বিষয় যে, ইবনে তুর্কীমানী হানাফী رحمه الله ইবনে যুবায়েরের ভয়ানক তাদলীসের অভিযোগ থাকা সত্ত্বেও – এই য'য়ীফ ও মাতরুক বর্ণনাকে "هٰذَا سَنَدٌ صَحِيْحٌ" (এই সনদটি সহীহ) লিখেছেন। (দ্রঃ জাওয়াহিরুল নাক্বী ২/১৫৯ সূত্রেঃ ইবনে আবী শায়বাহ ১/৩৭৭ হা/৩৮০২)

শায়েখ নাসিরুদ্দীন আলবানী رحمه الله দলীল-প্রমাণের সাথে ইবনে তুর্কীমানীর বক্তব্যকে জোরদারভাবে রদ (খণ্ডন) করেছেন। (দ্রঃ ইরওয়াউল গালীল ২/২৭০ পৃঃ হা/৫০০)

তৃতীয় বর্ণনা ঃ

أَحْمَدُ بْنُ مُنِيعٍ : ثَنَا إِسْحَاقَ الأَزْرَقُ : ثَنَا سُفْيَانُ وَشَرِيكٌ عَنْ مُوْسَى ابْنُ أَبِي عَائِشَةَ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ شَدَّاد عَنْ جَابِرٍ ﷺ الْخ (اتحاف الخيرة المهرة للبوصيرى ٢/٢٢٥ ح ١٥٦٧)

এই বর্ণনাটি দু'টি কারণে য'য়ীফ।

প্রথমত, সুফিয়ান সওরী মুদাল্লিস ('উমদাতুল ক্বারী লিল'আয়নী ৩/১১২ باب اَلْوَضُوْءُ مِنْ غَيْرِ حَدِيْثٍ ; জাওয়াহিরুন নাক্বী ৮/২৬২)। তাছাড়া এটি 'আন (عن) দ্বারা বর্ণিত হাদীস। শরীক (আল-কাযী)-ও মুদাল্লিস। (তাবাক্বাতুল মুদাল্লিসীন : ২৪, জামে'উত তাহসীল লিল'ঈলায়ী পৃঃ ১০৭, মুদাল্লিসীন লিলআবী যার'আহ বিনুল 'ইরাক্বীঃ ২৮, মুদাল্লিসীন লিসসুয়ূতীঃ ২৪, মুদাল্লিসীন লিলহালাবী পৃঃ ৩৩)।

দ্বিতীয়ত, পূর্ববর্তী আলোচনাতে এসেছে – 'আব্দুল্লাহ ইবনে শাদ্দাদ ও জাবির ﷺ-এর মাঝে আবূ ওয়ালিদ (মাজহুল) মধ্যস্থতাকারী।

mnxn `Av I whwKi + Bmjvgx eB

সার-সংক্ষেপ ঃ এই বর্ণনাটির সমস্ত সনদ য'য়ীফ। সুতরাং শায়েখ আলবানী ﷺ কর্তক হাদীসটিকে 'হাসান' (ইরওয়াউল গালীল ২/২৬৮) এবং আল-মাওসু'আতুল হাদীসিয়্যাহ-এর টিকাতে "حَسَنٌ بِطُرُقِهِ وَشَوَاهِدِهِ" (বিভিন্ন সূত্র ও সাক্ষ্যে ভিত্তিতে হাসান) বলাটা সহীহ্ নয়। হাদীসটিকে হাফেয ইবনে হাজার মা'লুল বা ত্রুটিযুক্ত (তালখীসুল হাবীর ২/২৩২ হা/৩৪৫) এবং কুরতুবী য'য়ীফ বলেছেন। (তাফসীরে কুরতুবী ১/১২২, সূরা ফাতিহা باب الثانى فى نزولها واحكامها)

আমাদের শায়েখ ইমাম বাদীউদ্দীন শাহ আর-রাশেদী এই হাদীসটির য'য়ীফ প্রমাণে (اَظْهر الْبَرَاءَة عَنْ حَدِيْثِ : مَنْ كَانَ لَهُ إِمَامٌ فَقِرَاءَةُ الْإِمَامِ لَهُ قِرَاءَةٌ) কিতাব লিখেছেনে। ফালিল্লাহিল হামদ।[১৩১]

[১৩১]. শায়েখ যুবায়ের আলী যাই, ফাতাওয়া 'ইলমিয়্যাহ আল-মা'রফ তাওযীহুল আহকাম ১ম খণ্ড, পৃঃ৩২৬-৩৩০।

mnxn `Av I whwKi + Bmjvgx eB

শেষ কথা

এই বইয়ের পূর্বাপর আলোচনাতে ইমামের পিছনে সূরা ফাতিহা পাঠের মৌলিক দলীলগুলো নিয়ে আলোচনা উপস্থাপন করলাম। এ আলোচনা নির্দিষ্ট কোন ইমাম, মুহাদ্দিস, ফাতাওয়া বিভাগ ও সংগঠকের নিজস্ব গবেষণার মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল না। তাছাড়া এককভাবে বিশেষ কোন গবেষকের গবেষণার অন্ধ অনুসরণ করা হয় নি। আলোচ্য মাসআলাটিতে কুরআন ও সহীহ হাদীসগুলোর মধ্যে আপাতদৃষ্টিতে যে বৈপরীত্য দেখা যায় তাকে কেন্দ্র করে মুসলিমদের মধ্যে যে বিভক্তি ও দলাদলি সৃষ্টি হয়েছে– তার সমাধান উপস্থাপিত হল –ফালিল্লাহিল হামদ। যদিও মূল ও পরিপূরক অন্যান্য বিষয় সম্পর্কে আরো আলোচনা ও দলীল-প্রমাণের পর্যালোচনা আমাদের হাতে সংরক্ষিত আছে। কিন্তু উপস্থাপিত অংশটুকুই যথেষ্ট মনে করছি।

উল্লেখ্য, আমিও উপস্থাপিত আলোচক ও সমালোচকদের মত একজন ভুল-ত্রুটি বৈশিষ্ট্যের মানুষ মাত্র। এ কারণে যদি কোন অসম্পূর্ণতা কিংবা ভুল কারো দৃষ্টিগোচর হয়– দলীল প্রমাণসহ জানালে পরবর্তী সংস্করণে তার সংশোধনী প্রকাশ করা হবে ইনশাআল্লাহ। প্রয়োজনে সূত্র হিসাবে ব্যবহৃত সম্মানিত ইমাম ও গবেষকদের মূল কিতাবগুলোও প্রকাশ করার চেষ্টা করব, ওয়ামা তাওফিক্বী ইল্লা বিল্লাহ।

আল্লাহ আমাদের সবাইকে কুরআন ও সহীহ হাদীসের সঠিক বুঝ দান করুন। আমিন!!

mnxn `Av I whwKi + Bmjvgx eB

লেখকের প্রকাশিত এবং অপ্রকাশিত বই ও পুস্তিকার তালিকা

অনূদিত গ্রন্থসমূহ

১. তাফসীরুল কুরআন (সূরা বাক্বারাহ) –(ক) মূল (উর্দূ) ঃ জুনাগঢ়ী'র তরজমা ও সালাহুদ্দীন ইউসুফের টিকা। (খ) মুহাম্মাদ মুহসীন খানের The Noble Quran-এর সংযোজনীসহ। –অনুবাদঃ কামাল আহমাদ। প্রকাশক ঃ পাঞ্জেরী ইসলামিক পাবলিকেশন্স]

২. তাফসীরুল কুরআন (আমপারা)। [ঐ]

৩. মাসায়েলে রফ'উল ইয়াদাঈন। (প্রকাশিত) –[মূল (উর্দূ) ঃ মাস'উদ আহমাদ। অনুবাদঃ আবূ জিহাদ, সম্পাদনাঃ কামাল আহমাদ]

৪. ইমামের পিছনে সূরা ফাতিহা পাঠের পদ্ধতি ও মাসায়েলে সাক্তা [মূল ঃ ইমাম বুখারী , নাসিরুদ্দীন আলবানী, শায়েখ যুবায়ের আলী যাই, বাদীউদ্দীন শাহ আল–রাশিদী, মাস'উদ আহমাদ; অনুবাদ ঃ কামাল আহমাদ]

৫. তিন রাক'আত বিত্র সালাত আদায়ের পদ্ধতি। [মূল ঃ মাস'উদ আহমাদ, শায়েখ যুবায়ের আলী যাই; অনুবাদ ঃ কামাল আহমাদ]

৬. সুন্নাত তরক করা ক্বীরাহ গুনাহ। [ঐ]

৭. মাযহাব ও তাক্বলীদ। [মূল (উর্দূ) ঃ মাস'উদ আহমাদ। অনুবাদ ঃ কামাল আহমাদ]

৮. সাদা দাড়ি রাখা সুন্নাতের খেলাফ। [মূল (উর্দূ) ঃ মুহাম্মাদ ইশতিয়াক। অনুবাদ ঃ কামাল আহমাদ]

৯. আমীরের জন্য কুরাইশ হওয়া কি জরুরী। [ঐ]

১০. দাঁড়িয়ে খাওয়া ও পান করা সুন্নাতের খেলাফ। [মূল (উর্দূ); তরজমা ও তাহক্বীক্ব ঃ কামাল আহমাদ]

১১. ক্বরের 'আযাব মাটিতে না কল্পনাতে? [মূল উর্দূ: তরজমা ঃ কামাল আহমাদ]

১২. এক হাতে মুসাফাহা (সংক্ষিপ্ত)। (প্রকাশক ঃ জায়েদ লাইব্রেরী ঢাকা) [মূল (উর্দূ) ঃ 'আব্দুর রহমান মুবারকপুরী (সুনানে তিরমিযী'র বিশ্বখ্যাত ব্যাখ্যাগ্রন্থ 'তুহফাতুল আহওয়াযী'র লেখক) অনুবাদ ও পরিমার্জনে ঃ কামাল আহমাদ]

১৩. কিতাবুস সুন্নাহ [মূল ঃ ইমাম আলবারবাহারী, অনুবাদ ঃ কামাল আহমাদ]

১৪. রমাযানের উপেক্ষিত সুন্নাতসমূহ [মূল ঃ মুহাম্মাদ নাসিরুদ্দীন আলবানী]

১৫. ফিতনাতুত তাকফির [মূল ঃ মুহাম্মাদ নাসিরুদ্দীন আলবানী] (প্রকাশক ঃ এডুকেশন সেন্টার সিলেট)]

১৬. যাদের প্রতি আল্লাহর লা'নত। [মূল ঃ সাহেবজাদা ক্বারী 'আব্দুল বাসেত দোস্ত মুহাম্মাদ সাহেব] [১৫২টি কবীরাহ গুনাহর বিস্তারিত বিবরণ হাদীসের তাহক্বীক্বসহ]

কুরআন ও সহীহ হাদীসের আলোকে গবেষণালব্ধ বই ও পুস্তিকা

১৭. ইসলাহে জামা'আতুল মুসলিমীন সিরিজ ঃ
(ক) আমাদের নাম কি কেবলই মুসলিম? (খ) "জামা'আতুল মুসলিমীনকে আঁকড়ে থাকা ও ফিরক্বা থেকে পৃথক থাকা" – হাদীসের ব্যাখ্যা। (গ) আমীর, ইমাম, জামা'আত ও জাহেলী মৃত্যু, (ঘ) ইসলাহে জামা'আতুল মুসলিমীন, (ঙ) তাহক্বীক্বকৃত "আমাদের হাকিম কেবলই একজন"

১৮. রদ্দে মুনকিরীনে হাদীস ঃ (ক) হাদীস কেন মানতে হবে [আল–কুরআনের আলোকে] (খ) কুরআনে পাঁচ ওয়াক্ত সালাত।

১৯. আন আক্বীমুদ দ্বীন – সংশয় নিরসন। ২০. আজকের মুসলিম এবং দ্বীন ক্বায়েমের পথ। ২১. তাগুতকে বর্জন। ২২. ক্বিতালের শর্ত ও প্রেক্ষাপট। ২৩. কুরাইশী খিলাফত। ২৪. ইসলামে ছবির হুকুম। ২৫. তারাবীহ ও তাহাজ্জুদ। ২৬. কুরবানীর 'ঈদ কত দিনে? ২৭. তাহক্বীক্বকৃত পর্দার মাসায়েল। ২৮. দ্বীনি কাজের বিনিময় বা মজুরী। ২৯. জুম'আর দিনে গোসল করা কি ওয়াজিব। ৩০. সঙ্কলিত ফিক্বহুল হাদীস।

mnxn `Av I whwKi + Bmjvgx eB

ইমামের পিছনে সূরা ফাতিহা পাঠ
ও
মাসায়েলে সাক্‌তা

প্রকাশনায়
আতিফা পাবলিকেশন্স
বাংলাবাজার, ঢাকা। ফোন: ০১৭৪৫-৬৩৯৫৮৮

mnxn `Av I whwKi + Bmjvgx eB